বিধান-বিনায়ক

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

বিধান-বিনায়ক

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর শাসনতন্ত্র, শাসনযন্ত্র ও আইন বা অনুশাসন প্রণয়ন ও পরিচালনা-সম্পর্কে যে অজস্র বাণী দিয়েছেন, সেইগুলি একত্র ক'রে বিধান-বিনায়ক' প্রকাশিত হ'ল। স্বভাবতঃই এই প্রসঙ্গে বহু বিষয়ের অবতারণা হ'য়েছে। তাই, রাষ্ট্রের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপ্রণালী, রাষ্ট্রনায়কের লক্ষণ ও করণীয়, স্বাধীনতার তাৎপর্য্য, অনুশাসন-রচনায় দ্রষ্টব্য, গণপ্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, জনসেবা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ, আইন, শৃংখলা, দণ্ডনীতি, কারাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, সুবিবাহ, সুজনন, সত্তাপোষণী স্বাধীন জীবিকা, সামাজিক শাসন, অসৎ-নিরোধ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দমন, অসাধুতা, দুর্নীতি, অত্যাচার ও নির্য্যাতনের প্রতিকার, জনগণের নিরাপত্তা-বিধান, প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, উৎপাদনবৃদ্ধি, যোগ্যতাবৃদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষার প্রসার, যোগ্যতার সমাদর, মহত্ত্বের মর্য্যাদা, ব্যক্তিগত দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কূটনীতি, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, চর, আন্দোলন ও দলগঠন, কর-নির্দ্ধারণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্মঘট, শ্রেণী-সমবায়, বিচার-পদ্ধতি, আদর্শ-বিচারক, ব্যবহারজীবীর বৈশিষ্ট্য, শান্তিরক্ষক, তদন্ত-প্রথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি, সৈন্যবিভাগের শিক্ষা, ভাষা-সমস্যা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, দলতান্ত্রিকতা, শাসন-সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়, প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি, 'জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয়-সংহতি, প্রচার-ব্যবস্থা, বক্তৃতাবিধি, আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক, বিশ্বরাষ্ট্র-সমবায় ইত্যাদি বিচিত্র প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সমাধানী বাণীগুলি এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। নানা সমস্যাসংকুল বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পুস্তকখানি দিশেহারা জগৎ-সমক্ষে এক অক্ষয় আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সহজসুলভ সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে প্রতিটি বিষয়ের মর্ম্মকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ ক'রে নানা বিরুদ্ধ একদেশদর্শী বাদ, বিবাদ ও দার্শনিকতার দ্বন্দ্ব নিরসন ক'রে আমাদের স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন—মনুষ্যপ্রকৃতির

মূলতত্ত্ব ও স্বরূপ কী, তা'র চাহিদা কী এবং ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের পটভূমিকায় পারস্পরিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য-সহকারে তা' পরিপূরিত হ'তে পারেই বা কেমন ক'রে। মানুষ একটি অখণ্ড সত্তা। সে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তা'র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুষ্ঠু, অপ্রমত্ত ও নিখুঁতভাবে পালন ক'রতে পারে না, যদি নাকি উৎসের সঙ্গে তা'র যোগসূত্র অব্যাহত না থাকে। ঈশ্বরই হ'লেন সব যা'-কিছুর পরম উৎস ও চিরন্তন অধিপতি। তাই, ঈশ্বর তথা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট, ধর্ম্ম, সাত্বত কৃষ্টি, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, আচার, কুলসংস্কৃতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও শাস্ত্রনির্দ্দেশের অনুবর্ত্তনে আমাদের যদি অস্খলিত নিষ্ঠারতি না থাকে, তাহ'লে আমরা ভ্রান্তি ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার কবলে প'ড়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রতে বাধ্য হব। কিন্তু ঐ মূল বনিয়াদ ঠিক রেখে শাশ্বত, ভাগবত বিশ্ববিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সুরে সুর মিলিয়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ছন্দে যদি সমাজ, রাষ্ট্রের যাবতীয় যা'-কিছুর বিধি-বিধান সংগঠন ও পরিচালনা করা যায়—অসৎ-নিরোধকে সাবুদ ও সাবলীল রেখে, তাহ'লে প্রতিটি দেশে ও সমগ্র বিশ্বে সব্যষ্টি সমষ্টি-জীবন সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, প্রজ্ঞা, প্রীতি ও পরাক্রমে উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে পারে—স্বার্থ ও পরমার্থের শোভন আলিঙ্গনে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, রাষ্ট্র-পরিকল্পনার কথা ব'লতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত, সার্ব্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনতন্ত্র রচনার বিধান দিয়েছেন যা'র ফলে ঈশ্বরনিষ্ঠ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত, সমাজতান্ত্রিক গণসংস্থিতির অভ্যুদয়ে সমগ্র মানব-সমাজ অখণ্ড-ঐক্য-বিধৃত হ'য়ে ওঠে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, যুগপুরুষোত্তমই হ'লেন এই অখণ্ড ঐক্যের জাগ্রত, জীয়ন্ত প্রতীক এবং আমরা যদি চাই, তাহ'লে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়-বৈশিষ্ট্য, সমাজ-বৈশিষ্ট্য, জাতি-বৈশিষ্ট্য, দেশ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও পরিপূরণে এক মহামিলনে সংহত হ'তে পারি। তা'তে একের বিনিময়ে অর্থাৎ এককে শোষণ ক'রে অন্যে উন্নত হবে না। পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতায়, সেবায়, সহযোগিতায়, পোষণে, পূরণে, আদানে, প্রদানে, প্রতিটি ব্যষ্টি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি দল, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি দেশ, প্রতিটি রাষ্ট্র, এক-কথায়—নিখিল বিশ্ব যুগপৎ সর্ব্বতোমুখী অভ্যুদয়ের অভিযাত্রী হ'য়ে চ'লবে। এর পরিপন্থী যা' তার নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও পরস্পর বদ্ধপরিকর হবে। বলতে কি স্বপ্নরঙ্গীন এক অপরূপ সুন্দর, মহামহিমামণ্ডিত অপূর্ব্ব জগৎ ও জীবনের বাস্তবতাসম্মত অমৃত-আলেখ্য ও রূপকল্পনা বিলসিত হ'য়ে উঠেছে এই মহাগ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে। প'ড়তে-প'ড়তে মনপ্রাণ উল্লসিত, উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, এক কৃতিমুখর পুণ্য-সম্বেগে ভরপুর হ'য়ে ওঠে।

আসুন, আমরা এই নির্দ্দেশাবলীর নিষ্ঠানন্দিত অনুশীলনে, অতন্দ্র সাধনা ও তপস্যায় ভারতকে আবার সোনার ভারত ক'রে গ'ড়ে তুলি, দেবভারত ক'রে গ'ড়ে তুলি, পৃথিবীর পুণ্যতীর্থে পরিণত করি, আর, সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব-সংসারকেও অমৃত-অভিষিক্ত ক'রে তুলি। পৃথিবীর মানুষ হৃদয়ঙ্গম করুক ভগবদ্দত্ত এই জীবন কত সুন্দর, কত মহৎ, কত আনন্দমধুর! বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৭০
২৩।৯।১৯৬৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত রাজনীতি-বিভাগের যেসব বাণী 'বিধান-বিনায়ক' গ্রন্থে ইং ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হ'য়ে যায়, তারপরেও শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে আরো ১৫টি বাণী প্রদান করেন। সেগুলি 'বিবিধ সূক্ত (২য় খণ্ড)' নামক গ্রন্থে রাজনীতি-অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বিধান-বিনায়কের বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ বাণীগুলি যুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল। পুস্তকস্থ বিষয়-সূচীও সেইভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের বাণীগুলির প্রথম পংক্তির কোন সূচী ছিল না। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকস্থিত সমস্ত বাণীর প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র প্রদত্ত হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার ঋক্-সত্তা
শাণ্ডিল্য-স্থণ্ডিলে দাঁড়িয়ে
আহুতি-আহবে ডাকছে,—
সমস্ত রাজ্য
এক বিশ্বরাষ্ট্রেরই বিশাল ঊর্জ্জনায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে
প্রাণন-সংহতিতে দাঁড়িয়ে
তাই করুক,—
সকলেই যা'তে সকলের হ'য়ে
সাত্বত দিনের গুণগরিমায়
মুগ্ধ হ'য়ে চলে,
সবাই যেন
সবার প্রেয় হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে,
সবার স্বার্থের আপূরণাই
যেন আত্ম-আপূরণা হ'য়ে ওঠে,
তবে তো সত্য
বাস্তব ঊর্জ্জনায়
সংগতি নিয়ে
সবার হ'য়ে উঠবে!—
শিষ্ট সম্বৃদ্ধির উন্মাদনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে
দুনিয়ার দান্ত-দিগ্বলয়ে
স্বস্থ সুন্দরে
সম্বৃদ্ধিপর হ'তে-হ'তে
অজচ্ছল আয়ুর অধিকারি হবে—
বহুত্বের একপ্রতীতি নিয়ে,—
সাত্বতীর অনাবিল গুণগরিমায়!

রাজনীতি

স্বাধীন হও—
সৎ-এর অধীন হ'য়ে,
তবে তো স্বাধীন! ১ ।

সঙ্গীনতান্ত্রিক স্বাধীনতা
স্বাধীনতা নয়কো,
সৎসঙ্গত, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, সত্তাপোষণী
অনুশাসনদীপ্ত স্বাধীনতাই
প্রকৃত স্বাধীনতা,
নয়তো তা' ভূয়া,—বিপদ্‌সংকুল । ২ ।

স্বাধীনতা সার্থক হয় সেখানে,—
সমীচীন সাত্বতনীতির পরিচালনা
যেখানে যেমন নিখুঁত,
সম্বর্দ্ধনী, নারায়ণীয়—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাস্তব উন্নত নন্দনায় । ৩ ।

সৎ-কে ধারণ কর,
শুভ-ধৃতি নিয়ে চল,
স্বাধীন হও,
আর, স্বাধীনতা মানেই হ'চ্ছে—
শুভ যা'
তা'কে ধারণ করা—
পালনে-পোষণে । ৪ ।

যতক্ষণ না—
ধৃতি-বিনায়িত সুকেন্দ্রিকতা,

কেন্দ্রানুগ উদ্বর্ত্তনা,
বর্দ্ধননিপুণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,
পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্রয়ী সহযোগিতা,
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়ী কৃষ্টিদীপনা,
সত্তা ও সত্ত্বের সলীল স্বচ্ছন্দতা,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
ও যোগ্যতা-সন্দীপী অনুশীলন
সব্যষ্টি সমষ্টিতে
সুবিনায়নী তৎপরতায় সহজ হ'য়ে উঠেছে,—
স্বাধীনতা তখনও ভাঁওতামাত্র। ৫।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা
মরণ-অভিনিবেশী নয়কো,
বরং তা' জীবনকে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায় বিবর্ত্তিত ক'রে
অমৃতপন্থী ক'রে তোলে—
বিবর্দ্ধনী উন্নতি-পরিক্রমায় ;
যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা
প্রবৃত্তি-সংক্ষুধ ব্যভিচার-বিক্ষোভী, অসৎ-উপাসক,
তা'তে স্বাধীন হওয়া—
অধর্ম্মকেই পূজা করা,
তা' পাপ,—নারকীয়,
তা'কে নিয়ন্ত্রিত বা নিরুদ্ধ না-করাই
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে
মরণকেই আমন্ত্রণ করা। ৬।

স্বাধীনতার ধাপ্পায়
মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে
হরণ ক'রো না,
যেখানে ব্যক্তির সত্তাকে
ধারণ করার ক্ষমতা নাই,
সাত্ত্বিক উদ্বর্দ্ধনা নাই,
ব্যক্তিত্বে পারস্পরিক সঙ্গতিশীল
সেবা-সহানুভূতি নাই,—

সে-স্বাধীনতা
যতই রূপালী হো'ক,—
লোকজীবনের কাছে
লোক-বর্দ্ধনার কাছে
তা'র দাম অতি অল্পই । ৭ ।

যে অবাধ চলন
জীবন ও জনকে
যন্ত্রণাপ্লুত ক'রে তোলে—
বিকৃত ক'রে তোলে—
ব্যভিচারী ক'রে তোলে—
তা' কিন্তু স্বাধীনতা নয়কো,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও নয়,
বরং সম্বর্দ্ধনী সংস্কারগুলিকে পরিপালন ক'রে
জীবনে-আচারে-ব্যবহারে
চরিত্রগত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
আত্মমর্য্যাদার সম্বর্দ্ধনে থেকে
স্বাধীনতাকে উপভোগ করা,
ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
শাসনে সুষ্ঠু পরিবর্দ্ধিত করাই হ'চ্ছে
প্রকৃত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য । ৮ ।

যখনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
আদর্শহারা, বিকেন্দ্রিক, অসহযোগী,
অব্যবস্থ, স্বেচ্ছাচারী, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী,
স্বার্থপর, শোষণ-তৎপর, প্রতারক,
আদর্শ-অনুধ্যায়িতা-সম্বৃদ্ধ-চরিত্র-হীন
ও জাহান্নমপন্থী হ'য়ে ওঠে,—
সে-স্থলে
তা'র আধিক্য যেখানে যেমনতর,—
শাসনদীপ্ত পোষণে তা'দিগকে সংহত ক'রে
যোগ্যতা ও সহযোগিতা-প্রবণ
ও পটু ক'রে তুলে'
তা'দের জীবন ও বর্দ্ধনকে

বিড়ম্বনামুক্ত ক'রে তোলাই
তা'দের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ;
নয়তো, জাহান্নম তা'দিগকে
নিগ্রহে অস্তিত্বহারা ক'রবে। ৯ ।

যা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলি
সুনিয়ন্ত্রণে সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
বৈশিষ্ট্যে অন্বিত হ'য়ে,—
ব্যক্তিগত সত্তা—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে উঠেছে
এবং তা'র জাতীয় সংস্কৃতি
ইত্যাদির সঙ্গে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
সত্তাসম্পোষী আচরণে স্বতঃ হ'য়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
বিবর্ত্তনের দিকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী অভিদীপনায়,
পারিবেশিক অনুচর্য্যা নিয়ে,—
তা'রই অনুশীলনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে
সাত্ত্বিক তন্ত্রে উৎক্রমণশীল ক'রে তোলা ;
আর, যা' মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে—
বিশৃঙ্খলা ও বিধ্বস্তিতে
ক্ষয়িষ্ণু অপলাপশীল ক'রে তোলে—
সেগুলির সংযম বা সার্থক সংশ্রয়ে
মানুষকে
সত্তাপোষণে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা কিন্তু
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
মূঢ় অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় ক'রে তোলা নয়কো ;
তাই, যথাযথ দক্ষ পরিচর্য্যায়
যা'তে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রিকতা
সুসঙ্গতি নিয়ে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শুভ-তাৎপর্য্যে,—

তাই-ই ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সমাজ বা শাসন-সংস্থার
সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বথা করণীয়,
আর, বর্ণাশ্রম ও বৈশিষ্ট্যানুগ সুজনন
ও সৎ শিক্ষাই
তা'র ভিত্তি। ১০ ।

স্বাধীন না হ'য়েই—
অর্থাৎ ইষ্টায়িত আত্মনিয়মনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না ক'রেই—
সর্ব্বতোভাবে
ধারণ-পালনক্ষম না হ'য়েই
যা'র সাত্বত অধীনতা ছুটে যায়,
তা'র স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারই হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ স্বেচ্ছাচার
সাত্বত আচারকে বিমর্দ্দিত ক'রে
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট ক'রে তুলে' থাকে,
ফলে, তা'র ঐ স্বাধীনতা
সর্ব্বনাশাই হ'য়ে উঠতে থাকে। ১১ ।

ক্ষেত্রসমূহকে
উত্তম ফসলের জন্য উর্ব্বর ক'রে তোল,
মানুষকেও তেমনি
উত্তমে উর্ব্বর ক'রে তোল,
জীবনকেও তেমনি নীতি-নিয়ন্ত্রণে
উর্ব্বর ক'রে তোল,
শিক্ষাকেও সার্থক সঙ্গতিতে
উর্ব্বর ক'রে তোল—
কৃতিনৈপুণ্যে ;
তবে তো ব্যষ্টি ও সমষ্টি
পারস্পরিকতার কুশল বন্ধনে
স্বাধীন ও উর্ব্বর হ'য়ে উঠবে—
শুভ-বিন্যাস নিয়ে ;
আর, স্বাধীন হওয়া মানেই

কৃতি-অনুচর্য্যায়
নিজেকে ধারণপোষণক্ষম ক'রে তোলা
এবং অন্যকেও তাই ক'রে তোলা ;
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
প্রাজ্ঞ অভিনিবেশে
সবাইকে সব দিক-দিয়ে
তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পোষণ-বর্দ্ধনায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক পারস্পরিক অনুচর্য্যার
প্রীতিবন্ধনে
আত্মধৃতি-পরায়ণ ফুল্ল দীপনায়
উন্মুক্ত উর্ব্বর ক'রে তুলে'
ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সহজ ক'রে তুলতে হবেই ;
এই হ'চ্ছে
সবারই মোক্তা করণীয়। ১২ ।

বাস্তব স্বাধীনতা
তখন থেকেই আবির্ভূত হবে—
যখন পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলি
একায়িত হ'য়ে
তা'র বিভিন্নতা বজায় রেখে
তা'র উপযোগিতা-অনুসারে
ব্যষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকবে—
সম্বর্দ্ধনার দিকে,
বিকৃত ব্যাহৃতিতে
উৎসর্গীকৃত ক'রে নয়,
জীবনীয় সম্বর্দ্ধনার
অমোঘ চিরন্তন গতি নিয়ে—
স্মিত চেতনায় ;
এমনি ক'রেই যখন
পরস্পর পরস্পরের
বান্ধব হ'য়ে উঠবে,
পরস্পর পরস্পরের

বিষয় হ'য়ে উঠবে,
পরস্পর পরস্পরের
উজ্জর্না হ'য়ে উঠবে,
পরস্পর পরস্পরের
অসৎকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তির উৎসজ্জর্নায়
উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
কৃতিসম্বন্ধ অনুচলনে
যত চ'লতে থাকবে—
পরিচর্য্যার দীপ্ত অনুশাসনে,
স্বাধীনতা ততই এগোতে থাকবে—
বিশ্বের প্রতিপ্রত্যেকের কাছে
স্বস্তির আকৃতি নিয়ে। ১৩ ।

সত্তার বৈশিষ্ট্যশীল জীবন-প্রবাহ
যখন সাত্ত্বিক ধৃতি-উপাসন-তৎপরতায়,
পারস্পরিক সত্তাস্বার্থের আবাহন-অনুচর্য্যায়
যাগদীপী হ'য়ে
প্রত্যেকটি হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে
নন্দন-হিল্লোলে
সবাইকে পরস্পরতপী ক'রে তুলতে পারে—
কেন্দ্রায়িত ধারণপালনী উৎসারণায়,
বিশ্ব-স্বস্তি ও শান্তি
তখন স্বতঃ-প্রবাহশীল। ১৪ ।

অমোঘ ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে
আত্মবিনায়নী তৎপরতার সহিত
সাত্ত্বিক সঙ্গতি—
যা' সত্তাকে
পোষণবর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রে
অনুসেবনী তৎপরতায়
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোলে,

—এমনতর যা'-কিছুকে
বাস্তব আগ্রহ-দীপ্ত তাৎপর্য্যে
পুষ্ট করাই হ'চ্ছে
প্রথম এবং প্রধান জিনিস,
আর, ঐ প্রবর্দ্ধনী চলন যেখানে
ঐটাকে মুখ্য ক'রে তুলে'
বিধি-অনুশাসনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
পর্য্যায়ে,
অন্বিত সার্থকতায়
পারস্পরিকতার অনুচর্য্যী অনুনয়নে
সংহতির সৃষ্টি ক'রে তোলে—
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে অবাধ ও উচ্ছল ক'রে দিয়ে,—
স্বাধীনতা কিন্তু সেখানে ;
আর, এই অনুনয়ন যখন পরিবারকে
পারস্পরিক অনুকম্পী অনুবেদনায়
সক্রিয় সংহত ক'রে তুলে'
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অমনতরই সংহিতির সামবেদনায় উচ্ছল ক'রে
প্রাচীন ও নবীনের সার্থক সমবায়ী অন্বয়ে
যোগ্যদীপনার যুক্তজীবনকে
জীয়ন্ত ও জ্বলন্ত ক'রে
উচ্ছল অনুচলনে
কৃষ্টিপথে
ক্রমাগতির সার্থক নিষ্পন্নতায়
বিশেষ বিনায়নে সম্বন্ধান্বিত ক'রে
উদ্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে থাকে,—
স্বাধীনতা পারিজাত পরিক্রমায়
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে
দুনিয়ার বুকে
অমৃত-অভিষিক্ত ক'রে
বিশ্বজনীন চেতন-সমুত্থানে
স্বর্গীয় মন্দারের দীপালী জীবনে
হোমদীপ্ত ক'রে চ'লতে থাকে। ১৫ ।

যা'রা আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
সংহত হ'য়ে উঠতে পারে না—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,
প্রত্যেকটি কর্ম্মকে
ধর্ম্মপরিচর্য্যায় পরিভৃত ক'রে তুলতে পারে না—
ত্বরিত কৃতিমুখর নিষ্পন্নতায় উচ্ছল হ'য়ে,
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় সহজ ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না,
স্ব-এর ধারণ-পোষণ-পালনে পরাঙ্মুখ যা'রা,
যে-জাতি এমনতর স্বাধীন,
তা'দের স্বাধীনতা যে আত্মহারা, উন্নতিবিমুখ,
তা'তে যে কোথায় সন্দেহ আছে—
তা' ঠাওর করাই কঠিন ;
তাই, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে চল—
শ্রদ্ধোষিত অন্তর নিয়ে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে—
কৃতিমুখর ধর্ম্মানুচর্য্যী অনুশীলন-তৎপরতায়,
যা'র ভিতর-দিয়ে সাত্ত্বিক ধৃতি ও পালন-পোষণ
সপারিপার্শ্বিক নিজেতে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
পরাক্রম প্রদীপনায়,
একায়নী দৃঢ়-সম্বেগ নিয়ে,
স্বাধীনতা গুরুগৌরবে
তোমাদিগকে দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তোমাদের শরীরী মঙ্গলঘটকে
অনির্ব্বচনীয় আশিস্-বর্ষণে
প্রেরণা-প্রবুদ্ধ উন্নত চলনশীল ক'রে। ১৬ ।

তোমরা যদি
স্বার্থান্ধ বিলাসিতায় আত্মনিয়োগ কর—

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে উপেক্ষা ক'রে—
পরপদলেহী কুক্কুরের মত,
নিজের সাত্বত আচারকে
তামস-সংযোজনায় সংহত ক'রে
বিপর্য্যস্ত বিনায়নে নিয়োজিত ক'রে
সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন কর,
কেউ কি তোমাদের বাঁচাতে পারবে?
অশিষ্ট কদাচারে
নিজেদের জর্জ্জরিত ক'রে
বোধ-বিবেকের ঊর্জ্জনা ও ধৃতি-দর্শনকে
অন্ধ তমসায় নিহিত রেখে
তোমরা কি সুস্থ থাকতে পারবে?
তা' কি হয়?—
হয় না;
সমাজকে যদি বাঁচাতে চাও—
দেশকে যদি বাঁচাতে চাও—
তোমাদের নিয়োজিত
নেতৃপুরুষদিগকে যদি বাঁচাতে চাও—
এখনই সুসম্বদ্ধ হও,
সুসন্দীপ্ত হও,
নিজের জীবনের সাথে
প্রত্যেকটি জীবনকে আঁকড়ে ধর,
বিন্যাস-বিভবে
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হ'য়ে উঠুক—
ঊর্জ্জী পরাক্রম নিয়ে
বিক্রমদীপ্ত তৎপরতায়;
তবে তো!
যা'-কিছু কর
তা'র আগেই
তোমাদের সত্তা-সংরক্ষণী সন্দীপনাকে
সুদৃঢ় সজাগ ক'রে রেখো,
সুজাগ্রত ক'রে রেখো,
এমনতর অধিষ্ঠিতি নিয়ে—
যেন কেউ তোমাদের

এতটুকুও টলাতে পারে না—
পরাক্রমের বিপুল কৃতিবিভব নিয়ে
সঙ্গতিশীল উদ্দীপনায় ;
তবে তো স্বাধীনতা!

যদি স্ব-এর অধীন না থাক তোমরা—
নেহাৎ নিটোলভাবে,
স্বাধীনতা কি আসে?

যদিও পাও—
তা'ও কি থাকে?
তা'তে সংহতিই বা কোথায়?
সঙ্গতিই বা কোথায়?
বিভব-বিভূতিই বা কোথায়?
সম্বেগের ঘোর আবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে
শুভ-প্রবর্ত্তনায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে—
অসৎনিরোধী তৎপরতাকে
অটুট নিনড় ক'রে রেখে—
বজ্রকবাটের মতন
দৃঢ় দুরন্ত ক'রে ;
স্বাধীনতাকে রাখতে হ'লেই
প্রথমেই তো তা'ই চাই,
বাস্তবে যে স্বাধীন—
সে
উপযুক্ত যে বা যা'-কিছুকে
স্বাধীন ক'রে তুলতে পারে,
যে নিজেই স্বাধীন নয়—
সে তা' পারে না ;

তাই বলি—
দুর্ভোগের জ্বালাময়ী তামস-অগ্নিকে
কেন আলিঙ্গন ক'রবে?
অন্তর-অগ্নিতে হোম-আহুতি দাও,
আত্মিক সম্বেগ বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক—
জ্বলন-দৃষ্টি নিয়ে,

এমনি ক'রে
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেককেই
আগুন ক'রে তোল,
সে-আগুন
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই নিরোধ করুক—
অসৎ যা'-কিছু,
সর্ব্বনাশা যা'-কিছু,
অস্তিত্বের বিষাদ-সন্দীপী যা'-কিছু ;
সবকে সংহত ক'রে
উৎফুল্ল উদ্দীপনায়
এখনই দাঁড়াও,
সংহত হও ;
মনে রেখো—
সব বিষয়েই
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি যা'দের সুঠাম,—
তা'দের গতি কুটিল হয় না,
কূটই হ'য়ে থাকে ;
আর, সবাইকে
যথোপযুক্ত বান্ধব ক'রে নিয়ে
নিরপেক্ষ থাকতে পার—
যতক্ষণ না আপদ্-আক্রান্ত হও ;
স্বস্তি-বোধনাই
সম্বোধি-তাৎপর্য্যে
পরাক্রমপ্রদীপ্ত হ'য়ে
সাত্বত ঊর্জ্জনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
সব ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে ;
তোমরা কী চাও—
জানি না,
আমি বুঝি—
সবারই অন্তর
থাকতেই চায়,
বাঁচতেই চায়,

বাড়তেই চায় ;
এটা কি ভ্রান্তি? ১৭ ।

ইষ্টবিহীন বিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা
সাপের চেয়েও সন্দেহের। ১৮ ।

ইষ্টার্থ-অনুসেবী ধর্ম্মই
পূর্ত্তনীতির উদ্গাতা,
যা'রা সুকেন্দ্রিক ধর্ম্মানুচর্য্যায় অবিশ্বাসী
পূর্ত্তনীতি তা'দের ভ্রান্ত ও বিপদ্-সঙ্কুল। ১৯ ।

রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি
যদি ধর্ম্মের আপূরণী না হয়,
আপোষণী না হয়,
অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি না হয়,
তা' কিন্তু ছন্ন-বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিককে
বিনাশের দিকেই পরিচালিত ক'রে থাকে। ২০ ।

একানুধ্যায়ী ভগবৎ-প্রেরণা-প্রবুদ্ধির সহিত
সক্রিয়, বজ্রদীপ্ত কঠোর সংহতি নিয়ে
রাষ্ট্রীয় সত্তা-সংরক্ষণ,
তৎস্বার্থ-সম্প্রসারণ
ও বৈশিষ্ট্যপালী গণ-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় অধিগমনই
যা'র একমাত্র স্বার্থ না হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর মানুষ যদি
শাসন-সংস্থার অধিনায়ক হয়,—
তা' কিন্তু ভীতিপ্রদই। ২১ ।

সাম্রাজ্য
স্বর্গের পথে উন্নীত হ'য়ে চলে ততই—
সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়নিষ্ঠ, অন্বিত-গুণদীপ্ত
অনুচলনী চরিত্রই

যখন থেকে
সৌন্দর্য্যের বিভামণ্ডিত হ'য়ে
প্রত্যেকের কাছে
লোভনীয় হ'য়ে ওঠে যতই। ২২ ।

যেমন সত্তাবিধৃত বোধসমন্বিত
শারীর-যন্ত্রগুলির
পারস্পরিক সুসঙ্গত সহযোগী
অন্বয়ী চলন-তাৎপর্য্য হ'তে
সমগ্র শরীর-সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হয়,
তেমনি
সুকেন্দ্রিক বোধায়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত পারস্পরিক সহযোগিতায়
সার্থক সমবেত চেতনার সৃষ্টি হয়,
তাই-ই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় চেতনা। ২৩ ।

তুমি রাজনীতি ক'রে বেড়াও,
অথচ আদর্শে অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠনি
উৎসজ্জর্নী অনুচর্য্যায়,—
তা'র মানে, লোকরঞ্জনাও তোমার
বিকৃতি-অনুশায়ী,
তাই, তা'তে
সঙ্গতিশীল বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণাও নেই,
এই রাজনীতি ব্যর্থতারই পরম বান্ধব ;
আপসোসই তা'র আত্মমর্য্যাদা। ২৪ ।

আগে
উপচয়ী শ্রেয়ার্থ-অনুপ্রেরণা নিয়ে
তদনুবর্ত্তিতায়
গণ-স্বস্তি ও স্বার্থকে
নিজের স্বস্তি ও স্বার্থ ব'লে গ্রহণ কর,
এই অনুপ্রেরণী অনুচর্য্যা নিয়ে
পূর্ত্তনীতি ও গণহিতী ব্রতে ব্রতী হও,

তবে তো তোমার ব্যক্তিত্ব
গণব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
আর, যদি ফাঁকি দাও—
মেকিই হবে উপঢৌকন তোমার। ২৫ ।

মানুষের জীবনকে
পালন-পূরণী তৎপরতায়
সুবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায়,
জন্মে, কর্ম্মে, জীবনদ্যোতনায়,
স্বাস্থ্য ও স্বস্তি-সুন্দর উপচারে,—
তাই-ই হ'চ্ছে রাজনীতির গোড়ার কথা,
আর, ভিত্তির গাঁথনি। ২৬ ।

রাজনীতি যখন
কল্যাণ-পরিস্রবা
ইষ্টনিষ্ঠ জীবনীয়
পালন-পোষণ ও পূরণী অনুচর্য্যার
স্বস্তি-আরাধনায় বিরত হ'য়ে
ধাপ্পাবাজি নকল প্রত্যাশায়
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে—
স্বার্থগৃধ্নু ক্ষমতা-লিপ্সায়,
তখনই হয় তা'র অন্তর্ধান,
আসে দানবীয় দৌরাত্ম্য। ২৭ ।

রাজনীতিই পূর্ত্তনীতি—
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-অনুশীলনাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
প্রকৃষ্ট পরিচর্য্যায়
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলে—
স্ফুটতর পরিক্রমায়,
অন্বিত পারিবেশিক সঙ্গতি নিয়ে,
পারস্পরিকতার আলিঙ্গন-অনুদীপনায়
পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত ক'রে,

তাই, ধর্ম্মই
রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতির প্রাণন-স্পন্দন। ২৮।

তোমার রাষ্ট্রই বল,
সমাজই বল,
আর, গণ-ব্যষ্টিই বল,
ধর্ম্মের ভিত্তিতে যদি তা' গ'ড়ে না তোল,—
আবার, সে-ধর্ম্ম যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ বা ইষ্টের
বাস্তব জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে না ওঠে—
প্রাজ্ঞ, পরিদর্শী, অন্বিত সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়,
যা'ই কর আর তা'ই কর,
ঐক্য, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনা
সুদূরপরাহত সেখানে,
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'ল—
সেই নীতি-বিধি জীবনে প্রতিপালন করা,—
যা'তে মানুষ বাঁচে, বাড়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ। ২৯।

যে-সমস্ত জনপদ বা রাজ্য
আত্মঘাতী বিদ্রোহ-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
দ্বিধাদীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে,—
তা'দিগকে আগে
সংযোজিত ও সংহত ক'রে তোল,
সুবর্দ্ধন ও শান্তি-তান্ত্রিকতার স্বস্তিবচনই ঐখানে;
কারণ, সুকেন্দ্রিক একতাই শক্তি,
শ্রেয়ার্থী ত্যাগই জীবনদীপ্তি,
অচ্ছেদ্য বান্ধব-নিবন্ধনই সংহতি,
পারস্পরিক যোগ্যতাপ্রসূ পরিচর্য্যাই সম্বৃদ্ধি,—
তাই, পূর্ত্তনীতির পূতস্থণ্ডিলই ঐ। ৩০।

যে অবস্থায়ই পড় না কেন,
সম্ভব হ'লে খুব চেষ্টা রেখো—
দেশ বা প্রদেশকে
নানারকমে বিভক্ত না ক'রে ফেলতে;

এই বিভক্তি কিন্তু
তা'র আদিম সংস্থিতিকে
উচ্ছৃঙ্খলই ক'রে তোলে,
নষ্ট-নিয়মনায় তা'কে
ক্রম-উৎসন্নের দিকেই নিয়ে যায় ;
ফলে, তা'র প্রাকৃতিক সংস্থিতি তো যায়ই,
তা' ছাড়া
তা'র ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,
সানুকম্পী পারস্পরিক সম্বদ্ধতার 'পর দাঁড়িয়ে
যে-কৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছিল,—
সবগুলি জাহান্নমের দিকে এগিয়ে চলে ;
তাই বলি—
দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হও,
তা'র প্রাকৃতিক সীমান্ত-রেখাকে
কখনও বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না,
তাহ'লে তা'র অন্তঃস্থ সংস্কৃতি—
ভাঙ্গাচোরা যা'ই কিছু থাক না কেন,
তা'কে আবার গ'ড়ে তুলতে পারবে—
বিশদ বিবর্দ্ধনার দিকে,
সাত্বত একায়নী তাৎপর্য্যে ;
নইলে, ব্যতিক্রম
সবাইকে ব্যতিক্রান্ত ক'রে তুলবে। ৩১ ।

এক রাজ্য ভেঙ্গে
বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ক'রতে যেও না,
ক'রলে কিন্তু
প্রাদেশিক
প্রাবৃত্তিক বিদ্বেষই বেড়ে যাবে,
সংহতি
শিষ্ট বিনায়ন
লোকানুরক্তি
তৎস্বার্থপরিচর্য্যা—
আরো কত কী—

সবই ক্রমে-ক্রমে নষ্ট হ'য়ে
একটা শত্রুসঙ্গতির সৃষ্টি হওয়া ছাড়া
আর কিছুই হবে না,
অনুকম্পা
লোক-অনুরক্তি—
স্বার্থসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
ক্রমে-ক্রমেই অস্তমিত হ'য়ে যাবে,
উপস্থিত স্বার্থ দেখে'
অমনতর ভুল কিছুতেই ক'রো না,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
হও,
বাড়—
আরো-আরোর পথে,
মোটামুটিভাবে তৃপ্তি পাবে সবাই,
বর্দ্ধনার ঐই সন্দীপনী মন্ত্র। ৩২ ।

যে গণ বা রাষ্ট্র
পূরয়মাণ একাদর্শপ্রাণতায় কেন্দ্রায়িত নয়—
আর, সেই আদর্শানুপ্রাণিত ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে
জীবন-চলনা স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি
জীয়ন্ত অনুরাগে
সর্বৈশিষ্ট্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে—যা'দের,—
শক্তি ও সংহতি তা'দের সুদূরপরাহত,
আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতাই তা'দের
সর্ব্বনাশা স্বাভাবিক অভিযান—
মূঢ় বোধি-ঔদ্ধত্যের পথে। ৩৩ ।

রাজনীতি যদি কর,
আর, রাজনীতিই যদি শিখতে চাও,
প্রথমেই সাত্বত প্রদীপনা নিয়ে
অচ্ছেদ্যভাবে আচার্য্যনিষ্ঠ হও,
আর, ঐ উদ্যমে
সাত্বত-ব্রতচারী হ'য়ে
লোকরঞ্জন-নীতিকে অনুসরণ কর—

বৈধী-অনুনয়নে
পূরণ-পোষণী কৃতিচলন নিয়ে
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়,—
যা'তে নিজের ব্যক্তিত্বটা
আত্মপ্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে থাকে। ৩৪।

প্রতিটি ব্যষ্টির সাত্বত প্রয়োজনকে
যে-নিয়ম বা নীতি অগ্রাহ্য করে,
বাঁচাবাড়ার পক্ষে নেহাতই জরুরী যা'
তা'র আপূরণে অবহেলা করে,—
তবে রাজনীতির নীতি কোথায়
তা' আমি বুঝতে পারি না,
তা' শুধু কথায় না কাজে—
তা'-ও বুঝি না। ৩৫।

সহজ সরবরাহ,
বিবাদের ত্বরিত স্বস্তিপ্রদ মীমাংসা
ও বিবাদীদের পুনর্মিলন,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শ-অনুবর্ত্তিতায়
সত্তাসম্পোষণী কৃষ্টির অনুশীলনে
মানুষকে যোগ্যতায় স্বাবলম্বী ক'রে তোলা—
রাষ্ট্রসংস্থার তরফ থেকে
এই তিনের বিহিত ব্যবস্থাপনা
ব্যষ্টির আপূরণে
সমষ্টিকে সম্বর্দ্ধন-প্রয়াসী ক'রে
তা'দিগকে রাষ্ট্রসংস্থায়
বিশ্বাসী ও প্রীতিশীল ক'রে তোলে। ৩৬।

আদর্শের দাঁড়ায়
ধর্ম্মের ভিত্তিতে
বৈশিষ্ট্যের কাঠামোয়
সদাচারী চলন
পূর্ত্তনৈতিক চলন
কৌটিল্য-চলন
জাতীয়তার চলন

সৎ-সন্দীপনী অসৎনিরোধী অনুচর্য্যা ইত্যাদি
নিখুঁত উপস্থিত-বুদ্ধির অভ্যস্ততায়
জীবনবৃদ্ধিদ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
পারস্পরিক অন্বিত সার্থকতায়
ঐ ধর্ম্মাদর্শে সার্থক হ'য়ে যতই ওঠে—
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,
জাতিও ততই জীয়ন্ত চলনে চ'লতে থাকে। ৩৭ ।

হৃদ্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে
ব্যক্তিগত অধিকার যদি না থাকে—
তবে সেখানে ব্যক্তিগত দায়িত্বও থাকে না,
ব্যক্তিগত দায়িত্ব যদি না থাকে—
ব্যক্তিগত যোগ্যতাও অবসাদগ্রস্ত হয়,
যোগ্যতা যত অবসাদগ্রস্ত হয়—
উৎপাদনও তত ক'মে যায়,
তখন কৃষিশিল্পাদির
যতই জাতীয়করণ করা যা'ক্ না কেন—
তা' ক্ষয়িষ্ণু চলনেই চ'লে থাকে ;
দায়িত্বের অবাস্তব ভাবুকতা
অর্থাৎ যা'তে মানুষ
বাস্তবভাবে মুখ্যতঃ অন্তরাসী নয়
বা হ'য়ে উঠতে পারে না সক্রিয়ভাবে,
তৎসম্বন্ধীয় দায়িত্ব
মানুষকে দায়িত্বশীল ক'রতে পারে কমই। ৩৮ ।

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী
তা' আমি বুঝি না,
বরং তা' সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হ'তে পারে,
কারণ, সব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
সত্তায় সংস্থ,
বাঁচা-বাড়ার উপাসক,
প্রত্যেকে বেঁচে, বিবর্ত্তিত হ'য়ে
আরোতে উদ্গতি-লাভ ক'রতে চায়,

এই বিবর্ত্তনের কেন্দ্রায়িত প্রতীকই ঈশ্বর,
তিনি এক, অদ্বিতীয়,
সত্তাকে স্বস্তিতে সঞ্চরণশীল ক'রে
ইষ্টার্থে সার্থক সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করাই হ'চ্ছে
পরমার্থ,
আর, ধর্ম্ম মানে তা'ই
যা' সত্তাকে ধারণ করে,
পূরণ করে, পোষণ করে—
ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে—
বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে—
সর্ব্বতোমুখী সম্বর্দ্ধনায়—
উন্নত সংক্রমণে ;
তাই, রাষ্ট্র
ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ কী ক'রে হয়
তা' আমি জানি না,
বরং তা' সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হ'তে পারে। ৩৯ ।

তীর্থস্থান,
ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম যাঁ'রা—
তাঁদের জন্ম ও তিরোভাবের স্থানগুলিকে
কৃষ্টিপ্রবুদ্ধ ধর্ম্মকেন্দ্র ক'রে
সদ্ভাবান্বিত সদাচারমণ্ডিত ক'রে
স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক তাৎপর্য্যানুগ অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে স্বাধীন ক'রে
সুনিয়ন্ত্রণে
গণশিক্ষার স্বাভাবিক কেন্দ্র ক'রে তোলা
সবারই কর্ত্তব্য,
যা'তে পৃথিবীর সব দেশেরই লোকসমূহ
ইচ্ছামত সেখানে যেয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সদাচারে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,
এবং সব দেশেরই লোক

জমায়েত হ'য়ে
পারস্পরিক একত্থানুদীপনায়
সবাই সবার সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের প্রতি
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রতি পুরুষোত্তমকেই
তাঁ'রই বিভিন্ন প্রকট অবস্থা-বৈশিষ্ট্যে জেনে
মহাসংহতিতে সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
অনুকর্ম্মী কর্ম্মঠ অনুদীপনায় ;
এটা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে
বিশেষ অপরিহার্য্য করণীয়,
নয়তো, লোক-সম্বর্দ্ধনা ও লোক-সংহতি
বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত হ'য়েই চ'লবে,
জনগণ
শ্রদ্ধাহারা, ছন্নছাড়া স্বৈরাচার-অনুবর্ত্তিতায়
আত্মবিধৃতিকে হারিয়ে
খান-খান হ'য়ে যাবে। ৪০ ।

ব্যক্তিগতই হো'ক,
পারিবারিকই হো'ক,
সামাজিকই হো'ক,
রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়ই হো'ক—
কোনপ্রকার মঙ্গলবিধায়ক ও নিয়ামক যিনি,
তাঁ'র খোঁজ ক'রবার অধিকার
যেমন সবারই আছে—
ব্যক্তিগত বা গুচ্ছগতভাবে,
তাঁকে সম্বর্দ্ধনী অর্ঘ্যে
নন্দিত করবার অধিকার
যেমন সবারই আছে,
তেমনি তাঁ'র প্রতি
যে-কোনপ্রকার অমঙ্গল-অভিঘাত
যেখান থেকেই উদ্ভূত হ'য়ে উঠুক না,—
তা' তদন্ত করবার অধিকার সবারই আছে—
ব্যক্তিগত ও গুচ্ছগতহিসাবে—প্রত্যেকেরই,

এবং সেই তদন্ত-বিবরণের সমীচীনতা
বিচার ক'রে
বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে
শাসন-সংস্থার বাধ্য থাকা উচিত ;
যদি সে তা' না করে
তবে সেই অনিষ্টের ইন্ধনই
ঐ শাসন-সংস্থা,
কারণ, সত্তারই আকৃতি
শুভে সম্বর্দ্ধিত হওয়া,—
অনিষ্ট-দুষ্ট হওয়া নয়কো,
মনে রেখো,
স্বস্তি-সংস্থাপকরাই ধন্য। ৪১।

পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতিঘাতজনিত
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
মানুষের আদর্শের প্রতি
ধর্ম্মের প্রতি
কৃষ্টির প্রতি
নিষ্ঠা-অন্বিত রাগদীপনা,
যেমনতরভাবে সম্বুদ্ধ বা সংক্ষুব্ধ হয়—
মানুষের বাক্, ব্যবহার ও চালচলনও
আন্তঃকরণিক প্রবণতা নিয়ে
তেমনিই হ'য়ে থাকে,
আর, এমনি ক'রেই ক্রমশঃ দানা বেঁধে-বেঁধে
ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন
আরম্ভ হ'য়ে ওঠে,
কখনও স্বর্ণযুগের আবাহনে
দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হ'য়ে ওঠে—
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য,
কলা, বিজ্ঞান,
উদ্ভাবন, উৎপাদন
ও সংস্কৃতির স্বতঃ-উৎসারণায়,
স্বর্ণযুগ বা স্বর্গের
মহিমান্বিত লাস্য-বিনোদনায় ;

কখনও বা কেন্দ্রহারা, সংহতিহারা
বিচ্ছিন্ন তমোযুগের আরম্ভ হয়—
ছন্ন অজ্ঞতার মোহবিদগ্ধ
ক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার ভিতর-দিয়ে ;
ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের
মোক্তা তাত্ত্বিকতাই এই ;
আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক সংহতি-অনুক্রমায় চ'লতে থাক,
পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
তদনুগ উন্নতি-উদ্দীপনায়
তপ-অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল,—
আর, ভবিষ্যৎ
স্বর্ণপ্রসূ হ'য়ে
তোমাদের সম্মুখে
স্বর্গ-সুষমা বিতরণ করুক ;
ঈশ্বর সবারই পরম-কেন্দ্র,
ঈশ্বরই সংহতির আদিম ভূমি,
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক অনুশাসন,
ঈশ্বরই জীবন-তন্ত্র। ৪২।

তুমি সপরিবেশ সুসংস্থ থেকে
জাগতিক পরিস্থিতিকে
তোমাতে অচ্ছেদ্যভাবে
স্বার্থান্বিত ক'রে তোল,
যা'তে সহৃদয়ী সক্রিয়
সহানুকম্পিতার সহিত
তা'রা তোমাতে অটুট বান্ধব-বন্ধনে
বিবদ্ধ থাকে,
আর, এ ক'রতে যে-পূর্ত্তনীতি
অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োজন
কূটকৌশলী ক্ষিপ্রতায় তা' খাটিয়ে
সমাধানে এসে দাঁড়াও,
যা'তে
যে-কোন বিপদ্ই আসুক না কেন,

তা' নিরোধ ক'রতে
এক লহমাও সময়ক্ষেপ না হয়,
দুর্নীতির কূটকৌশলী অভিযান
যা'র এমনতরই দক্ষ,
কৃতিত্বও তা'র তেমনি বুদ্ধিশালী ;
সত্তাকে সুসংস্থ রাখতে হ'লে,
যেখানেই যতটুকু যেমনতরভাবে
ত্যাগ ক'রতে হয়—
তা' না ক'রে চলা মানেই হ'চ্ছে
বিধ্বস্তিকে হানাদার ক'রে
সত্তাকে বিপন্ন ক'রে তোলা,
নজর রেখো—
ঐ ত্যাগটাও যেন
উপচয়কেই আবাহন করে। ৪৩ ।

বিভিন্ন দেশে
শাসনসংস্থা যা'ই থাক্ না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'দের মধ্যে
মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী, সৎ-সন্দীপী, সত্তাপোষণী
আনাগোনা ও আদান-প্রদান সম্বন্ধে
নানাপ্রকার বিধিনিষেধ যা' আছে,
তা' একদম বাতিল হ'য়ে না যাচ্ছে,—
একই শাসনসংস্থার দুটো সহরের ভিতর
যেমনতর হ'য়ে থাকে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সব শাসনসংস্থা
গণবৈশিষ্ট্য ও গণস্বাতন্ত্র্যকে
মুক্ত ক'রে দিতে পারেনি—
এ-কথা অতি নিশ্চয়,
এটা উক্ত শাসনসংস্থা-সমূহের
ত্রুটি, অযোগ্যতা ও কলঙ্ক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
আর, বিভিন্ন শাসনসংস্থা
পারস্পরিক দ্রোহধুক্ষিত যতক্ষণ থাকবে

ততক্ষণ তাঁদিগকে স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ থাকতেই হবে,—
যে স্বার্থ-সংক্ষুধা
গণ-স্বার্থ, গণ-বৈশিষ্ট্য ও গণ-স্বাতন্ত্র্যকে
ব্যাহত ক'রে চলে ;
স্বতন্ত্র মহৎ-সংস্থা যতই থাক না কেন,
তা'রা যদি পারস্পরিকভাবে
মহতী অনুপোষক ও অনুপূরক না হয়,
একসূত্রসঙ্গত একানুধ্যায়ী
আদর্শ-সংহত না হয়—
দেশ, কাল ও পাত্রের
অন্বিত ক্রমিকতার ভিতর-দিয়েও
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
শান্তি ও শৃঙ্খলাকে
মুক্তির উদাত্ত সুরে বেঁধে,—
শাতন তখনও তা'দের প্রভু ;
মানুষ যে-দিন প্রাণ খুলে ভাবতে পারবে—
প্রাণ খুলে ব'লতে পারবে—
'সব দেশই আমার,
আমি সব দেশেরই',
চ'লতেও পারবে তেমনিভাবে,
স্বর্গ তখন থেকেই
দেদীপ্যমান হ'য়ে চ'লবে। ৪৪ ।

জাতীয় উন্নতির বাহানায়
জাতীয় যন্ত্রণ-নিয়মনকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ তা'র সত্তা-সংকর্ষণী আদর্শ
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, চিরানুরচিত প্রথা,
আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের শুভপ্রসূ অন্বিত চলন—
যা'র ভিতর-দিয়ে
উপাদান ও উপকরণের বিনায়িত তাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
তা'তে হস্তক্ষেপ ক'রে
বিকৃত ক'রে তুলো না তা'কে—

সর্ব্বতোভাবে তা'র কালজয়ী স্বরূপকে না জেনে ;
যদি পার, শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সমীচীন সার্থকতায়
সাত্ত্বিক জীবনে
উৎকর্ষে প্রদীপ্ত ক'রে তোল তা'কে,
যা' নাকি সত্তার
প্রাকৃতিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষে উদীয়মান হ'য়ে ওঠে ;
নইলে, এমনতর ঠ'কতে পার—
যে-ঠকা বহুকাল পরেও
ক্রম-আত্মবিকাশে
জাতির বাস্তব সত্তাকে
বিকৃত ক'রে তুলতে পারে। ৪৫।

যদি জীবন-যাত্রার সৎ-চলনে
কোনপ্রকার বাধা-নিষেধ না থাকে,
প্রত্যেকের ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিয়ে
প্রতিটি শাসন-সংস্থাই
বিহিত তৎপরতায় বিনায়ক হ'য়ে চলে,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, জীবন ও বিত্ত-রক্ষক হয়—
স্বতঃ দায়িত্বে
কঠোর হস্তে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানুবর্ত্তিতায়,
আদানে-প্রদানে পরস্পর পরস্পরের
পূরণ, পোষণ ও রক্ষণে
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে চলে,
দেশীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে
অযথা দুরূহ, উৎকট নিয়ন্ত্রণী নিষেধ
বা শুল্কপ্রাচীর না থাকে,
গণগতির শ্রেয়-স্বার্থী-সম্বন্ধ
ব্যাহত না হয়,
বিচারালয় নিরপেক্ষ ও অনুকম্পাশীল থাকে,
শাসন-সংস্থা ও শান্তিরক্ষক

লোক-সেবাপ্রবণ ও অসৎ-নিরোধী শীলবান্ হ'তে
বাধ্য হয়,
শিক্ষা ও সামাজিকতায়
সম্বর্দ্ধনা-প্রবণ স্বাতন্ত্র্য থাকে,
বৈশিষ্ট্য-রক্ষায় প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির প্রতি
হৃদ্য, সাধু প্রযত্নশীল হ'য়ে চলে—
সম্ভ্রমাত্মক সমীহ নিয়ে,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
তাহ'লে পৃথিবীর যে-কোন দেশ
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী
যে-কোন তন্ত্রের অধীনই থাক্ না কেন,
আর, যত ভাগেই বিভক্ত হো'ক না কেন,
তা' কোনপ্রকার ব্যাহতি বা ব্যতিক্রম
কমই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তখন যে-কোন দেশের
লোক-অনুকম্পী রাষ্ট্রনায়ক হ'ন না কেন,
উপযুক্ত হ'লে
তাঁকে যে-কোন রাষ্ট্র
অবলীলাক্রমে গ্রহণ ক'রতে পারে—
নিজেদের স্বস্তিসম্বর্দ্ধনা
ও বৈশিষ্ট্য-বজায়ী প্রয়োজনের জন্য—
নিজেদের নিয়মতান্ত্রিক বেষ্টনীকে
অক্ষুণ্ণ রেখে,
ফলে, গণজীবন
সাবলীল গতিতেই চ'লে থাকে সর্ব্বত্র। ৪৬ ।

ব্যষ্টিগত বিশেষ-সহ সমষ্টিকে
বিহিত বিনায়নে বিন্যাস ক'রে
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
সাত্বত বিধায়নায় বিশাসিত ক'রে
সুসমঞ্জস তাৎপর্য্যে
জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত ক'রে
পূরণ ও পোষণ করাই হ'চ্ছে—

রাজনীতির
জীবন-সঞ্জিত
বিহিত বিশেষ তুক ;
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
এই পূরণ-পোষণ-তাৎপর্য্যকে অবহেলা ক'রে
যা'ই কর—
তা' গণ ও সমাজের ভিতর
বিক্ষোভই নিয়ে আসবে ;
বিহিতের বিশেষ পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে যা' করবে—
তা'ই
উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রবে,
গণ ও সমাজকে
ধ্বংসের পথেই পরিচালিত ক'রতে থাকবে ;
রাজনীতিই যদি কর—
প্রতিপ্রত্যেককে
ধর্ম্মীয় তাৎপর্য্যে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
সঙ্গতির ললিত লাস্য নিয়ে,
তুমিও সুখী হবে,
আর, ঐ সুখে দেশ ও সমাজ
সন্দীপিত ও তৃপ্তিস্রোতা হ'য়ে চ'লবে। ৪৭ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা আদর্শই হ'চ্ছেন
ধর্ম্মের হোতা,
আর, কৃষ্টিই হ'চ্ছে ধর্ম্মের ধৃতি,
আর, এই ধৃতি—
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির বিনায়ক হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ ক'রে চলে,
তাই-ই ব্রহ্মা ;
রাজনীতিই বল বা পূর্ত্তনীতিই বল,
তা'র মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে ঐ ধর্ম্ম,
আবার, আদর্শহীন ধর্ম্ম যেখানে,
তা' বিকৃতিরই বিপর্য্যয়ী
অসঙ্গতিসম্পন্ন বিশৃঙ্খলা,

মানুষকে তা'—
মানুষের বাঁচাবাড়াকে তা'—
সুসংহত বিনায়নে
পোষণ-বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে না ;
আবার, তিনিই ঐ ধর্ম্মানুচর্য্যী রাজনীতিজ্ঞ—
যিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির
সমন্বয়ী বীক্ষণায়
সব্যষ্টি গণের
সত্তা-সংরক্ষণ ও সত্তাপোষণকে
আপূরণ-তৎপরতায়
বাস্তবে বিনায়িত ক'রে চলেন ;
তাই, সে রাজনীতিজ্ঞ বা পূর্ত্তনীতিজ্ঞ
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠেন না—
যিনি মানুষের ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
আদর্শে বিন্যাস ক'রে
যোগ্যতার অভিধায়নী তৎপরতায়
সব্যষ্টি গণকে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
বাস্তবে বিভামণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন না,—
রাষ্ট্রকে প্রসারণসন্দীপী
ক'রে তুলতে পারেন না,
রাষ্ট্রের অন্তঃ ও বহিঃ-পরিবেশকে
সুবিন্যাসে
অন্বয়ী তৎপরতায় প্রসারণশীল ক'রে
মানুষের সৎ-স্বচ্ছন্দ চলনাকে
নিরবচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে পারেন না,
মানুষের স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
বাস্তব পৌরোহিত্যে যিনি অপটু,
প্রগল্‌ভ আখ্যায়িকার মিথ্যা আত্মপ্রসাদী
গৌরব-বাক্‌-অভিধ্যায়িতা নিয়ে
যিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন—
নাম, যশ ও খাতিরের খতিয়ান নিয়ে,
অন্যের মৌখিক প্রশংসা ও আপ্যায়নায় তৃপ্ত হ'য়ে ;
ঈশ্বর মূর্ত্ত বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে,

তাঁর প্রেরিত তাঁতে জীয়ন্ত হ'য়ে
স্বতঃ-দীপনী চরিত্রে
মানুষের ভিতরে তাঁকেই
পরিবেষণ ক'রে থাকেন,
তাই, ঈশিত্বের জীয়ন্ত প্রতীক তিনিই,
বাস্তবতায় অনুস্যূত হ'য়েই তিনি ব্যক্ত—
অব্যক্ত আত্মিক সম্বেগী সমাহারে। ৪৮ ।

রাজনীতি নিয়ে
যতই তোলপাড় কর না কেন,
যতক্ষণ তা' মানুষের আন্তর্বৃদ্ধির
আপূরণী না হ'য়ে উঠছে,
পরিপোষক না হ'য়ে উঠছে,
পরিপালক না হ'য়ে উঠছে,
সুসঙ্গত সার্থক পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
মানুষের ধৃতি ও সত্তার
ধারণ-পোষণের
আপূরণ-পালনে
সার্থক হ'য়ে না উঠছে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
এক-কথায়, ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে না উঠছে,
আবার, ঐ ধর্ম্ম যতক্ষণ
জীয়ন্ত বিগ্রহে মূর্ত্ত হ'য়ে না উঠছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে,
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক
সঙ্গতিশালিন্যে,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
মানুষের সাত্ত্বিক অভিব্যক্তিকে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে',
স্বতঃ-বিকিরণায়
তা'র পরিবেশ ও পরিস্থিতির
উচ্ছল উজ্জ্বল সুবিনায়নায়,
তা' যতক্ষণ প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
অধিষ্ঠিতি লাভ না ক'রছে,

শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার উদ্বোধনে
আত্ম-নির্ভরশীলতার আবাহনে
মানুষকে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপুষ্টি
এবং পরিভূতির পরিরক্ষণায়
উদ্দাম ক'রে না তুলছে,
তপ-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক বিনায়নায়
মানুষকে পারস্পরিকভাবে
ধৃতিমুখর ক'রে না তুলছে,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
সঙ্গতিশালিন্যে
সুসংহত ক'রে না তুলছে—
পরিচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
জীবনের উদ্দাম-আহবে জয়মুখর হ'য়ে,
অস্তিবৃদ্ধির উচ্ছল অনুক্রমণায়,—
তোমার ঐ লাখ তোলপাড়
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ প্রবণতার
ধুক্ষিত ফুৎকারে
কখন কোন্ মুহূর্ত্তে
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে পড়বে—
ছিন্ন ছন্নতায় আত্মবিলয় ক'রে—
তা'র ঠিকই নেইকো ;
তাই বলি—
তোমার ধর্ম্ম
সার্থক হ'য়ে উঠুক আদর্শে,
আদর্শ বিস্তার লাভ করুক
প্রতিটি হৃদয়ে,
প্রতিটি হৃদয়ের জীবন-আকৃতি
অনুশীলনী সৌজন্য-আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক স্বার্থ-সার্থকতায়
প্রবর্দ্ধনার ঐতিহ্য বহন ক'রে
চলন্ত হ'য়ে উঠুক ;

ঐ ধর্ম্ম যখন মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে
প্রতিটি বিশেষকে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
ধৃতিমুখর চলন-উচ্ছল ক'রে তুলে' চ'লবে—
সমবেত এষণী উদ্দীপনায়,
সে তখন
যে-নীতির স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে,
তা'ই হবে বাস্তব রাজনীতি—
লোকরঞ্জনার হোম-আশিস্‌,
তা' স্বতঃ-উৎসারণায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'তে
উদাত্ত চলনে চ'লতে থাকবে ;
ঈশ্বরই ধর্ম্ম,
ঈশ্বরই নীতি,
ঈশ্বরই সর্ব্বস্বার্থের পরম-স্বার্থকতা। ৪৯।

আর কিছু বোঝ বা না-বোঝ,
সত্তাস্বার্থ বা সাত্বত অর্থটাকে
সব যা'-কিছুর গোড়া ধ'রে নাও,
অস্তিত্বটার সৌষ্ঠবমণ্ডিত সাধু অনুনয়ন
তোমার প্রথম ও প্রধান হো'ক,
সরলভাবেই হো'ক
আর, বাঁকাভাবেই হো'ক—
এই অস্তিত্বকে যা' পরিপোষণ করে
তা'র যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণ ও বিনায়ন
তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ হ'য়ে উঠুক ;
প্রতি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
ও প্রতিটি সমষ্টি নিয়ে ব্যষ্টির
আপূরণী পরিচর্য্যাই হো'ক
তোমার সাধুসন্দীপনা ;
এই সত্তাচর্য্যার স্বস্তি-বিনায়নে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে

সবাইকে সংগ্রথিত ক'রে তোলাই
তোমার বোধ-বিবেকী কৃতিসন্দীপনার
বিভব হ'য়ে উঠুক ;
তোমার কথা, আচার-ব্যবহার
চালচলন, বোধবিবেকী বিচরণ
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
ও প্রতিটি সমষ্টি-সহ প্রতিটি ব্যষ্টির
প্রীতি-উৎসর্জ্জনা হ'য়ে উঠুক ;.
প্রত্যেকে বোধ করুক তোমাকে—
একটা শিষ্ট প্রীতি-উদ্দীপনী ঊর্জ্জনা নিয়ে ;
বিবেচনা ক'রে কথা দিও,
আর, কথা দিয়ে খেলাপ ক'রো না,
আর, প্রয়োজনের ত্বরিত্যকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তোমার অবদান-অনুচর্য্যা
প্রীতি-উৎসর্জ্জনা
যেন ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
লোকের অন্তরে
আস্থার সিংহাসন
টলমল ক'রে না ওঠে ;
একটা স্থৈর্য্য-বিভূতি-উৎসর্জ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তঃকরণ যেন
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
—এই এমনতর চলাই কিন্তু রাজনীতি ;
রাজনীতির গৌরব
যেখানে যতই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
মানুষের হৃদয়-উৎসর্জ্জনার
উন্মাদনাময়ী রাগদীপনা
ততই কিন্তু বিলোল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তোমাকে অবলম্বন ক'রে
বিশৃঙ্খলা আধিপত্য ক'রবে সেখানে ;
নিষ্ঠানুগ কৃতিদীপনা
অনুগতি-উদ্দীপনা নিয়ে
তোমার উচ্ছোল ব্যক্তিত্বকে

মঙ্গলাচরণে নন্দিত ক'রে তুলবে না কিন্তু ;
বুঝে নিও—
অদূরেই অপেক্ষা করছে উচ্ছৃংখল উন্দীপনা
যা' তোমার হৃদয়-রঞ্জনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যতিক্রম-বিভ্রাটে বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে ;
সাবধান!
রাজনীতির নীতি বাদ দিয়ে
লোকরঞ্জনার স্থান কিন্তু
কোথায়ও নেই,
আর, শিষ্ট আদর্শ ছাড়া
সত্তার আসনে
বিধি-উৎসর্জ্জনী পূজার
মঙ্গলাচরণ কোথাও নেইকো ;
তুমি পাবে না,
পাবে না,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
কলুষ-কঠোর
চর্ব্বণশীল ব্যাদান ছাড়া
আর কোন উপঢৌকনই
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে না,
অশিষ্টের অপ-উৎসর্জ্জনাই
তোমাকে অবশ ক'রে তুলবে। ৫০ ।

শোন রাজনৈতিক!
তুমি প্রতিটি ব্যষ্টিসহ
অর্থাৎ প্রত্যেকের উপযোগিতা-অনুপাতিক
সমষ্টির পালন-পোষণ ও বর্দ্ধন-পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োগ ক'রে
বৈধী-বিনায়নে
প্রতিটি সত্তা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে
সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
তা'র সাত্বত উপযোগিতাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
সঙ্গতির শুভ-সম্বর্দ্ধনায়

ব্যাপ্তির বিহিত পরিচর্য্যায় ;
এমনি ক'রেই, সমষ্টিকে
তা'র অনুপাতিক
পালন-পোষণ-বর্দ্ধনার সুসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—
মানসিক ও শারীরিক ব্যক্তিত্বের
সুভসন্দীপ্ত বিনায়নে ;
এমনি ক'রে প্রত্যেকের
অন্তর্দেবতা হ'য়ে ওঠ,
কোনপ্রকার বৈধী-ক্রমে
হস্তক্ষেপ ক'রো না,
অর্থাৎ কেউ ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে উঠতে পারে,
প্রতিটি বিশেষকে
স্বাস্থ্য-সন্দীপনায় সুসন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
সুদীপ্ত নিষ্ঠা-আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয় স্রোতল সন্দীপনায়,
তা'রা প্রত্যেকেই
বেঁচে থাক্,
বেড়ে উঠুক,
তোমারও রঞ্জনানীতি
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্",
সত্তাই সত্যের আধান,
তাই 'সত্তা এব জয়তে নানৃতম্' ;
এই সত্যকে
সার্থকতার শুভ-নন্দনায়
ব্যক্তিত্ব-সঞ্চারণী তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যার পরম আহুতিতে
কৃতিযাগতর্পণায়
উচ্ছল ক'রে তোল,
যত বেশী এমনি ক'রে চ'লতে পারবে—
সার্থকতাও
স্মিত তাৎপর্য্যে
ক্রম-পদক্ষেপে আবির্ভূত হবে—

ঐ তোমাকে
ইষ্টানুগ শুভ-নন্দনায় নন্দিত ক'রে তুলে'। ৫১।

শোন রাজনৈতিক তাপস!
তোমাকে গণপরিচর্য্যা ক'রতে হ'লেই
জন ও জনন-পরিচর্য্যা ক'রতেই হবে,
বৈশিষ্ট্যকে জানতে হ'লে
ব্যষ্টিকে জানতেই হবে,
আর, এই ব্যষ্টিকে জেনে
সাত্বত অভিনিবেশের সহিত
কী ক'রে গণচর্য্যা ক'রলে
প্রতিটি ব্যষ্টি
উৎকর্ষে উৎকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
কুশলধী-র সহিত
পর্য্যবেক্ষণী পরিচর্য্যায়
তা' অধিগত ক'রতেই হবে—
জটিল যা'-কিছুকে সরল ক'রে
সাধারণের উপযোগী ক'রে;
শুধু গণপ্রেমিক হ'লেই চ'লবে না,
জনপ্রেমিক হ'তে হবে,
জনন-সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে,
আর, এই গণ, জন ও জননের সার্থকতায়
প্রতিটি ব্যষ্টি
যা'তে উৎকর্ষে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতী হ'য়ে ওঠে,
বিধানের সুবিধায়নায়
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
তেমনতরভাবেই লোক-নিয়মন ক'রতে হবে,
শিখতে হবে তা'—হাতে-কলমে;
তা' যদি না পার,
সর্ব্বনাশা অবদান তোমার
গণজীবনকে ব্যাহত ক'রে তুলবে—
তা'দের প্রতি
তোমার শুভ ইচ্ছা থাক্ বা না-থাক্;

যা'রা ব্যষ্টিপ্রেমকে উপেক্ষা ক'রে
বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়ে চলে,
জীবন ও জননকে উপেক্ষা ক'রে চলে,
তা'দের চাইতে মূঢ় আর কে?
গণ-প্রেমই বল,
বিশ্বপ্রেমই বল,
তা' জীবন ও জননকে বাদ দিয়ে নয়কো,
যেখানে বাদ—
তা' প্রীতির ভাঁওতা-মাত্র,
পদ-লালসার কৌশল-মাত্র;
তাই, গণ-পরিচর্য্যা ক'রতে হ'লেই
গণধর্ম্ম ও ব্যক্তিধর্ম্ম
যা'-কিছুকে জেনে
আচরণ ক'রে
প্রকৃতিকে পরিমার্জ্জিত ক'রে
তা'দিগকে কৃষ্টির অবগাহনায়
স্নাত ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে বিদ্যমানতার যা'-কিছু মরকোচ
অর্থাৎ অস্তিবৃদ্ধির মরকোচ
জেনে
তদ্-আচরণে
আচার্য্য-অভিনিবেশে
তা'রা উন্নীত হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, নিজে বিশ্লিষ্ট, বিকেন্দ্রিক না হ'য়ে
খর-চক্ষুতে
যা'-কিছু জীবনীয় সমস্যাকে দেখে
বিহিত বিনায়নায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে,
যে-নিয়ন্ত্রণে
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তঃকরণ
সৌষ্ঠব-সম্বন্ধে
বিহিত বন্দনায়
শিষ্ট-অনুশাসনে শোভিত হ'য়ে
তৃপ্তির আনন্দ-ভবনে

বসবাস ক'রতে পারে ;
এই তো হ'চ্ছে
রাজনীতি-তপস্যার বীজমন্ত্র ;
যদি সিদ্ধ হ'তে পার—
দুনিয়াকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলতে পারবে,
আর, যদি অভ্যস্ত না হ'য়ে
নেতা হ'য়ে ওঠ—
নিয়ন্তা হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বনাশে সবাইকে সমাহিত ক'রবে,
তা'তে আর সন্দেহ কী?
যে-রাজনীতি প্রতিটি ব্যষ্টিকে
তা'র পরিস্থিতি নিয়ে
উৎকর্ষ-সন্দীপী না ক'রে তুলল,—
সে-রাজনীতি প্রবৃত্তিকে
রঞ্জিত করা ছাড়া কি
সত্তাকে রঞ্জিত ক'রতে পারে?
ফল কথা, মূল ঠিক না ক'রে
সমস্ত দেশকে যদি
সৌধমণ্ডিত ক'রেই তোল,
স্বর্ণ-মোড়কে আবৃত ক'রেও তোল—
তা'তে ব্যষ্টি-জীবনের কিছু হবে না,
ক্রন্দনরত ব্যষ্টিজীবন
আপসোস্-বিড়ম্বনায়
জাহান্নমের দিকে এগুতেই থাকবে ;
স্বাধীনতাই
পরপদলেহিতার কারণ হ'য়ে উঠবে,
ঐশ্বর্য্যই
দরিদ্রতা ও বিড়ম্বনার ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
গর্ব্বোৎসু অস্মিতাই
আত্মবিক্রয় করার
আড়কাঠি হ'য়ে দাঁড়াবে। ৫২ ।

যে-নীতির সঞ্চারণ
অমঙ্গলকে অবরোধ ক'রে

মঙ্গলকে অবারিত ক'রে তোলে—
সত্তার শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
পূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে,
তা'ইতো শ্রেষ্ঠনীতি,
তা'ইতো শীর্ষনীতি ;
কূট মানেও তো
শ্রেষ্ঠ, শীর্ষ,—
যে-দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
তুমি লোকপালী হ'য়ে ওঠ,
লোকপ্রীতিমাতাল হ'য়ে ওঠ—
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ সমষ্টি পর্য্যন্ত
বিহিত বিনায়নী সঞ্জীবনায়,—
যা'
প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে
তা'দের অন্তরস্থ ব্যতিক্রমগুলির
বিহিত বিন্যাস-সন্দীপনায়
ব্যষ্টিগত প্রত্যেককে
সার্থক তাৎপর্য্যে অর্থান্বিত ক'রে
সহজ শুভ সমীচীন অনুকম্পায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে উৎসারিত ক'রে
সমষ্টিগত ব্যতিক্রমগুলিকে বিতাড়িত ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়—
দণ্ডে নয়কো,
দানে, সঞ্চারণায়,
সাত্বত প্রীতিদীপ্ত অনুশাসনে,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
সুচারু সুন্দর ক'রে তোলে—
পারস্পরিক তাৎপর্য্যে
সহজ শুভ তৎপরতায়
নিবিষ্ট কৃতিরত ক'রে—
তা'ইতো শ্রেষ্ঠনীতি,
শ্রেয়নীতি,
শীর্ষনীতি,
জীবনীয় প্রভাবের মঙ্গলঘট,

উৎসর্জ্জনী আনন্দ ;
কূটনীতি মানে বক্রনীতিও হয়,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যেখানে 'কু' সন্দীপ্ত হ'য়ে আছে
কুশলকৌশলী সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
তা'কে সু-তে পর্য্যবসিত ক'রে তোলা,—
যা'
সঞ্চালিত সঞ্চারণায়
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে প্রতিপ্রত্যেককে
সুন্দর ক'রে তোলে—
শুভাবিদীপ্ত বোধ ও বিধির বিন্যাসে
রঞ্জনার শুভ আশিস্-অঞ্জলি নিয়ে
অনুশাসনে
ব্যষ্টিগত অন্তরের অন্বয় সৃষ্টি ক'রে,—
তৃপ্তি তো সেখানেই ;
যখন মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি
আকৃষ্ট উদ্‌গতি নিয়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কৃতি-উচ্ছ্বাসে স্বস্থ ও সবল হ'য়ে ওঠে,
পরস্পরের উন্নতিই যখন
পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,—
ব্যভিচার ও ব্যতিক্রমকে বিদূরিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
শিষ্টসুন্দর
চর্য্যানিপুণ
বিহিত উৎসর্জ্জনী তাৎপর্য্যে
সংকলন ক'রে
জীবনীয় অধ্যায়গুলিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
সত্তাকে সুন্দর ও জীবনীয় ক'রে তোলে—
তা'ই কি সার্থকতা নয়?
সেখানে কি তীর্থ-তৃপণা নেই?
পূর্ব্বপুরুষের তপ-তর্পণা কি
সেখানেই সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;

যেমন
'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'—ব'লে
লোকহৃদয় এখনও প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
'পতিত-পাবন সীতারাম'—ব'লে
আনন্দবিহ্বল হ'য়ে ওঠে,
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে যদি
সেই মূর্চ্ছনাই
সুর-সন্দীপনায় গীত হ'য়ে ওঠে,—
সে গীতা কি পরম সার্থকতা নয়কো?
তাই, ওঠ,
জাগো,
দাঁড়াও,
বরেণ্যকে অনুসরণ কর,
ব্রতী হ'য়ে ওঠ,
মনের দুঃখকষ্ট, দরিদ্রতা
যা'তে যেমন ক'রে মোচন ক'রতে পার,
মোচন ক'রে যা'তে সুখী হও,
অন্যকেও সুখী ক'রে তুলতে পার—
এখনও তা'ই কর;
কূটনীতি মানে
কুটিল নীতি নয়কো,
কূটনীতি মানে—
আমি যা' বুঝি—
শীর্ষনীতি,
শ্রেষ্ঠনীতি,
মাঙ্গলিক অভিধা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫৩ ।

যখন বিধিবিপ্লব হয়,
ঔদ্ধত্য ও ব্যতিক্রম-দুষ্ট হওয়াই
যেখানে বাহাদুরি ও বীর্য্যের পরিচায়ক হয়,
চরিত্রদুষ্টি যখন আদরণীয় উৎসর্জ্জনা ব'লে
খ্যাতি লাভ করে,
তখন সাবধান!

ঐতিহ্য, সংস্কার, সংস্কৃতিকে
নিটোলভাবে আলিঙ্গন ক'রে
সদৃশ বিবাহ ও ঐ বৈধী-অনুচলনকে দৃঢ় ক'রে
তদনুগ আত্মনিয়মন-সঙ্গতিশীল হ'য়ে চ'লো,
নয়তো, বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা
ব্যক্তিত্ব ও জাতিকে
জাহান্নমেই প্রতিষ্ঠা ক'রে চ'লতে থাকবে। ৫৪ ।

বিবাহ-বিধান ও যৌন-জীবনকে
শ্রেয়-সন্দীপী সুনিয়ন্ত্রণে সুশাসিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী সম্বর্দ্ধনশীল
ক'রে তুলতে পারবে যতই—
ব্যভিচার, ব্যতিক্রম ও বর্জ্জন ইত্যাদিকে
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন ক'রে,
বাস্তব অভ্যুদয়ী চলনায়
তোমার রাষ্ট্রও তেমনি
সুজন-সংহত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় দেদীপ্যমান হ'য়ে চ'লবে—
ব্যষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেকটির
সমৃদ্ধ ক্রম-বিবর্ত্তনায়। ৫৫ ।

জীবনীয়-আদর্শহীন বিদ্যা ও বদান্যতা
যখন নীতির সৃষ্টি ক'রে
অসাত্বত অনুচলন ও যৌন-বিকৃতিকে
সমর্থন ক'রে চলে—
সাত্বত ঐতিহ্য ও জীবনবর্দ্ধনাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
একটা অজ্ঞ অভিভূতির
আসুরিক আওতায় প'ড়ে
ব্যষ্টি, পরিবার ও সমাজ
বিধ্বস্তির দিকে চ'লতে থাকে তখন থেকেই,
ফলে, রাষ্ট্রজীবনও
ব্যত্যয়ী বিপর্য্যয়ে
বিকৃতির অতল চলনে চ'লতে থাকে;
তখন উদ্গাতা তিনিই,

যিনি এই ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমকে
সংঘাত-দীর্ণ ক'রে
সাত্বত সন্দীপনায়
জীবন ও প্রজননকে
সাত্বত প্রগতিতে পরিচালিত করেন—
ঐ বিকৃতির বিপর্য্যয়ী চলনকে নিরোধ ক'রে । ৫৬ ।

ইষ্টার্থ-পরিবেষণে
গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে তোলা,
যৌন-প্রবৃত্তিকে শ্রেয়কেন্দ্রিক, সুসংসস্থ ক'রে তোলা,
বৈশিষ্ট্য-প্রজননী শ্রেয়নির্দ্ধারিত বিবাহ
সহজ ও ত্বরান্বিত ক'রে তোলা,
স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসাদিকে
সহজ ও সুবিধাপ্রদ ক'রে তোলা—
সঙ্গে-সঙ্গে গণকে ঐ-বিষয়ে প্রবুদ্ধ ক'রে,
বর্ণানুগ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুসংস্থ ক'রে
পরস্পরকে
পরস্পরের অন্তরাসী ক'রে তুলে'
স্বতঃ-সহযোগী ক'রে তোলা—
তদনুপাতিক বৃত্তি ও জীবিকার
সাধু নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্ধারণে,
বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পকে
উপচয়ী উৎপাদনে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
মূল্যাদি যা'ই হো'ক,—
মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় পেতে পারে
সহজে স্বাধীনভাবে—
এমনতর সরবরাহ ও নিয়মন করা,
নিরোধপ্রস্তুতিকে
আধুনিক শ্রেষ্ঠতম সজ্জায় সজ্জিত ক'রে রাখা—
দূরদৃষ্টি নিয়ে,
আর, রাষ্ট্রসেবায় ঐগুলিকে
বিহিত পরিচর্য্যারত ক'রে
সুশৃঙ্খল সক্রিয়তায় পরিচালিত করা—
এই হ'ল মোটামুটি ;

এর ভিতর-দিয়েই সঙ্গে-সঙ্গে
শিক্ষা ও গবেষণাকে
উৎকর্ষে উৎসাহান্বিত ক'রে তুলতে হবে
সংহতিমূলক নিয়মনে—
রাষ্ট্রকে
শান্তি, সুস্থি ও প্রবৃদ্ধিপরায়ণ ক'রে তুলতে হ'লেই
মোটামুটি এইগুলিকে বিশেষভাবে
ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণে
সহজ ও স্বতঃ ক'রে
সুসংহত ক'রে তুলতে হবে। ৫৭ ।

যা'দের কৌলিক ক্রমিকতা
আজও কোনপ্রকারে
সুষ্ঠুত্ব বজায় রেখে চ'লেছে
বা অনুলোম-ক্রমিকতায়
ক্রম বজায় রেখে
আত্মপ্রসার ক'রছে
বা কোনপ্রকারে ব্যতিক্রান্ত হয়নি,
শাসন-সংস্থা
ঐ কুলগুলির তত্ত্বাবধায়ক হ'য়ে
যদি এখনও বিহিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে—
তাহ'লে ভবিষ্যতের পথে
ভয়াবহ আত্মবিলোপী পরিচলন হ'তে
জন ও জাতিকে রক্ষা করা
অতীব সংশয়াত্মক হ'য়ে উঠবে ;
আবার, তেমনি স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ-মিলন নিরোধ ক'রে
বা ক্ষেত্রানুযায়ী প্রজনন-ক্ষমতাকে ব্যাহত ক'রে
ব্যভিচার ও বিকৃত জননকে
সংক্রমণরুদ্ধ যদি না করা হয়,—
তাহ'লে ঐ সংমিশ্রণ
বিষাক্ত বীজাণুর মত
অঢেল পরিবর্দ্ধনে
জন ও জাতিকে
নিশ্চিহ্ন ক'রতে কসুর ক'রবে না,

জনগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসন-সংস্থা
অবদলিত বিক্ষেপে
ব্যাহৃতি-বিহ্বল হ'য়ে
একদিন আত্মনিমজ্জন ক'রতে
বাধ্য হবেই কি হবে—
অসংহত ছন্নছাড়া অবিবেকী বোধির দ্বারা
পরিচালিত হ'য়ে
পথচারী সারমেয়ের মত
সর্ব্বনাশা সংক্রমণে আত্মাহুতি দিয়ে। ৫৮ ।

ইষ্টার্থ-চলনে
গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে তোল,
সুব্যবস্থ, স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে দাও
গণ-সমূহকে—
নিয়ন্ত্রণী-বল্গাকে
কুশলকৌশলী আকর্ষণে ধ'রে
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত বিবাহ-সংস্কৃতিকে
উচ্ছল ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্য-বিসৃজী বিহিত যৌন-সংস্রবকে
স্বস্থ ও সুদৃঢ় ক'রে তোল—
বিবাহ-সংস্কৃতিকে
সহজসাধ্য ও সুচারু ক'রে তুলে',
নারী-জীবনকে
সুনিষ্ঠ এক-সঙ্গতি-পরায়ণ ক'রে তোল,
জনগণকে
স্বাস্থ্য ও সদাচার-পরিপালী ক'রে তোল
চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা-সহ,
বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প
উৎপাদনমুখর উপচয়ী হয় যা'তে
তা'র বিহিত ব্যবস্থায়
ত্বরিত ও সলীল হ'য়ে ওঠ,
বর্ণানুগ বৃত্তি-স্থাপনে
বেকার-সমস্যার তিরোধান নিয়ে এস,
মানুষকে যোগ্যতায় যত্নশীল ক'রে

অর্জ্জন-ব্যাপৃত ক'রে তোল,
গণ-সমূহকে অসৎ-নিরোধ ও নিরাপত্তায়
পরাক্রমশীল ক'রে তোল
প্রভূত ও প্রবল প্রস্তুতি-সহ,
শিক্ষা ও গবেষণায়
বিদ্বৎপ্রকৃতিদিগকে
সুনিবিষ্ট নিয়োজনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,—
এমনি ক'রে গণ-সমূহকে
স্বতঃ, সহজ, সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সহযোগিতায় সুদৃঢ় সংহতিশীল
ক'রে তুলতে হবে ;
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে ব্যাপৃত থাকে
তৃপ্ত থাকে—
যা'র যা'র ক্ষেত্রে নিয়োজিত হ'য়ে—
অনতিবিলম্বে
তেমন ব্যবস্থাকেই বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে হবে ;
তবেই তো সেই স্বাধীনতা
শান্তি, স্বস্তি ও ঋদ্ধি-পরিশোভিত হ'য়ে
শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। ৫৯ ।

যা'ই কর আর তা'ই কর,
যতক্ষণ-না
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতিশীল
অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
ঐ ইষ্ট বা আদর্শে তোমরা সুসংহত হ'চ্ছ—
বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জগতের
সান্বয়ী সংস্কৃতি নিয়ে,
জনন ও জাতিকে উৎকর্ষমণ্ডিত ক'রে,
অস্তিবৃদ্ধির পূজারী হ'য়ে,—
লাখ আন্দোলন কর,
যথেচ্ছ রাজনীতির বহর চালাও,
দুনিয়াটাকে ঐশ্বর্য্যে ঢেকে ফেল,
বা দারিদ্র্যে দীর্ণ ক'রে দাও,—

কল্যাণপন্থী কিছুতেই হ'তে পারবে না,
সত্তার সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনার
অনুশীলনী অর্ঘ্য-উপচারে
পারস্পরিক আলিঙ্গন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
স্বস্তিকে কিছুতেই আহরণ ক'রতে পারবে তো না-ই,
বরং নানা ভাঁওতার ভিতরে প'ড়ে
তোমাদের সঞ্জীবনী সম্বেগও
ক্ষীণতরই হ'তে থাকবে ;
যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আদর্শে সংহত না হয়—
তা'রা বিচ্ছিন্ন হবেই কি হবে,
আর, যা'রা আদর্শে আগ্রহ-সম্বেগী নয়,
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর নয়,—
তা'রা সরাসরি যে সত্তার বিরুদ্ধাচারী
তা' অতিনিশ্চয়,
দেখ, ভাব, বোঝ,
সমীচীন যা' মনে কর
তাই-ই কর। ৬০ ।

যে-কোন বাদই হো'ক না কেন
বা যে-কোন বাদীই হও না কেন—
১। জীবনীয় অর্থাৎ সাত্বত ধর্ম্মকে
অবহেলা ক'রো না,
আচারে, চরিত্রে তা'কে বিহিতভাবে
পরিপালন ক'রো—
শুভপ্রসূ পারস্পরিক পরিচর্য্যাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
২। জীবন-সংস্কার, কুল, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে
কখনও ত্যাগ ক'রো না ;
৩। প্রতিলোম-বিবাহকে কখনও
প্রশ্রয় দিও না ;
৪। বিবাহ-বিচ্ছেদ যেন
আমল না পায় কখনও ;
৫। বর্ণানুগ সদৃশ ঘরে বিবাহই
কিন্তু সমীচীন বিবাহ ;

৬। অনুলোম বিবাহ
উপযুক্ত ঘর নির্ব্বাচন ক'রে
বিহিতভাবে ক'রো—
যদি ক'রতেই হয় ;
৭। বর্ণ ও সংস্কার-অনুগ জীবনীয় খাদ্যকে
পরিত্যাগ ক'রো না ;
৮। সব কাজের ভিতর-দিয়েই
পূর্ব্বপুরুষের তর্পণকে
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে পরিপালন ক'রো ;
৯। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে
শুধু-মাত্র সমাজকেই
সম্বর্দ্ধনার সমীচীন ক্ষেত্র ব'লে মনে ক'রো না,
তা' কিন্তু সব দিক্-দিয়ে শুভপ্রসূ নয়কো। ৬১।

যা'দিগকে মল্লবীর্য্যী ক'রে তুলতে চাও,
বৈধী নিয়ন্ত্রণে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারলেই
ক্ষাত্রদীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে রাখা
সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে,—
যথাঃ—প্রশ্নশূন্য আনতি-সহকারে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোলা,
অসৎ-নিরোধী ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, প্রশ্নশূন্যভাবেই
সহযোগিতাপূর্ণ সংহতি বেড়ে ওঠে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে,
অদম্য সংহতি-স্বার্থপরতায় প্রবৃদ্ধ ক'রে তোলা—
যা' দিয়ে মানুষ সঙ্ঘ-স্বার্থে
সংহিত হ'য়ে ওঠে,
তড়িৎ কূটকুশল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী-সহ
বোধিপ্রসন্ন কুশলকৌশলী যোগ্যতাসমন্বিত
তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র দক্ষতার উদ্বোধন—
যা'র ফলে, সুসঙ্গত-তাৎপর্য্যে
সমবেত বোধভঙ্গীতে

একসূত্রসঙ্গত সিদ্ধান্তে
উপনীত হ'য়ে উঠতে পারা যায়,
শ্রমসুখপ্রিয়তায় অভ্যস্ত ক'রে তোলা—
যা'-দিয়ে মানুষ অক্লান্ত দীপনায়
দীপ্ত পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে—
আজ্ঞাবাহী অকম্পিত তড়িৎ অনুচর্য্যা
ও অনুবর্ত্তনা নিয়ে,
কাম ও লোভজিৎ হওয়ায় অনুপ্রাণিত করা—
যা'র ফলে, কোনপ্রকার প্ররোচনাই
প্রলুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
শিষ্ট, আর্ত্ত, বিপন্ন
নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের
বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু সংরক্ষণে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা—
যা'তে তা'রা তা'দিগকে
পরমাশ্রয় ব'লে জ্ঞান ক'রতে পারে,
সাত্ত্বিক অথচ রজোগুণসম্পন্ন আহার্য্য
এমনভাবে গ্রহণে অভ্যস্ত ক'রে তোলা,—
যা'তে আয়ু ও উদ্দীপনা নিয়ে
স্বাস্থ্যবান্ হ'য়ে চ'লতে পারা যায়—
খাদ্যপ্রসূত বিষক্রিয়াকে এড়িয়ে,
তা' ছাড়া, জননকেও
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-অনুচর্য্যায়
প্রতিলোম-সংস্পর্শকে একদম নাকোচ ক'রে দিয়ে,—
যা'র ফলে, জৈবী-সংস্থিতিই
ক্ষাত্রবীর্য্যী হ'য়ে ওঠে। ৬২।

যদি বেঁচে-বেড়ে চ'লতে চাও,
জাতির পবিত্রতা রক্ষা কর—
আপ্রাণ পরিচর্য্যায়,
জন্মগত গুণ ও বর্ণ যা'
তদনুগ কুলাচার ও বৈধী-জীবনীয় আচরণ

যা' যা' কিছু থাকে
সেগুলির উপর নজর দাও—
ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—
বাস্তব বেত্তৃত্বে ;
পুরুষের সততা—
স্ত্রীদের সতীত্ব
জাতি ও প্রতিটি জীবনের
গৌরব হ'য়ে উঠুক ;
দেশের জাতিকে
কোনপ্রকারেই বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলো না,
সবার জন্যই তুমি,
আবার, তোমার জন্যেও যেন সবাই
সৎ ও শুভ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
বিক্ষুব্ধ অশ্লীল তৎপরতায়
কাউকে নিয়োজিত ক'রতে যেও না,
চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক সম্বর্দ্ধনায়
সবাইকে শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তোল ;
আর, স্বাধীনতা
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলুক তোমাদের ভিতরে—
শিষ্ট বৈধী-বিনায়নায়,
দেশ ও প্রদেশের সীমাতে সংকুচিত না থেকে
প্রতিপ্রত্যেককে সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
সুদীপ্ত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেক জীবনকে
সুরদীপ্তির উদ্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে ফেল,
আর, শান্তি
আপনি এসে বলুক—
স্বস্তি
আপনিই উচ্চারণ ক'রে উঠুক—
'তোমরা শান্তিতে থাক',
স্বস্তিকে শুভবর্দ্ধনশীল ক'রে তোল—
স্বাস্থ্যসুন্দর তৎপরতায়,
তবে তো! ৬৩ ।

শোন বলি—
শাসন-সংস্থার
প্রথম ও প্রধান করণীয়ই হ'চ্ছে—
জনগণের জীবন, বিবাহ ও জনন-বিষয়ে
খরদৃষ্টি রাখা—
কৃতি-তৎপর পরিচর্য্যায়,
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
সম্বর্দ্ধনায় সংস্থ ক'রে তুলে',
কুল-সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের
সুসঙ্গত সুবন্ধনে সম্পর্কান্বিত ক'রে,
অচ্ছেদ্য অনুবেদনায়,
যা'র ফলে, জাত-ব্যক্তিত্ব সুসংস্কৃত হ'য়ে ওঠে,
যা'তে প্রত্যেকটি লোক
জীবনে,
বৈধী নিয়ন্ত্রিত উপযুক্ত বিবাহে,
সুপ্রজননে
সাত্বত উৎকর্ষ-অভিনিবেশের সহিত
উপচয়ী ও উন্নতভাবে
জীবন-যাপন ক'রতে পারে—
প্রকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে,
যা'তে কোনপ্রকার ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমে
প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতায় ঝাঁপ দিয়ে
জীবন ও জননকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে না তুলতে পারে,
—এমনতর অচ্ছেদ্য বিবাহ
যা' সমীচীন সুনিয়ন্ত্রণে
অবিচ্ছেদ্য পরিণয় ও পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুপ্রজননের অধিকারী হ'য়ে
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
কৃতকৃত্য ও সুসম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
সুবিনায়নার
সমীচীন দক্ষ সুচারু অনুশাসনে
সবাইকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—

যা'তে সকলেই উপযুক্ত সম্বৃদ্ধির পথে
পরিচালিত হ'য়ে উঠতে পারে—
সাবলীল সৌষ্ঠব-সন্দীপনায় ;
আর, ঐ জীবন, বিবাহ ও জননকে লক্ষ্য ক'রে
খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা
এমনতরভাবে করা উচিত,
যা'র ফলে
ঐ আবহাওয়া সবাইকে
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির উদ্যমে
দীক্ষিত ও শিক্ষিত ক'রে
দেশকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
একায়নী সুদীপ্ত আদর্শকে
আলিঙ্গন ও অনুচর্য্যা ক'রে ;
আর, ঐ সাত্বত পোষণ-পরিচর্য্যী
খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে
অর্থনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি
শ্রমনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি,
আর অন্যান্য যেগুলি যা' প্রয়োজন,
লোকের সাত্বত সম্বৃদ্ধির
শুভ-সন্দীপনার জন্য
সেগুলিকে বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
শ্রমকুশল তৎপরতায়
লোকজীবন যা'তে
সৎ-সম্বৃদ্ধির অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,
কৃষ্টি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তেমনতরই ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল থেকো ;
ঐতিহ্য ও সাত্বত কুল-সংস্কৃতির
সম্মিলিত সুস্রোতা অনুদীপনা
এবং কুল ও কৃষ্টি-অনুগ সুবৈধ বিবাহ
ও তা'র ফলে যেমনতর জনের উদ্গম হ'য়ে ওঠে,
তা'ই কিন্তু শ্রেয় ;
বিচ্ছেদশীল বিবাহ
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বেরই উৎস ;
যদি জননকে অমনতর কৃতবিদ্য

উচ্ছল উৎকর্ষী ক'রে না তুলতে পার—
জীবনে,
বিবাহে,
প্রজননের ভিতর-দিয়ে,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসঞ্জাতদিগকেও
উৎসারণশীল ক'রে
যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ ক'রে তুলে'
অসৎ-নিরোধী উদ্যম-অভিসারণায়,—
তুমি লাখ ঐশ্বর্য্যের আমদানী কর না কেন,
তোমার জাতি বা দেশ
কিছুতেই উদ্বর্দ্ধনে
উন্নতিশীল হ'য়ে চ'লবে না ;
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন
ছন্ন খেলোয়াড়ের আখড়া ছাড়া
শাসন-সংস্থা আর কী হ'তে পারবে ?
শাসন-সংস্থা সমীচীন কৃতিতৎপর যেখানে নয়,—
তা' যে দেশেই হো'ক,—
তা' মানুষের জীবনীয় নয়কো,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার নয়কো,
আর, যা'ই কেন না হো'ক ;
রাজনীতি মানেই
লোকরঞ্জনী শ্রেষ্ঠ নীতি,
আর, ঐ রঞ্জনা মানেই
জীবন-বর্দ্ধনায় অনুরঞ্জিত ক'রে তুলে'
তা'দের সাত্বত জীবনকে
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলা—
সুজননের
সম্বৃদ্ধির
সন্দীপনী সঙ্কর্ষণায় ;
তাই বলি—
অনুশাসননীতির ব্যত্যয়ী বিকৃত চলন,
অসাধু কৃতিত্বের গৌরব-প্রয়াসী চালবাজি
কিছুতেই তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
কৃষ্টি-বিনায়িত ক'রে

সুজনোচিত চরিত্রের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারবে না—
সৎসন্দীপী অনুশীলন-অনুচর্য্যাহারা
বিপর্য্যস্ত বিকৃতির ব্যসন ক'রে তোলা ছাড়া ;
আমি বলি—
এগুলি শাসন-সঙ্ঘে কেন,
তোমার পরিবার, সমাজ ও পরিবেশেও
উচ্ছল কৃতি-লালিমার
স্রোতোবেলিত তরঙ্গে
সব জীবনে উত্তাল ক'রে দিয়ে
সবাইকে
অমনতরই কৃতবিদ্য ক'রে তোল,
কৃতিশীল ক'রে তোল,
অনুচর্য্যাশীল ক'রে তোল,
পারস্পরিকতায়
পর-অনুকম্পাশীল ক'রে
পরস্পরকে পরস্পরের
সুসম্বৃদ্ধির হোতা ক'রে তোল ;
রাষ্ট্রের জীবনই ঐ—
জীবন, বিবাহ ও জনন,
আর, ঐ সুজননই স্বর্ণ-ভবিষ্যের অংকুর ;
আর, ঐ রাজনীতিই হ'চ্ছে
জীবনের ধৃতি-নীতি,
পালন-পোষণী রাগরঞ্জনা,
ধাতার ধৃতি-সম্বেগ—
যা' স্বতঃ হ'য়েই সব জীবনে অধিষ্ঠিত ;
তাইতো—
এই ধর্ম্মনীতি । ৬৪ ।

শাসন-সংস্থার
প্রথম ও প্রধান করণীয় যেমন
শ্রেয়-জননকে উৎসারিত ক'রে তোলা,—
সেটাকে বাদ দিয়ে যা'ই কর না,
তা' যেমন

ব্যর্থতায় অবশায়িত না হ'য়েই পারবে না,
বোঝবার, ধ'রবার, ক'রবার মতন
ব্যক্তিত্বেরই আবির্ভাব হবে না,—
তেমনি কৃষিচর্য্যাও অন্যতম করণীয়,
ঊষর ক্ষেত্রগুলি যা'তে
উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়,
উর্ব্বরগুলি যা'তে উন্নত ফলনে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,—
তা' ক'রতে যা' যা' প্রয়োজন
অবস্থানুপাতিক তা' করাই উচিত ;
এই ঔচিত্যের অবহেলা বা অপনোদনে
গণজীবন শীর্ণ তো হ'য়ে উঠবেই,
তা' ছাড়া, অপলাপের করাল গ্রাসে
সবাই দ্বিধাহীনভাবে নিপতিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে ;
তা'র সাথে-সাথে চাই শিল্পোন্নতি,
কাঁচা মাল থেকে
বা কাঁচা মাল আমদানী ক'রে
তা' হ'তে গণজীবনের প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
তা'র প্রভূত উৎপাদন,
মহাযন্ত্রগুলিকে
ক্রমান্বয়ে গার্হস্থ্য-যন্ত্রে পরিণত ক'রে
উপযুক্ত গৃহস্থ-পরিবারে
সেগুলিকে প্রচলন ক'রে তোলা,—
শুধুমাত্র ঐ গার্হস্থ্য-যন্ত্রের প্রস্তুতির জন্য
যে-সব যন্ত্রের প্রয়োজন হয়
বা গণশিল্পের উন্নতি-কল্পে
যে সরবরাহ-সংস্থার প্রয়োজন হয়,
সেগুলিকে
শাসন-সংস্থার পরিচালনাধীনে রেখে—
তা'ও যতদিন আবশ্যক ততদিন—
পণ্যসঙ্ঘের সৃষ্টি করা,
যা'র ফলে, ঐ উৎপাদিত দ্রব্যাদি
প্রয়োজন হ'লে সেখানে দিয়ে
বা তা'দের সাহায্যে বিক্রয় ক'রে
উৎপাদনকারীরা

অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ ক'রে চ'লতে পারে,
এবং কর্ম্মব্যাপৃতি নিয়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে
জীবনচর্য্যায় অবাধ হ'য়ে চলতে পারে—
যোগাযোগ, যানবাহন, শিল্প ও কৃষিচর্য্যাকে
সচ্ছল নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
যা'তে তা'দের জীবন, কর্ম্ম ও উদ্যম
বাধাপ্রাপ্ত না হয় ;
নিরাপত্তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রে
সংরক্ষণী ব্যবস্থাকে অটুট রেখে,
সুব্যবস্থ ক'রে ;
মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যতই
উচ্ছল ও সচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে—
তা'দের ব্যক্তিত্বকেও বিন্যাস করার সুবিধা পাবে ততই,
যোগ্যতা আরো হ'তে আরোতরে
উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চ'লবে ;
আর, যা'-কিছু সবগুলিকেই
সুষ্ঠু-নিবদ্ধতায়
নিবদ্ধ ক'রে তুলতে হবে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে,
ধর্ম্মে অর্থাৎ সত্তাপোষণী স্বাস্থ্য ও সদাচারে,
কৃষ্টির বোধায়নী অনুচর্য্যায়—
দক্ষ, আহরণী প্রবর্দ্ধনায় উৎসারণশীল ক'রে ;
এই সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা
যা' ব্যষ্টি, গণ ও রাষ্ট্রকে
উৎসারণশীল ক'রে তোলে—
বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণী শ্রেয়ানুচর্য্যায়,
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম—
সত্তা-সংস্থিতির মূল ভিত্তি ;
মোক্তা কথায়, যে শাসন-সংস্থা
গণচর্য্যায় এতটুকু সলীল হ'য়ে উঠতে পারে না,—
তা'র গণসেবাব্রত
হাস্যোদ্দীপক ছাড়া আর কিছুই নয়। ৬৫ ।

তবে বলি শোন,
বিধি-নিয়ন্ত্রিত দম্পতির
অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনই
জীবনের দাঁড়া—
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বস্তি-সন্দীপনী ব্যক্তিত্বে
নিজেদের অধিরূঢ় ক'রে,
আর, তাই-ই জীবন ও বর্দ্ধনার
সুসংস্কৃত শুভ-সম্বর্দ্ধনী ভিত্তি ;
এই সাত্বত শুভ-সম্বর্দ্ধনী
বৈধ-বিধান-বাধ্য নয়,
এমনতর যে-বাদই হো'ক না কেন
বা যে-তন্ত্রই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু মানুষের অস্তিবৃদ্ধির কিছু নয়কো,
সাত্বত অধিস্থিতির কিছু নয়কো,
সত্তার স্বস্তিপ্রসূ কিছু নয়কো ;
জনগণকে আশ্রয়হারা করা,
বন্ধনহারা করা,
জীবনের স্থিতিকে ব্যতিক্রমদুষ্ট করা—
এই কি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ?
তাই, বিবাহ-বন্ধনকে
সাধারণতঃ পূত-বিধি-সংস্কৃত,
দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য ক'রে না রেখে
সর্ত্তনিয়ন্ত্রিত শিথিল ক'রে রাখলে—
যা'দের সুনিষ্ঠ দাম্পত্য-প্রীতি
একটা সহজ কুলসংস্কার হ'য়ে
বংশানুক্রমিক চ'লে আসছে—
তা'দের আপাততঃ বিশেষ কিছু হো'ক না-হো'ক,
কিন্তু যা'রা উচ্ছৃঙ্খল-মনোবৃত্তিসম্পন্ন
ছেদশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলা-ফেরা করে,
প্রবৃত্তি-প্রলোভন যা'দের নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ভোগভর্ত্তা ক'রে
ভোগকেই সর্ব্বস্ব ক'রে রাখে,
সুনিষ্ঠাহারা দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা—

তা'রা যে-কোন ফুরসত-এ
ঐ সর্ত্তের সুবিধা নিয়ে
বিবাহ-বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে
উপায়ান্তর গ্রহণ ক'রতে থাকবে
তা'তে আর বাধা কী?
যা'রা অমনতর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ—
ঐ প্রবৃত্তিই তা'দের নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলুক—
তা' না হয় হ'লই,
কিন্তু তা'রা যখন পরিবেশকে সংক্রামিত ক'রে
উস্‌কিয়ে তুলে'
ঐ প্রবৃত্তিরই ইন্ধন ক'রে
সেই পথের যাত্রী ক'রে তোলে,
তখন ঐ পরিবারের, সমাজের,
পরিবেশের বা রাষ্ট্রের
অল্পবিস্তর অনেকেই
ঐ দশার আবহাওয়ায় প'ড়ে
বিবেককে ভোঁতা ক'রে
ওরই সমর্থন নিয়ে চ'লতে সুরু করে,
ফলে, উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলতা
সমস্ত রাষ্ট্রকে, সমাজকে
পরিবার ও পরিবেশকে
শাসন ক'রতে থাকে;
যদি পরিবেশের ভিতরে ঐ দীপনা
আত্মতৃপণার আলোক হ'য়ে ওঠে,—
তবে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও পরিবেশকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রবে কে?
শাসনে সংযত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে কে?
কারণ, রাষ্ট্রের অনুমোদিত
সর্ত্ত-নিয়ন্ত্রিত শিথিল বিবাহবিধি
তা'দের প্রতিরক্ষক হ'য়ে ব'সে আছে,
আর, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ফলে
জাল, জুয়াচুরি, বদ্‌মায়েসি, যা'-কিছু বল
সবই বাধামুক্ত হ'য়ে

অবাধ আধিপত্য নিয়ে
তাণ্ডব নৃত্য ক'রে চ'লতে থাকে,
এইতো গেল একটা দিকের কথা ;
তা' ছাড়া, বিবাহের আরতি-সম্মিত স্বস্তি-অবদান,
স্বামি-প্রীতি, স্বামি-ভক্তি,
দাম্পত্যজীবনে পারস্পারিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ, অনুরাগ
যা' মানুষের মহাসম্পদ্‌,
পরম আশ্রয়,
তা' তো থাকতেই পারে না,
আর, তা' হ'তে সন্তান-সন্ততির যে অবতরণ
তা'ও যে অনেকখানি দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধন-বিরোধী হ'য়ে ওঠে,
অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে ওঠে,
তা'তে কোন সন্দেহই নেই ;
তা'দের ক্ষমতায় যতটুকু কুলায়—
ঘর হ'তে রাষ্ট্র পর্য্যন্ত
তা'দের হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে চলা ছাড়া
উপায় কী আছে?
আবার, এর ফলে, মস্তিষ্ক-বিকৃতি,
ব্যতিক্রমী চিন্তা, চলন,
বিধ্বস্ত ছেদপ্রবণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হ'য়ে
পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রকে যে
কতখানি বিক্ষত ক'রে তোলে—
একটু বহুদর্শিতা যা'র আছে,
তা'কে আর তা' ব'লে
বুঝিয়ে দিতে হবে না ;
অগণন গণিকা, লম্পট ও ঠকবাজের পটভূমিকায়
কত জীবন যে অমনতরভাবে আত্মদান ক'রে
পরিবেশকে সর্ব্বহারার পথে
বিভ্রান্ত ক'রে চ'লতে থাকবে,—
তা'র ইয়ত্তা নেই ;
কিন্তু বিবাহ-বন্ধন যেখানে আদর্শনিষ্ঠ,
বিধি-নিয়ন্ত্রণে সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য ও অচ্যুত—
সেখানে দাম্পত্যজীবন সাধারণতঃ

পারস্পরিক নিষ্ঠায়, প্রীতিতে ও নিরাপদ স্বস্তিতে
সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে,
কোথাও কিছু ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রম হ'লেও
পারিবারিক স্বস্তি ও নিরাপত্তা-প্রীতি—
যা' মানুষের বহু প্রলোভনকে ছাপিয়ে থাকে,—
তা' থেকে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায়
অন্তঃকরণ একটা ভীতত্রস্ত সন্দীপনায়
পারিবারিক অপঘাতের ভয়ে
অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সুনিষ্ঠ ও সংহত হ'য়ে থাকে ;
এমনি ক'রেই ব্যত্যয়ী চলন
ক্রম-নিয়ন্ত্রণে
কেন্দ্রায়িত তাৎপর্য্যে
ক্রমসঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, অমনি ক'রেই
পারস্পরিক নিষ্ঠা, প্রীতি, ক্ষমা
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
চারিত্রিক বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠে ;
ক্রমে ঐ বিশৃঙ্খলা
অনেকখানি সুশৃঙ্খলায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকে,
তা'তে সুপ্রজননের আশাও
অনেকখানি মূর্ত্তি লাভ ক'রে থাকে,
আর, তা'তে ছিন্ন ব্যক্তিত্বের
আমদানিও হ'তে থাকে কমই ;
তাই বলি,
তোমার কেউ থাকবে না
আঘাত-আতঙ্কিত করার লোক ছাড়া—
সেই ভাল ?—
না, প্রীতিপ্লুত অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের ভিতর-দিয়ে
পারিবারিক স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
নিরাপত্তা-সন্দীপ্ত ক'রে
বিদ্যমানতাকে সত্যি ক'রে জেনে

অমৃতপথযাত্রী হ'য়ে
জীবন ও ঐশ্বর্য্যের হোতা হ'য়ে
আত্মপ্রসাদের উজ্জ্বল আভায়
সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলে'
সার্থকতায় অবগাহন করাই শ্রেয় ?
যা' ভাল বিবেচনা কর
তাই ক'রতে পার,
আমার মনে হয়—
যা' শ্রেয়পন্থী
তা'ই করাই শ্রেয় ;
এটাও ঠিক বুঝো—
শাসন-সংস্থাই মানুষের সাত্বত আশ্রয়,
আর, মানুষই শাসন-সংস্থার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ;
বৈধ বিবাহ-বন্ধনকে
শিথিল ক'রে দিয়ে
স্ত্রী-পুরুষকে বিচ্ছিন্ন
বিলোল চলৎশীল ক'রে
শুধু কর-আহরণ দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ানো—
তা'র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়কো,
বরং প্রতিপ্রত্যেককে কৃতবিদ্য ক'রে
স্বস্থ ও সৎ-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে'
একটা পারস্পরিক অচ্যুত প্রীতিবন্ধনে
চর্য্যাশীল ক'রে
অপ্রমেয় শক্তিসম্পন্ন ক'রে তোলাই
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য,
আর, সম্পদ্ও তা'ই । ৬৬ ।

একই অনুশাসন
প্রয়োগ-পরিচর্য্যার ব্যতিক্রমে
শুভ কিংবা অশুভের কারণ হ'য়ে উঠতে পারে । ৬৭ ।

অস্তিত্বকে যা' ধারণ করে না—
তা' বিধিও নহে
আইনও নহে । ৬৮ ।

যে-কোন অনুশাসন বা আইন—
সৎ-সন্দীপী বিধি-বিনায়িত যিনি
তাঁকে যদি
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে অনুচর্য্যা না করে,
শাতনী সর্ব্বনাশ
ঐ পথেই অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
দেশ ও সমাজকে বিষাক্ত ক'রে
নিরয়ী জাহান্নমে আহুতি দিয়ে থাকে,
কারণ, ঐ ব্যক্তিত্বই অনুশাসনের প্রতীক ও প্রতিষ্ঠাতা। ৬৯ ।

যে-বিধান বা অনুশাসন
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধন
ও সত্তাপোষণী সম্প্রীতি ও স্বচ্ছন্দতাকে
অনুচর্য্যা করে না,—
তা'কে নিরোধ না করাই পাপ। ৭০ ।

অনুশাসন-প্রণয়নাকে
সুবীক্ষিত বর্দ্ধন-দীপনী
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণায়
প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা-পরামৃষ্ট হ'য়ে
অনুশাসন-বিধি রচনা ক'রতে যেও না,—
সে-অনুশাসন সংহারেরই সাথীয়া কিন্তু ;
সম্বর্দ্ধনার প্রাণন-প্রদীপই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই বৈধী-পরিক্রমা,
ঈশ্বরই বিধি। ৭১ ।

যা'রা অনুশাসনকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
দেশ ও দশের ক্ষতি করে,
তা'দের চাইতে
যা'রা মানুষের অস্তিবৃদ্ধির বিপর্য্যয়ী
অনুশাসন প্রবর্ত্তন করে—

তা'রা বহুগুণে দেশ ও দশের ক্ষতিকর,
অপরাধও তা'দের ঢের বেশী ;
তাই, যাঁ'রা বেত্তাপুরুষ—
অনুশাসন-প্রণয়নের ক্ষমতা
প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ তাঁ'দেরই । ৭২ ।

নীতি, অনুশাসন বা আইন
যা' সবারই পক্ষে সত্তাপোষণী—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে,
তাই-ই সার্থক ও সিদ্ধ—
যা' অন্যের অন্যায্য অপচয় না ক'রে
প্রত্যেককে পোষণ ক'রে তোলে,
তা' তোমার বেলায়ও তেমনি,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যত বেশী—
বৈধী-অনুশাসন ব্যত্যয়ীও সেখানে তত ;
মিলন ও শান্তি-সংস্থাপক যাঁ'রা
তাঁ'দিগকেই ধন্যবাদ । ৭৩ ।

যা'রা অনুশাসনকে
লোকপীড়ক অস্ত্র ক'রে ব্যবহার করে—
ঈর্ষ্যালিপ্সু অসৎ অভিযান নিয়ে,
কু-অভিসন্ধির আপূরণী ক'রে,
মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে,—
তা'রা অসাধু, অসচ্চরিত্র,
আদর্শবিহীন অব্যবস্থ,
প্রবৃত্তির ক্রীড়নক তা'রা ;
তা'রা মহাপাপী,
শাতনের নিকট-আত্মীয়,
নরকেরও কলঙ্ক,
ঈশ্বরের আশিস্-নিঃশ্বাস
বিষাক্ত, বিক্ষুব্ধ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
নিরয়ী অভিসম্পাতে
তা'দিগকে ভীষণ ভঙ্গুর ভয়সঙ্কুল সংঘাতে
নিপীড়িত ক'রে তোলে । ৭৪ ।

তোমার অনুশাসন যেন
সব সময়ই সর্ব্বতোভাবে
মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের
স্বচ্ছন্দ সলীল গতিকে
পরিচর্য্যাই ক'রে চলে—
সুকেন্দ্রিক সমাহিত হোমলাস্যে,
পোষণ-প্রদীপনায়,
সহানুভূতির সক্রিয় স্বতঃ-সন্দীপনায়,
অসৎ-নিরোধে তৎপর হওয়া সত্ত্বেও,
তবেই সে-অনুশাসন
মানুষের পালন, পোষণ ও পূরণে
সক্রিয় সার্থকতায়
সৎ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে—
অনুশ্রয়ী কেন্দ্রিকতার বিভব বিকিরণ ক'রে,
নয়তো, কানা অনুশাসন
মানুষকে একচোখোই ক'রে তুলবে। ৭৫ ।

তুমি যে-নীতিই প্রণয়ন কর না কেন—
তা' যদি কোন-না-কোন রকমে
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, বর্ণ-বৈশিষ্ট্য আর সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে
সম্বর্দ্ধনায় সার্থক ক'রে
উৎক্রমণশীলতায়
সর্ব্বতোভাবে সত্ত্ব-পরিপোষণী না হয়—
তা' কিন্তু দুষ্ট,—
ব্যভিচার ও বিপর্য্যয়ের স্রষ্টা হ'য়ে
দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে—
তা' আজই হো'ক আর কালই হো'ক ;
আর, এ ছাড়া যিনি যত বড়ই হ'ন
তিনি মহাপুরুষ ন'ন নিশ্চয়ই—
ভাগবত প্রজ্ঞা তাঁ'র নাই,
বিধায়ক! সাবধান কিন্তু—
তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে
সাবধানে তোমার বিধানকে পরিবেষণ ক'রো,

নয়তো, অল্পদৃষ্টি হামবড়াই-মুগ্ধ নৈতিকতা তোমার
সর্ব্বনাশে সবাইকে সর্ব্বহারা ক'রে তুলবে। ৭৬।

যা'রা মূঢ়, দূরদৃষ্টিহীন,
সঙ্গতিহারা পল্লবগ্রাহী বিদ্বান্-নামধেয়,
অস্তিবৃদ্ধির অনুশাসন-অবহিত নয়কো যা'রা,
সুনিষ্ঠ আত্মবিনায়ন-তৎপর নয়কো,
আদর্শহীন, বিকেন্দ্রিক,
এক-কথায়, বহুবাদী অজ্ঞ বা মূর্খ যা'রা,—
এমনতর লোকের
অনুশাসন-প্রণয়নের অধিকার নেইকো,
তা'দের অনুশাসন
মানুষকে বিশৃঙ্খল পতন-তৎপর ক'রে তোলে ;
তাই, সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
চৌকস যাঁ'রা
এক-কথায়, চতুর যাঁ'রা—
তাঁ'দের অনুশাসনই অনুসরণীয়,
নয়তো, অদূরদর্শী অনুশাসনের অনুসরণ
সব্যষ্টি সমষ্টির
এমনতরই অপঘাত সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
যা' বহুকালেও আপূরণ করা
কঠিন হ'য়ে প'ড়বে ;
তাই সাবধান! ৭৭।

কোনও অনুশাসন মোক্তাভাবে
তোমার জীবন-বৃদ্ধির অনুকূল কিনা—
তা' যদি বুঝতে চাও,
অন্ততঃ অন্তশ্চক্ষুর চিন্তায়
সে-অনুশাসনকে
নিজের উপর প্রয়োগ ক'রে বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
সেটা তোমার বা তোমার পরিবারের পক্ষে
জীবনীয় ও বর্দ্ধনীয় কিনা!
আর, তা' আপদ্‌কে নিরোধ ক'রে
সম্পদের শুভ-প্রেরণায়

তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিবেশকে
উদ্বর্দ্ধনায় নিয়োজিত করে কিনা!
কুৎসিতকে অপনোদন ক'রে
সামসুন্দরকে আবাহন করে কিনা!
এমনভাবে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,
তাহ'লে খানিকটা ধারণা ক'রতে পারবে
তা' অনুসরণীয় কিনা!
বা শুভপ্রসূ কিনা! ৭৮ ।

শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের
অভ্যস্ত রীতির উপর নজর রেখেই
অনুশাসন-প্রণয়ন-তৎপর হ'তে যেও না,
তাহ'লেই ঠ'কবে কিন্তু,
অপাহত হ'য়ে উঠতে একটুও বিলম্ব হবে না ;
যে-অনুশাসন প্রণয়নই কর না কেন,
সব সময় নজর রেখো—
জনসাধারণের জীবনবৃদ্ধিদ হয় তা' কিসে!
আর, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে বৈধী-নিয়মন
মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পরিপোষণ-প্রদীপ্ত,—
সন্ধিৎসু চক্ষুতে, সুসঙ্গত বিচারণায়
সেইগুলিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
অনুশাসন-নিয়মন বা প্রথাপ্রবর্ত্তন
তেমনি ক'রেই ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, তা'ই শুভদ,
অশুভের পরিচর্য্যায় শুভ লাভ করা যায় না,
শুভের উদ্ভাসনায়
ঈশিত্বই বিকীর্ণ হ'য়ে চলে,
আর, ঈশ্বরই শুভ,
ঈশ্বরই সম্বর্দ্ধনা,
যা'ই জীবনকে বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
তা'ই ঈশ্বরীয়। ৭৯ ।

যিনি অচ্যুত ইষ্ট-কৃষ্টি-ধর্ম্মনিষ্ঠ
রাষ্ট্র-পুরোধ্যাসী তোমাদের,

তিনি তোমাদেরই নিয়োজিত গণসেবী,
আর, তাই-ই তাঁর রাজমুকুট,
তোমাদের অস্তি-বৃদ্ধি
তাঁর কামনা ও কৃতার্থতার উপঢৌকন ;
আর, এই অস্তিবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লেই
অনুশাসনের প্রয়োজন,
যে-অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমরা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পার বাস্তবে
জীবনে, জনমে,—
পুষ্টি-প্রসাদ-অনুরঞ্জনায় সংরক্ষিত হ'য়ে
স্বস্তির অধিকারী হ'তে পার ;
তিনি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী,
সৎ ও শুভের নিত্য অনুচর,
তাই, তিনি তোমাদের নমস্য ;
দেশ-কাল-পাত্রভেদে
আশু-ব্যতিক্রমী
তাঁর যে-কোন অনুশাসন-প্রবর্ত্তনা দেখেই
মনে ক'রো না যে
তিনি স্বেচ্ছাচারী,
কারণ, চলনকৌশলের ভিতর-দিয়ে
গন্তব্যকে আয়ত্ত ক'রতে হ'লে
অনেক সময় আবৃত দৃষ্টিতে
অশুভ ব'লে মনে হয়—
এমনতর কিছু-কিছু
অনুশাসন-প্রবর্ত্তনার প্রয়োজন হ'তে পারে ;
ধীইয়ে দেখো,
তা'র লক্ষ্য জীবনবৃদ্ধিদ কিনা—
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে!
সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও সম্পূরণী সন্দীপনায়
সুক্রিয় অনুপ্রাণতা
তাঁতে নিহিত আছে কিনা!
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গত অনুচলনে
ঐ অনুশাসনগুলি বিনায়িত কিনা!—

তা' লক্ষ্য ক'রে দেখো ;
বুঝতে পারবে—
তিনি তোমাদের কতখানি শুভ-তৎপর,
তাই বলি—
শ্রদ্ধাবনত অন্তর নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
ঐ গণপতিপুরুষকে নমস্কার কর,
প্রার্থনা কর—
তিনি স্বাস্থ্যবান্ হ'য়ে
সুখ-সাফল্যে
জীবনবৃদ্ধির আপূরক হোতার আসনে থেকে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন ;
—ঈশ্বর তোমাদের প্রত্যেকেরই
মঙ্গল-সংবিধান করুন। ৮০ ।

তোমাদের অনুশাসন-প্রণয়ন
যেন এমনতর হয়,—
যা' পারস্পরিকতার মাধ্যমে
স্বতঃ ও সুশৃঙ্খল হ'য়ে
পরস্পরের স্বার্থ, সুবিধা
ও সম্পোষণী সম্বর্দ্ধনাকে
সুশৃঙ্খল ক'রে তোলে ;
বিনায়ন এমনতর যতই হ'য়ে উঠবে,—
যতই একজনের স্বার্থে
অন্যের স্বার্থ স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,—
ততই সম্বেদনী অনুচর্য্যাও
সম্বৃদ্ধিপর হ'য়ে উঠবে,
আর, বুঝতে পারবে প্রত্যেকেই—
অন্যের স্বার্থের উপরই
তা'র স্বার্থ নির্ভর ক'রছে,
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে বা বাদ দিয়ে
নিজের স্বার্থকে
যে-ই বলবৎ ক'রতে চা'ক না কেন,—
তা' বাস্তবে ব্যাহতই হ'য়ে উঠবে ;

আর, এমনতর নিয়মন
সুচারু, সুশৃঙখল, সুব্যবস্থ ও সরাসরিভাবে
হ'তে থাকলে
স্বার্থ-সঙ্গতিও অভিব্যক্তি লাভ ক'রতে থাকবে—
তেমনতর রূপ নিয়ে,
বোধও হবে অমনতরই,
প্রতিটি ব্যষ্টি
সমষ্টির স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
শুভপ্রসূ অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ ক'রে চ'লতে থাকবে ;
দুনিয়ায় তৃপ্তির অভিযান বানচাল হ'য়ে ওঠা—
সুকঠিনই হ'য়ে চ'লবে। ৮১ ।

অনুশাসনকে অবজ্ঞা করাই অপরাধ,
কোথাও কিন্তু তা' পাপেরও ;
কিন্তু যেখানে ঐ অনুশাসন
মানুষের সত্তা-সংঘাতী হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবে—
মানুষের বাঁচাবাড়াকে অবজ্ঞা ক'রে,
স্বচ্ছন্দতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
তখন তা'কে অবজ্ঞা না-করাই পাপের ;
অসৎ-এর আধিপত্য যেখানে—
যা' অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত,
সেখানে সৎ-অনুবেদনা
বা সৎ-সন্দীপনা
যখন ঐ অসৎ-এ সংঘাত আনে
বা তা'কে নিরোধ ক'রতে চায়,
ঐ অসৎ তখনই আক্রুষ্ট গর্জ্জনে
ঐ সৎকে বিধ্বস্ত ক'রতেই প্রচেষ্ট হ'য়ে থাকে,
আর, সে-প্রচেষ্টাও অজ্ঞতানুগ ;
অজ্ঞতার আধিপত্য যেখানে যত বেশী—
অসৎ-সন্দীপনাও সেখানে ততটা সক্রিয় ;
তাই, সৎ বা সত্যের পূজারী যাঁ'রা,
তাঁ'দিগকে অনেক সময়

বিপাক-বিধ্বস্ত হ'তে দেখা যায়—
হীনম্মন্য অসৎ দীপনার
আক্রুষ্ট দন্তুর সবল সংঘাতে ;
তাঁদের কেউ যখন বিপন্ন হন—
তখন সৎ বা সত্তার পূজারী অন্য যাঁরা
তাঁরা যদি তাঁকে আগলে না ধরেন,
তখন ঐ সৎ
বিলুপ্তির কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন ;
অসৎ-এর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ
জয়দীপ্ত অভিযানে
আক্রুদ্ধ অসৎ-প্রতিষ্ঠ
শাসন-তৎপর হ'য়ে ওঠে তখনই ;
তাই, বোঝ,
অজ্ঞ থেকো না,
অসৎ-এর প্রশ্রয় দিয়ে
আত্মঘাতী হ'তে যেও না ;
অস্তিত্বই চির-বরণীয়,
চির-সাধ্য ;
ঈশ্বরই অস্তিত্বের পরম উৎস। ৮২ ।

মনে রেখো—
তোমাদের রাষ্ট্র-সংস্থার
কোন কর্ম্মচারীই যেন
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
বিরত না হ'য়ে
নিরতই হয় ;
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
তোমার বিধান-অনুশাসনকে
অস্তি-বৃদ্ধির অনুপ্রেরণায় বিনায়িত ক'রে
যদি কেউ দণ্ডিত হয়—
বা ঐ অনুচর্য্যায় নিরত থাকার দরুন
কোনরূপ কুটিল ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তনে প'ড়ে
নিষ্পেষিত হয়,—
তবে অবিলম্বে তাকে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রতিবন্ধ হ'তে

নিরাকৃত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না ;
অস্তি-বৃদ্ধি-বিনায়নী
বিধান-অনুশায়ী বিধি
যদি প্রণয়ন না কর—
বিনায়নার কুশলকৌশলী তৎপর ধারাকে বিধায়িত ক'রে—
যে-ধারার ধুরন্ধর বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
অস্তি, বৃদ্ধি, ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ইত্যাদির অনুচর্য্যা
অবাধ হ'য়ে উঠতে পারে—
স্বচ্ছন্দ সলীল সুসঙ্গত
ছান্দিক সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,—
তবে সে-বিধান অন্ধ, উদ্ধত
বা দলনদৃপ্ত ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
তাই, খুশিমত যা'-তা' বিধান
সৃষ্টি ক'রলেই হবে না,
তা'তে মানুষের অস্তিবৃদ্ধি
সলীল ছন্দে বিনায়িত হ'য়ে
অনুশাসন-আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠবে না—
প্রতি-প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি রেখে,
আবার, তা'তে
তা'দের সত্তাও ছন্দায়িত হ'য়ে
বিধান-মাফিক সম্বর্দ্ধনার সলীল সংক্রমণে
চ'লতে পারবে না ;
তাই, এমনতর বিধান-বিনায়নই শ্রেয়—
যা' নাকি মানুষের অস্তিবৃদ্ধিকে ধারণ ক'রে
স্বচ্ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে তোলে—
সাবলীল চলন-তাৎপর্য্যে ;
নয়তো তা' মানুষকে
বিব্রত, বিড়ম্বিত
বিক্ষত, বিদগ্ধ ক'রে তুলবে,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
সুকেন্দ্রিক বোধ-বিনায়িত হ'য়ে সংগঠিত হ'য়ে থাকে—
তবেই তুমি পারবে তা',
নয়তো নয় ;

তোমার বিধি যেন মরণ-পন্থী না হয়,
মানুষকে নিরাপত্তায় সুদৃঢ়,
সম্বর্দ্ধনায় দৃপ্ত
ও প্রবোধনায় প্রদীপ্ত ক'রতে গিয়ে
মরণে তা'কে নিঃশেষ ক'রে ফেলো না—
মূর্খতার খরতর সংঘাতে ;
ঈশ্বরই মানুষের অস্তিবৃদ্ধি,
ঈশ্বরই পাবক পুরুষ,
ঈশ্বরই বিধি,
অস্তিবৃদ্ধি যেখানে সার্থক—
ঈশ্বরও বিধি-বিনায়িত সেখানে। ৮৩ ।

যা'রা নিজে ব্যক্তিগতভাবে
ন্যায়ের মর্য্যাদা-পরিপালন-নিরত নয়কো,—
তা'রা অন্যকে শাসন ক'রবার অধিকারী
কিছুতেই হ'তে পারে না ;
কারণ, যা'দের সৎ-নিষ্ঠা ও সংযম নেই—
তা'রা প্রবৃত্তি-অভিভূতই হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত শাসক
মানুষকে সর্ব্বনাশেই পরিচালিত ক'রে থাকে,
আর, ঐ চরিত্র
মানুষে সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকে কুশাসন-তৎপর ক'রে তোলে। ৮৪ ।

মনে রেখো, বুঝে দেখো,
ভেবে তা'র সুসঙ্গতি নির্ণয় ক'রো,—
রাষ্ট্রসংস্থা যদি
ব্যষ্টিসত্তার উদ্ধাতা না হয়,
বিবর্দ্ধনী না হয়,
মান মর্য্যাদা, নিরাপত্তা
ও স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার নিয়ামক না হয়
সে শাসন-সংস্থা ব্যষ্টি-জগতের কী?—
কেউ নয়, কিছু নয় ;

আবার, প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকেই যদি
রাষ্ট্রসংস্থার ইন্ধন ক'রে তোলা হয়—
তা'দের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে দিয়ে,
তা' ব্যষ্টি-সম্বলিত গণসত্তা
বা স্বাতন্ত্র্যেরই বা কী?
বিলোপী ছাড়া আর কিছুই নয় ;
আর্য্য-সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
ব্যষ্টিগত কল্যাণ
ও সৎসন্দীপী ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের
যেমনতর যা'ই অপলাপ হো'ক না কেন,
রাষ্ট্রসংস্থা তা'র উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে
ও বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে বাধ্য,
আর, এই হ'চ্ছে
বাস্তব লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র। ৮৫ ।

কোন বিষয় বা ব্যাপারের তদ্বির করায়
মানুষের যে-জিনিসগুলিকে
বিহিতভাবে পরীক্ষা করা হ'চ্ছে,
সেগুলি সমস্তেরই দায়িত্ব নিয়ে
শাসন-সংস্থা-পরিচালকদের
দায়িত্ববান্ হওয়া উচিত,
বিহিতভাবে রক্ষা করা উচিত সেগুলিকে,
কোন কিছুর অপচয়ে
তৃপ্তিপ্রদ কৈফিয়ত দিয়ে
তা'দিগকে তৃপ্ত করা উচিত,
উপযুক্ত সময়ে সেগুলিকে
যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ;
এর ব্যত্যয়
তা'দের নিজের অন্তঃকরণকে
ব্যতিক্রান্ত ক'রে তোলে,
অসাধু আনীতিবান্ ক'রে তোলে শাসন-সংস্থার প্রতি,
ফলে, মান, সম্মান, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যপালী মর্য্যাদাকে
নিপীড়িত ক'রে
উৎকোচ-আহরণী হ'য়ে ওঠে তা'রা,

তা'দের ঐ চলনকে লক্ষ্য ক'রে
ক্ষোভান্বিত বিদ্রোহ
অদূরেই ওত পেতে থাকে কিন্তু,
যা'র ফলে, গণবিদ্রোহ
দাউদহনে
সবাইকেই বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে একদিন। ৮৬।

তোমার শাসনযন্ত্র যেন
বহুদর্শী সুসমীক্ষ কুশল-তৎপরতায়
এমনতরভাবে সুসজ্জিত হয়—
যেন তা'তে
এতটুকুও গল্‌তি বা খাঁকতি হওয়া মাত্রই
তৎক্ষণাৎ ঐ গল্‌তি বা খাঁকতি
নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
যেমন, বস্ত্রনির্ম্মাণ-কালে
একটি সূত্র ছিন্ন হ'লেও
আধুনিক উন্নত-ধরণের বয়ন-যন্ত্রের
সেই বিশেষ অংশটি
তৎক্ষণাৎ নিরুদ্ধ হ'য়ে যায়,
আর, তা' ততক্ষণ তেমনি থাকে—
যতক্ষণ ঐ সূত্রকে উপযুক্তভাবে
যুক্ত ক'রে না দেওয়া হয় ;
তা'র ফলে, যেমন বয়ন-শিল্প
সৌকর্য্যের সহিত পূর্ণ উদ্যমে চ'লে
সবাইকে
তা'র প্রয়োজন-মত সরবরাহ ক'রতে পারছে,
তেমনি, তোমার শাসন-যন্ত্র
ঐ রকম দোষমুক্ত হ'য়ে যদি চলে,
তা' সবাইকে সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দতার সহিত
যোগ্যতার উদ্দীপনা নিয়ে
চ'লতে সাহায্য ক'রবে,
আর, সব্যষ্টি সমষ্টির যোগ্যতা বাড়িয়ে
তা'দিগকে

প্রীতি-সন্দীপনী ব্যবহারে অনুবদ্ধ ক'রে
দেবদীপ্ত ক'রে তুলতে থাকবে,
তুমি ও তোমার শাসন-যন্ত্র
সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে। ৮৭।

পিতামাতা বা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয় অভিভাবক
তাঁদের সন্তান-সন্ততির
শুভ-বর্দ্ধনা বা শুভ-কামনায়
তা'দের সত্তারক্ষণী, সত্তাপোষণী
ও চরিত্র-বিন্যাসের উপযোগী বিবেচনা ক'রে
যে-শাসন বা নিয়মন বিধান করেন—
জীবন ও বর্দ্ধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না-ক'রে,
তাই-ই প্রাকৃতিক ;
তা'তে যদি শাসন-সংস্থা হস্তক্ষেপ করে,
তা'তে ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য
ও সংহতির উপর
অন্যায্য হস্তক্ষেপ করাই হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' শাসন-সংস্থার অধিকার-বহির্ভূত,
এই-ই সনাতন প্রাকৃতিক বিধি,—
এর ব্যত্যয় পারিবারিক বিন্যাসকে ভঙ্গ ক'রে
অব্যবস্থারই সৃষ্টি ক'রে থাকে—
সশ্রদ্ধ সংহতিতে সংঘাত এনে,
তাই, তা' গর্হিত। ৮৮।

জমি, জীবন ও তা'র পোষণরক্ষণী যা'-কিছু
তা' ব্যক্তির,
আর, যা' সে এদের সাহায্যে আহরণ করে,
তা'ও তা'র—
অন্ততঃ সাত্বত স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য
যেমন প্রয়োজন ;
তা' রাজারও নয়,
শাসন-সংস্থারও নয়
বা অন্য কারো নয়,

তবে তা' সংরক্ষণের জন্য
সে যা'কে দেয়—
রাজাই হো'ক,
শাসন-সংস্থাই হো'ক
বা অন্য যে-কেউই হো'ক,
সে তা'র প্রতিভূ হ'তে পারে মাত্র ;
তবে সে যদি রাজাকে,
শাসন-সংস্থাকে
বা অন্য কাউকে
দান বা বিক্রয় করে,—
তবেই সে বা তা'রা
তা'র অধিকারী বা মালিক হ'তে পারে। ৮৯ ।

শাসন-সংস্থা সব্যষ্টি গণজীবনকে
উন্নত ক'রে তুলতে পারে না,
যোগ্যতর ক'রে তুলতে পারে না,
ধৃতি বা ধর্ম্ম-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
আদর্শ-সংহত ক'রে তুলতে পারে না,
জীবনকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে দুরূহ ;
সেই জন্য মহৎ-সংস্থা,
মহৎ-জীবন
ও মহৎ সক্রিয়-সন্দীপনা
তা'দের জীবনের পক্ষে
অচ্ছেদ্য ও অকাট্যভাবে প্রয়োজনীয়,
আর, এই জীবনগুলি যেখানে অবজ্ঞাত হয়,—
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
সেখানে মুহ্যমান হ'য়ে
অসঙ্গত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
অপলাপেরই অভিযাত্রী হ'য়ে ওঠে ;
শাসন-সংস্থা মানুষকে
স্বচ্ছন্দ চলনে চ'লতে সাহায্য ক'রতে পারে,
জীবনীয় উপকরণ সরবরাহ ক'রতে পারে,
সংরক্ষণা ও নিরাপত্তার বিনায়ন ক'রতে পারে,

তা' ছাড়া, তা'দের পক্ষে
ব্যষ্টিগত গণজীবনকে
উন্নত ক'রে তোলা
সংহত ক'রে তোলা
যোগ্যতর ক'রে তোলা সুদূরপরাহত ;
তাই, শাসন-সংস্থা যেখানে
মহান্‌দের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে না,—
তাঁদের সংরক্ষণায় সম্বুদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে না,—
সেখানে বিবর্ত্তন ব্যাহত হ'য়ে
জাতীয় অপবর্ত্তন অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ৯০ ।

যেখানে অদূরদর্শী শাসন-সংস্থা
মানুষের সেবার অছিলায়
স্বার্থ-প্রণোদনী তৎপরতা নিয়ে
দুষ্কৃতির সংস্থা উদ্বোধন ক'রে চলে—
মানুষের সততাকে বিধ্বস্ত ক'রে,
সাত্বত সারল্যকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,—
তা'রা কি দুষ্কৃতিরই শিক্ষক নয়কো?—
আর, সে-শিক্ষা কি চাপ দিয়ে
মানুষকে দুষ্কৃতি-অনুশীলন-তৎপর
ক'রে তোলে না?
তাই বলি, শাসন-সংস্থা!
তুমি যেন দুষ্কৃতি-শিক্ষা-সংস্থার
উদ্বোধন ক'রতে যেও না,
স্বাধীন সৎ-তৎপর বোধ-দীপালীর
উন্মেষ ক'রে চল,
মানুষ স্বস্তিলাভ করুক,
সুকৃতিবান্ হো'ক,
অন্তর-বাহিরে সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যের
অধিকারী হ'য়ে চলুক,
ঐশ্বর্য্য-সমারোহে সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৯১ ।

শাসন-সংস্থার পরিচালক ও পরিচারক যাঁ'রা
তাঁদের প্রত্যেকেরই শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী

গণহিতী-প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়া উচিত,
ব্যাপার ও বিষয় সম্বন্ধে
সুসন্ধিৎসু, নিরপেক্ষ,
সুসঙ্গত বোধিতৎপর হওয়া উচিত,
কুশলকৌশলী দক্ষ ক্ষিপ্রতৎপরতায়
ন্যায্য সমাধানী সম্বেগশালী হ'য়ে
গণশ্রদ্ধাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'দের নিয়ামক ও নিরাপত্তা-সম্পাদক
বান্ধব হওয়া উচিত,
যা'তে লোকে তা'দের কাছে
অন্তরখোলা হ'য়ে
বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে
নিশ্চিন্তে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে ;
অপরিচ্ছন্নতা বা ঘোলাটে বোধি নিয়ে চলা মানেই
গণমণ্ডলের বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা,
তা'দের ভীতি ও সংকটের আবাহক হ'য়ে ওঠা,
এতে লোকের স্বস্তি তো দূরের কথা—
তা'দের আত্মরক্ষাই বিপন্ন হ'য়ে ওঠে ;
নিজের বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা
ঐ শাসন-সংস্থার সুনাম ও সুপ্রতিষ্ঠা
ঐ দায়িত্বপূর্ণ যা'দের
প্রথম ও প্রধান করণীয়—
তা' প্রত্যেক কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহারের
অনুনয়নী অনুচর্য্যায়,
বিশেষতঃ শান্তিরক্ষক যা'রা
তা'দের এমনতর দক্ষকুশল তৎপরতা-সম্পন্ন হওয়া উচিত
যা'তে গণ-অন্তঃকরণ
তা'দিগকে শান্তির দূত ব'লেই গ্রহণ ক'রতে পারে,
এবং গণমণ্ডলের কেহই যেন
ঔচিত্যের অপলাপী
কোনপ্রকার দোষের অবতারণা না ক'রতে পারে,
সত্তা-সংঘাতী যা'-কিছু
যা' বিচারালয়েই সমাধান হওয়া উচিত,
তা'ই মাত্র বিচারালয়ে প্রেরণ করা উচিত,

তা' ছাড়া, দ্রোহোদ্দীপী
বিপর্য্যয়ী যদি কিছু হয়—
তা' যা'তে মিলন ও পাবক-তাৎপর্য্যে
সমাধান ক'রতে পারা যায়,
নিষ্পন্ন ক'রতে পারা যায়,
এবং ঐ দ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণকে উৎপাটন ক'রে
স্বস্তিকে যা'তে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে
তা'ই তা'দের
প্রথম ও প্রধান করণীয় হওয়া উচিত ;
তা'দের লোকানুচর্য্যা এমনতরই
দক্ষকুশল বান্ধবতাসম্পন্ন হওয়া উচিত
যা'তে তা'দের এলাকায়
কোনরকম বিক্ষোভ হওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে,
সাথে-সাথে
উপচয়ী কর্ম্মনিরত যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে
জনগণ যা'তে
প্রীতিপ্রণোদনায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে,
তেমনতর সন্দীপনার সঞ্চারণ
তা'দের স্বভাবে স্বতঃ হ'য়ে ওঠাই বাঞ্ছনীয়,
শাসন-সংস্থা যেন লোকপালী হ'য়ে ওঠে,
লোকপোষক ও লোকতোষকই হ'য়ে ওঠে,
মানুষকে বিপন্ন ক'রবার
শাতনী-দণ্ডদাতা যেন না হয় ;
শান্তিরক্ষকদের শাসন ও দণ্ড যেন
শান্তি ও স্বস্তিরই হোতা হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন মানুষের কাছে
অত্যাচারহীন, অবিচারহীন
নিরাপত্তার বান্ধব হ'য়ে ওঠে ;
কি নারী, কি পুরুষ
তা'দের সমস্ত সম্পদ্ বা যা'-কিছু
তা'দের দায়িত্বে ন্যস্ত ক'রে
নিজেরা যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লতে পারে,
তা'দের চরিত্রের প্রতিভান্বিত জলুস
যেন লোকজীবনকে বা গণজীবনকে

তা'দের সহযোগী ক'রে তোলে,
প্রতিকূল বা বিরোধী ক'রে না তোলে,
অন্যায় বা অন্যায্যভাবে
কেউ যেন নিপীড়িত না হয় তা'দের আশ্রয়ে,
তা'রা যেন প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ
প্রত্যাশাপরায়ণ গর্ব্বেপ্সায়
উৎকোচ-গ্রহণ
ও লোকপীড়ন-তৎপর হ'য়ে না ওঠে,
অপরাধী
দণ্ডের আওতায় এসেও
যেন স্বস্তি-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
শাসন-সংস্থার আলোকস্তম্ভ ঐ তা'রাই,
—আমি যা' মনে করি। ৯২।

যদি শাসন-সংস্থাকে গণ-আস্থায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে চাও,
তবে বৈশিষ্ট্যপালী গণস্বার্থী পুরোধ্যাসী
বা নেতৃপুরুষে
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
অচ্যুত ইষ্টপ্রাণতাই হ'চ্ছে
ঐ পুরোধ্যাসী বা নেতৃপুরুষের
প্রথম ও প্রধান সমঞ্জস সদ্‌গুণ—
যা'র দরুন জনগণ ও শাসন-সংস্থার প্রত্যেকেই
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ;
ঐ শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সদ্‌গুণ
কর্ম্মঠ ঊর্জ্জী সম্বেদনায়
শ্রদ্ধাসূত্রে সকলকে নিবদ্ধ ক'রে
সানুকম্পী সংহত ক'রে তোলে—
পারস্পরিক অনুচর্য্যায় ;
আর, বিচারালয় ও শান্তিরক্ষক দলকে
সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
তা'রা সুবিচার ও বান্ধব-নিয়মনে

যেন গণহৃদয়ের প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে
বিশ্বস্ত পরিচর্য্যায়
বাক্য ও ব্যবহারের যৌথ-সঙ্গীতিতে,
আপদে-বিপদে,
আকস্মিক ও আগন্তুক দুর্ঘটনায়
ঐ জনগণ যেন প্রাণের বল ঠিক রেখে
সুসংহতির সহিত
দক্ষ ও যোগ্য কুশল-তৎপরতায়
স্বস্তিতে অব্যাহত থাকতে পারে,
নিরাপত্তায় যেন সবাই নিঃসন্দেহ থাকে,
দোষী ও নির্দ্দোষ
সুষ্ঠু স্বভাবপটু বিবেকী বিচার-অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত হ'য়ে যেন চ'লতে পারে,
দোষীকে শাসন,
সংশোধন বা শায়েস্তা ক'রতে গিয়ে
নির্দ্দোষ যা'রা
তা'রা যেন বিপন্ন হ'য়ে না ওঠে,
নির্দ্দোষের জীবনচলনা
ব্যাহত হ'য়ে না ওঠে—
এমনতরই দক্ষতৎপরতার সহিত
শান্তিরক্ষক ও বিচারক যা'রা
দীক্ষা-তৎপর শিক্ষায়
কুশলকৌশলী ক্ষিপ্রতায়
সুশিক্ষিত হ'য়ে ওঠে যেন ;
আবার, তেমনি তোমার নিরাপত্তায়
নিরোধশক্তি-চমূবাহিনীকেও
এমনতর তৎপর ক'রে তুলো'—
যেন তা'রা
কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, গণসেবা ও নিরাপত্তা-বিষয়ে
সুদক্ষ হ'য়ে ওঠে—
অক্লান্ত অনুচর্য্যানিরত থেকে ;
গণসেবায়
তোমার শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত
প্রত্যেকেই যেন শ্রেয়ার্থপরায়ণ প্রীতিপূর্ণ

দক্ষ ও দীপ্ত হ'য়ে চলে—
একটা স্বাভাবিক অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
অদম্য কুশলকৌশলী তৎপরতায় ;
তাই, শাসন-সংস্থার
ঐ তিনটিই হ'চ্ছে মুখ্য আলোক—
যা'কে অবলম্বন ক'রে
আর সব-কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। ৯৩ ।

শুধুমাত্র ভয়
কাউকে সংযত ক'রে তুলেছে কোনদিন—
তা'র সাথে যদি প্রীতি-পরিচর্য্যা না থাকে ?
কৃতিতপা পরিচর্য্যা
যদি উচ্ছল না হ'য়ে ওঠে
উদ্যোগ-উদ্দীপনী উদ্বেলনায়,—
তা' জীবনে কতটুকু বিভব সৃষ্টি ক'রে থাকে ?
ভয়—
জীবনের সংশোধন নয়,
বরং স্থবির ক'রে রাখে ;
বরং প্রীতিপ্রসূ সমীহ
মানুষকে
শিষ্ট সম্বেদনায়
স্বস্থ বিনায়নে
দক্ষ ক'রে তুলে'
সুন্দর ক'রে তুলে' ধরে,
মানুষ কেন—
অনেক পশুপ্রকৃতিও
অমনতর নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে ;
তাই, শাসন বা দণ্ড
জীবনের সুধাসন্দীপী নিয়ন্ত্রক নয়কো,
বরং বিহিত কৃতি-পরিচর্য্যা
সমীহ সৃষ্টি ক'রে
যা'কে
উচ্চ-অভিদীপী তৎপরতায়
নিবিষ্ট ক'রে তোলে—

সংশোধন সেখানেই
স্মিতমুখর তৎপরতায়
বৰ্দ্ধন-তাৎপর্য্যে
ক্রম-পদক্ষেপে
সম্বৰ্দ্ধিতই হ'তে থাকে। ৯৪ ।

প্রীতি ও পরিচর্য্যাই
প্রভাবকে আমন্ত্রণ করে। ৯৫ ।

যা'রা সর্দ্দারি করে
অথচ সদনুচারী নয়,
তা'রা অপচারের ফাঁদেই পড়ে
আর ফেলেও প্রায়শঃ। ৯৬ ।

যা'রা নেতা
তা'রা আদর্শ পুরুষকে বহন করে
আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে,
তা'রা জানে না তা'রা নেতা,
লোকে কয় তা'দের নেতা। ৯৭ ।

যে তোমার সাত্ত্বিক স্বার্থে
সব দিক্-দিয়ে স্বার্থবান্ নয়কো,
সে কি তোমার প্রতিভূ হ'তে পারে? ৯৮।

নিষ্ঠা,
দক্ষ পারগতা,
সুজনোচিত আচরণ
ও লোকানুচর্য্যা
তোমার যেমনতর হ'তে থাকবে,
লোকেও তোমার প্রতি
তেমনতর অনুরাগদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৯৯ ।

নেতার আসনই হ'চ্ছে
তা'র শ্রেয়ার্থপরায়ণ উপচয়ী
লোকহিতী চরিত্র—

সান্বয়ী সুসঙ্গত লোকস্বার্থই যা'র স্বার্থ,—
যা' বাক্যে, ব্যবহারে
দক্ষ বোধিকুশল ক্ষিপ্রতায়
কর্ম্মানুপ্রেরণায় বিস্ফুরিত, দেদীপ্যমান,
গর্ব্বপ্সাপূর্ণ হীনম্মন্যতাকে অতিক্রম ক'রে
সহজ, সরল, সম্বুদ্ধ
স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে
যা' সবাতেই অনুপ্রাণনশীল ;
এর বিচ্যুতি যত
আসনও অবসর গ্রহণ ক'রবে তত—
অলক্ষ্যে। ১০০ ।

পূরয়মাণ প্রেরিত যিনি, তদ্বেত্তা যিনি
বা সদ্‌গুরু যিনি
বাস্তবিকতায় লোকনেতৃত্ব তাঁরই,
আর, তা' প্রকৃতিপ্রসূত—
স্বাভাবিক পরিপূরক। ১০১ ।

ঋষি, ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষ
যখনই যে-বাদে যতখানি বাদ পড়েন—
তখনই সে-বাদ বিকৃত হ'য়ে ওঠে ততখানি,
আর, তা' কৃষ্টিকে ব্যাহত ক'রেই চ'লতে থাকে
তখন থেকে। ১০২ ।

যে-বাদ নিয়েই চল না কেন,
তা' যদি তোমার ইষ্টনিষ্ঠাকে
প্রাঞ্জল, প্রাণমণ্ডিত ক'রে না তোলে—
সক্রিয় এককেন্দ্রিক উচ্ছলতায়
অচ্যুতভাবে—
তা'তে সপরিবেশ তোমার
ক্ষতি ও হয়রানি ছাড়া
আর কিছুই হবে কিনা সন্দেহের। ১০৩ ।

কোন বিশেষ ভাব বা বাদকে
পরিবেষণে চারিয়ে দিয়ে
গণসমূহকে তা'তে উদ্বুদ্ধ ক'রে—
তা'কে বাস্তব পরিণয়নে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
সক্রিয় ক'রে তোলাটাই হ'চ্ছে বিপ্লব,
বিপ্লবে বিদ্রোহ সেখানেই—
অন্তরায় যেখানে তা'কে নিরোধ ক'রে
গতিরোধ ক'রতে চায় ;
এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ—
সাঙ্ঘাতিকও হ'তে পারে,
সম্বর্দ্ধনীও হ'তে পারে। ১০৪ ।

সাত্ত্বিক চর্য্যাকে কুয়াশাচ্ছন্ন রেখে
যে-কোন বাদ, শাসন বা তন্ত্রই হো'ক না কেন,
সবগুলি যে ভুয়ো,
এ-কথা কিন্তু ঠিক—
মনে রেখো ;
সাত্ত্বিক চর্য্যা বাদ দিয়ে
যে ভোগ-আড়ম্বর—
তা' ঐশ্বর্য্যের হামলা নিয়ে
দাম্ভিক গৌরবের
রাহাজানি বা মহাজনী চলন,
—তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের,
তাই সাবধান! ১০৫ ।

যে-কোন বাদী হও,
আর, নাই হও,—
সাত্বত-ধর্ম্মী হও,
যা'তে সত্তা
সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনায় চ'লতে থাকে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণায়
সব দিক্-দিয়ে
ধৃতিমুখর তপ-তর্পণায়,

প্রীতি-প্রদীপ্ত অনুচর্য্যা নিয়ে,
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনায়,—
তবেই তোমার তপ তোমাকে
কল্যাণ-প্রতিভূ ক'রে তুলবে। ১০৬ ।

গণতন্ত্র যখন রাজ-অনুরঞ্জনায়
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না ওঠে—
ধর্ম্মানুগ নিয়মতান্ত্রিক অনুশাসনে,
তখনই তা'র অন্তঃস্থলে সাম্যবাদী স্বাতন্ত্র্য
বসবাস ক'রতে সুরু করে,
একনায়কতার অভিযান চ'লতে থাকে—
গণতন্ত্রের রুপালী সজ্জায়,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিপন্ন ক'রে ;
যদিও কোন-না-কোন প্রকারে
একনায়কত্বের অভ্যুত্থান হয়ই—
অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে
বিন্যাসে আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে,
নয় তা'কে ভেঙ্গে—
সব যা'-কিছুকে বিসর্জ্জন দিয়ে। ১০৭ ।

আমি বলি—
প্রত্যেকটি মানুষই
বৈধী-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সুঠাম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
আর, এই হ'য়ে উঠতে যা' যা' প্রয়োজন—
তা'ই করুক,
যদি তা' না করে—
ব্যক্তিত্ব তা'র সুঠাম হ'য়ে উঠবে না,
কোথাও কোথাও
পঙ্কদ্যোতনা
তা'কে করকরে ক'রে তুলবে ;
একনিবিষ্ট অন্তঃকরণের সাথে
প্রবৃত্তিগুলির সুবিনায়ন,
আচার-ব্যবহার, চালচলন

ও কৃতিসম্বেগের মধ্য দিয়ে
ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা উৎসাহ-নন্দিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যেন
সব যা'-কিছুর সমীচীন তাৎপর্য্যে
নিজেকে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বস্থ ক'রে চলে—
অমৃতাভ উৎসর্জ্জনী অনুচলনে। ১০৮।

লোকায়ত্ত শাসনের
বাস্তব ভিত্তিই হ'চ্ছে—
লোকের আয়ত্তে যা'-কিছু আছে,
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে সেগুলিকে তেমনি রেখে,
ঐতিহ্যানুক্রমিক
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
শুভ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিনায়িত ক'রে,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে,
তা'কে উচ্ছল ক'রে
যোগ্যতার ক্রমান্বয়ী বিকাশে
আরোতরে সন্নিবেশিত ক'রে তোলা ;
এক-কথায়, লোকের আয়ত্তে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
যা'র যা'-কিছু আছে
সবগুলিকে স্বতঃ-উচ্ছল রেখে
উদ্গতিশীল অভিসারণায়
প্রতিপ্রত্যেককে প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়,
স্বাস্থ্যে, স্বাচ্ছন্দ্যে, বলে, বীর্য্যে, আয়ুতে,
বিন্যাস-বিবর্ত্তনার সঙ্গতিশালিন্যে,
প্রস্বস্তির পূর্ণ প্রবর্দ্ধনায়
অভিদীপ্ত চলনশীল রেখে ;
ফল কথা, ইষ্ট বা আদর্শানুগ
একপ্রাণ সংহতির সহিত
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
সক্রিয় সম্বুদ্ধ প্রবর্ত্তনায়

কেন্দ্রায়িত অনুবেদনী অনুচলন নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী অভিদীপনায়
সংহতি-বিনায়িত
উচ্ছল বিবর্ত্তন-প্রগতিসম্পন্ন ক'রে তোলা—
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগের
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
কেন্দ্রায়িত পরম নিবন্ধনে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ও প্রস্তুতি সহ ;
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সত্তা-সংরক্ষণী আয়ত্ত অভিবাদন,
আর, লোকায়ত্ত শাসন বলতে
যা' বুঝতে পারা যায়,
তা'র তাৎপর্য্যই এখানে,
তাই, একেই বলে গণতন্ত্র ;
ঐ লোকায়ত্ত শাসনে
যেখানে এর ব্যতিক্রম—
বিকৃতিও সেখানে তেমনি,
তুষ্টি ও তর্পণার অভাবও সেখানে তেমনি,
বিচ্ছিন্ন ছন্নতার সংঘাতও সেখানে
তেমনি বিপুল ;
গণ ও ব্যষ্টির সত্তা-সংঘাতী যা',
যা' তা'দের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী নয়,—
সংখ্যা-গরিষ্ঠ গণগুচ্ছও যদি
তেমনতর মতের অনুবর্ত্তী হ'য়ে
শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে,—
সেখানে ঐ পরিষদ্‌ও কিন্তু
লোকায়ত্ত ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য নয়,
তেমনতর শাসন লোকায়ত্ত শাসন তো নয়ই,
বরং তা'র ভাঁওতামাত্র ;
ঈশ্বরই যা'-কিছুর ধারয়িতা, পালয়িতা,
ঈশ্বরই সর্ব্বেশ্বর,
ঈশ্বরই সত্তা ও সত্ত্ব-অনুক্রমিক অনুপ্রেরণা,

ঈশ্বরই পর-ভূতি-পূর্ণ স্বাধীন,
ঈশ্বরই মানুষের জীবন-পোষণী চলন। ১০৯।

কা'কে সমর্থন ক'রবে?
তোমার ইষ্টার্থ যা'তে স্বার্থ হ'য়ে আছে—তা'কে,
আর, সেই হ'চ্ছে
তোমার প্রথম সমর্থন-পাত্র ;
দ্বিতীয়তঃ, তা'কে সমর্থন ক'রো
যেখানে ইষ্টার্থ নিশ্চয়ীকৃত হ'য়ে আছে ;
তৃতীয়তঃ, তোমার ইষ্টার্থ যা'তে সমর্থনীভূত ;
চতুর্থতঃ হ'চ্ছে সেই—
যা'র নিজের অন্যান্য স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও
ইষ্টার্থে আহ্লাদমিশ্রিত অনুভাবিতা
ও অন্তর-উৎসারণী আদর বজায় আছে
ও যা'র ব্যতিক্রম কমই হয়। ১১০।

দশের উন্নতি না হ'লে
দেশ উন্নত হবার কোন মানে নাই,
আর, উন্নতি একদিনেও হয় না,
বিহিত অনুচর্য্যায়
কৃষ্টি-অনুগ কৃতি-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তা' ক্রমে-ক্রমেই হ'য়ে থাকে ;
নজর রাখতে হবে—
ঐ ক্রম-অনুচলন
প্রত্যেকের সাত্বত জীবনকে
উন্নত ক'রে তুলছে কিনা—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে ;
তাই, বিধানগুলিকেও
লোকসন্তানুচর্য্যী ক'রে তোলাই বাঞ্ছনীয়,
যদি বা যতটুকু তা' না হয়—
ততটুকুই সবাই ক্ষোভদুষ্ট হ'য়ে
উঠবেই কি উঠবে ;
তাই, তোমার প্রতিভূ-নির্ব্বাচন

অবিবেকী অনুচলন সৃষ্টি ক'রে
সবাইকে যদি
দুষ্ট প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ক'রে চলে,—
তবে উন্নতির প্রত্যাশা কোথায়?

এমনতর লোকায়ত্ত শাসনে
তুমি দোষী ক'রবে কা'কে—
বা দায়ী ক'রবে কা'কে?
কৈফিয়ত দেবে কে?

তাই বলি—
সব সময়ই দেখো—
প্রতিপ্রত্যেকের সাত্বত ধৃতি
ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবর্দ্ধনার দিকে চ'লছে কিনা—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে আছে
তোমার যা'-কিছু উন্নতি ;

যে-বাদ
বিবাদ ও ব্যত্যয় সৃষ্টি করে—
পুরুষ-পরম্পরাগত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যপ্রবাহকে
ব্যাহত ক'রে,—
তা' কিন্তু ভাল নয় কিছুতেই,
তা'তে অবনতি অতি নিশ্চয় ;
তাই, আবার বলি—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা যা'তে বিক্ষুব্ধ না হয়,
বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা যা'তে প্রশ্রয় না পায়,
এমনতর বিধানে বিধায়িত হ'য়ে
চলাই কি শ্রেয় নয়?
তাই, সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে
সাত্বত অনুচলনকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে যা'তে পার—
দুর্ব্বিপাককে নিরোধ ক'রে,
কৃষ্টিতপতৎপর হ'য়ে,—
তোমার প্রতিভূ-নির্ণয়-ব্যাপারে
তেমনি দক্ষনজর নিয়ে চলাই
শ্রেয় কিন্তু। ১১১।

স্মরণ রেখো—
যে-মণ্ডলী তোমাকে
তা'দের প্রতিভূ নির্ব্বাচন ক'রেছে,—
তুমি যেখানে যে-কাজেই থাক না কেন,
যে-পদ বা আসনে দায়িত্বশীল
তুমি হও না কেন,
তোমার নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর
শুভ-সম্বর্দ্ধনা
ও অশুভ-নিরাকরণের দায়িত্ব হ'তে
তোমার নৈতিক জীবন কিন্তু
মুক্তি পেতেই পারে না—
অন্ততঃ তুমি যতদিন তা'দের প্রতিভূ আছ ;
আগে তুমি তা'দের
শুভ-সম্বর্দ্ধনার যা'-কিছু ক'রবার
ও মন্দ যা'-কিছু নিরাকরণ করার দায়িত্বে
দায়িত্বশীল,
পরে অন্য যা'-কিছু
যেখানে যেমনতর সম্ভব
তা' করণীয় ;
আর, একে যতই তুমি অবজ্ঞা ক'রবে—
ঐ অবজ্ঞা
তোমার দায়িত্বশীল ধী ও কর্ম্মানুরতিকেও
অবজ্ঞা ক'রে চ'লতে থাকবে,
প্রতিষ্ঠা
তোমাতে অতিষ্ঠ হ'য়েই চ'লবে,
তুমি কৃতী ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই বলি—
ভুলে যেও না,
গৌরব ও পদ-আকাঙ্ক্ষা
তোমাকে যেন মুহ্যমান ক'রে না তোলে,
মূঢ়ত্ব-পরামৃষ্ট হ'য়ে
নিজের উদয়ন-গতিকে
তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলো না,
লোকের বিশ্বস্তিহারা হ'য়ো না,

বান্ধবতাকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং তোমার সক্রিয় পরিচর্য্যা
ও বান্ধব-অভিভাবকত্ব
তা'দের নিকট হ'তে নিকটতর ক'রে তুলুক। ১১২ ।

যতক্ষণ মানুষ সত্তা, ধর্ম্ম,
কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে
বিহিত-মোটামুটি-ভাবে অবহিতই নয়
বা সুসঙ্গতও নয় তা'তে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র স্বার্থ কী বা কোথায়
সে-সম্বন্ধেও সে অজ্ঞ,
ভয় ও প্ররোচনা তা'দিগকে
যেদিকে পরিচালিত করে
সেই দিকেই তা'রা গ'ড়িয়ে প'ড়তে বাধ্য হ'য়ে ওঠে,
এমন স্থলে
গণমতের তাৎপর্য্য কী বা কোথায়
তা' বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন ;
সত্তাসম্বর্দ্ধনী, অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ প্রিয় যিনি তা'দের,
সহজভাবে তিনিই তা'দের প্রতিনিধি—
সুখ-সম্বৃদ্ধির সুকেন্দ্রিক দেবতা। ১১৩ ।

যখনই দেখছ
কোন বিষয় বা ব্যাপারকে উপলক্ষ ক'রে
পরস্পর-বিরোধী বহু দলের সৃষ্টি হ'চ্ছে,
তা'র মানেই হ'ল এই—
গণ-সংহতি
পরস্পর-বিরোধী বহু গুচ্ছে
বিভক্ত হ'য়ে উঠেছে,
এই গুচ্ছ
যতই বেশী হ'য়ে উঠতে থাকবে—
সংহতি-শক্তিও ততই ক'মে চ'লতে থাকবে ;
আর, বহুদলে বিভক্ত হ'বার মানেই হ'চ্ছে—

প্রত্যেক দলেরই দৃষ্টিভঙ্গী
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত হ'য়ে
তা'রই প্রলোভনে
তদনুগ গণদিগকে
সংহত করার তালে ছুটছে,
উদ্দেশ্য ও উপায়ে
কোন দলই
কোন দলের সঙ্গে একমত নয়কো,
কেউই একার্থপরায়ণ নয়কো,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
কা'রও উপায় ও উদ্দেশ্য
এমনতর কোন বৈশিষ্ট্যপালী
ভাগবত সত্যে পেঁ'ছাতে পারেনি—
আপূরয়মাণ মেরু-মানব-নিবদ্ধ হ'য়ে
যা'তে সবাই অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
সবারই বাঁচাবাড়ার
পোষণী ও বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে তা' ;
যা'দের অন্ততঃ এতটুকু দূরদৃষ্টি আছে
তা'রা বুঝে নেবে—
ঐ উদ্দেশ্য ও ব্যাপারে
কেউ কিন্তু কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে পারবে কমই ;
যদি তা'র ভিতর কিঞ্চিৎ শক্ত, সুসঙ্গত
একানুধ্যায়ী কোন একটা প্রবল দল থাকে—
এই সব দলকে
তা'রই হস্ত-আমলকবৎ
হ'য়ে উঠতে হবেই কি হবে,
গণ-সংহতি যতই ভাগ হ'য়ে যাবে—
শক্তিও ততই ক'মে যাবে,
তাই, কেউই ঐ বিষয় ও ব্যাপারকে
সুরাহায় নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারবে না
কৃতিত্বের সাথে,
পরস্পর-বিরুদ্ধভাবাপন্ন দল
যেখানে যত বেশী
দুর্ব্বলতাও সেখানে তত ঘন,

একানুধ্যায়িতা যেমন কর্ম্মঠ প্রেরণাদীপ্ত
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি,
আবার, এই যোগ্যতাই ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সংহতিকে দানা বেঁধে তোলে—
শক্ত ও সাবুদ ক'রে,
আর, এই যোগ্যতাই
বাঁচবার ও বাড়বার অধিকার পেয়ে
আধিপত্য বিস্তার করে। ১১৪ ।

যে-বাদের ঢেউই লাগুক না কেন,
আর, প্লাবনই আসুক না কেন,—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের
সুসংহত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তা'র শুভ-সম্বর্দ্ধনী
বাস্তব বৈধী-বিন্যাস যদি না থাকে,
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
কৃষ্টি-উৎসারণী অনুদীপনায়
তা' কিছুতেই গ্রহণ ক'রো না,
মনে ক'রো—
তা' কিন্তু সাংঘাতিক ;
সত্তা, জীবন ও জননানুচলন বিক্ষুব্ধ ক'রে
জাহান্নমকে প্রতুল ক'রে তুলবে কিন্তু তা' ;
তা'কে কোনরকম সমর্থন ক'রতে
লাখবার ভেবে দেখ,
প্রাচীন-স্রোতা বাস্তব বৈধী নিয়মনার সহিত
বিরোধ হ'লে
কিছুতেই সমর্থন ক'রতে যেও না,
তুমি তো জাহান্নমের যাত্রী হবেই,
তা' ছাড়া, পরিবার, সমাজ, পরিবেশ
এক-কথায়, দেশ ও রাষ্ট্র সব যা'-কিছুকে
ঐ বিষে সংক্রামিত ক'রে
সর্ব্বনাশে সর্ব্বহারা ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
সাবধান! ১১৫ ।

যে-কোন মত বা বাদই
তোমার কাছে আসুক না কেন,
তা' একটা প্লাবন সৃষ্টি করুক
আর নাই করুক,
বেশ ক'রে বুঝে নিও—
তা' ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি-জগতের
সাত্বত সম্বৃদ্ধিসূচক কিনা!
তা' প্রাচীন সাত্বত আচারের
সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির
পরিপোষক, পরিরক্ষক ও পরিবর্দ্ধক কিনা!
তা' জীবন, বিবাহ ও জননের
সমীচীন সার্থকতায়
সুসম্বদ্ধ কিনা!
একটা সমৃদ্ধিসূচক উদ্বর্দ্ধনী
অনুশীলনাত্মক কৃতি-অভিযানসম্পন্ন কিনা!
প্রতিটি ব্যষ্টিকে নিয়ে
সমাজের সার্থক সন্দীপনায়
পারস্পরিক সুসম্বদ্ধ অনুনয়োদ্দীপ্ত কিনা!
তা' মানুষের বৈশিষ্ট্য-পালন ও বর্দ্ধন-বিনায়নায়
সুপ্রতিষ্ঠিত কিনা!
জীবনীয় ধৃতির
সুচারু সমীচীন পরিবেশনে
অনুচলন-উদ্দীপনায়
অটল ও উচ্ছল কিনা!
আর, প্রত্যেকটির ফাঁকে-ফাঁকে বুঝে নিও—
তা' প্রলোভন-প্রলুব্ধ দাসত্বসুলভ
আত্মধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলাদুষ্ট
ও বিপর্য্যয়ী-শঙ্কাসম্পন্ন কিনা!
বৈশিষ্ট্য-ব্যত্যয়ী বিবাহ-বিচ্ছেদশীল
তৎপরতা-সম্পন্ন কিনা!
আবার, তোমাদের জীবন-বর্দ্ধনার প্রতিটি স্তরের
সার্থক সঙ্গতিশীল অর্থনায়
বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সেগুলি সুনিবদ্ধ কিনা!

এক-কথায়, সেগুলি
অসৎ অর্থাৎ যা' সত্তা ও সংস্থিতিকে সংক্ষুব্ধ করে
তা'র প্রশ্রয়ী বা নিরোধী কিনা!
প্রশ্রয়ী যদি হয় তা'র আশ্রয় কিন্তু বিপদাত্মক ;
এই জাতীয় সবগুলির
খুঁটিনাটি বিবেচনা ক'রে
কীই বা গ্রহণীয়
কীই বা গ্রহণীয় নয়—
বুঝে-সুঝে যা' ক'রবার তা' ক'রো। ১১৬।

যেখানে দেখছ
গণস্বস্তি-সংসাধন-অভিপ্রায়কে
মুখর ক'রে নিয়ে
বহু দলের সৃষ্টি হ'য়েছে বা হ'য়ে চ'লেছে,—
অথচ কোন দলই
পারস্পরিকভাবে শুভ-সম্বদ্ধ নয়,—
তখনই এ'চে নিও,
কোন দলই বিগত বহুদর্শিতায়
সার্থক সত্তাপোষণী সুসঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তমান অবস্থাকে বিবেচনা ক'রে
তা'রই সুসঙ্গত বিন্যাসে
সত্তাপোষণী স্ফুরণ-প্রতিভা নিয়ে
জীবনবৃদ্ধিকে ভবিষ্যের দিকে
উজ্জ্বল-উৎক্রমণী ক'রে নিয়ে চ'ল্‌ছে না,
প্রত্যেক দলই
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ পরিচর্য্যায়
প্রত্যাশাপীড়িত আকিঞ্চন-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
স্বীয়-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হ'য়ে চ'লেছে,
গণস্বার্থে কেউ
সর্ব্বসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে তৎপর হ'য়ে ওঠেনি,
সার্থক-সমন্বয়ী উদ্দেশ্য-অনুক্রমণী তৎপরতাও
তা'দের ভিতর নেই,
থাকলে

পন্থার ধারণা যা'র যেমনই থাকুক না কেন,
একসন্নিবিষ্টতায়
সম্বদ্ধ ও সংনিবদ্ধ হ'য়ে উঠত,
কা'রও ভিত্তিতে
শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী সম্বেদনা নাই,
আর, থাকলেও তা' নেহাতই অকিঞ্চিৎকর,
তা' সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সার্থক সমন্বয়ী
তাৎপর্য্যবাহী নয়,
ধ'রে নিতে পার—
সত্য ও সম্বেদনী সম্বেগ সেখানে মলিন,
এক-কথায়, তা'রা
এমনতর সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেনি—
যা' নাকি সবারই আপূরণী
বৈশিষ্ট্যপালী,
আবার, পরস্পর অসুস্থ-দ্রোহভাবাপন্ন
মাত্র দুটি দল হ'লেও
বুঝতে হবে—
সুসঙ্গত উৎক্রমণশীল সত্তাপোষণী সত্য
যা' সবাইকেই আপূরিত করে—
তা'র খাঁকতি সেখানে,
প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতাই তা'দের নিয়ামক প্রায়শঃ ;
মানুষের জীবনে এটা ভীতিপ্রদ দুর্লক্ষণ,
এর নিরাকরণ কর, সংহত হও,
ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও প্রাচীন অভিজ্ঞতার
সুসঙ্গত অভিনন্দনে
বর্ত্তমানকে সুসঙ্গত ক'রে
নন্দিত অভিগমনে পদক্ষেপ ক'রে চল—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনী
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তাৎপর্য্য নিয়ে ;
সত্যকে পাবে সেখানে,
সার্থকও হ'য়ে উঠবে তোমরা সবাই। ১১৭ ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ যা' ক'রবে—
যা' চাইবে—

তা'ই যে সব-সময় শুভপ্রসূ
তা' কিন্তু নয়,
তা' ক'রলে বরং
অপগর্ব্বী অশুভের আমদানীই
ক'রতে হবে তোমাকে ;
যা' শুভদ, যা' সম্বর্দ্ধনী
তা'ই কর,
গরিষ্ঠগণকে তা'র অধিকারী ক'রে তোল,
যা'তে তা'রাও গরীয়ান্ হ'য়ে ওঠে ;
এক-কথায়, যা' জীবনীয়,
সম্বর্দ্ধনী যা',
স্বস্তিপ্রসূ যা',
জীবন ও আয়ুর উদ্গাতা যা',
তা'ই ক'রতে হবে,
আর, ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যের
অধিকারী ক'রে তুলতে হবে সবাইকে,
বরণীয় ক'রতে হবে সবাইকে,
গরীয়ান্ ক'রে তুলতে হবে সবাইকে ;
কিন্তু অশুভকে উস্‌কে তুলে'
অশুচিকে বরণীয় ক'রে
যদি গরিষ্ঠকে নিঃশেষ কর,
নির্য্যাতিত কর,
তাহ'লে তা'দের চাহিদার বাহানায়
নিঃশেষে নিলীন হওয়া ছাড়া
আর, কোন্ সম্পদ্ তোমাকে
বরেণ্য ক'রে তুলবে?
তাই, বিধি-বিনায়িত পথে চল,
উৎকর্ষের অভিসার
তোমাকে অভিদীপ্ত ক'রে তুলুক,
আর, সবাইকে
উৎকর্ষের অধিকারী ক'রে তোল—
যে যেমন তেমনি ক'রে ;
যা'তে উৎকৃষ্ট
বাত্যাবিড়ম্বিত হ'য়ে

অপকৃষ্টে আত্মবিলয় না ক'রে ;
কারণ, সবাই চায় বাঁচতে,
সবাই চায় বেড়ে উঠতে,
আর, বর্দ্ধনাকে ছড়িয়ে দিয়ে
বর্দ্ধিত হ'তে চায় সবাই—
বোধিবিনায়নী অনুশীলনায় যোগ্য হ'য়ে ;
আর, যা'রা দেশের মধ্যে
অপকৃষ্ট ভাববিলোল বাত্যাবিড়ম্বিত হ'য়ে
নিজের কৃষ্টি ও করণকে
জলাঞ্জলি দিয়ে চ'লে
অপকৃষ্ট অনুশীলনায়
নিজেদিগকে নিমজ্জিত ক'রে ফেলে,
উৎকৃষ্ট-নামধেয় এমনতর যা'রা
তা'রা সাত্বত উৎকৃষ্ট যে নয়,
তা'ই তা'র পরিচয় ;
তাই, তোমার সত্তা গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠুক—
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত",
তাই, তোমার করণ
কৃষ্টি-অনুগই হো'ক,
আচরণ
ঐ কৃষ্টিকেই অনুসরণ করুক ;
এমনি ক'রেই ধন্য হও,
সবাইকে ধন্য ক'রে তোল—
জীবন-বর্দ্ধনার অমৃত-উৎসারণায় ;
আর, ঐ কৃষ্টি ও করণের অনুশীলনায়
যোগ্যতর হ'য়ে উঠতে
এতটুকু পিছ-পাও হ'য়ো না—
মানুষের হৃদ্য উৎকর্ষী জীবনবর্দ্ধনী পরিচর্য্যাকে
অটুট রেখে। ১১৮।

হঠকারিতার ক্রীড়নক হ'তে যেও না,
পরমত বা বাদ-সহিষ্ণুতাকে
জলাঞ্জলি দিও না,
বিহিত শ্রদ্ধার সহিত

সব-কিছু শুনো বা ব'লো,
আর, সাত্বত সন্দীপনা
যে বাদ বা মতের মধ্যে যতটুকু পাও—
তা' গ্রহণ ক'রো ;
সব সময় যেন নজর থাকে—
যা'-কিছু সাত্বত
তা'রই উপাসক তুমি,
আর, সাত্বত যা'—
ঠিক জেনো—
তা'র সাথে কা'রও গরমিল থাকতে পারে না,
যেখানে গরমিল দেখবে
গলদও সেখানে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যেন
এতটুকুও সুবিন্যস্ত হয়
যা'তে সব যা'-কিছুর ভিতর থেকে
তোমার সাত্বত যতটুকু
সার্থক সঙ্গতির সহিত
তা' ধ'রতে পার,
ব'লতে পার
ও ক'রতে পার—
বিহিত বিনায়নায় ;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন
কল্যাণ-উৎসৃজী অনুনয়নে
অনুসৃত হ'য়ে চলে ;
তুমি প্রত্যেকটি মানুষের
মর্ম্ম-সেবক হ'য়ে ওঠ,
জীবনবৃদ্ধি যেন তোমার
অধিগম্য হ'য়ে ওঠে—
সব যা'-কিছুর সমীচীন অধ্যয়নায়,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য-সহকারে ;
তোমার হৃদয়দেবতা—সেই সাত্বত পুরুষকে
সমীচীন নতি-সহকারে
সবাই যেন নতি জানায় ;
আর, মনে রেখো—

ঐ সাত্বত পুরুষের মূর্ত্তন-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছেন
তোমারই প্রিয়পরম যিনি, তিনি,
যাঁ'র বিকিরণাই হ'চ্ছে সাত্বত বিধি,
বিনায়িত পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি-পরিচর্য্যার আসনে
তিনিই তোমাদের সঙ্ঘদেবতা। ১১৯।

যেমন পরস্পর পরস্পরের অনুচর্য্যাপরায়ণ—
এমনতর বিভিন্ন দল
দেশের সম্বর্দ্ধনী উৎকর্ষের পক্ষে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,
তেমনি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী
এমনতর বহু দলের সৃষ্টি
দেশ ও সমাজের পক্ষে
ব্যত্যয়ী অভিশপ্ত অপঘাত সৃষ্টির
বিষাক্ত উদ্দীপনা—
বিশেষতঃ সাত্বত ধর্ম্মকে
যা'রা আঁকড়ে ধ'রেছে,
যা'রা সৎসঙ্গী-আখ্যায় আখ্যায়িত
তা'দের পক্ষে তা' যে কতখানি সাংঘাতিক,
—সৎ-ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে
প্রাধান্য-পরামৃষ্ট অপগতির
আক্রোশদুষ্ট জ্বালাময়ী অনুচলনের
বিধ্বংসী উত্তেজনা,—
তা' বলাই বাহুল্য ;
ফল কথা, সৎ-আদর্শ অবলম্বন ক'রে
পারস্পরিকতাকে দুর্ম্মদ দলনে ছিন্ন ক'রে
পরস্পর-বিরোধী দল সৃষ্টি করা
কতখানি নারকীয়—
তা' ইয়ত্তা করা যায় না ;
ঐ দল পারস্পরিকতায়
সংঘাত তো আনেই,
জীবনের সাত্বত চলনাকেও সংকীর্ণ ক'রে
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
নিষ্ঠাকে কঠিন আঘাতে বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন ক'রে

দুর্ম্মদ আঘাতকে
আবাহন ক'রে নিয়ে আসে,
তাই, তা' পাপের,
সাত্বত মর্য্যাদাবিরোধী,
অবগুণের পূতিগন্ধ প্রস্রবণ,
প্রীতি ও মমতার প্রতি
ভ্রূকুটির কুটিল পরিহাস ;
আর, এমনতর দলের নেতা যা'রা—
তা'রা শাতনেরই সুহৃদ্-অমাত্য,
তা'রা
নানা কথার অবতারণা ক'রে
মানুষের অন্তর্নিহিত
দুষ্ট প্রবৃত্তিকে উস্কে তুলে'—
পারস্পরিক সেবা-সহযোগিতাকে
শীর্ণ ক'রে তুলে'
ঐকতান-একতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে
জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার
লালিমামণ্ডিত আড়কাঠি ;
যা'রা পারস্পরিকতাহারা,
প্রীতি ও প্রবোধনাহারা,
অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে
এমনতরই চ'লতে থাকে,—
সাত্বত ধর্ম্মের কথা যতই বলুক
বা সৎসঙ্গী ব'লে যতই বড়াই করুক,
আসলে তা'রা কিন্তু
ঐ আড়কাঠিরই সুহৃৎ-সহযোগী ;
যদি ভাল চাও—
পারস্পরিক অনুচর্য্যাকে
কখনও ছেড়ো না,
প্রীতি-আপ্যায়নাকে
কখনও ভুলো না,
আদর্শনিষ্ঠ অনুচলন-অনুশীলনে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল,
কৃতী হও,

সম্বৃদ্ধ হও,
প্রীতি-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হ'য়ে চল ;
যেখানেই একআধটু
উচ্ছৃঙ্খল অনুচলন দেখতে পাবে,
হৃদ্য-অনুবেদনী অনুচর্য্যায়—
অনুশাসনার আশীর্ব্বাদেই হো'ক
আর যেমন ক'রেই হো'ক—
ঐ অসৎকে নিরোধ ক'রে
পারস্পরিকতায় হাত-ধরাধরি ক'রে চলাকে
খরসান কৃতী ক'রে তুলো ;
আর, আদর্শ ও আদর্শানুগ পারস্পরিকতাকে
যা'রা ক্ষুণ্ণ করে—
তা' সোজাসুজিই হো'ক
বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়েই হো'ক,—
তা'দিগকে নিরোধ ক'রবেই কি ক'রবে—
সমীচীন সদ্ব্যবহার নিয়ে ;
বিধাতার বৈধী-আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে
সম্বর্দ্ধনায় শ্রেয়দীপ্ত ক'রে তুলুন,
কল্যাণের অধিকারী ক'রে তুলুন,
—স্বস্তির শুভ হোম-আহুতিতে
স্নাত হ'য়ে চল,
সম্বৃদ্ধ হও,
সুখী হও,
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
সুখী ক'রে তোল। ১২০ ।

রাষ্ট্রপতিই হোন্
বা রাষ্ট্রমন্ত্রীই হোন্
কিংবা রাষ্ট্রমন্ত্রীর
স্বীয় সংসদ্ই হোন্,
তাঁ'দিগকে নির্ব্বাচন ক'রতে
বেশ ক'রে খুঁটিয়ে দেখে নিও—
পর্য্যায়ক্রমে

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের সহিত
পূর্ব্বতন তথাগত বা প্রেরিতদের নিদেশগুলিকে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বিহিতভাবে
বিবেচনার সহিত
প্রয়োগ ক'রবার প্রবৃত্তি তাঁদের আছে কিনা!
তাঁরা যা'ই হোন্—
তাঁদের কুলমর্য্যাদা
ব্যতিক্রম-রহিত কিনা!
ধৃতি-পরাক্রমী কিনা!
ব্যষ্টিগতভাবে সমষ্টি-পরিচর্য্যায়
এবং সমষ্টি-সঙ্গতি-সহ ব্যষ্টির পরিচর্য্যায়
তাঁরা স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ কিনা!
তাঁদের হাতে সমস্ত ধর্ম্ম
সার্থক সমন্বয়ে
একায়িত হ'য়ে উঠেছে কিনা—
সম্প্রদায়গত ভেদ যেখানে
যততই থাকুক না কেন,
প্রতিটি বিশেষকে
বিশেষভাবে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন কিনা—
যদিও ধর্ম্মের দায়ভাগ ধর্ম্ম'ই,
তাঁরা দম্ভগর্ব্বী শাসক,
না স্বতঃসন্দীপ্ত পরিপোষক!
পরিপোষক যদি হ'ন
আর তাঁদের শাসন যদি
পোষণাকেই প্রদীপ্ত করে,—
সেখানে কিন্তু থাকে প্রভুত্ব বা বিভুত্ব ;
তাঁদের পরাক্রম
অসৎ-নিরোধী কিনা—
না অসৎ-উৎসর্জ্জনী ব্যতিক্রমদুষ্ট!
অসৎ-নিরোধী হ'লেই বুঝতে পারবে,
প্রতিটি সত্তার প্রতি প্রীতি
তাঁদের অটুট-প্রবাহী—

তা' ব্যষ্টিগত সমষ্টি-হিসাবে,
বা সমষ্টি-সহ ব্যষ্টি-হিসাবে—
যেমন ক'রেই হো'ক না কেন ;
স্ত্রীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা
স্বতঃসন্দীপ্ত কিনা!
তাঁ'রা যত বড়ই হোন্—
মায়েদের কাছে শিশুসুলভ কিনা!
আর, তা' যদি হয়
ঠিক বুঝে নিও—
বিবাহ-বিধির ব্যতিক্রম
তাঁ'দের কাছে একটা
বিষাক্ত উদ্দীপনা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
তাঁ'দের রাজনীতি
সব সময় পূরণ-পোষণ-প্রবৃদ্ধ
অসৎ-নিরোধী কিনা!
তাঁ'রা কুশলকৌশলী আপূরয়মাণ কিনা!
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য
অনুকম্পী অনুনয়নে
অসৎ-নিরোধী ঊর্জ্জনা নিয়ে
তাঁ'দের অন্তরে ও ব্যবহারে
স্বতঃসন্দীপ্ত কিনা!
ভাল-মন্দ কী,
কোথায় কোন্ সময়ে কী ভাল,
কোথায় কোন্ সময়ে কী মন্দ,
মন্দকে কী ক'রে বিনায়িত ক'রলে ভাল হয়,
আবার, কিসে ভালটাও মন্দে পরিণত হয়,—
সে-সম্বন্ধে
সহজ জ্ঞান ও চর্য্যা আছে কিনা!
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনা,
অনুকম্পী অনুচলন
তাঁ'দের অন্তরে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে চ'লছে কিনা!
আলাপ-আলোচনায়,

চিন্তায়,
কর্ম্মকলাপে,
জীবনীয় তৎপরতায়
ধৃতিচেতনাকে
সার্থক সঙ্গতিতে সম্বদ্ধ ক'রে
সঞ্জীবিত করার
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য-সহ অনুশীলন
তাঁ'রা ক'রে থাকেন কিনা!
মোক্তা কথায়—
আমার মনে যা' আসে,
এইগুলি হ'চ্ছে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার সম্বেদনা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
আমরা মানুষকে নির্ব্বাচন করতে পারি ;
এমনতর নির্ব্বাচিত ধীমান্ যাঁ'রা,
তাঁ'দের পক্ষে এটা সহজেই অনুমেয়—
কা'কে কোথায়
কেমন ক'রে নিয়োজিত ক'রলে
নিয়মনটাও সুচারু ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে—
বিরাট সাহস-সঙ্গতি নিয়ে,
প্রতিটি জনের ভিতর
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমে ;
আবার বলি—
দায়িত্বশীল নির্ব্বাচনের প্রথাও কিন্তু এই। ১২১।

প্রথমেই—
যা'রা নিজ-নিজ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
সংস্কার ও সংস্কৃতির অনুরাগে
নিজেকে বিনায়িত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রেছে—
লোকপালী তর্পণ-যাগে
জীবনের সাত্বত সন্দীপনায়
আপূরণ, পোষণ ও পালন-তাৎপর্য্যে,
লোক-প্রীতি ও লোকবিনায়নই
যা'দের স্বভাব-সন্দীপনা,

প্রথমে তাঁদিগকে সংগ্রহ কর
ও সংহত ক'রে তোল ;
মনোনীত কর তাঁদিগকে—
যাঁ'রা দেশের
স্বস্তিবিধায়ন-বিধায়নায়
নিজেরা দক্ষ হ'য়ে উঠেছেন,
ঐ স্বার্থই
যাঁ'দের সাত্বত স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে,
যাঁ'রা
তাই-ই গ্রহণ ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুব্যবস্থ বিনায়নে
তা'তেই সংহত হ'য়ে ওঠেন
যা'—
লোকপোষণ,
লোকপূরণ
ও লোকপালনী সংহতি নিয়ে
লোকের অস্তিত্বের বৈধী-বিনায়নী পূজায়
লোককে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
জীবনীয় ঊর্জ্জনায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
সক্রিয় বাস্তব তাৎপর্য্যে
সেগুলিরই
জীবনীয় বিধায়নার সম্বর্দ্ধনী উৎসর্জ্জনায়
শিষ্ট সংগ্রহে
লোকজীবনকে সার্থক ক'রে তোলে—
সক্রিয় উল্লোল উদ্বর্ত্তনায় ;
তারপরে
তাঁ'দের ভিতর-থেকে
যা'কে যেমন প্রয়োজন
সেমনি ক'রেই নির্ব্বাচন ক'রো—
নির্ব্বাচিত গোষ্ঠী যা'তে কিছুতেই
পারস্পরিক সঙ্গতিহারা না হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর তর্পিত চলন নিয়ে ;
সে-নির্ব্বাচনে

যাঁ'রা নির্ব্বাচিত হ'লেন—
তাঁ'রাই জেনো—
তোমার বিধানসভার বৈধী-ব্যক্তিত্ব,—
যে-ব্যক্তিত্বের স্বার্থই
লোকপালী
সুসন্দীপনী
তর্পণবিধায়িত তাৎপর্য্য ;
ঐ নিষ্ঠানন্দিত
সুদক্ষ সাত্বত পরিচর্য্যায় যাঁ'রা ধীমান্,
ও চারিত্রিক উৎসর্জ্জনায় যাঁ'রা সম্বৃদ্ধ,
যাঁ'রা
ব্যক্তিগত সঙ্গতির বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে
স্বস্তি-সংস্থাপনে সম্বুদ্ধ হ'য়ে চ'লছেন,
তোমার নির্ব্বাচন যেন
তাঁ'দিগকেই মনোনীত করে ;
তবে তো তোমার দেশ,
তোমার ব্যক্তি,
তোমার বিভব
বিহিত পরিচর্য্যায় পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠবে!
নয়তো, ভঙ্গুর অভিদীপনা
সব-যা'-কিছুকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্ট দুর্ব্বহ অনুশাসনে
সব-যা'-কিছুকে নষ্ট ক'রে ফেলবে,
সত্তার পরিস্ফুরণে
পরিবর্দ্ধনে
শুভ-সন্দীপনী তৃপ্তির শুভ-সার্থকতায়
তা'রা
পুষ্ট, প্রবুদ্ধ ও পরিপালিত হ'য়ে উঠতে
পারবে না কিছুতেই ;
মূর্খ যে,
পাগল যে,
সেও সত্তাকে ভালবাসে,
তাই বলি,—
তুমি বাঁচ,

তোমার প্রত্যেকটি লোক
বাঁচায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠুক—
পারস্পরিক সুসন্দীপ্ত পরিচর্য্যা নিয়ে
সঙ্গতি ও সংহতির বিশাল উর্জ্জনায়
এক-সন্দীপনী জীবন-তাৎপর্য্যে,
তা' সব দিক্-দিয়ে ;
বিধিকে বিধায়িত ক'রে যা'রা চ'লে থাকে—
পরিপালনে ও পরিচর্য্যায়,—
বিধানের বিধাতা তো
সেখানেই আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
তা' কথায়-বার্ত্তায়
চালচলনে
দুঃখে-কষ্টে
সব তা'র ভিতর-দিয়ে ;
জীবন-ঐশ্বর্য্য
প্রত্যেকের ভিতর
আস্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
শুভ-স্বস্তিপ্রসাদে
প্রতিপ্রত্যেকে পরিস্ফুরিত হ'য়ে চলুক—
বিহিত ধৃতি বা ধারণ নিয়ে,—
যা' সত্তাকে
শুভসুন্দরে বিনায়িত ক'রে তোলে ;
এ বাদ দিয়ে যা' ক'রবে—
তা' কিন্তু
ঐ বিকৃতিরই
বিপাকশীল বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
তাই বলি,
তোমার মনোনয়নী সমিতি
তা'দের কাছেই যা'ক—
যা'রা
ঐতিহ্য, প্রথা ও কুলাচার সহ নিষ্ঠানিবিষ্ট,
কৃতিসন্দীপনী যা'রা,
ধীমান্ যা'রা,
অনুনয়নী অনুবেদনা নিয়ে

নির্ব্বাচনী তাৎপর্য্যে
সাধু বচনে
তা'দিগকে আমন্ত্রণ করুক—
ভঙ্গুর দল সংগঠনের জন্য নয়,
বিহিত ধৃতিসঙ্গতির জন্য ;
আর, সেই আমন্ত্রণের ভিতর-দিয়েই
তা'রা নির্ব্বাচিত হ'য়ে উঠুক—
তা' জাতি-হিসাবে নয়কো,
সত্তাচর্য্যী ব্যক্তিত্ব হিসাবে,
সাধু সৎ সন্দীপনী যা'রা—
সাত্বত অভিদীপনী উৎসর্জ্জনা নিয়ে
নির্ব্বাচিত হো'ক,
তোমার বিধানসভা
এমনতর বিধায়নাতে
শিষ্ট ও সুচারু হ'য়ে উঠুক,
সার্থকতা তবে তো!
আর, ব্রহ্মা তাঁ'রাই হ'য়ে উঠুন—
শিষ্ট-সম্বুদ্ধ
ঐতিহ্য-সন্দীপিত
প্রথারাগদীপ্ত
আচারশীল যাঁ'রা,
ধীমান্ যাঁ'রা,
তাঁ'দিগকে কাণ্ডারী কর—
একসন্দীপনী তাৎপর্য্যে,
সাত্বত পরিচর্য্যার স্বস্তিযোগ নিয়ে,
তোমার গণসংহতি
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
তাঁ'দের বিহিত সঞ্চারণী তাৎপর্য্যে,
ভয় ভীত হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠুক ;
দিনই আসুক আর রাত্রিই আসুক—
বিহিত বিনায়নায়
শিষ্ট অনুশাসনী তাৎপর্য্যে
লোক

নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলুক,
কালের দুষ্ট কটাক্ষ
ব্যাহত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
সুখের দিনই বড় হো'ক,
কিংবা দুঃখের দিনই বড় হ'য়ে আসুক—
তাঁদের নিয়মনী তাৎপর্য্যকে স্বীকার ক'রে
শুভসন্দীপী অনুচলন নিয়ে
বিহিত সুন্দর শিষ্ট পরাক্রমে
চ'লতে থাক,
ভেবো না,
দুর্দ্দিন তোমাদিগকে
দুর্দ্দশায় নিমজ্জিত ক'রে তুলতে পারবে না—
ঐ বৈধী-নিয়ন্তার নিয়মন-সৌষ্ঠবে ;
বৈধী-অনুশাসন নিয়ে
ঐ ব্যক্তিত্বে লক্ষ্য রেখে
বৈশিষ্ট্যের শুভ-মর্য্যাদায়
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই—
কৃতি-সন্দীপনায়,
দেখবে—
ভয়ই ভীত হ'য়ে উঠছে,
ঐশ্বর্য্য,
বিভব-বিভূতি
স্মিত সন্দীপনায়
মাঙ্গলিক অভিবাদনে—
বুঝতে পারবে—
কেমন এগিয়ে আসবে!
তোমার অন্তঃকরণ
আপনিই উল্লাসে ব'লে উঠবে—
মাভৈঃ! মাভৈঃ! ১২২ ।

সুকেন্দ্রিক, সুক্রিয়, দায়িত্বকুশল
সমন্বয়ী তৎপরতায়
ধারণপালনী সম্বেগের সহিত
সুব্যবস্থ বিনায়নে

যোগ্যতার অনুশীলনী অনুদীপনা নিয়ে
মানুষের পোষণ-পূরণী যে যেমন,—
কর্ত্তৃত্বও স্বতঃ-উৎসারণায়
ন্যস্ত হ'য়ে ওঠে তা'র উপরে তেমনই ;
দাম্ভিকতার অনুচর্য্যা নিয়ে
কর্ত্তৃত্বের দাবী ক'রলেই
তা' যে হ'য়ে ওঠে তা' নয়কো,
তা' যে পাওয়া যায় তা' নয়কো,
আর, পেলেও তা' টেঁকাই কঠিন। ১২৩ ।

লোকনিয়ন্তা যে যেমন
বাস্তব তাৎপর্য্যশীল,—
প্রভুত্বও তা'র ভিতরে তেমনতরই অবস্থিত,
প্রভুত্ব যেখানে শিষ্ট-সম্বৃদ্ধ
চারিত্রিক অভিযানদীপ্ত—
বিভু-উর্জ্জনাও সেখানে
তেমনতরই দৃঢ় ও সুসন্দীপ্ত
আর, সে-ই হ'চ্ছে বাস্তব লোকনিয়ন্তা ;
আত্মনিয়ন্ত্রণ যা'র নাই—
লোকনিয়ন্ত্রণ তা'র একটা
মস্কারি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১২৪ ।

সমাজে শ্রেষ্ঠ যা'রা,
নেতা যা'রা,
সংস্কৃতি-পথে তা'দের প্রতিটি পদবিক্ষেপের
মৌলিক কোন একটির এতটুকু ব্যত্যয়ও
গণ-উন্নতির এমনতর ক্ষোভ এনে দিতে পারে
গ্লানিসঙ্কুল ক'রে—
যা'তে বিধ্বস্তি
ঐ পথেই সংক্রামিত হ'য়ে
সব কাঠামোটাকেই চুরমার ক'রে দিতে পারে,
ঐ ব্যত্যয় হয়তো তা'র নিজের পক্ষে
পাতিত্য-জনক নাও হ'তে পারে তখন,

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুর‍ুতে লোকস্তদন‍ুবর্ত্ততে" । ১২৫ ।

যিনি জন ও জাতির অন্তরকে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় প্রব‍ুদ্ধ ক'রে
সংহত সমবায়ে
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত যোগ্য সম্বেগ-সম্বোধনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
স্বতঃ-সহযোগ-সন্দীপী
স‍ুকেন্দ্রিক একত্বান‍ুধ্যায়িতায়
প্রাণন-অভিদীপ্ত পরিভৃতিতে
অভ্যুদয়-উৎসারণশীল ক'রে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও প্রাণনস‍ূত্রকে
প্রাচীন তাৎপর্য্যে
নবীন-উদ্গতির চিকন-চর্য্যায়
যোগ্যতার নানা অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধন-অন‍ুপ্রাণনে
বিশিষ্ট ক'রে তোলেন,—
গণ-পরিপালী জাতি-জনক তিনিই,
জাতির পিতৃত্ব সেইখানেই । ১২৬ ।

যতক্ষণ-না তুমি
উদ্‌-বেদনী উৎসর্গ নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
কুশলকৌশলী আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে সম্ব‍ুদ্ধ ক'রে তুলছ—
তদন‍ুগ বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রের
সমন্বয়ী কূট তাৎপর্য্যে,
সব দিক-দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে,
স‍ুসঙ্গত, সন্ধিক্ষ‍ু, বৈশিষ্ট্যপালী বোধি-বিবেকের
উপচয়ী-উদ্বর্দ্ধন-সম্বেগে,
সক্রিয় বাস্তবতায়,
অসৎ-নিরোধী অজচ্ছল প্রস্তুতি নিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নেতাই হও,

পুরোধ্যাসীই হও,
লোকপালই হও,
আর, কোন সংস্থার নিয়ামকই হও,—
লোকহিতী অভিযান তোমার বৃথা,
সে-অভিযান
শাতনেরই আত্মঘাতী তথাকথিত ঔদার্য্য
বা ক্রূর প্ররোচনা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ১২৭।

যে
সকলকে
সমীচীনভাবে ধারণ-পালন করে—
প্রধান তো হয় সে-ই,
প্রধান যদি হ'তে চাও—
বিরোধ-বিদ্বেষকে অতিক্রম ক'রে
মানুষের মাঙ্গলিক অভিযানে
নিজেকে নিয়োজিত কর,—
তোমার সত্তা
দশের মঙ্গলঘট হ'য়ে উঠুক। ১২৮।

সাবধানী চলন সবারই প্রয়োজন,
কিন্তু তুমি যতই খ্যাতি লাভ ক'রবে—
যতই বড় হ'য়ে উঠবে,—
তোমাকে ততই
সতর্ক, সন্ধিক্ষু
সূক্ষ্মবোধি-বিনায়নায় সুদৃঢ় থাকতে হবে,
যা'তে অন্যে বা জনসাধারণ
সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ঐ সতর্কতা
সুসন্ধিক্ষু, সুসম্বোধী
ও সুতীক্ষ্ণ হওয়া উচিত,
বিবেক-বিদীপ্ত, বাস্তব-সুন্দর হও। ১২৯।

নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ হ'য়ে
তুমি যে-বিষয়ে যতই না তীক্ষ্ণ বিশেষজ্ঞ হও,

সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
পরিবেশের প্রতি
অনুকম্পী পরিচর্য্যাপরায়ণ যদি না থাক—
ব্যাপকভাবে,—
তোমার প্রখর ধী কিন্তু
ধৃতিসম্বেগ নিয়ে
তোমাকে লোকসমাজে
উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
ঐ খাঁকতি
তোমার বাড়তির অন্তরায় হ'য়ে উঠবে। ১৩০ ।

ইষ্টার্থে
তুমি প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ধী ও কৃতিসম্বেগে
শুদ্ধ হ'য়ে চল,
বোধবিবেচনী তাৎপর্য্য—
অনুধায়নী উদ্দীপনায়
সাম্য-সন্দীপনায়
তোমাকে যেন
পরিচালিত ক'রে চলে,
আর, এই পরিচালনা
তোমার চলনকেও যেন
প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
মানুষ যেন
এমনতরই ভেবে ওঠে—
তুমি তা'র জীয়ন্ত অতিথি,
জীয়ন্ত স্বর্গ,
তুমি তা'দের
জীবনীয় পরম প্রবাহিকা,
শিষ্ট উন্মাদনায়
তৃপ্তির পরম দ্যোতনা। ১৩১ ।

সমগ্র সত্তাকে আহুতি দিয়ে
যা'রা আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে

আলিঙ্গন করেনি—
অনুশীলন-উপচারে,
আজীবন অচ্যুত নিরন্তরতায়,—
তা'রা কি কখনও লোকপ্রভু হ'তে পারে?
আর, যা'রা তা' করে—
তা'রাই দেশ ও দশের
বাস্তব জীবন-পাবক,
পরাক্রম তা'দের স্বতঃ-প্রদীপ্ত,
গতি তা'দের অক্লান্ত,
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা তা'দের হৃদ্য—
সত্তার স্বতঃ-উৎসারণী,
ইষ্টোচ্ছল সার্থক সঙ্গতিশীল
বাস্তব বোধনদীপ্ত,
তা'রা প্রভুত্বের দম্ভবিহীন হ'য়েও
স্বতঃ-প্রভু,
প্রবুদ্ধ ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ডাকে
যে-দেশে এমনতর উৎসর্জ্জনী অন্তঃকরণ
পাওয়া যায় না,—
সে-দেশের অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট। ১৩২ ।

সেবায়, অনুচর্য্যায়,
সাত্বত সন্দীপনায়
মানুষ-হৃদয়ে জ্যোৎস্নার মতন ঢ'লে পড়—
সবার ক্লান্তি বিদূরিত ক'রে,
উচ্ছল অবাধ ক'রে,
প্রত্যেকটি হৃদয়ে হৃদ্য-সুন্দর হ'য়ে,
তা'দের প্রত্যেকের তুমি
শুভ-সম্পদ্ হ'য়ে ওঠ,
তা'রাও তোমার অটুট সম্পদ্ হ'য়ে উঠুক,
—তবে তো তুমি লোক-প্রতিভূ ;
আর, তা'দের অন্তরই
তোমাকে স্বভাব-সন্দীপনায়
ঐ ব'লে নির্ব্বাচিত ক'রবে—

অবাধ্য আগ্রহ নিয়ে,
আর, দায়িত্ব নিয়ে তুমি তৃপ্তি পাবে ;
নয়তো, ওসব
ছেঁচড়ামির পর্য্যায় ছাড়া কিছুই নয়,—
আইনী ঠক্‌বাজীর
সাধু বনাম অসাধু পেশাদারীর
পথ-পর্য্যটন । ১৩৩ ।

মনে রেখো—
ভ্রান্তিজৃম্ভী নেতাই
দুঃসময়ের আবাহক,
তাই, যিনি নেতা—
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তিনি যদি জনগণকে
তাঁ'র স্বার্থ ক'রে না তোলেন,
আত্মনিয়ন্ত্রক না হ'ন,
অস্তিবৃদ্ধির পুরোধা না হ'ন,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির পূজারী না হ'য়ে
অন্য কিছুর বন্দী হ'য়ে চলেন—
যা' তাঁ'র ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত চলনকে
আপুষ্ট বা আপূরিত ক'রে না তোলে
এমনতরভাবে,
মনে রেখো—
তমসা অদূর হ'তেই এগিয়ে আসছে,—
একটা অন্ধযুগের
অমানুষ যুগের প্রবর্ত্তনা নিয়ে ;
সাবধান!
সুকেন্দ্রিক সমীক্ষু চলনে চ'লতে
এতটুকুও পেছ-পাও হ'য়ো না,
স্মরণ রেখো—
ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ,
অচ্যুত আরতিই তাঁ'র প্রেরণাবাহী,
তদনুগ অনুক্রিয়তাই হ'চ্ছে

তাঁর বিভব-সন্দীপনী
ধারণ-পালনী আশিস্‌-ধারা। ১৩৪।

সুকেন্দ্রিক, বিশাসিত
বৈশিষ্ট্যবান যাঁরা,
অস্তিবৃদ্ধির শুভ-সন্দীপী অনুপ্রেরক যাঁরা,
জীবনবৃদ্ধির অনুচর্য্যী অনুশীলনতপা যাঁরা,
তাঁরাই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল ভিত্তি ;
তাঁদিগকে শুভ-স্বস্তির নন্দন-দীপনায়
ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
স্বচ্ছন্দ-চলনে
সলীল-স্রোতা ক'রে রাখতেই যদি না পার,—
তোমার তথাকথিত রাষ্ট্রনায়কত্ব
অবমানিত বা লাঞ্ছিত তো বটেই,
তা' ছাড়া, বাস্তব ব্যক্তিত্বে
তুমি সুকেন্দ্রিক অনুদীপনাহীন,—
দক্ষ-বোধনিয়ন্ত্রিত-বিন্যাসহারা,
তোমার জীবন নীতিহীন,
চারিত্রিক-শৌর্য্যবিহীন,
ব্যর্থ তুমি,
বিধ্বস্তির সহচর তুমি,
নেতৃত্ব তোমার
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
স্বার্থসন্ধিক্ষু,
কামতপা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ১৩৫।

নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিদলিত ক'রে
সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
বিশ্বে প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে
যতই বিশ্বপ্রেমিক হ'য়ে চ'লতে থাক—
সে-প্রেম বৈশিষ্ট্যপালী নয়কো,
সত্তাপালী নয়কো,
অনুপূরক নয়কো,
জীবনীয় নয়কো,

সত্তাকে সচিৎ ক'রে
চৈতন্যে উত্থিত ক'রে তুলতে
পারে না কিন্তু,
ও-প্রেম ডাইনী চক্ষুর আকর্ষণে
অবাধ্য টানের মত
তোমার যা'-কিছুকে নিয়ে
সর্ব্বনাশে সবহারা ক'রে বিলোপী মন্ত্রে
অভিষিক্ত ক'রে তুলবে তোমায় ;
যে-প্রেম
স্বীয় ইষ্ট-কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
সত্তাকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যায়—
সেটা কিন্তু প্রেম নয়,—
প্রবৃত্তির ডাইনী টান,
প্রেমের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
সপারিবেশ নিজেকে
সমষ্টি-একত্বে উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রীতি-সম্বর্দ্ধনায়
আদর্শে ভূমায়িত হওয়া—চেতন সমুত্থানে,
তাই, বৈষ্ণব-কবি ব'লেছেন—
"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেলা
মায়া পিশাচী তায় গলায় বোঁড়িলা"। ১৩৬ ।

বিশ্বপ্রেমের খোশখেয়ালে
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যাকে অবহেলা ক'রে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
যে-মুহূর্ত্তেই অপমানিত ক'রলে—
নৈষ্ঠিক সুকেন্দ্রিকতাকে অবদলিত ক'রে,—
অসৎ ও অস্তিবৃদ্ধির পক্ষে অন্যায্য যা'
তা'র স্তম্ভনায় বিমূঢ় হ'য়ে
ঐ অসতে অহিংস হ'য়ে উঠলে যখনই—
অজ্ঞতার বিজ্ঞ দাপটে,—
বিশ্বপ্রেম দীর্ঘনিঃশ্বাসে
তোমাকে অভিশপ্ত ক'রে তুলল
তখন থেকেই,

তোমার অন্তরাবেগ
ছন্নতায় সমাকীর্ণ হ'য়ে
ক্লীবত্বের আরাধনা-তৎপর হ'য়ে
চ'লতে থাকল,
ক্লীবপ্রীতির কুস্বপ্নই তোমাকে
ভ্রান্তির আলেয়ায় বিমূঢ় ক'রে
প্রীণন-আকৃতিতে
অপহরণ ক'রল তখন থেকেই ;
সজাগ থেকো—
সাবধান হও। ১৩৭ ।

তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মনিয়মনায়
ব্যক্তিত্বকে সুসংহত ক'রে
তাঁতে রাগরঞ্জিত হ'য়ে
কল্যাণ-বিনায়িত
ইষ্টীতপা ভাসমান-বলয়বেষ্টিত হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী শুভ-তৎপরতার
জাগ্রত প্রস্তুতি নিয়ে
জন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড় ;
তোমার চারিত্রিক দ্যুতি,
বাক্যের অনুরণন,
ব্যবহারের উদাত্ত আকর্ষণ,
অস্তিবৃদ্ধির মন্ত্রপূত হোমদীপনা,
প্রীতি-প্রদীপ্ত প্রণয়ন-অনুশীলনা—
সবারই ভিতরে যোগ্যতায় জাগ্রত হ'য়ে উঠুক,
সংহতিতে বজ্র-কঠোর হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টানুগ যোগজৃম্ভী
প্রীতিপ্লুত পারস্পরিকতায়
সবাই সবারই স্বার্থ হ'য়ে উঠুক ;
তুমি এই গণসমুদ্রে
সব্যষ্টি গণ-গোষ্ঠী নিয়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
অমর বিদ্যায় অমৃত উপভোগ কর,

সবাই অমৃতের পুত্র হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ১৩৮ ।

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ আদর্শ বা আচার্য্যে
সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক নিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তে নিয়ে এসে
কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী,
সহ্য ও ধৈর্য্যশীল দ্রোহনিয়ন্ত্রণপ্রবণ,
উপচয়ী অর্জ্জনপটু, প্রীতিপ্রবণ অপ্রত্যাশী
নির্লিপ্ত তপঃপ্রাণ,
কদর্য্যনিরোধী পরাক্রমী
নাছোড়বান্দা-প্রবর্ত্তনাপ্রবণ,
সহজ মমত্বদীপ্ত সেবাসম্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে
সঙ্কিৎসা, সহজ-জ্ঞান, উপস্থিত-বুদ্ধি
ও কুশলকৌশলী বাক্‌চাতুর্য্য-পরায়ণ বোধির
উদ্বোধনা ক'রে—
এক-কথায়, নিজের সত্তাকে আদর্শে নীত ক'রে
তবে নেতা হ'তে যেও,
নইলে, তোমার নেতৃত্ব
বিড়ম্বনারই বিপদ্‌সঙ্কুল উপায়ন ছাড়া
কিছুই হবে না,
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতার দৌরাত্ম্যে
তুমিও ম'রবে, দশজনকেও মারবে ;
আদর্শে দীক্ষায় উদ্দীপ্ত হও—
সব দিক্‌-দিয়ে তপঃপরায়ণ হ'য়ে
সত্তানুগ বৈধী-সম্বর্দ্ধনায়
বিধানকে বিধায়িত কর,
বাস্তব চরিত্রে নিজেও চল তেমনি ক'রে—
সুস্থিকে পরিপালন ক'রে,
সম্বর্দ্ধনায় সৌজন্যমুখর সেবাসৌকর্য্যে
নিয়ন্ত্রণ কর মানুষকে,
তোমার চারিত্রিক চৌম্বক আকর্ষণেও
মানুষ চালিত হোক তদনুপ্রাণনায়,
নেতৃত্ব তোমার সার্থক হবে। ১৩৯ ।

দেশকে যদি সত্যিই ভালবাস,
আর, সে-ভালবাসা যদি এতটুকুও হয়,
বিধিবিনায়িত
আচারশীল
ঐতিহ্যবান্
কুলাচারসম্পন্ন
ইষ্টনিষ্ঠ
কৃতী যিনি থাকেন—
যাঁ'র
নিকট, মধ্যম ও দূর-দৃষ্টি
স্পষ্ট ও সৌন্দর্য্যবিনায়িত—
যা' প্রতিপদক্ষেপেই
লোকমঙ্গল-অভিযানে
সক্রিয়তায়
ও শুভচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রতিফলিত হ'য়েছে—
এমনতর লোককে
যত বিহিত পূজা-সন্দীপনার সহিত
নিয়ন্তার ভার দেওয়া যাবে,—
তাই-ই কিন্তু
দক্ষসুন্দর মাঙ্গলিক অনুশীলনা ;
তিনি স্বতঃসিদ্ধ লোকনিয়ন্তা—
তা' সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে। ১৪০ ।

যা'দের পিতৃপুরুষদিগের প্রতি
প্রীতি-স্তবনা নেইকো,
পিতৃপুরুষের জীবনচর্য্যা-নির্ব্বাহী ভিটামাটী
যা'দের পুণ্যভূমি হ'য়ে ওঠেনি,
যা'দের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
পিতৃপুরুষদের বৈশিষ্ট্যবাহী হ'য়ে
বর্ত্তমান-আপূরণী হ'য়ে ওঠেনিকো,
আত্মসম্ভ্রম প্রাচীন-সঙ্গীত নিয়ে
স্বীয় জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি যা'দের,—
অসৎ-নিরোধী বিক্রম

সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তা'দের জীবনে
স্মিতমূর্ত্তিতে দীপ্ততেজা হ'য়ে ওঠা
সুদূরপরাহত ;
নিজেদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, পিতৃপুরুষ, ভিটামাটী
যা'দের প্রাণন-উপাসনার মণ্ডপ হ'য়ে ওঠেনি—
আচারে-বিচারে, কাজে-কর্ম্মে, বাক্যে-ব্যবহারে
সুসঙ্গতি নিয়ে,
দেশপ্রীতি তা'দের পক্ষে
একটা ভূতুড়ে দাম্ভিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
যা'দের নিজের জীবনে
ওগুলি মূর্ত্তিলাভ করেনি—
হৃদয়ের উৎসারণী প্রীতিদীপনা নিয়ে,
অন্যের প্রতি তা'দের প্রণয়-কথা
দাম্ভিকতার স্বার্থলোলুপ অন্তর-অনুকম্পনারই
দ্যোতক ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
কূটকৌশলী বোধি
ও স্বার্থ-সংহতি স্বস্তি-পরিচর্য্যার
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতা
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
তা'রা নিজেদের দাম্ভিক স্বার্থ নিয়ে
তা'দের বাক্-মুগ্ধ অনেকেরই
ঐ ধর্ম্ম, কৃষ্টি, পিতৃপুরুষ ও বাস্তুভিটাকে
অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারে—
হৃদয়-বিদারক ব্যাজদীপনার বাহানায়,
অমনতর নিষ্ঠাবিহীন
কপটকৌশলী যন্তা যা'দের—
সর্ব্বহারা হওয়াই
প্রকৃতির স্বতঃ-উপঢৌকন হ'য়ে থাকে তা'দের

প্রায়শঃ । ১৪১ ।

তুমি ইষ্টার্থ-উপচয়ী হও—
দীপী-বর্ত্তনায়,
সসত্ত্ব প্রবৃত্তিগুলিকে

তদনুচর্য্যা-পরায়ণ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রীতিবিচ্ছুরণা নিয়ে,
বাক্ ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি-সহ
বোধায়নী পরিক্রমায়
ঐ অমন ক'রেই চ'লতে থাক,
তোমার দীপালী-বিভা
প্রত্যেক অন্তঃকরণকেই উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে—
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুকম্পায়,
দক্ষ-কুশল মহিমার
মহৎ প্রেরণা-প্রবৃদ্ধি নিয়ে,
মুখ্য ও গৌণ অর্জ্জনার ঊর্জ্জী সম্বেগে,
ইষ্টভরণী
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
সাম্য-সঙ্গর্ভী সুযুক্তি-সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব পরিক্রমায় ;
ব্যক্তিত্বের শৌর্য্য-বিচ্ছুরণা
প্রচোদয়ী হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সার্থক ক'রে,
প্রত্যেককে আপূরিত ক'রে,
দিক্‌পাল হ'য়ে ওঠ তুমি,
আবার, লোকদেবতা তোমাকে
'দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ' ব'লে
নমস্কার করুক,
আর, সব-কিছু নিয়ে
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে,
ঈশ্বর
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই। ১৪২ ।

যা'রা লোকপালী দেশপ্রেমিক হ'য়েও
সুসান্ধিৎসু, বিজ্ঞ ও চতুর,
তা'রা জীবনের বুনিয়াদ যা'
তা'কে দুরস্ত ক'রে
অর্থাৎ জনন-নীতিকে সুব্যবস্থ ক'রে
বিজ্ঞান-কুশলতায় সুবিনায়িত ক'রে

শিক্ষাদীক্ষাকে
সার্থক অন্বয়ী তৎপরতায় সন্দীপ্ত ক'রে
পারস্পরিক লোকবন্ধনী প্রীতিকে
উচ্ছল ক'রে তুলে'
তবে সঙ্গে-সঙ্গে
অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থায় সুসংস্থ হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ বুনিয়াদ যেখানে বেসামাল—
ঐশ্বর্য্য-ইমারত তোমার
যা'ই হো'ক না কেন,—
তা' যে মোটেই নির্ভরতার কিছুই নয়কো,
সমৃদ্ধি-স্বার্থবাহী নয় যে মোটেই,—
একটু ভেবে দেখলেই
বুঝতে পারা যায় ;
ধীর হও,
স্থির হও,
অধ্যবসায়ী হও,
জীবন-বুনিয়াদকে
ভাবানুকম্পী অনুবেদনায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলে'
অটুট ক'রে তুলে'
যা'-কিছু ক'রবার কর,
নইলে, সব চাওয়া
সব পাওয়া
কিন্তু ফাঁকিতেই পর্য্যবসিত হবে। ১৪৩ ।

তুমি যদি
আদর্শানুগ কর্ম্মনিরতি নিয়ে
সক্রিয় না থাক—
ত্বরিত অন্বিত তৎপরতায়,
একটা সঙ্গতিশীল চৌকস
চারিত্রিক চলন নিয়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
ওজোদীপ্ত রেখে নিজেকে,—
দেখবে, কিছু দিনের ভিতরেই

তুমি সংকীর্ণ হ'য়ে উঠছ,
দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছ,
তোমার ধৃতি-চলন
জড়-ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠছে,
ঐশীদীপনা তোমার অন্তরে স্তিমিতপ্রায়,
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট হ'য়ে
তোমার অস্মিতা
স্থবির-ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠছে ;
তাই বলি,
এখনও ওঠ, জাগ, কর,
শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
লোকচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
তবে তো একটা জীয়ন্ত মানুষ
হ'য়ে উঠবে!
লোককে জীয়ন্ত রাখবে!—
নিজে জীয়ন্ত না হ'লে
তা' কি পারা যায়? ১৪৪ ।

তুমি ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হও—
এমনতরভাবে—
যেন সেই মুগ্ধীভাব
ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল ক'রে
চরিত্রে সে-ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হ'য়ে
প্রতিটি অন্তরে
বিস্তারিত হ'য়ে পড়ে
ছিটিয়ে পড়ে—
নন্দনার শুভ-সঙ্গীতি নিয়ে,
উল্লোল উল্লাসে
তা' সবাইকে
সুদীপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রতিষ্ঠার স্বাস্তিবাচন নিয়ে,
সার্থক হও,
আর, সেই সার্থকতা
প্রত্যেককে সার্থক ক'রে তুলুক। ১৪৫ ।

অদম্য নিষ্ঠায়
আচারে-ব্যবহারে, বিহিত বিবেচনায়
কথায়-কাজে
দয়ায়-দাক্ষিণ্যে
অনুচর্য্যী তৎপরতায়
বোধায়নী দক্ষ-দীপনায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বৈশিষ্ট্যপালী অভিনিবেশ নিয়ে
যাঁ'র ব্যক্তিত্ব যেমনতর,—
শ্রেষ্ঠও তিনি তেমনি ;
আর, শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ যাঁ'রা
তাঁ'রা চিরদিনই সবারই নমস্য ;
অশ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনা দিয়ে
তা'কে যদি
উদ্বর্দ্ধনী নেতৃত্বের পদে আবাহন কর,—
তাহ'লে ঐ অশ্রেয়ের
চারিত্রিক উদ্দীপনাই
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ব্যক্তি ও সমাজকে
তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত
ও সক্রিয় ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে
বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে ;
তাই সাবধান!
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
লোক-আদর্শ বা লোক-নেতা যিনি
তাঁ'র দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত বা নীত নয় যা'রা,
আদর্শহীন যা'রা সক্রিয়ভাবে,
তা'দিগকে
আদর্শ বা নেতৃত্বের পদে
খাড়া ক'রতে যেও না,
ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি
তাহ'লে খোঁড়া হ'য়ে যাবেই। ১৪৬ ।

যথোপযুক্ত অনুকম্পা নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়
মানুষের ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
যতই নিয়োজিত হ'য়ে চ'লবে,—
তুমি প্রধান না হ'তে চাইলেও
মানুষ তোমাকে প্রধান ক'রে তুলবেই,
যতই তা'রা এমনভাবে তৃপ্ত হবে,
তোমাকে প্রধান বা মোড়ল না ক'রেই ছাড়বে না—
অন্তরের সহজ আকূতি নিয়ে ;
আর, যেখানে দেখবে—
প্রাধান্য বা মোড়লত্বের সম্মান-প্রাপ্তিতে
একটু খাঁকতি হ'লেই
অবসন্ন হ'চ্ছে
বা তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠেছে কেউ,—
সেখানে অনুচর্য্যা নেই,
আছে প্রাধান্য-লিপ্সা,
আছে অহমিকার দল-পাকানি লোলুপ লালসা,
অমন প্রাধান্যের দিকে ফিরে চেও না,
মানুষকে অনুচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোল,
আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠুক তা'রা,
ঐ উচ্ছ্বসিত আনন্দই
তোমার হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তার করুক—
ধারণ-পালন-পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে ;
—কৃতী হও,
তৃপ্ত হও,
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
সুখী হ'য়ে উপভোগ কর। ১৪৭ ।

যা'ই দেখ, যা'ই শোন,
যা'ই বল, যা'ই পর বা কর না কেন,
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
তা' লোকের দিক-দিয়ে

কতখানি সাত্বত কল্যাণপ্রসূ,
আর, তোমার নিজের দিক-দিয়েই
বা কতখানি তা' ;
প্রত্যেকটি ব্যাপারের
অমনতর খতিয়ান ক'রে যদি চ'লতে পার—
বিনায়িত সঙ্গতি নিয়ে
কৃতি-সন্দীপনায়,
দেখতে পাবে—
তোমার বিবেচনাবৃত্তি
কতখানি বেড়ে গিয়েছে,
সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও আত্মবিনায়ন
কতখানি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে,
আচার-ব্যবহার, বলা-করায়
আত্ম ও লোক-ধৃতি-পরায়ণতা
কতখানি উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে ;
আর, তা' যদি না কর,
তোমার করা, বলা, শোনা, পরা
সবগুলি একটা তাসের খেলা ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, যা' কর,
অমনতর আগ্রহ-ব্যগ্রতার
প্রভাব নিয়েই তা' ক'রো,
তোমার ঊর্জ্জী অনুদীপনা ও অভিনিবেশ
সম্বৃদ্ধিশালী হ'য়েই চ'লতে থাকুক। ১৪৮ ।

যা'রা নিজের
সাত্বত ঐতিহ্য ও প্রাচীন কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কৃষ্টি ও আচারে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে থাকে,—
তা'রা যত বড়ই পণ্ডিত হো'ক না কেন
বা মহৎ হো'ক না কেন,—
তাদের ব্যক্তিত্ব
দাসসুলভ পরপদলেহী পরগব্বী ;
আর, যাঁ'রা নিজের ঐতিহ্য, কুলকৃষ্টি

প্রাচীন কৃষ্টির
শুভ-সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে
সাত্বত নিয়মনায়
সমীচীন বিনায়নে
তুলনামূলক সমালোচনী অবগতির ভিতর-দিয়ে
অন্য-দেশীয় কৃষ্টিকে
নিজ-কৃষ্টি ও সাত্বত ঐতিহ্যের
সঙ্গতিশীল অর্থান্বিত অনুনয়নে
দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী
সেগুলির সমীচীন বিন্যাস ক'রে
উন্নত পরিপুষ্টি-পরিস্রবা হ'য়ে থাকেন,—
তাঁ'রাই কিন্তু শ্রেয়-পুরুষ,
শ্রেষ্ঠ তাঁ'রা,
মহৎ তাঁ'রা,
তাঁ'রা অন্যের সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকেও
কী ক'রে শ্রদ্ধা ক'রতে হয়—
তা' জানেন,
আর, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ ও মহতের
মহিমময় ব্যক্তিত্ব নিয়েই
বসবাস ক'রে থাকেন,
তাই, তাঁ'রা লোকের পুণ্যতীর্থ। ১৪৯।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
কৃতিদীপ্ত কূটবোধি হও,
কুটিল হ'তে যেও না,
বিক্ষিপ্তমনা
বিক্ষিপ্ত ভাবসন্দীপ্ত হ'য়ে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না ;
প্রতিটি চিন্তা,
প্রতিটি শব্দ
যখন ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
তা' যেন

তোমার ঐ সেই
কৃটবিশাল পরিক্রমাকে অতিক্রম ক'রে
স্বভাব ও শব্দে বেরিয়ে আসে,—
পরিবেশকেও
বোধসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
দৃপ্ত তৃপণায়
তোমার ব্যক্তিত্ব
ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
আর, সেই প্লাবন
পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠুক—
তোমার পরিবেশে,
তোমার দেশে ;
এমন স্রোতল সম্বেগ সৃষ্টি ক'রো—
এমন আশিস্-উদ্দীপনী উচ্ছলতা নিয়ে
তা' ছুটে চলুক,—
যা'তে কেউ যেন
ঐ প্রসাদবঞ্চিত না হয়—
ব্যক্তিত্বের সমস্ত বিভব নিয়ে। ১৫০।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির
ঊর্জ্জনাশীল সম্বর্দ্ধনা
প্রতিটি ব্যক্তিত্বের উচ্ছল উদ্ভাসনায়
অচ্ছেদ্য শুভ-সঙ্গতির
সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
যখন তা'র অভাব হয়,
তখনই মানুষ
স্বার্থকামান্ধ হ'য়ে
অন্য হ'তে নিজেকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে—
ঐ কামলোলুপ
স্বার্থসন্দীপনী অনুপ্রেরণা নিয়ে,
তখনই মানুষ
অন্যকে হিংসা ক'রতে শেখে,

তখনই মানুষ
মৈত্রীকে জলাঞ্জলি দিয়ে
তা'র জীবন-উর্জ্জনাকে
ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব ক'রে
নিজেকে শাতন-আহুতি ক'রে তোলে,
ফলে, জীবন
বীর্য্যহীন পরাক্রমে
ধ্বংসের ধ্বান্ত-তমসায়
নির্ব্বাপিত হ'তে চ'লতে থাকে,
হতাশা
কৃতি-সন্দীপনাকে খর্ব্ব ক'রে তোলে—
জীবনকে জাহান্নমে ব্যাপৃত ক'রে। ১৫১।

নিষ্ঠানিপুণ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উদ্বেলনী হিল্লোলে,
সঙ্গে-সঙ্গে
গণসেবার কৃতী পুরোহিত হ'য়ে ওঠ,
পাপ-তাপ যা'-কিছুকে পুড়িয়ে
প্রত্যেককে
গুরুগৌরবমণ্ডিত ক'রে তোল;
তোমার অহংদীপনা
ঐ সেবামুখর তাৎপর্য্যে
ধৃতি-উৎসর্জ্জনায়
যেন সিদ্ধ-সাবুদ হ'য়ে ওঠে,
বিধাতার বিধান—
জেনো—
ধৃতিপোষণা;
বিধিকে ব্যাহত ক'রো না,
বৈশিষ্ট্যানুগ
বিনায়িত আচার-নন্দনায়
তা'র পরিপালন কর,
পূজা কর,
এই পূজা যেন

গোবৰ্দ্ধন-ধারণ ক'রে
সমস্ত পৃথিবীকে
উচ্ছল উচ্ছ্বাসে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
স্বস্তির সামগানে,
স্বস্তির স্তোতন-দীপনায়,
স্বস্তির কৃতি-নন্দনায়। ১৫২ ।

তোমার ইষ্ট বা প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
তাঁকে যদি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবেসে থাক—
তোমার প্রবৃত্তির যা'-কিছু নিয়ে,
তাঁর অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়াই
তোমার পরম সার্থকতা ব'লেই
যদি অন্তঃকরণ গ্রহণ ক'রে থাকে—
সক্রিয়তায়,
তাঁর স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা
যদি তোমার স্বার্থ হ'য়ে থাকে—
সক্রিয়ভাবে তাঁ'রই অনুচর্য্যা নিয়ে,
তা'র উপর যদি
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র মনোজ্ঞ হওয়ার আকূতি
তোমাকে পেয়েই ব'সে থাকে,
এক-কথায়,
তুমি তেমনতর চলনহারা হ'য়ে
চ'লতেই চাও না বা পার না,—
তখনই তুমি মানুষকে
উপদেশ দেবার উপযুক্ত,
তোমার উপদেশ শ্রেয়-সন্দেশবাহী হ'য়ে
মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হ'য়ে থাকবে তখন—
একটা অমৃত-উচ্ছল অনুদীপনা নিয়ে,
উপযুক্ত সময়ে
তা' জীয়ন্ত হ'য়ে
প্রেরণ-প্রদীপনায়
মহামঙ্গল সংসাধিত ক'রে তুলতে পারবে—

তা' আশা করা যেতে পারে,
তোমার অনুগতি
প্রেয়-অনুরতি বহন ক'রে
মানুষকে শ্রেয়পন্থী ক'রে তুলবে,
তোমার সার্থকতার অবদান
সেও উপভোগ ক'রতে পারবে—
যথাসম্ভব । ১৫৩ ।

ঈশ্বরে উপসন্ন আনতি নিয়ে
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ চলনে
পূর্ত্তনীতির ধাপে-ধাপে পা ফেলে
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি শাসনমঞ্চে দাঁড়িয়েছ,—
বৈশিষ্ট্যপোষণী পরিচর্য্যায়
গণস্বার্থ, গণহিত, গণসম্বর্দ্ধনী সেবা ও সংরক্ষণ
তোমার ধর্ম্ম,
এই ধর্ম্মে এতটুকু অভিঘাতও
তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে কিন্তু—
যা'র ফলে, জনগণও বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঐ রাষ্ট্রমঞ্চেই যদি দাঁড়াতে চাও—
ঐ রাষ্ট্রধর্ম্ম অর্থাৎ তা'র সংরক্ষণ,
সংস্থিতি ও সংবর্দ্ধনাকে
যেখানে যেমন যা'ই কর না
তিলমাত্রও অবহেলা ক'রো না,
এ-অবহেলায় তোমার রাষ্ট্র
অবলুণ্ঠিত হ'য়ে উঠতে পারে,
ঐ তপঃপ্রয়াসে তোমার
যেখানে যেরূপ ধ'রতে হয়—
তা'ই ধ'রতে হবে,
যেরূপ চলনে বাক্‌চাতুর্য্যে চ'লতে হয়
তা' চ'লতে হবে,
যেখানে যেমন যা' ক'রলে
উপচয়ের সহিত কৃতকার্য্যতায়
কৃতার্থতায় অধিরূঢ় হওয়া যেতে পারে—
তা'ই ক'রতে হবে তোমাকে,

আর, সেখানে তা'ই কিন্তু সত্য,
যদি না কর
ব্যতিক্রম ও বিড়ম্বনা অতিনিশ্চয় ;
ঈশ্বর-উপসন্নতা ও ইষ্টকেন্দ্রিকতা
অবহেলা ক'রে
যদি ঐ মণ্ড-অধিনায়ক হ'তে চাও—
বিধ্বস্তি
উপহাস-অট্টহাসিতে
পৈশাচিক নখরে
তুমি ও তোমার সংস্থাকে
কখন কী ক'রে ফেলবে—
ইতিহাসের রূপকথায় ছাড়া
তা'র হদিশও থাকবে না। ১৫৪।

ক'টা হ'ল মোক্তা কথা—
ধর্ম্মপ্রাণতা,
আত্মোৎসর্গী সদ্দীক্ষা,
ইষ্ট বা আদর্শে অদম্য, অচ্যুত
সক্রিয়, সেবাপ্রবণ অনুরাগ—
যা'তে সমস্ত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
ঐ অনুরাগ-আকর্ষণে
সার্থক ও সংহত হ'য়ে ওঠে—
বিবেকসঙ্গতি নিয়ে,
প্রত্যয়ী-প্রবুদ্ধ বোধি-তাৎপর্য্য,
বাক্য, চরিত্র ও ব্যবহারের সুসঙ্গতি,
মনোজ্ঞ চরিত্র,
হৃদয়াকর্ষক লোকস্বার্থী সেবা ও সদ্ব্যবহার,
চিত্তবিনোদী ভাবভঙ্গী,
বাক্‌তপা হ'য়ে বাক্যকে
সুশাসনে সুপরিচালিত করা
যা'তে বাক্য চৌম্বকশক্তিপ্রবণ হয়
এমনতরভাবে,
দূরদৃষ্টিপ্রবণ উপস্থিত বুদ্ধি,
সৌজন্য ও সহানুভূতির সহিত

লোকের আত্মবিবরণ শোনা,
উদ্দেশ্যের অনুপূরক ক'রে
ব্যাপার ও ঘটনাবলীর
যথোপযুক্ত, সুযুক্তিপূর্ণ
কুশলকৌশলী পরিচালনা—
বাক্যে, ব্যবহারে ও কর্ম্মে,
ক্ষিপ্র দক্ষতার সহিত
ধীর মস্তিষ্কে
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করা,
সুযোগ ও সুবিধাকে তাচ্ছিল্য না ক'রে
ইষ্টানুগ উদ্দেশ্যের পূরণ ও পোষণে
যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে
আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর রাখা,
বিরক্তি, বিরোধ, বিদ্বেষ
ও অসহযোগী ব্যবহারের
অভিব্যক্তি না দেওয়া,
আদর্শ বা ইষ্টগোষ্ঠীতে অদ্রোহ,
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে পরিণাম চিন্তা ক'রে
অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে
বাঞ্ছিত গন্তব্যে চলা,
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সব দিক্-দিয়ে
সব-রকমে তা'র সদ্ব্যবহার,—
এই হ'চ্ছে লোকপালী নেতৃত্বের
ন্যায্য সম্পদ্ । ১৫৫ ।

নিজেকে ইষ্টার্থনিবদ্ধ কর,
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অচ্যুত চলনে
সৎ-তপা হ'য়ে
নিজেকে এমনতর ক'রে তোল,—
যেন প্রত্যেকটি চিন্তা-চলন,
কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার

যা'-কিছু সবই
ইষ্টার্থপূরণী হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থ ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তোমাতে
প্রীতি-জলুস বিকিরণ ক'রে ;
ঐ ইষ্টার্থ-জলুস নিয়ে
প্রীতিসন্দীপনী সেবানুকম্পার ভিতর-দিয়ে
গণহৃদয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কর,
তোমার চতুর চক্ষু
বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
তীক্ষ্ণ নজরে
সব্যষ্টি গণহিতী হ'য়ে উঠুক—
সক্রিয় বাস্তব অনুচর্য্যায়,
এমনি ক'রেই গণ-অভিভাবক হ'য়ে ওঠ,
এই অভিভাবকত্ব
যেখানে যত সুষ্ঠু, সঙ্গত ও প্রখর—
বড়ত্বও সেখানে তত দীপ্ত ;
গণস্বার্থই যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
তোমাতে স্বতঃ ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক—
ঐ তপ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই,
আর, তুমি তা'র উপযুক্ত পরিবেষণে
ন্যায্য পরিপোষণায়
বিহিত তৎপরতায়
মানুষকে পোষণপুষ্ট ক'রে তোল ;
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী গণমঙ্গলে
তুমি তড়িৎদ্যুতি বিকিরণ ক'রে চল—
অনুসন্ধিৎসু, দক্ষ, ক্ষিপ্র তাৎপর্য্য নিয়ে,
এমনি ক'রেই মানুষের নেতা হও,
মানুষের নিয়ন্তা হও,
যন্তা হ'য়ে ওঠ তা'দের ;
তোমার যত্নে
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন উর্ব্বর হ'য়ে ওঠে—
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধন-সংক্রমণে,

সংহত হ'য়ে ওঠে যেন সবাই
অচ্যুত মঙ্গল আকর্ষণে,
বাণী তোমার
দিগন্তকে ভেদ ক'রে
প্রত্যেকটি অন্তরে
চৌম্বক-আকর্ষণ সৃষ্টি করুক—
সংহত ক'রে সবাইকে
সুসঙ্গত ন্যায়-তাৎপর্য্যে
বাস্তবতার বিপুল প্রস্রবণে ;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপেই যেন
লোক-অন্তর স্বস্তি-তালে বেজে ওঠে,
'স্বাগতম্'-সুর প্রতিটি অন্তরে
উদাত্ত উদ্গীতিতে
তোমাকে অভিনন্দিত করুক। ১৫৬ ।

সাধারণ গণগুচ্ছ
দুর্ব্বল-বিবেকীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, তা'দের কাছে
ভাব-সঞ্চালন ও সহানুভূতি
ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই
তা'রা অনুকরণপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
ফলে, ক্রমশঃ তা'রা
বিষয়ানুপাতিক ধারণায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আবার, প্রীতি, সমীহ ও ভীতিও
কম ক্রিয়াশীল হয় না,
তাই, ধর্ম্ম-পরিবেষণে
প্রীতি, সম্ভ্রম, সমীহ ও ভয়
তা'দের সৎ-সন্দীপী জীবন-চলনার পক্ষে
সহায়কই হ'য়ে থাকে ;
তাই, তা'দের চালকের চরিত্র,
বাক্য, আচার, ব্যবহার
এমনতর হওয়া প্রয়োজন,—
যা'র প্রতি সশ্রদ্ধ সম্বেদনায়

ভাব-সঞ্চালনকে আশ্রয় ক'রে
অনুকরণতৎপর হ'য়ে
তা'রা কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে—
ঐ নেতার বাক্য, ব্যবহারের
সমঞ্জস, সন্দীপনী,
সম্বুদ্ধ ভাব-সঞ্চালনের ভিতর-দিয়ে,
যেখানে এর যতটুকু অভাব
সংহতি ও গণচরিত্রকে সেখানে
ততখানি শ্লথই হ'তে দেখা যায় ;
তাই, এমনতর ক'রেই
শুভসন্দীপনা তা'দের ভিতর
যেমন ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকে,—
অশুভও ঠিক অমনি ক'রেই
আগ্রহ-আতুর হ'য়ে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে ;
তা'দের যদি ভালই চাও,
তা'দের বিনায়কই যদি হও,
নিয়ন্তা বা নেতাই যদি হ'তে চাও,—
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
তদর্থপরায়ণ বাস্তব বাক্য, চরিত্র ও অনুচর্য্যা নিয়ে
সমবেদনা ও সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত ক'রে
বাক্য ও ব্যবহারে সমঞ্জস হ'য়ে
সমীহ-সন্দীপী অনুবেদনা নিয়ে
তা'দের সম্মুখে দাঁড়াও—
হৃদ্য, দীপন-বিভায় প্রভান্বিত হ'য়ে,
যা'তে তা'রা সম্ভ্রম-ভী-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অচ্যুত অনুরাগে
শ্রেয়ানুসরণে তৎপর হ'য়ে ওঠে,
তুমিও সার্থক হবে,
তা'রাও সম্বর্দ্ধনার পথেই এগুতে থাকবে। ১৫৭ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শনিরত
বা আদর্শপরায়ণ যিনি ন'ন,
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে
তদনুগ আত্মবিনায়নে

তৎপর হ'য়ে ওঠেন-নি যিনি,—
এমনতর নেতাই হোন
বা নিয়ন্তাই হোন,—
তাঁদের বাণী বা অনুপ্রেরণাকে
আপ্তবাণী ব'লে
বা সত্তাপোষণী প্রাপ্ত-বাক্য ব'লে
গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, তাঁদের ব্যক্তিত্ব
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
ঐ বৃত্তি-অনুগ চলন ও চাহিদায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তদর্থ-সেবনা ও প্রতিষ্ঠাকে
স্বার্থ ব'লে বিবেচনা ক'রে থাকে ;
অন্বিত সঙ্গতিশীল আত্ম ও পরের বিনায়নায়
নিজের ও পরিবেশের
সত্তানুগ আপূরণ-পোষণী অনুপ্রেরণায়
তাঁরা অনুপ্রেরিত হ'য়ে উঠতে পারেন না,
আবার, তাঁরা প্রায়শঃ
সময়-সেবী হ'য়ে ওঠেন,
যখন যে-দিকে
তাঁদের প্রবৃত্তি-পূরণের সুযোগ পান,
সেই দিকেই ঝুঁকে পড়েন ;
তাই, তাঁদের বাণী বা উপচর্য্যা
সত্তাপোষণী নয়কো,
কারণ, তাঁদের ব্যক্তিত্বের সাত্ত্বিক পরিপোষণাও
অন্ধতমসাচ্ছন্ন ;
তাই, তাঁরা যা' বলেন বা করেন—
সেগুলি তোমার
ঐ সত্তাপোষণী জীবন-বিধৃত
নৈতিকতা-সম্মত
বা এক-কথায়
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন
সার্থক প্রেরণা-প্রদীপ্ত কিনা—
বুঝে-সুঝে

বেশ ক'রে বিচার-বিবেচনায় নির্দ্ধারণ ক'রে
যা' করণীয় তা' ক'রো,
নয়তো, ভালর প্রলোভন
বা জলুসের প্রলোভনে
নিজ ও নিজ পরিবেশের সত্তাকে
বিক্ষুব্ধ সংঘাতে
বিপর্য্যস্তও ক'রে তুলতে পার,
তখন শত আপসোসেও
তা'র প্রতিকার সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
আর, নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
ঐ বিপর্য্যয়কে যদি নিরোধ ক'রতে চাও
তা'ও বহুত সময়-সাপেক্ষ। ১৫৮।

যা'দের ব্যক্তিত্ব লোকপাবনী যোগ্যতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা প্রেরিত-প্রিয়-পুরুষোত্তমে
একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে
আত্ম-নিয়মন-তৎপরতায়
'জাগৃহি'-দীপনা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেই থাকে,
লোকপাবনই তা'দের ভোগ,
লোকপাবনই তা'দের সুখ,
লোকপাবনই তা'দের তর্পিত নন্দনা,
তাই, তা'রাই যোগ্য,
তা'রাই পারে;
আর, যা'রা প্রত্যাশাবিলোল
আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'রই ফন্দিফিকির নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—
তা'রা সময়সেবী দোলনব্যক্তিত্বসম্পন্ন,
সুকেন্দ্রিক ধারণপালনী সম্বেগহারা হ'য়েও
তা'রা চায় নেতৃত্ব,
তা'রা চায় মন্ত্রিত্ব;
আত্মপ্রতিষ্ঠ বিভব-জৃম্ভী
অনুচর্য্যা নিয়ে চলে তা'রা,

নয়তো, তথাকথিত লোকসেবার
দায়িত্বহীন বাহানায়
নিজেকে পরিচিত ক'রবার
ফন্দিবাজি নিয়েই চ'লে থাকে,
কথার গাথা নিয়ে
স্বতঃসন্দীপ্ত অনুচর্য্যী কর্ম্মনিরতি বাদ দিয়ে
বর্দ্ধিষ্ণু হবার প্রলোভনে
ভাঁওতা বা চালবাজি নিয়েই ঘুরে বেড়ায় ;
তা'দের সুকেন্দ্রিকতা নেই,
তা'দের ব্যক্তিত্বই অযোগ্য,
প্রভুত্ব-প্রত্যাশী,
তাই, তা'রা পারে না,
তা'দের ব্যক্তিত্বের কাঠামোই অমনতর ;
তা'দের অন্তরের যোগাবেগও
অনর্থপোষণী খোরাক নিয়েই
অনিশ্চিত চলনায় চ'লতে থাকে,
ধী তা'দের বিনায়িত নয়,
আদর্শ-স্বার্থী হ'য়ে চলে না তা'রা ;
তা'দের ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতা যা'র দ্বারা ব্যাহত হয়—
লাখ শুভ হ'লেও
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
অপলাপে নিষ্পেষিত ক'রতে
একটুও দ্বিধা করে না তা'রা ;
এমনতর বিযোজনী-যোগ্যতাসম্পন্ন যা'রা,
তা'দের হ'তে সাবধান হওয়াই শ্রেয়। ১৫৯।

তোমার শ্রেয়প্রাণতা
সুক্রিয় অনুদীপনায়
যতই তৎপর হ'য়ে উঠুক না কেন,
তুমি শুভ-অনুচর্য্যী
যতই হ'য়ে ওঠ না কেন,
লোকবর্দ্ধনা-যজ্ঞে
তোমার জীবনকে
যতই আহুতি প্রদান কর না কেন,

ভাবতে যেও না—
তুমি কা'রও কাছে প্রবঞ্চিত হবে না
বা প্রতারিত হবে না
বা কখনও কোথাও ব্যর্থ হবে না,
ভেবো না—
কেউ তোমার ক্ষয় বা ক্ষতি ক'রবে না,
—অন্ততঃ যতদিন
প্রতিটি ব্যষ্টি
পরার্থকে স্বার্থ ক'রে নিয়ে
পরপুষ্টিকে আত্মপ্রসাদ ক'রে নিয়ে
তদনুগ প্রাণতায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে না তুলছে ;
তাই, তোমার জীবন-চলনায়
এমনতর একটা সীমারেখা
নির্দ্ধারিত ক'রে রেখো,—
যে-সীমাকে সংরক্ষিত ক'রে চ'ললে,
মানুষের শোষণতৃষ্ণা
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে না পারে,
অবাধ-চলনে চ'লতে পার তুমি ;
ঐ সীমাকে সুসংরক্ষিত ক'রে
তোমার যোগ্যতাকে
সর্ব্বসঙ্গত শুভ-বর্দ্ধনায়
এমনতরভাবে নিয়োজিত ক'রো,—
যা'র ফলে
শোষিত ও বঞ্চিতও যদি হও তুমি,
তা'তে ব্যাহত না হ'য়ে
লোকচর্য্যায় পর্য্যাপ্ত হ'য়ে উঠতে পার—
অনুবেদনী ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে। ১৬০ ।

যদি নিজেকে
ও নিজের সংশ্লিষ্ট যা'-কিছুকে
যত্নে প্রতুল ক'রে তুলতে চাও,
পুষ্টিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে চাও,
তবে তোমার অন্তঃস্থ আবেগ নিয়ে

স্নেহল অনুকম্পায়
তা'দিগকে আগে পরিপালন কর—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়,
তোমার আপন জন ক'রে তোল ;
যা'রা অশিক্ষিত—
স্বল্প-যোগ্যতা নিয়ে
বা দারিদ্র্যদীর্ণ হ'য়েও
যা'রা তোমাকে ভালবেসে
সোহাগ-দেবতা ব'লে গ্রহণ করে,
আপন-স্বার্থ-বিবেচনায়
নিজেকে
তোমারই অনুচর্য্যা-নিরত ক'রে রাখে,
নিজেরই স্বার্থের মত
তোমার স্বার্থ ও সম্ভ্রমকে দেখে,—
তা'দের স্বার্থ ও সুবিধাকে
যদি পদদলিত ক'রে
নিজের দাম্ভিক গৌরবের অনুচর্য্যায়
ঐ হৃদয়গুলিকে নিষ্পেষিত ক'রে তোল,
বা এমন ক'রে তোল—
যা'তে তা'রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে'
ভাবতে পারে—
তুমি তা'দের কেউ নও,
তাহ'লে ঐ নির্য্যাতিত হৃদয়
তোমাতে উৎসর্জ্জনী বিন্যাসলাভ না ক'রে
খান-খান হ'য়ে
ছিটকে যাবে তোমা হ'তে ;
তখন বুঝবে—
সমবেত হৃদয়ের যে-সিংহাসনে
সোহাগ-দেবতা ব'লে
অভিষিক্ত হ'য়েছিলে তুমি,
সে-আসন ভেঙ্গে গেছে কোন্ অপলগ্নে ;
তাই, তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা চলন
বোধবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে

সবার অন্তরে
নারায়ণের অভিব্যক্তি
অর্থাৎ বর্দ্ধনার অভিব্যক্তি দেখুক,
আর, নারায়ণে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
যা'-কিছু সবাইকে
দেখুক ও উপভোগ করুক ;
ঈশ্বরই পরম ধাতা,
পরম পালয়িতা,
বর্দ্ধনার পরম উৎস। ১৬১ ।

যা'রা গণ দেখেছে,
জন দেখেনি—
বিহিত পরিক্রমী দৃষ্টি নিয়ে,—
তা'রা রাজনীতিদর্পী হ'তে পারে,
কিন্তু ব্যক্তিনীতিজ্ঞ নয় ;
তাই, ব্যক্তি কী ক'রে উন্নত হয়—
উদ্যুক্ত উদ্যমে,
জননে, জীবনে,
তা' তা'রা বোঝেও না, জানেও না ;
আর, যা'রা গণ ও জন-বৈশিষ্ট্যকে জানে—
তা'রা ঐ বৈশিষ্ট্য-অধিষ্ঠিত জনকে
কেমন ক'রে
কোন্ পথে পরিচালিত ক'রলে
তা'রা জীবনে-জননে
উৎকর্ষ-অভিনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠে,—
তা'ও জানে
এবং বাস্তবায়িতও ক'রে তুলতে পারে তা' ;
তথাকথিত নেতা যা'রা—
তা'রা গণের আদরণীয় হ'তে চায়,
কিন্তু জনের তোয়াক্কা রাখে কমই,
আর, তা'র অবসরও কম তা'দের ;
গণ-নেতৃত্বের মোহই তা'দিগকে
উৎকর্ষী চলন হ'তে

বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
তা'দের বিশ্বপ্রেম
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে ডিঙ্গিয়ে
উদ্‌ভ্রান্ত অনুরঞ্জনায় চ'লে থাকে—
প্রবৃত্তিলালিম লোলুপতার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে ;
তা'রা জমির উৎকর্ষ দেখতে পারে,
কিন্তু জনন ও জীবনের উৎকর্ষ কী ক'রে হয়—
তা' বুঝতে পারে কিনা জানি না। ১৬২ ।

মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার
স্বতঃসন্দীপ্ত তখনই হ'য়ে ওঠে—
যখনই মানুষ মানুষের প্রতি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
ধারণ-পালন-পোষণ-অনুচর্য্যাশীল
হ'য়ে চ'লতে থাকে—
সাংস্কৃতিক পরিচর্য্যায়,
ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে,
যখন যেমন প্রয়োজন ;
তাই বলি—
কা'রও বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতাকে
অবদলিত ক'রে
বা অপমানিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে নিমজ্জিত ক'রে
তা'র পোষণ-পরিচর্য্যা মানেই হ'চ্ছে—
একটা ব্যতিক্রমী বিপর্য্যয়ী প্রয়াস,
যা'তে তা'র বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব দুই-ই
অবলাঞ্ছিত হ'য়ে ওঠে ;
অমনতর লাখ অনুচর্য্যাও
শিষ্টাচার-বিগর্হিত ও মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে ওঠে,
এবং ওর ভিতর-দিয়ে
মানুষের উপর কখনও
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না ;
তাই, যদি অধিকার চাও—

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
যেখানে যা'র জন্য যেমন করা উচিত
তেমনি ক'রে
তা'র সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে
সাংস্কৃতিক শুভ-বিনায়নে
সংরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
অনুকম্পী অনুচর্য্যায় বিশ্বাসিত হ'য়ে
ধারণ-পালন-পোষণ-তৎপর হ'য়ে
তা' ক'রবে—
তোমার পারগতা-অনুপাতিক
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে,
দেখবে—
মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ স্বাধীন অধীনতা
তোমাকে তা'দের অধীশ্বর ক'রে তুলবে। ১৬৩ ।

যিনি শ্রেয়,
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
লোকপোষী যিনি,
তাঁ'র সাত্বত নিদেশকে
শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতি-চলনে
যে পরিপালন না করে,—
বিকৃত-ব্যবস্থ অনুচলনে
বিকৃত ব্যাখ্যায়
অসৎ-দীপনায়
তা'তে বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে,
স্বার্থপর ধাপ্পাবাজিকে
জীবন-চলনার আয়ুধ ক'রে নিয়ে,
তাঁ'র সঙ্গ, সঙ্গতি
ও তদনুগ অনুশীলন ও অনুচর্য্যায়
বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে,—
তা'কে তোমাদের পরিচালক ও পরামর্শদাতা ব'লে
গ্রহণ ক'রো না—
তা' ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক,
সে-অনুচলনে অংশ গ্রহণ ক'রো না ;

কারণ, ঐ সাত্বত নীতিতে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে
সে যদি তোমার শত্রু হয়
তা'ও ভাল ;
কিন্তু অমনতর কেউ যদি
মহামিত্রতার ভূমিকায়
অভিনয় ক'রে চ'লতে থাকে,
আর, তুমি যদি
সুনিষ্ঠ, সন্ধিৎসু, সতর্ক চলনে না চল—
অমোঘ নিয়ন্ত্রণে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের ;
তোমাদের ভিতরে তা'
দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রবে,
বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রবে,
অস্তি-বিধ্বংসী পতনের
অদৃশ্য লেলিহান জিহ্বা
সুচতুর লেহনে
তোমাদিগকে বিষাক্ত ক'রে
সর্ব্বনাশা জহরব্রতের সৃষ্টি ক'রবে ;
তাই, সাবধান হও,
সুসন্ধিৎসু হও,
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাশীল অনুনয়নকে
কখনই বর্জ্জন ক'রো না,
তোমাদের সঙ্গ ও সঙ্গতি
সুনিবন্ধনায় অটুট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্,
আর, সাত্বত আশিসে
তা' পরিপ্লুত হ'য়ে উঠুক। ১৬৪ ।

নিষ্ঠাহারা, আনুগত্য-কৃতিহীন যা'রা—
স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনা নিয়ে
বিধিকে বিড়ম্বিত ক'রে
প্রবৃত্তির উৎসেচনী উন্মাদনায় ঘুরে-ফিরে
নানারকম দলের সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজেকে সার্থক না ক'রে—

স্বস্তিসন্দীপনী পরিচর্য্যাকে উপেক্ষা ক'রে,
যে-কোন রকমেই হো'ক—
আত্মম্ভরি তাৎপর্য্যের
নানা কায়দায়
নানা ছাঁদে
রকমারি ছদ্মবেশ নিয়ে
পরকে ভুলিয়ে
নিজের ঐ স্বার্থ-প্রবোধনাকে
তা'দের অন্তরে ঢুকিয়ে
লোককে ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,—
তা'দের স্বাধীনতা কি হাস্যোদ্দীপক নয়কো?
দেশদরদী
লোকদরদী
তা'রা কি হ'য়ে ওঠে কখনও?
বিকৃতির বিষম ব্যাদান
তা'দের জন্য দাঁড়িয়েই আছে
সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ ক'রতে ;
যদি বুঝে না থাক—
বোঝ,
ক'রে না থাক—
কর,
জীবনীয় উপাসনায়
নিজেকে তৎপর ক'রে তোল,
আর, ঐ তৎপরতায়
সবাই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক,
তা'দের অন্তরেও সঞ্চারিত হো'ক তা',
জীবন-সন্দীপনা
সুষমা নিয়ে—
দেখতে পাবে—
আপনিই আবির্ভূত হবে ;
অসৎকে প্ররোচিত ক'রো না,
নিরোধ কর,
সৎকে উচ্ছল ক'রে তোল,
সপরিবেশ তোমার সাত্বত শক্তি

উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
নতুবা, তিমির কিন্তু অদূরেই
ঘনীভূত হ'য়ে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। ১৬৫ ।

তোমার জীবন
স্পন্দনসুরদীপ্ত
উচ্ছল উদ্দীপ্ত সম্বেগ,
আর, তা'র ভাব হ'চ্ছে—
ঐ স্পন্দনের বিভাবিত
সঙ্গীতিশীল হওন-দীপনা ;
তুমি যেমন হ'তে চাও,—
সেই ভাব দ্বারা
অনুরঞ্জিত যেমন হবে—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উচ্ছল উদ্দীপনী শ্রমসুখ-তাৎপর্য্যে,—
তোমার ভাব
ঐ করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
প্রতিফলিত ক'রে তুলবে তেমনি ;
ঐ ভাবকে
মলিন হ'তে দিও না,
অলস হ'তে দিও না,
তা'কে কৃতি-উচ্ছল ক'রে
সাত্বত ঊর্জ্জনায়
অস্তিত্বের আধান ক'রে তোল,
ঐ অস্তিত্ব নিয়ে
সে
স্পন্দন-বিভোর রাগদীপনায়
তা'র পরিবেশের সবাইকে
অমনতর উচ্ছল-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক ;
সেই রাগ—
অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যা'-কিছু আছে—
তা'র বিরাগ সৃষ্টি ক'রে

স্বস্তির সুন্দর লীলায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,—
তা'কে স্বস্থ ও সুন্দর ক'রে ;
তুমি প্রাণবন্ত হও,
আর, ঐ প্রাণস্পর্শে
সবারই প্রাণস্পন্দন
অমনতর রাগদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
পারগতার পারিজাত
সবার অন্তরে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক,—
এমনি ক'রে সবাই হো'ক—
শিষ্ট পারগ জাতি। ১৬৬।

কা'রো অনিষ্ট ক'রতে যেও না,
তোমার কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার উৎসর্জ্জনায়
সবাইকে ইষ্টার্থ-পরায়ণ ক'রে তোল,
ইষ্টার্থপরায়ণ
শুধু মৌখিক কথায় নয়কো,—
কৃতিদীপ্ত ইষ্টার্থপরায়ণ ;
তোমার ব্যক্তিত্বটা
অমনি ক'রেই
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর-দিয়ে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় ছড়িয়ে পড়ুক ;
তোমার অন্তঃস্থ
বড় হওয়ার ইচ্ছা
বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা—
যা'-কিছু আছে—
তা' যেন কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
চালচলন-আচারের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
ইষ্টার্থকেই অমনতর ক'রে তোলে,
আর, ইষ্টার্থকে
অমনতর ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে

তোমার কৃতি-উর্জ্জনা
যেমনতর উৎসারণশীল ও সক্রিয় হবে—
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতরে,—
তুমিও তেমনতর হ'য়ে উঠবে—
সেই চারিত্রিক চলন নিয়ে ;
উন্মাদনার অনবদ্য উৎসর্জ্জনায়
ধীদীপ্ত বিবেক-বিচরণার ভিতর-দিয়ে
শিষ্টসুন্দরভাবে
কৃতিসম্বর্দ্ধনায়
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, ঐ তো আসল তুক—
যা'তে তুমি লোকের কাছে
শ্রেয় হ'য়ে উঠবে,
বড় হ'য়ে উঠবে,
প্রশংসনীয় পরিবেদনায়
ভরপুর হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে প্রতিটি ব্যক্তিসহ
পরিবেশ ও পরিস্থিতি
ঐ উদ্ভাসিত উপাসনায় সুসন্দীপ্ত হ'য়ে
ধৃতিমান্—
আঢ্য হ'য়ে উঠবে ;
এইতো আমি যা' বুঝি,
যা' দেখেছি। ১৬৭ ।

হ্যাংলা হ'য়ে
নামের জন্য ঘুরো না,
কাজ কর,
তুক আয়ত্ত কর—
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে,
দুনিয়াকে কৃতার্থ ক'রে তোল,
জীবনকে
আরো আরোর পথে
উচ্ছল ক'রে তোল,

সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
তবে তো!
দুনিয়াকে
বিস্ফারিত চক্ষুতে দেখতে
যেমন যেমন কলকৌশলে চ'লতে হয়—
তা'ই চল,
প্রতিক্রিয়াগুলিকেও অবলোকন কর,
তদনুগ বিন্যাস কর,
তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
তবে তো তুমি কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে!
লোকজীবনের
শিষ্ট কৃতিবিনায়ক হ'য়ে উঠবে!
অধ্যাত্ম যা'-কিছু আছে—
আত্মবিনায়নে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
শিষ্ট-শুভ সন্দীপনায়
বিহিত বৈধী-অনুক্রমে
শুভসন্দীপ্ত ক'রে তোল তা'কে,
আর, এইতো বিভব ও বিভূতি,—
যা'তে প্রতিটি লোক
বজ্রতেজা হ'য়ে
সার্থকতার দীপ্ত দীপনায়
ব্যক্তিসহ সমষ্টিকে
শুভসুন্দরে সংস্থাপিত করে,
ইষ্টনিষ্ঠ কৃতি-আরাধনা,
নিয়ন্তার অনুগ কৃতি-অনুচর্য্যা
সেখানেই তো সাম্যসুন্দর ও বেগবতী;
ফাঁকি দিয়ে
কেউ কি কখনও নিজেকে
বড় ক'রে তুলতে পেরেছে?
আর, ক'রলেই কি তা' টেঁকে—
যতক্ষণ না ঐ ঐশ্বর্য্যে
প্রতিটি প্রাণ প্রদীপ্ত হ'য়ে
দ্যোতন-বিভায়

শিষ্ট আচারে
সৌহার্দ্দ্য-পরিচর্য্যায়
শুভসুন্দর সামগীতিতে
প্রত্যেককে প্রত্যেকের
তীর্থ ক'রে না তোলে? ১৬৮।

প্রথম কথাই হ'লো—
তুমি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মনে
সুসন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে
চলায় অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
নিজের অজ্ঞতাকে
বিজ্ঞ দাম্ভিকতায়
প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্ত্তন ক'রতে চেও না ;
আর, তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
ইষ্ট যিনি,
তাঁকে এমনতর আপনার ক'রে নাও,
যা'তে তাঁর স্বার্থপুষ্টিই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
অসৎ যা'-কিছু
অশ্রেয় যা'-কিছু
তা'কে নিরোধ ক'রে
হৃদ্য সত্তানুপোষণী অনুবেদনায়
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তুলতে থাক ;
তাঁর সৎ-অনুচর্য্যী যা'রা
শুভ-অনুচর্য্যী যা'রা
প্রিয় যা'রা
তা'রা তোমারও প্রিয় হ'য়ে উঠুক,
তাঁর স্বার্থ তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তাঁর সত্তা, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অপঘাতী যা'রা—
তা'রা শত্রু ব'লে পরিগণিত হো'ক তোমার কাছে ;
সবারই
বিশেষতঃ তাঁর শুভ-অনুচর্য্যী প্রিয় যা'রা,

তা'দের সত্তাপোষণী স্বার্থের অপচয় ক'রে
নিজের স্বার্থকে প্রধান ক'রে ধ'রতে যেও না,
তা'র ফলে কিন্তু
ক্রমেই ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে,—
উপচয়ে চ'লতে পারবে না,
নিজের অপচয়ী চলনে
নিজেই দুষ্ট হ'য়ে উঠবে ;
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
সুবিনায়নী শুভ-তৎপর হ'য়ে
সব ক্ষেত্রেই চ'লতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
বাস্তব করণে,
বাস্তব পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে ;
দায়িত্ব নিয়ে
পারত-পক্ষে সে-দায়িত্বে
অপঘাত হেনো না—
অলস ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত চলনে ;
চলার পথে শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী শুভ কী—
বিবেচনা ক'রে
তদনুগ চলনে চ'লতে
প্রচেষ্টাপরায়ণ থেকো সব সময়—
সদাচার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ;
অন্ততঃ এতটুকু আবেগ নিয়ে যদি চ'লতে পার—
সক্রিয় তৎপরতায়,
দেখবে, তোমার ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃই
সম্বর্দ্ধনায় বর্দ্ধিত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-তৎপরতায়
লোক-অন্তরে ব্যাপ্তিলাভ করছে ;
ঈশ্বর পরম কারুণিক,
ধারণ-পালনী বদান্যতাই
তাঁ'র সাত্ত্বিক স্বরূপ,
তিনিই ধৃতিস্রোতা,
তোমার অন্তরকেও
সেই স্রোতে অভিষিক্ত ক'রে তোল,

আর, এমনতর চলনই হ'চ্ছে—
সার্থকতার পরম বর্ত্ম। ১৬৯।

মূঢ় সম্প্রদায়-সর্ব্বস্বই হ'য়ে উঠো না,
সম্প্রদায়ের ধারণা যদি
অবিবেকী মূঢ়ত্বই হয়,
সম্প্রদায় কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠলো না
সেখানে বা তা'তে;
সম্প্রদায় মানেই হ'চ্ছে—
আদর্শে, ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে
আচরণী অনুশাসনে
নিজেকে অর্পণ করা—
দিয়ে দেওয়া,
অর্থাৎ সেই আদর্শের উপদেশ বা অনুশাসনে
নিজেকে সুতপা ক'রে তোলা,
তাই, সম্প্রদায়ের ভিতর
মূঢ়ত্বের স্থান নেই,
আছে সুসন্ধিৎসু তপোবিভোর উন্নয়নী অনুচলন;
মূঢ় সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে
সুসামাজিকতা নিয়ে থাক,
প্রতিটি ব্যষ্টি যেখানে
আদর্শানুগ অনুশাসনে অনুশাসিত হ'য়ে চলে,
গণগোষ্ঠী যেখানে ঐ একই আদর্শে
অন্বিত চলনে চ'লতে থাকে,
সামাজিকতা সার্থক হ'য়ে ওঠে সেখানেই;
তুমি সম্প্রদায় নিয়েই থাক
বা সমাজ নিয়েই থাক,
তা'র মানে এ নয়কো—
অন্য সম্প্রদায় বা সমাজগুলি
তোমার আদর্শানুগ অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
এবং তোমরাও তা'দের দিয়ে হবে না,
বরং তোমার আদর্শ যদি হয়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

সত্তানুসেবী সুতপা,
সেখানে সব সত্তারই
পরিপূরিত হবার অধিকার আছে ;
এই সত্তাকে ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলে'
বিবর্ত্তনে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলা
যদি ব্যাহত হ'য়ে ওঠে—
তোমার মূঢ় প্রবৃত্তির অনুবন্ধনে,
সেখানেই ঐ আদর্শ বা ইষ্টানুগ অনুশাসন
বৈশিষ্ট্যাপূরণী না হ'য়ে—
তা' কিন্তু বাঁধা প'ড়ল
ঐ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত বন্ধনের ভিতর,
গ্রন্থি-নিবন্ধ হ'য়ে উঠল সেইখানে,
তোমার সত্তাবাদ,
সাত্ত্বিক অনুচলন,
আপূরণী তত্ত্ব-ঋক্—
যা' তাত্ত্বিক সুলোচনী পরিবীক্ষণায়
বৈজ্ঞানিক বিনায়নে
বৈধী বিধি-প্রকরণী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
অনুমেয় উপলব্ধিতে আনা যেতে পারে,
ঐ প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণতা
সে-চক্ষুকে কিন্তু মুদ্রিতই ক'রে তুলল—
একটা অবশ মূঢ়ত্বের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে ;
তাই, ঐ সম্প্রদায় বা সমাজসেবী হ'তে হ'লেই
তোমাকে
আদর্শ বা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'তে হবে,
ইষ্টানুসরণে সুতপা হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সেইভাবে বিনায়িত ক'রতে হবে—
নিয়ন্ত্রণ-সমাধান-সার্থকতায় ;
তা' যদি না ক'রতে পার
সমাজ-সেবী বা সম্প্রদায়-সেবী
যেমনই হও না কেন,—
তুমি যে-তিমিরে, সেই তিমিরেই,
আত্মকল্যাণই বল বা লোককল্যাণই বল—

সবই মুহ্যমান হ'য়ে রইবে—
তোমার ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দিকদারি
আত্মম্ভরি প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ অভিসারণায় ;
ফল কথা, ভাল ক'রতে গিয়ে
বা নাম কিনতে গিয়ে
বা লোকপ্রভু বা নেতা হ'তে গিয়ে—
একটা বিরাট দিকদারির ভিতর
তুমি তো প'ড়বেই,
তা' ছাড়া, অন্যেও রেহাই পাবে কম—
বিশেষতঃ যা'রা তোমাতে সংশ্লিষ্ট ;
মনে রেখো—
শ্রেয়চর্য্যী, সুকেন্দ্রিক বিনীত হ'লেই
তবেই নেতা হওয়া যায়,
প্রবৃত্তি ও পরিদর্শনগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত হ'য়ে,
সত্তাপোষণী অনুবেদনায়
সার্থক সমাধানে
ঋক্-অনুদীপনায়
তোমার সুবীক্ষণী অন্তর্দৃষ্টির কাছে
সুমূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
সমাধানের সার্ব্বভৌম স্মিতবদনে—
আর, তা'ই হওয়াই হ'চ্ছে পরম সার্থকতা ;
তাই বলি,
মূঢ় সম্প্রদায়-সর্ব্বস্বই হ'য়ে উঠো না,
নিজের ইষ্ট বা আদর্শে
শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে
ধৃতি বা ধর্ম্মের অনুশাসিত আচরণ নিয়ে
কৃষ্টিচর্য্যায়
অনুশীলনী তৎপরতায়
সন্দীপ্ত সক্রিয় চলনে
যোগ্যতায় আরূঢ় হ'তে হ'তে এগিয়ে চল ;
তোমার অন্তর্দেবতা
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতিপদ্মে দাঁড়িয়ে

তোমার চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
যে-বিভায় বিভাত
সেই ভাতি-প্রদীপনায় আকৃষ্ট হ'য়ে
যা'রা তোমাকে অনুসরণ ক'রছে,
তা'রাও যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে
স্বস্তি-বিনোদনায়
শ্রদ্ধোষিত ফুল্ল পদবিক্ষেপে
তোমাকে সাথীয়া ক'রে এগিয়ে চলুক,
আর, তুমি সব যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই সৃষ্টির ছন্দায়িত পরম লাস্য,
ঈশ্বরই সম্প্রদায়ের পরম দান,
ঈশ্বরই প্রেরিতপুরুষের
প্রাণনপ্রদীপী আলোক-স্তম্ভ,
ঈশ্বরই সেবানন্দনী পরম প্রজ্ঞা,
ঈশ্বরই পরম প্রভু। ১৭০ ।

লোকপ্রীতিই যদি থাকে তোমার,
মানুষের নিয়ামকই যদি হ'তে চাও তুমি,—
নিজেকে
সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ আগে,
প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক-সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণতায় জমাট ক'রে তোল—
সভ্যতায়, ভব্যতায়,
আদব-কায়দায়, সৌজন্যে, শীলে,
সাহায্যে, অনুকম্পী সেবানুচর্য্যায় ;
তোমার শরীর যা'তে সুস্থ ও সবল থাকে,
শরীর-সর্ব্বস্ব না হ'য়েও
তদনুচর্য্যায় উদাসীন থেকো না ;
তোমার চিন্তা-ভাবনা চলন-চরিত্রে
যেখানেই যেমনতর খাঁকতি দেখবে,

তদর্থী অর্থাৎ ইষ্টসঙ্গত ক'রে
নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সমাবেশে নিয়ে আসবে তা'কে,
উপেক্ষা ক'রো না,
যদি উপেক্ষা কর—
ঐ উপেক্ষাই কিন্তু
ভ্রান্তিতে বিপথগামী ক'রে তুলবে তোমাকে,
প্রীতি-সন্দীপনী প্রবৃদ্ধি নিয়ে
সমস্ত চলনগুলিকে
শ্রদ্ধার্হ ও স্নেহল ক'রে তুলতে হবে তোমাকে ;
কথা এবং কাজে
যা'তে সব সময়ই মিল রেখে চ'লতে পার
তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো,
আর, যেখানে সন্দেহ হয়
মিল রাখতে পারবে কিনা—
তোমার কথাকেও অমনতরভাবেই নিয়োগ ক'রো ;
যে-দায়িত্ব নিয়ে
তা'র জন্য যা' আহরণ ক'রবে,—
তা' তা'কেই নিষ্পন্ন ক'রবার জন্য ব্যবহার ক'রো,
এবং নিষ্পাদন যা'তে সত্বর হয়
নজর রেখে চ'লো সেই দিকে,
নয়তো, তোমার সুচলনাও
এমন এলোমেলো হ'য়ে যাবে
যে খেই রাখতে পারবে না তা'র,
লোকে সন্দেহ ক'রবে তোমাকে,
আর, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গও
অমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
নিষ্পাদন ক'রতে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন হয়
মিতি নিয়ন্ত্রণে তা' ক'রবে—
উপযুক্ত হিসাব-নিকাশ রেখে,
যা'তে অন্যের কাছে তো দূরের কথা
তুমি তোমার কাছেও

কখনও সন্দেহের কারণ না হ'য়ে ওঠ—
ভ্রান্তির কবলে প'ড়ে,
ব্যত্যয়ী বিশৃঙ্খলায় ;
অর্থ ও সম্পদ্ তোমার সেবা করুক,
লোভ-পরবশতায়
তুমি তা'দের সেবা ক'রতে যেও না—
স্বার্থসংক্ষুব্ধ হ'য়ে ;
সহৃদয়ী সহযোগপূর্ণ অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকেরই আপনার জন হ'য়েও
সব সময়ই সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চ'লো—
যেন মানুষের প্রবৃত্তিগুলিও
তোমাকে শ্রদ্ধা করে ;
আলাপ-আলোচনা, বাক্য ও ব্যবহারগুলিকে
এমনতর কায়দাতেই নিয়ন্ত্রিত ক'রো,—
যা'তে সব দিক-দিয়েই সেগুলি
তোমার উদ্দেশ্যকে সমর্থন ক'রে চলে—
একটা যুক্তিপূর্ণ
প্রবুদ্ধিওয়ালা প্রেরণা নিয়ে ;
সহযোগীদিগকে
ক্ষিপ্র ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
তা'রা যেন কুশল-কৌশলী হয়,
সম্বেগশালী হয়,
আর, লক্ষ্যকে
সর্ব্বতোভাবে সার্থক ক'রে তোলে ;
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
অবহেলা ক'রো না কিছুতেই,
নজর রেখো—
ঐ নিরোধ ক'রতে গিয়ে
বিরোধ সৃষ্টি যা'তে না হয়,
যদি কিছু হয়ও
তা'র সমাধানও
অবিলম্বে ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
নয়তো, অতটুকু বিষাক্ত স্ফুলিঙ্গ
ভবিষ্যতে দাউ-দহনে তোমাকে

বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি যেন এমনতর হয় যে,
তোমাতে অসূয়াপরবশ যা'রা
তা'রাও যেন মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না,
যত রকমেই দ্রোহ আসুক না কেন,
আর, যেমনতর জটিলতার সম্মুখীনই হও না কেন,
তোমার ঐ সমবেদনাসম্পন্ন
সুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ ধী ও কর্ম্ম
তা'দিগকে সুবিন্যাস ক'রে
সহজেই যেন একটা
সার্থক সমাবেশে আনতে পারে—
সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সংহতি নিয়ে ;
যা' দ্রোহরূপে তোমার সম্মুখে এসেছিল
জটিল হ'য়ে যা' আবির্ভূত হ'য়েছিল,—
তা' যেন বান্ধবতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে'
সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্যে
তোমাতে তৎপর হ'য়ে ওঠে—
অকাট্য সম্বেগ নিয়ে ;
যা'র কাছে যা'ই শোন
এবং যেমনভাবেই শোন—
সে-বিষয়ে যা' করণীয়
চিন্তা ও চলনে তা' রেখে দিও,
কিন্তু স্মরণ রেখো—
পক্ষপাতিত্বে বা বেকুব বিশ্বাসে
রঙ্গিল হ'য়ে যেন না ওঠ তুমি,
হাতেকলমে দেখেশুনে
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা'ই ক'রে
সমাধান ক'রো তা'কে—
ঐ ইষ্টার্থ-সঙ্গীতিতে—
কা'রও ক্ষোভের কারণ যা'তে তোমাকে
না হ'য়ে উঠতে হয়
কোন দিক-দিয়ে,
আবার নিরাকরণী নিষ্পাদনও যেন উপেক্ষিত না হয়—

নজর রেখো ;
মনে রেখো
অন্যকে সংহত-চরিত্র ক'রে তুলতে হ'লেই
তোমাকেও দৃঢ় ও সুষ্ঠু সংহতিপূর্ণ চরিত্র নিয়ে
তা'দের কাছে এগুতে হবে
নৈষ্ঠিক অনুশীলন নিয়ে,
নইলে, তোমার ঐ অবাঞ্ছিত অভিব্যক্তি
তোমাকেও তা'দের কাছে
অবাঞ্ছিত ক'রে তুলবে ;
আত্মস্বার্থ বা
আত্মপ্রতিষ্ঠা-পরবশ হ'তে যেও না,
মনে যেন থাকে সব সময়—
ইষ্টার্থপরতায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপর হ'য়ে চ'লতে হবে তোমাকে,
নয়তো, প্রবৃত্তির কুহক-অভিভূতি
এমনতর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রবে যে,
তুমি নিজেই নিজেকে দেখতে পাবে না,
ঘোলাটে, ধোঁয়াটে হ'য়ে উঠবে
তুমিই তোমার কাছে ;
ইষ্টার্থ-সঙ্গীত নিয়ে
যা' ক'রবে ব'লে মনস্থ ক'রেছ—
তা'কে ফেলে রেখো না,
বিলম্বিতও ক'রে তুলো না,
তোমার চরিত্রই যেন
ক্ষিপ্র-সমাধানী হ'য়ে ওঠে
কর্ম্মতৎপরতার ত্বরিত চলনে—
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
নিরন্তর সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধনায়
সত্বর নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;
এর ফলে
তোমার বেষ্টনীতে যা'রা আছে—
অল্পাবিস্তরভাবে তা'রাও ক্রমশঃই
অমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
যা' সাধারণ মানুষ অসম্ভব ভাবে

তোমার কাছে তা' হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে,
নন্দিত হ'য়ে উঠবে সবাই
তোমার ঐ কুশলকৌশলী মোহন মন্ত্রে ;
নিয়ামক হ'তে গেলেই
মোক্তাভাবে অন্ততঃ
এতটুকু সজাগ থেকে চ'লো—
নিজেকে তদনুগ নিয়ন্ত্রিত ক'রো ;
ইষ্টানুগ চলন তোমাকে যতই
সম্বেগপূর্ণ অবাধ্যভাবে পেয়ে ব'সবে
অন্তর-আকূতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে—
ততই ঐ চলন
আপনা-আপনিই এসে যাবে,
তখন ঐ চলনার কসরত
আর কসরত ব'লেই মনে হবে না। ১৭১।

যা'দের ঐতিহ্যে আনুগত্য নেই,
প্রথা-প্রবর্ত্তনী সন্দীপনা যা'দের অন্তর্হিত,
কুলনিষ্ঠা যা'দের বিচ্ছিন্ন,
ধর্ম্মাচরণকে
যা'দের ব্যক্তিত্ব বরদাস্ত ক'রতে পারে না,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় উচ্ছল তো নয়ই,—
বরং এলোমেলো,
অথচ মর্য্যাদালিপ্সু,
যা'দের ইচ্ছা ভবৎসম্বেগী,
অথচ বিনায়িত তাৎপর্য্যের সাত্বত অধিগমন
যা'দের নেই,
অসৎ-ক্রিয় হ'য়ে
অসৎ-কে
লোকসমাজে সংক্রামিত করার প্রবোধনায়
অদম্য যা'রা,
লোকপ্রীতি ও লোকচর্য্যা স্বস্তিসম্বদ্ধ নয়কো,
তা'রা কি লোকজীবনের কলঙ্ক নয়?
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার

অসৎ-সন্দীপনী নিয়ন্তা নয়?
যা'রা লোকপ্রিয় হ'য়ে
লোককে
দুষ্ট সংক্রমণে বীভৎস ক'রে তোলে,—
জীবনীয় ঊর্জ্জনাকে
স্তব্ধ ও নিথর ক'রে রেখে দেয়,—
তা'রা কি
সর্ব্বনাশের স্বাগত সম্ভাষণ করে না?
জীবনবৃদ্ধির অপক্রমণিকা
যা'রা অহরহ আবাহন ক'রে
তেমনতরই
মন্ত্রণাপূত অনুদীপনাকে ছড়িয়ে
লোকসমাজকে বিষাক্ত ক'রে তুলছেন,—
জীবন-মরণের
ক্রূর আহ্বানের হোতা হ'য়ে,—
তাঁ'রা কি লোককে ভালবাসেন?
তাই বলি—
জীবন যা'তে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধনা যা'তে সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
লোকচর্য্যায়
জীবন যা'তে ধন্য হ'য়ে ওঠে,
বিভূতি-বিভব
যা'তে স্বতঃসন্দীপনায়
পরিচর্য্যী উৎসারণায়
স্বতঃ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
পারস্পরিকতা যা'তে
প্রীতি-সন্দীপনায় সুসম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
দরদী হৃদয়
চর্য্যামুখর হ'য়ে
যা'তে প্রত্যেকের সম্মুখে
আকুল উৎসারণায়
জীবনকে
সম্বর্দ্ধনা-উৎসারিত ক'রে তোলে,—
তা'দিগকেই কুড়িয়ে নাও,

পল্লীতে
সমাজে
পরিবেশে
সেইগুলিই প্রতিষ্ঠা কর,
বাঁচাবাড়ার
জীবনবৃদ্ধির
অধিষ্ঠিতিই তো ঐখানে,
আমি তো তা'ই বলি ;
জীবনীয় পথে চল,
বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হও,
বিভব-বিভূতিতে উৎসারিত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে
দরদী অনুকম্পা নিয়ে দাঁড়াও,
পরিচর্য্যা-বিভোর উৎসারণায়
বাঁচিয়ে তোল সবাইকে,
অসৎ-এর অন্ধ তমসা হ'তে
মানুষকে ধ'রে তোল,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
আনন্দের ক'রে নাও—
বিপুল উৎসাহ নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
বেঁচে চল,
বেড়ে চল,
বিভূতি-বিভবে উৎসারিত হ'য়ে ওঠ,
আমি যা' জানি—
শ্রেয় তো ঐখানেই। ১৭২ ।

যাঁ'রা নেতা হন,
নিয়ন্তা হন,
তাঁদের প্রথম ও প্রধান চরিত্রই হওয়া চাই—
ইষ্টনিষ্ঠ,
অনুগতিপূর্ণ,
কৃতিসম্বেগী,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে সুবিনায়িত,

তাঁদের চালচলন, কথাবার্ত্তা, সবগুলি
যেন সবার কাছে
মিষ্টি, সুন্দর, উদ্দীপনাময় হ'য়ে ওঠে ;
নেতা বা নিয়ন্তাদের
প্রথম ও প্রধান জিনিষই হ'চ্ছে—
পরিচালনী তাৎপর্য্য
যেন দক্ষ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়,
এমন-কি, যেখানে শাসন ক'রতে হবে
সেখানেও যেন তিনি
সমবেদনাশীল
অনুকম্পা-উচ্ছল হ'য়ে ওঠেন,
তাঁ'র শাসন
যতই ঝাঁঝালো হোক্ না কেন—
শাসিত যে
তা'র আন্তরিক তৃপ্তিকে
যেন উচ্ছলই ক'রে তোলে—
অনুতাপবিভোর ক'রে,
এক কথায়—
এইরকম চরিত্র যা'দের,
নিয়ন্তৃত্ব তা'দের
স্বতঃই মুখর ও ক্রিয়াশীল হয় ;
ব্যবহারের মাত্রা
যেন প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মাপমতন থাকে,
এই মাপ অতিক্রম ক'রলে
বোধবিকৃতি এসে পড়ে ;
যা'রাই লোকচর্য্যী হ'তে চায়—
লোক-উন্নয়নই যা'দের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—
তা'রা যদি অমনতর না হয়,
ইষ্টার্থবিরোধী-অনুচলনযুক্ত হয়,
সেখানে ব্যতিক্রম আসেই কি আসে ;
নেতা বা নিয়ন্তা যাঁ'রা—
তাঁ'রা যেন কখনও
আত্ম-অনুশীলনকে না ভোলেন,
ঐতিহ্য, প্রথা—

যা' মানুষের পক্ষে জীবনীয়
সেগুলিকে
লোক-অন্তরে
পারস্পরিক অনুকম্পাশীল পরিচর্য্যার মাধ্যমে
উচ্ছল সজাগ ক'রে তুলে দেওয়াই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠার জাগ্রত বেদী ;
তাঁ'রা
স্বতঃই বোধবিৎ হ'য়ে ওঠেন—
যদি বিবেচনাশীল উদ্দীপনা নিয়ে
কা'র প্রতি কেমন করণীয়
কা'কে কেমন কহনীয়
এবং কা'র কেমন পরিচর্য্যা প্রয়োজন
সেগুলির সুব্যবস্থা ক'রে চ'লতে পারেন ;
প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনীয় মোড় কিন্তু
আলাদা-আলাদা,
তা'র মধ্যে
কিছুটা থাকে সাধারণ
আর, কিছুটা থাকে স্বতন্ত্র—
যা' সাধারণের ব্যতিক্রম,
এইগুলিকে
শিষ্ট অনুক্রমশীল ক'রে
হাতেকলমে, আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারলে
সকলের পক্ষেই সুবিধা,
আর, ভঙ্গুর চলন
ভেঙ্গেই যায় প্রায় ;
তাই, বলা আছে—
"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়" । ১৭৩ ।

যতক্ষণ
ইষ্টকে ও ইষ্টার্থকে
জীবনের সম্বেদনী কেন্দ্র ক'রে

তাঁ'রই সার্থকতা নিয়ে
তাঁ'কে সঞ্চারিত ক'রে
পারস্পরিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
একায়িত হ'য়ে না উঠছ—
প্রীতি-উন্মাদনায়
পরিচর্য্যার পরিবেশনায়
পরিধৃতির উৎসর্জ্জনার সহিত
পরস্পর পরস্পরকে
ইষ্টার্থ-অনুনয়ী পূজামন্দির ক'রে—
সার্থক সন্দীপনায়,—
ততক্ষণ—
না হবে তোমার
না হবে তোমার পরিবারের
না হবে তোমার পরিবেশের
না হবে দেশের-দশের
সুদীপ্ত বিভব-বিভূতি নিয়ে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলা ;
আর, ঐ চলন্ত স্রোতল উদ্দীপনায়
যতক্ষণ
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেককে
আশ্রয়ের শ্রেয়-নন্দনায়
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে
নিষ্ঠানিবেশের সহিত আপন ক'রে না নিচ্ছ—
প্রত্যেক ব্যষ্টিকে
প্রত্যেক ব্যষ্টির মতন ক'রে—
উচ্ছল উন্মাদনায়,—
তোমরা কেউ
দেশ বা দশের
সৌকর্য্য-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠবে না,
জীবনীয় অধিস্থিতিকে সজাগ রেখে
স্রোতল জীবনধারায়
তা'র বিস্তার ও বিধৃতিকে
সুসম্মানিত চর্য্যা-অভিনিবেশে সংহত ক'রে

সার্থকতার
শুভ-জীয়ন্ত আশিস্-অনুশাসনে
প্রতিপ্রত্যেককে বিনায়িত ক'রতে ক'রতে
পরম বিভব-বিভূতির উৎসর্জ্জনায়
জীবন ও বৃদ্ধিতে
কাউকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারবে কি?
তা' কি হয়?

স্মরণ কর—
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে স্মরণ কর—
আবেগভরা অনুনয়নে স্মরণ কর
সেই বেদবাণীকে—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥"
কর,
চল—
অমনি ক'রে,
আর, আশিস্ অবিরল হ'য়ে
তোমাদের প্রত্যেককে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
অজচ্ছল ক'রে চ'লতে থাকুক—
অস্তিত্বের স্বস্তি-বিনায়নায় ;
আর, এমনি ক'রেই
অজর হও,
অমর হ'য়ে ওঠ,
অমৃত চলনে চ'লতে থাক। ১৭৪ ।

ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী গণ-চর্য্যী তাপস!
তোমার গর্ব্বেপ্সাপ্রণোদিত
ক্ষমতালিপ্সার অনুপ্রেরণায়
রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থায়
অযথা প্রবেশবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তোমার জীবন-অভিযানই যেন হ'য়ে ওঠে
গণ-সংহতি, গণ-নিয়মন ও গণবর্দ্ধনা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে মানুষকে

যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
অর্জ্জনপটু ক'রে
স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিচর্য্যায়
তাদিগকে আয়ু, স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
সহজ ক'রে তুলতে পার,
সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
শ্রেয়রাগ-অনুদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
অন্তর-বাহিরে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলতে পার—
সদনুচর্য্যা, অসৎ-নিরোধ ও পরাক্রমে
প্রবুদ্ধ ক'রে তাদিগকে,—
তা'দের সব-কিছুকে
ঈশ্বরে বা প্রিয়-পুরুষোত্তমে
সুসঙ্গত সার্থক অভিদীপনায়
অমৃতসিক্ত ক'রে তুলতে পার,
শ্রেয়ানুগ পন্থায় জনন-নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন জাতকের
প্রাদুর্ভাব ক'রে তুলতে পার ;
যদি কখনও এমনতর প্রয়োজন আসে—
যখন তোমরা শাসন-সংস্থায় প্রবেশ ক'রলে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুগ জীবন-যাপনের
ব্যাহতিকে নিরোধ ক'রে
গণ-নিয়মন-সৌষ্ঠব-সৌকর্য্যে
তাদিগকে শ্রেয়ের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
সম্ভাব্য ও আগন্তুক বিধ্বস্তি ও আপদ্ হ'তে
নিস্তার দিতে পার,
নিরাপত্তায় সুদৃঢ় ক'রে
সৌষ্ঠব-সম্বর্দ্ধনায়
প্রতিটি জীবনকে
জীয়ন্ত জলুসের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
আর, তা' যদি অপরিহার্য্য হ'য়ে থাকে
তোমাদের কাছে,—
তখন বিবেচনা ক'রে দেখো',

আর, সমীচীন যদি মনে কর,
একমাত্র তখনই
শাসন-সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে পার। ১৭৫।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিতসঙ্গতি-সম্পন্ন অনুধ্যায়িতা যা'র নাই,
তা'র লোক-প্রতিভূ হওয়া
একটা বিকৃতিরই পরাকাষ্ঠা ;
অমনতর লোক-প্রতিভূ যা'রা
শাসন-পরিচালন-ব্যাপারে
তা'দের অভিমত কখনও
সত্তা-সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠতে পারে না ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়ী অনুগতিসম্পন্ন যা'রা নয়কো,
তা'দের
লোকের প্রতিনিধি হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির নিয়ন্তা হ'তে যাওয়ার মানেই হ'চ্ছে—
ব্যতিক্রমকেই আমন্ত্রণ করা,
বিধ্বস্তির বিকার-বহ্নিতে
লোকজীবনকে জ্বলন-জ্বালায় বিশীর্ণ ক'রে
তা'দের সত্তার স্বচ্ছন্দ-গতিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেলা,
তাই, তা'দিগকে লোক-প্রতিভূ নির্ব্বাচিত করা
আর সর্ব্বনাশকে সাদরে বরণ করা—
একই কথা ;
লোকায়ত্ত অনুবেদনী অনুশাসন
সেখানে ভাঁওতাবাজিরই দিকদারি মাত্র,
লোকায়ত্ত শাসনের মুখোস প'রে
দলতান্ত্রিকতাই সেখানে
উচ্ছৃংখল-উদ্ধত আত্মম্ভরিতার
বৈকারিক বিজৃম্ভণী পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে ;
ঐ জাতীয় গণতান্ত্রিকতার চেয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শনিষ্ঠ

ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন বোধবান্ ব্যক্তির
একনায়কত্ব ঢের ভাল ;
যদিও আদর্শ, ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন
নিয়মতান্ত্রিক একনায়কত্বই পরম শ্রেয় ;
যে সুকেন্দ্রিক নয়,
বিনীত নয়,
শ্রেয়ানুগ ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতিতে
আত্মনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠেনি যে,
নেতৃত্বই তা'র ব্যক্তিত্বে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি,
যিনি নেতা নন,
তিনি প্রাকৃতিক অনুশীলনী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
লোকনায়ক বা লোকপ্রভু হওয়ার
প্রকৃতি-সিদ্ধ নয়কো,
আর, প্রকৃতি যেখানে
বিকৃত অনুশাসন-সংক্ষুব্ধ,
বিধ্বস্তির বিন্যাসহারা বিনায়নও
অবশ্যম্ভাবী সেখানে ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই বিনায়নী সার্থকতা,
ঈশ্বরই প্রকৃতি-প্রভু,
ঈশ্বরই সম্বৰ্দ্ধনী-অনুশাসন-বিধায়নী ধাতা। ১৭৬ ।

কত বাদেরই বাদী হ'য়ে চ'ললে—
কত বাদেরই দল গঠন ক'রে চ'লছ—
তা' কিন্তু
অস্তিত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে,
তোমার ঐ সত্তার উপরেই দাঁড়িয়ে ;
তুমি যদি না থাক—
তোমার কোন বাদেরই চিহ্ন থাকে ?
তা' থাকে না,
কেন ?
অস্তিত্বের বুদ্ধি নিয়ে চল না তো!
থাকবার বুদ্ধি নিয়ে চল না তো!

সে আচার-ব্যবহার,
সে চালচলন,
সে ঐতিহ্য,
সে কুলাচার
কোথায় গেল তোমার?
তুমি এমনই কাপুরুষ—
কিছু ফেনিয়ে তোমার কাছে ব'ললেই
তুমি সেদিকে গ'ড়ে পড়,
তুমি বুঝতে পারছ না—
তোমার অন্তরে
কী বীভৎস শয়তান
কেমন ক'রে তোমাকে
কোন্ পথে পরিচালিত ক'রছে!
তোমার সেই ঈশ্বরনিষ্ঠা
ইষ্টনিষ্ঠা
কোথায় গেল?
সেগুলি
হারিয়ে ফেললে কেমন ক'রে?
ঈশ্বর বা ইষ্ট যদি না বোঝ—
নিজের বাঁচাটাকে তো বোঝ?
বাঁচাটাকে ঠিকই বোঝ;
বাঁচাটাকে ছেড়ে দিলে—
সপরিবেশ কোথায় দাঁড়াবে তুমি?
এখনই একটু ব্যথা হ'লে—
'আহা রে! গেলুম!'—
ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠ;
তোমার জীবন,
তোমার পরিবেশ,
তোমার সংসার,
তোমার দেশ—
কই!—
অস্তিত্বের পূজারী তো কেউ নও!
স্বার্থ কা'কে বলে তা' কি বোঝ?
স্বার্থ মানেই হ'ল—

স্ব-এর অর্থ,
নিজের অর্থ যা'তে
অন্বিত হ'য়ে
বিনায়িত হ'য়ে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকটিকে নিয়ে—
তা'কেই তো স্বার্থ বলে ;
তা' ছাড়া, যদি কোন স্বার্থ থাকে—
তা' ব্যর্থতার রাক্ষসমূর্ত্তি,
শয়তানের নিশ্চিহ্ন করার ফতোয়া,—
যা'র ফলে,
তোমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উঠবে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি,
স্বার্থপূরণের জন্য
সম্বৃদ্ধির জন্য
সত্তাবিরোধী উপায় যতই ক'রছ—
তা' তোমার পক্ষেই হো'ক
আর, অন্যের পক্ষেই হো'ক—
তা' কি শয়তানের ফতোয়া না ?
তোমার ভিতরে
তোমার অস্তিত্বের অন্তরাল থেকে
প্রতি পদক্ষেপে
সে কি ব'লছে না—
'তুমি উৎসন্নে যাও
তুমি নিশ্চিহ্ন হও' ?
যদি জীবন চাও—
এখনও ভেবে দেখ,
এখনও হাতে-কলমে কর,
বিধাতার
সাত্বত বিধায়নী যা'-কিছু
সেগুলিকে
হাতে-কলমে
চিন্তা-চলনে

তোমার ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
তোমার ব্যক্তিত্ব বিপুল হ'য়ে উঠুক
পরিবেশে ছড়িয়ে গিয়ে ;
নিজে বাঁচ,
অন্যকে বাঁচাও,
তৃপ্তি পাও,
তৃপ্তি দাও,
ঐ তৃপ্তির দীপন-তাৎপর্য্যই হ'ল—
কৃতি-পরিচর্য্যা,
দরদী অনুকম্পা,
নিবিষ্ট সাত্বত অভিযান ;
তাই বলি,—
ওঠ,
দাঁড়াও,
যদি চাও—
এখনও ধর,
ঐতিহ্যের জীবনীয় অনুশাসন
যা' কুলাচারে সংস্কৃত হ'য়ে উঠছে—
সেগুলিকে প্রতিপালন কর,
প্রতিপ্রত্যেককে প্রতিপালন ক'রতে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
আশীর্ব্বাদ
অশেষ ধারায়
তোমাকে জীবনদীপ্ত ক'রে তুলুক। ১৭৭ ।

রাজাই হোন, আর পুরোধ্যাসীই হোন
বা অমাত্যবর্গই হোন—
যাঁ'র বা যাঁদের কুশলকৌশলী যোগ্যতা,
আত্মোৎসর্গী সেবা
ও প্রীতি-উদ্বোধনায় আকৃষ্ট হ'য়ে
আপামর সাধারণ প্রত্যেকটি প্রজা
তাঁকে বা তাঁদিগকে
শ্রদ্ধাদীপন অভিনন্দনার সহিত

আমন্ত্রণ ক'রে অভিষেক করে,
তিনি বা তাঁ'রাই ধন্য,
তিনি বা তাঁ'রাই দেবপুরুষ—
ঈশ্বরেরই নির্ব্বাচিত। ১৭৮ ।

রাজাই
মানুষের রঞ্জন-দ্যোতনা,
তাই সে রাজ্যের নিয়ন্তা,
আর, রাজ্যে যা'রা অধিষ্ঠিত
তা'রাই রাজ্যের মালিক,
অর্থাৎ যে-মাটিতে
যে জন্মগ্রহণ ক'রেছে—
সে-জন্মমাটি তা'র বিধিবিধায়িত ;
আর, পিতৃপুরুষ যেখানে বসবাস করেন—
সেই হ'চ্ছে তা'র
অস্তিত্বের শুভ স্থণ্ডিল। ১৭৯ ।

যাঁ'র কর জীবনকীর্ণী,
তাঁ'তে কর-নির্দ্ধারণ—
অকৃতিরই কৃতান্ত-আহ্বান। ১৮০ ।

কর নিও—
প্রয়োজন যদি হয়,
কিন্তু কৃতি-অনুচর্য্যায়,
কর যেন কাউকে
ক্লিষ্ট ক'রে না তোলে। ১৮১ ।

কর দেওয়া মানে
হাতে হাত মিলানো,
কর নিতে হ'লেই
এমনতর ক'রে নিতে হবে
যা'তে, যে দিচ্ছে ও যে নিচ্ছে
প্রত্যেকে পরিপোষিত হ'য়ে
প্রত্যেককে
পরিপোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। ১৮২ ।

তুমি যে-দেশেরই পুরোধ্যাসী
বা রাষ্ট্রনায়ক হও না কেন—
সেই দেশের প্রত্যেকটি লোক
বা সম্প্রদায়ের শুভাশুভের জন্য
প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটি মানুষই
কৈফিয়ত তলব ক'রতে পারে,
এবং তা'দের কৈফিয়তের উত্তর দিতে
ও তিরস্কার বা পুরস্কার নিতে
তোমার নৈতিকভাবে বাধ্য থাকা উচিত,
কারণ, প্রত্যেকেই
তা'র পরিবেশ নিয়ে গজিয়ে ওঠে,
তাই, প্রত্যেকেই
প্রত্যেক পরিবেশের জন্য দায়ী—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক বা গৌণতঃই হো'ক,
আর, সেই লোক-দায়িত্বেরই
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
পরিরক্ষী পুর-প্রতিনিধি তুমি। ১৮৩ ।

কা'র পক্ষে কী করা সম্ভব
বা কী করা সম্ভব নয়,—
কোন্‌টা প্রবৃত্তি-প্রলোভী স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ,
আর কোন্‌টাই বা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কৃত অপরাধ—
মানুষকে দেখে
এতটুকু নির্দ্ধারণ করার সহজ জ্ঞান যা'র নাই,
সে রাজপুরুষই হো'ক
আর, যেই হো'ক না কেন,—
তা'র ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক হওয়ার
উপযুক্ততাই কম ;
সে শাস্তা হ'তে পারে,—
কিন্তু বিনায়ক হওয়া
তা'র পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ১৮৪ ।

বৈশিষ্ট্য, বয়স ও শারীরিক অবস্থাকে
সমীচীনভাবে বিবেচনা ক'রে—

কা'র পক্ষে কী উচিত
কা'র পক্ষে কী অনুচিত—
তা' ভেবেচিন্তে
অনুকম্পী, উৎসারণী, হৃদ্য, শুভপ্রসূ
যা'র পক্ষে যেটা হয়
লক্ষ্য রেখো তা'তে,
এই হ'চ্ছে সেই নীতি বা নিয়ম
যা' বিধিবিনায়িত ;
ব্যতিক্রমে—
অন্যায় হবে তা'রই
যে তা'কে তাচ্ছিল্য করে। ১৮৫ ।

ইষ্টার্থ-উপচয়ী গণ-স্বার্থের সাথে
তোমার স্বার্থের যোগ যেখানে
সেই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে চল—
যে-স্বার্থ
ব্যষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
গণ-স্বার্থকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ইষ্টার্থকে সার্থক ক'রে তোলে,
সেই স্বার্থই
তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে
উপঢৌকনে অঢেল ক'রে তুলবে,—
শোষক হ'য়ে উঠবে না তুমি,
অমনতর গণতুষ্টি বা পুষ্টিই তোমাকে
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ১৮৬ ।

নিষ্ঠাসুন্দর ইষ্ট-অনুনয়নে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার সমীচীন সাম্য-চলনে,
এতে সত্তা ও ব্যক্তিত্ব দুই-ই
স্বস্থ, ধীসুন্দর হ'য়ে চ'লবে। ১৮৭ ।

তোমার চলার নিরিখই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ,

ইষ্টার্থকে ব্যাহত ক'রে
তুমি যদি তোমার চলনাকে পরিচালিত কর—
ভ্রান্তি তোমাকে বিবশ ক'রে তুলবে,
সার্থকতা হ'তে নিরাশ হ'য়ে উঠবে প্রায়ই,
নিবিষ্ট অনুবেদনা তোমাকে
তোমার চারিদিক্
সৌষ্ঠবমণ্ডিত সুচারু দর্শনে দেখতে দেবে না,
ফলে, ব্যতিক্রম
অকাট্য হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে। ১৮৮।

ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
অন্তর-আগ্রহের সহিত লোকপরিচর্য্যা কর—
তা' ব্যষ্টিসহ সমষ্টিতে
কৃতি-উৎসর্জ্জনা নিয়ে,—
যা'তে তা'রা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
নিজেরা ক'রে
ও তোমাদের সাহায্য-পরিবেশনে
সতর্ক সন্দীপনার সহিত
বোধবিকাশ নিয়ে
বিভবের আত্মপ্রসাদসমন্বিত নিজেকে
ব্যাপ্ত ক'রে তুলে
বিভবমণ্ডিত হ'য়ে;
তা'র রাজপথই কিন্তু ঐ। ১৮৯।

যদি সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চন হও—
তবে তো ভালই,
তা' বাদে যদি তোমার
কোন সৎ-অভিদীপনা থাকে
তবে সাত্বত-স্বার্থ-সংস্থিতিসম্পন্ন ও বাস্তব
এমনতর আলাপ-ব্যবহার ক'রো
যেন সকলের পক্ষে তা'
সৌজন্যপূর্ণ ও আপ্যায়নী হয়;
কূটনীতির সাধু সম্বেদনা
বোধিতীক্ষ্ণতা নিয়ে

এমনতরই সন্ধিৎসু বীক্ষণায়
অভিজ্ঞের অন্তরে বসবাস করে—
দক্ষকুশল প্রস্তুতিপ্রসন্ন তৎপরতা নিয়ে। ১৯০ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ সাত্বত অনুচর্য্যায় চ'লে
পালন-পূরণী
বাক্, ব্যবহার ও শুভ-অনুনয়ন নিয়ে তো চ'লবেই,
তা' ছাড়া, ভরসাভৃত ক'রে তুলবে সবাইকে,
আর, বেশ ক'রে নজর রেখো—
তোমার কথা ও পন্থা
যা'তে ধাপ্পা-ধর্ষিত না হয়,
রাজনীতির পরম অনুরঞ্জনা তো এই-ই ;
তোমার শ্রেয়নিষ্ঠা
তোমাকে লোকবৎসল ক'রে তুলুক,
জনপ্রিয় হও তুমি,
প্রিয়পরমে প্রতিষ্ঠা লাভ কর এমনি ক'রেই। ১৯১ ।

তুমি
বৈধী-বিশেষ হ'য়ে ওঠ—
বিধায়িত পথে
বিধাতার উপাসনায়
প্রত্যেক বিশেষকে আলিঙ্গন ক'রে,
নির্ব্বিশেষ তোমার
নিবিষ্ট উপাসনার অঞ্জলি হ'য়ে উঠুন ;
তুমি তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
সিদ্ধ হও,—
তা' প্রতিটি বিশেষে ছড়িয়ে দিয়ে,
নির্ব্বিশেষের সিদ্ধ অয়নে
তোমার ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠুক—
বিধায়িত বৈশিষ্ট্যের
আশিস্-সিংহাসনে
নিজেকে উপবিষ্ট রেখে,

আর, দেশ
তোমা হ'তে সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠুক। ১৯২।

অনাচারে, অনবধানতায়,
অননুচর্য্যায়, অনুৎপাদনে
যদি একজন মানুষও প্রাণ হারায়
তা' শাসনমঞ্চের
অযোগ্যতার সাক্ষী তো বটেই,
পরিবেশের দায়িত্বের অভাবও
কম নয় সেখানে ;
তাই, আগু হ'তেই
সব দিক্-দিয়ে, সব রকমে
শাসনমঞ্চেই হো'ক
পরিবেশেই হো'ক
অপলাপ-নিরোধী ও সংরক্ষণী প্রস্তুতি
নিতান্তই প্রয়োজন,
এর তাচ্ছিল্য যেখানে যত ও যেমনতর—
দুর্ভোগও সেখানে তত ও তেমনতর। ১৯৩।

রাজাই বল বা পুরোধ্যাসীই বল,
প্রতিপ্রত্যেক অমাত্যবর্গ-সহ যাঁ'রা
স্বার্থগৃধ্নু আত্মম্ভরিতায় বিরাগপ্রবণ হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেক্ষণ-সহ
গণস্বার্থ বা প্রজাস্বার্থ-পরতায়
সর্ব্বতোভাবে অন্তরাসী হ'য়ে
তা'দের স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বিবেচনায়
সত্তাপোষণী সম্বৃদ্ধি সন্ধিৎসু হ'য়ে
কৃতি-সন্দীপনায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির উৎকর্ষে
মিত-চলনে
সুসম্বেগে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন—
তীক্ষ্ণ তাৎপর্য্যে—ক্ষিপ্রতা নিয়ে
সুদূরপ্রসারী দীর্ঘদৃষ্টির সহিত—
কৃতার্থ হ'ন তাঁ'রাই প্রায়শঃ ;

আর, ঐ গণরঞ্জন বা প্রজারঞ্জনই
তাঁদের আত্মপ্রসাদী ভোগ-তাৎপর্য্য। ১৯৪ ।

বৈশিষ্ট্যপালী সব্যষ্টি গণসত্তাস্বার্থী
অনুচর্য্যাপরায়ণ লোক-অভিভাবক—
এমনতর কাউকে
গণসমষ্টি যেখানে
নিজেদের সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার
নিয়ন্তৃ-প্রতীক ক'রে
পুরোভাগে রেখেছে—
অনুসরণ-অভিনন্দনার সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,—
তিনিই স্বাভাবিক পুরোধ্যাসী,
আর, তিনিই বাস্তব অনুশাসক ;
আর, যিনি বা যাঁ'রা
এই অনুশাসকের অনুমোদিত নীতিবিধিকে
সুনিয়মনে
সুসঙ্গত সমন্বয়ে
মূর্ত্ত ক'রে তোলেন,—
তিনি বা তাঁ'রাই
বাস্তব পরিণয়নী কর্ম্ম-নিয়ামক। ১৯৫ ।

তুমি লোক-সেবকই হও,
আর, রাজপুরুষই হও,
আদর্শানুগ বৈশিষ্ট্যসঙ্গত
সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থেকে
আর্ত্ত যা'রা—
তা'দের সাহায্য কর,
সুস্থ ক'রে তোল,
শঙ্কিত যা'রা—
তা'দের শঙ্কা নিবারণ ক'রে
নিঃশঙ্ক ক'রে তোল,
স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ যা'রা—
তা'দের স্বার্থকে সৎ-এ
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—

অসাত্বত অনিষ্টকর যা'
তা' প্রত্যাহত ক'রে ;
আর, এই হ'চ্ছে
স্বস্তিসেবার মেরুদণ্ড। ১৯৬ ।

রাজার যদি
রাজশক্তি
প্রতিটি বিশেষকে অনুরঞ্জিত ক'রে
উৎসারিত হ'য়ে না চলে—
ব্যাপন-বিধৃতি নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকের জীবন-তাৎপর্য্যের
বিশেষ বিনায়নে
স্বস্তির সম্বর্দ্ধনী উৎসর্জ্জনায়,—
তাহ'লে অস্তিত্বের বিধায়িত অনুশীলন—
যা' জীবনকে
আরো হ'তে আরোতরে
অফুরন্ত ক'রে চলে—
ধৃতি-উৎসর্জ্জনায়,
তা' কিন্তু খাবি খেয়েই যায়,
প্রবৃত্তির লক্ষ প্ররোচনা
যা' জীবনকে খিন্ন ক'রে তোলে,
তা' হ'তে তা'র
উচ্ছল উদ্ধৃতিকে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
ফলে, রাষ্ট্র
ডুবন্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে—
ক্ষয়িষ্ণু ক্রমের
বিচ্ছিন্ন কৃতি-উদ্দীপনায়। ১৯৭ ।

যে-দেশ বা রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কই হও না কেন,
কঠোরভাবে স্মরণ রেখো,—
বৈশিষ্ট্যপালী গণ-স্বাতন্ত্র্য
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির

অভ্যুদয়ী চলনে চ'লে
নিয়মনী নিরাপত্তার প্রবল প্রস্তুতি-সহ
ভাগবত নীতির বৈধী-পরিচর্য্যায়
যোগ্যতা ও সংহতিকে অভিদীপ্ত ক'রে
জনগণকে
এমনভাবে সংহত ও সংবর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে হবে—
ঐ তা'দেরই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তা'দের শ্রদ্ধা ও আনতিকে প্রবুদ্ধ ক'রে,
যা'তে তা'রা
তোমাকে বা তোমাদিগকে
পরমাশ্রয় ব'লে জ্ঞান করে ;
তা'তে প্রবল হবে তুমি,
প্রাবল্যে উদ্দীপ্ত হবে তোমার গণজীবন—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বাক্য, ব্যবহার
ও যোগ্যতার অভিদীপনায়। ১৯৮ ।

ইষ্টার্থপরায়ণ,
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু-প্রবৃত্তি-বিজয়ী,
অথচ সুসন্ধিক্ষু,
সৌর্য্য-বিকিরণী বোধি-প্রাখর্য্যসম্পন্ন হ'য়েও
তোমাতে অন্তরাসী যা'রা,
মন্ত্রণাকার্য্যে তা'রাই উপযুক্ত পাত্র। ১৯৯ ।

মন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
মন্ত্র নির্দ্ধারিত ক'রতে পারে না,
আর, তেমনতর উৎসাহ, উদ্দীপনা
বা জনবল, কোষবলও নাই—
যা'তে সেই মন্ত্রকে
বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে পারে,
অথচ পরাক্রম-প্রাখর্য্য দেখায়—
তা'রা অত্যন্তই মূঢ়-বিক্রমী
আত্মঘাতী, পণ্ডকর্ম্মা। ২০০ ।

সত্তা-সংরক্ষণী বিধির সহিত
অবস্থার সার্থক সঙ্গতি রেখে
যে চ'লতে পারে—
সাত্বত ঐতিহ্য ও উপযোগিতাকে সংরক্ষণ ক'রে,
অসৎ বা অশুভ যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে, বিনায়িত ক'রে,
ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী
লোক-কল্যাণ-নিষ্ঠা নিয়ে,—
মন্ত্রিত্বের মেরুদণ্ড সেখানেই। ২০১।

যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
দায়িত্বশীল ইষ্টার্থপোষণী—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে,
সুসংস্কৃতিসম্পন্ন সৎকুলোদ্ভূত,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যপালী
উপচয়ী প্রবোধনা-সমন্বিত,
বিজ্ঞবোধিসম্পন্ন,
ত্বরিত ধী, মেধা ও ধৃতিকুশল,
কর্ম্মপটু, সেবাপ্রাণ,
যা'দের দর্শন ও বিজ্ঞান
শাস্ত্রে সার্থক হ'য়ে উঠেছে,
যা'রা কূটকৌশলী, দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন,
নিরলস, স্থিতধী, পূর্ত্তনীতিজ্ঞ,
বিনয়ী, লোকরঞ্জক,
মিষ্ট ও মিতভাষী,
বাগ্মী, উদ্দেশ্য-সঙ্গত বাক্কুশল,
সার্থক বান্ধবপ্রীতিসম্পন্ন,
সুনিয়ন্ত্রক, সমন্বয়ী সামঞ্জস্য-সাধক,
স্বার্থত্যাগী, ইষ্টানুগ গণসেবা-সন্দীপী,
গণস্বার্থকেই যা'রা
নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে—
প্রত্যক্ষ বোধিতাৎপর্য্যে,
অসৎনিরোধী লোকপালী অভিযানে
যা'রা তড়িৎসম্বেগী বজ্রগম্ভীর,

বৈশিষ্ট্যপালী সাম্য ও সুধী-প্রাণতা
সহজ ও সলীল যা'দের,
সুনিষ্ঠ, সহযোগী মন্ত্রগুপ্তি যা'দের স্বতঃ—
রাজা বা পুরোধ্যাসী
এমনতর দক্ষ-অমাত্য-বেষ্টিত হ'লে
সপরিষৎ কৃতকার্য্যতা
কিরীটমণ্ডিত হ'য়ে
লোকরঞ্জনার অর্ঘ্য-বিভূষিত হ'য়েই থাকে ;
কৃতবিদ্যতা কৃতার্থতার মঙ্গল সঙ্গীতে
অভিবাদন করে তা'দিগকে,
অমাত্যের মোক্তা বা মোটামুটি বৈশিষ্ট্য
ওখানেই। ২০২ ।

মন্ত্রীদের ধীমত্তা ও বিচক্ষণতার
পরিচয়ই হ'চ্ছে—
কোন সমস্যা-সমাধানী মন্ত্রণায়
মুক্ত অন্তঃকরণে
সুবীক্ষণী সম্বিৎসার সহিত
পরমত-সহিষ্ণুতায়
বিরোধ-প্রমত্ততাকে অতিক্রম ক'রে,
অধ্যবসায়ী ভুয়োদর্শনে
সুযুক্ত প্রবোধনায়
অন্যের সন্দেহগুলিকে
সমীচীনভাবে নিরাকরণ ক'রে,
বিষয়, ব্যাপার ও বিধানগুলির
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
শুভাশুভ বিহিত বিন্যাসে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
আপামর সাধারণের
সত্তাপোষণী, সম্বর্দ্ধনী ও সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে,
সুবিবেচী বিনায়নায়
সবাই এক সিদ্ধান্তে
কেমনতরভাবে কতটা
উপনীত হ'য়ে উঠতে পারেন—

অশুভ যা'-কিছুকে
সুনিশ্চিতভাবে নিরোধ ক'রে,
শুভ যা'-কিছুর বর্দ্ধনাকে
বৈধী-ক্রমানুপাতিক
বিহিতভাবে নির্ণয় ক'রে,
বিগত বা ভূতের পটভূমিতে
বর্ত্তমানের সম্যক্ বিধায়নায়
ভবিষ্যৎকে প্রাঞ্জল স্বর্ণপ্রসূ ক'রে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সবার ধৃতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে—
বৈধী কৃতি-অনুক্রমণায় ;
এতে যাঁরা যেমন অভ্যস্ত,—
দূরদৃষ্টি-সমন্বিত মন্ত্রিত্বের প্রতিভা
তাঁদের তেমনি সম্যক্ ও সুদীপ্ত,
আর, যেখানেই এর ব্যতিক্রম—
মস্তিষ্কের বোধ-বিচক্ষণতার অভাবও তেমনি। ২০৩।

মানুষের প্রথম এবং প্রধান সম্পদ্‌ই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে আপ্রাণতা
ও তদর্থপরায়ণতা,
এই ইষ্টার্থ-পরায়ণতাকে কেন্দ্র ক'রেই
মানুষের বিক্ষিপ্ত বোধিগুলি
সুসংহত হ'য়ে ওঠে,
মন্ত্রণা-ব্যাপারেও তা'ই,
মন্ত্রণা-ব্যাপার কেন,
সব ব্যাপারেই তা'ই ;
কোন বিষয় বা ব্যাপারের সম্যক্-আলোচনায়
সুসিদ্ধান্তে আসতে হ'লে পরেই
বিশিষ্ট বহুদর্শী বান্ধবদিগের সহিত আলোচনা ক'রে
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয়,
এ পারিবারিক জীবনেও যেমন
সমাজ ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও তা'ই,
এই আলোচনা ক'রতে গেলে চাই
ঐ ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ বহুদর্শী বান্ধব—

যাঁরা বহুদর্শী সুসঙ্গত বাস্তব বোধ ও বিজ্ঞতা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
সুপুষ্ট ক'রে তুলেছেন,
আবার, এই ব্যক্তিগুলি
তোমার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী
বান্ধব-ভাবাপন্ন হওয়া চাই,
আর, এই বান্ধবভাবাপন্ন হ'য়েও
তোমার অযথা সমর্থন-প্রয়াসী না হ'য়ে
স্বাধীনভাবে সব অবস্থাকে বিচার ক'রে
সমীচীন সিদ্ধান্তের অবতারণা
ক'রতে পারেন বা করেন—
এমনতর হওয়া চাই ;
এই আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের শুভ ও অশুভ
সব দিকই বিবেচনা ক'রতে হবে,
ঐ শুভকে কার্য্যকরী ক'রতে গিয়ে
আর কী কী অশুভের আমদানি হ'তে পারে
তা'ও চিন্তায় আনতে হবে,
আবার, তা'র প্রতিকার কী
তাৎকালিকভাবে বা স্থায়িভাবে—
তা'ও হিসাব ক'রতে হবে,
সেই প্রতিকারী উপায়গুলির
আমদানি করা কেমন ক'রে সম্ভব—
তা'ও বিবেচনা ক'রতে হবে ;
সম্ভব যদি হয়,
ঐ শুভকে কার্য্যকরী ক'রতে গিয়ে
যা' যা' তা'কে ব্যাহত ক'রতে পারে
তা'র নিরসনের জন্য
সর্ব্বতোমুখী তৎপরতা নিয়ে
প্রস্তুত থাকতে হবে বাস্তবভাবে ;
এই এমনতর সুসঙ্গত সাবধানী পদক্ষেপে
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে
তুমি যা' ক'রবে—
বীর্য্যবত্তার সহিত তা'তে লেগে যাও—

একটা সুব্যবস্থ ও সুসঙ্গত সলীল তৎপরতায় ;
কৃতি-অনুচর্য্যায়
সুপর্য্যবেক্ষণে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভ-নিষ্পন্নতায় অধিরূঢ় হও,
এমনি ক'রেই কৃতী হ'য়ে ওঠ,
কোথাও একটু যেন ফাঁক না থাকে,
যে-ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ শুভ-অর্জ্জনী চলন
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত
বা ব্যাহত হ'য়ে উঠতে পারে,
শ্রেয়ার্থপরায়ণ জন বা গণ-মঙ্গলকে
ইষ্টার্থে অর্ঘ্য দিয়ে
ঐ সত্য, শিব ও সুন্দরে
নিজেকে অভিদীপ্ত ক'রে তোল ;
এই বিশ্লেষণী আলোচনার ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর সুরাহায় সমাসীন হ'য়ে
যত সময় একমত না হ'চ্ছ,—
তত সময় বুঝে নিও
তোমাদের মধ্যে খাঁকতি আছে—
তা' উদ্দেশ্যেই হো'ক
বা অধিগতিতেই হো'ক,
আবার, এই ক্রিয়মাণ পরামর্শ-মন্ত্রী
যেন বহুল না হ'য়ে ওঠে,
পাঁচ হ'তে দশের বেশী হ'লে বুঝবে—
তোমার মন্ত্রণা ও সিদ্ধান্ত
গৌণের গহীন গহ্বরে নিস্তব্ধ হ'য়ে যাবে,
আবার, ঐ মন্ত্রী-বান্ধবদের মধ্যে
সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে
যা'রা মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখতে পারে—
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়,
কারণ, মন্ত্রণা যা'ই কর না কেন,
তা' যদি কোন প্রবৃত্তির ফ্যাসাদে ফে'সে
গণের ভিতর বিক্ষিপ্ত হ'য়ে চলে,—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের দায়ে

তোমাকে হাবুডুবু খেতেই হবে ;
তাই, মন্ত্রী ও মন্ত্রণার্থী উভয়েরই
সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়াই হ'চ্ছে
মুখ্য সদ্‌গুণ,
কারণ, ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'লে
মস্তিষ্কের বোধিপ্রণালী
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে বিধায়
তা'দের বুদ্ধিও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। ২০৪ ।

শাসন-সংস্রবের অধীনে
কর্ম্মী সংগ্রহ ক'রতে হ'লেও
প্রত্যেক কর্ম্মীর আবেদন-পত্রের সহিত
তা'র নিজের অন্ততঃ সাত পুরুষের
পিতৃকুল ও মাতৃকুল এবং তাঁ'দের কর্ম্মপরিচয়-সহ
আবেদনপত্র দাখিল করা
সমীচীন মনে হয়,
আর, বিবেচিত হ'লে
উত্তমকেই নির্ব্বাচিত বা মনোনীত করা উচিত—
জ্ঞান, যোগ্যতা ও উপযোগিতা-মাফিক ;
নির্ব্বাচিত বা মনোনীত যা'রা
গুপ্ত অনুসন্ধানে
উপযুক্ততা স্থিরীকৃত হ'লে
তা'দের স্থায়িভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে,
এমনতর সংগ্রহে প্রায়শঃই
সুষ্ঠু কর্ম্মী-সংগ্রহের সম্ভাব্যতাই বেশী,
আর, সুষ্ঠু কর্ম্মীদের সৌষ্ঠব-চলন
দেশকেও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে। ২০৫ ।

রাজকর্ম্মচারী মনোনয়ন ক'রতে হ'লে
দেখতে হবে—
তা'রা সৎকুলসম্ভূত কিনা,
ইষ্টার্থী শ্রেয়-কেন্দ্রিক কিনা,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যপালী কিনা,
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে সশ্রদ্ধ সেবা, বদান্যতা

দাক্ষিণ্য-প্রবণ কিনা,
তীক্ষ্ণধী, কূটকৌশলী ও সুব্যবস্থিত
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিনা,
চকিত সন্ধিৎসাপ্রবণ কিনা,
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্র
বোধিনিপুণ ও লোকরঞ্জনী কিনা,
বিজ্ঞ, দক্ষ, সহানুভূতিসম্পন্ন গণস্বার্থী হ'য়েও
উচ্চতর যা'রা
তা'দের প্রতি সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায়
শাসন-সংস্থার রাষ্ট্রপালী নিদেশে
গণনিয়ন্ত্রণ-কুশল কিনা,
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রলোভনে
অবিচলিত থাকে কিনা,
যে-অবস্থারই সম্মুখে আসুক না কেন—
ক্ষিপ্র প্রণিধান, দক্ষ উপস্থিত-বুদ্ধি,
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতির সমন্বয়ে
তা' সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্তি-স্থাপনে ত্বরিত-তৎপর কিনা,
অনলস ও তড়িৎকর্ম্মা কিনা,
সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
শাসন-সংস্থার উপচয়ী-বুদ্ধিসম্পন্ন কিনা—
লোকপীড়ক না-হ'য়েও,
ব্যয়কে
শাসন-সংস্থার উপচয়ী ক'রে ব্যবহার করে কিনা ;
প্রয়োজন-মাফিক অল্পবিস্তর
যেমনই হো'ক না কেন,
এই গুণগুলিই হ'চ্ছে সাধারণ মোক্তা চরিত্র,
এইগুলিকে সম্যক্ দেখে
পরখ ক'রে
রাজকর্ম্মচারী যদি নিয়োজিত হয়—
তা' সর্ব্বতোমুখীন শুভপ্রসূ ও গণহিতী হ'য়ে উঠবে ;
ব্যত্যয়
বিপর্য্যয়কেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ২০৬ ।

চর, চমূ-অধ্যক্ষ, শান্তিরক্ষক
ও প্রজা-পালনে দায়িত্বশীল যা'রা—
সহজাত বুদ্ধি ও বংশ-তাৎপর্য্য দেখে
তা'দিগকে বহাল কর,
আর, মানুষ যে-যে প্রলোভনে
স্বভাবতঃই প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,
বিশ্বস্ততাকে জলাঞ্জলি দেয়,—
তা'দের অনবধানতায়
তেমনতর ব্যাপারে ফেলে
তা'দের চরিত্র-নির্দ্ধারণের পর
যে যেমন উপযুক্ত
তা'কে তেমন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ কর ;
অন্ততঃ পাঁচ হ'তে পনের বৎসরের ভিতর
বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকমে
এমনতর যাচাই ক'রে
বিশ্বস্ততায় যতখানি সন্তুষ্ট হ'তে পার,
তেমনতরভাবে উত্তীর্ণ যা'রা
তা'দিগকে তেমন উত্তম পদবীতে
স্থায়ী ক'রে তোল ;
আর, এ যাচাই যেন
অল্পাবিস্তর
মাঝে-মাঝে প্রয়োগ ক'রতে ভুলে যেও না,
ব্যক্তিত্ব-পরিমাপনী এমনতর যাচাই-ক্রিয়া হ'তে
যা'কে যেমনতর দেখতে পাও—
বাস্তব ব্যাপারে,
ধ'রে নিও—
বিশ্বস্তিতে সে তেমনতর,
এতে ঠ'কবে কমই। ২০৭ ।

যেখানে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ
অধস্তনদিগের প্রস্তাবগুলিকে
আগ্রহ-আকূতি নিয়ে
সমীচীন বিবেচনায়

তা'র মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম ক'রে
গ্রহণ করেন না,
বরং ঐ প্রস্তাবে খুশী না হ'য়ে
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে'
কূটদৃষ্টিতে
দণ্ডের ব্যবস্থাই ক'রে থাকেন,
বা অসঙ্গত যা'
তা' ত্যাগ ক'রতে নারাজ হন,
বা 'বালকোচিত ভাষণ যদি বিজ্ঞোচিত হয়,
তা'ও গ্রহণীয়, ত্যাজ্য নয়কো কিছুতেই'—
এই নীতিকে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে
বৈধী উপচয়ী নীতি ও বিধিগুলিকে
শ্রেয়চর্য্যী বিন্যাসে সঞ্চারিত করেন না,
বা অধস্তনদিগের বাস্তব দর্শনগুলিকে
সম্যক্ পরীক্ষায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে নিয়মন করেন না—
ব্যভিচারী, স্বার্থপর প্রবৃত্তির
প্রতারণাশীল প্ররোচনায়,
সেই শাসন বা নিয়মন
তৃপ্তিকর বা সংহত না হ'য়ে
ভূতুড়ে বেতাল বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলোপ ক'রবে—
তা'তে সন্দেহ ক'রবার অবসর কোথায়? ২০৮ ।

দৌত্য করার উপযুক্ত পাত্র তিনিই—
যিনি সৎসন্দীপী,
উভয়েরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
সুযুক্তিসন্দীপী অনুধায়না যাঁ'র আছে,
প্রত্যেকের মঙ্গল-অমঙ্গলকে বিনায়িত ক'রে
বোধদীপনায় আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে পারেন,
কী ক'রলে শুভ হয়,
কী ক'রলে অশুভ হয়,
কী ক'রলে শুভ'র অন্তরীক্ষে
অশুভ স্বতঃই গজিয়ে ওঠে,
কী অশুভের অনুদীপনায়

শুভ-সন্দীপনা সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
এমনতর বোধিবিবেচনা,
ব্যক্তিত্বের বিকাশ
যাঁ'র অন্তঃস্থ বিবেক-সন্দীপনায়
শিষ্ট ও সুগম হ'য়ে
প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে,
ন্যায্য ও শুভ-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
যাঁ'র বিবেক বিনায়িত,
দূরদৃষ্টির দিব্য চক্ষু
ন্যায্য সন্দীপনায়
সার্থক হ'য়ে যেখানে উঠেছে,
যিনি ধীমান্,
শ্রীমান্,
মহান্,
দৃঢ়চেতা,
দান্ত অর্থাৎ সংযমনশীল,
স্মিত বাক্‌পটু,
ধৃতি-আচারদক্ষ,
শুভ-পরিচর্য্যাই যাঁ'র জীবনের সমীচীন লক্ষ্য,
অসৎনিরোধী তৎপরতা
যাঁ'র ধৃতিতে
ধীয়মান তাৎপর্য্যে
বাস্তব বিচক্ষণ চতুর ধুরন্ধর তৎপরতায়
সমীচীন হ'য়ে আছে,
ধৈর্য্যশীল মন্ত্রগুপ্তিপরায়ণ যিনি,
নিষ্ঠানিটোল আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যাঁ'র জীবনের সহজ ধারা,
নিষ্ঠা যেখানে সুদীপ্ত,
অসৎ যেখানে অচল,
অসৎ-এর তাৎপর্য্য
যাঁ'র নখদর্পণে উদ্ভাসিত,
সৎ যেখানে
সক্রিয় সাত্বত সম্বর্দ্ধনশীল,
স্বার্থ যাঁ'র

অন্যের স্বার্থকে
শুভপ্রসু শিষ্ট অনন্য ক'রে
পরিচর্য্যাবিভোর তৎপরতায়
উদ্দীপ্ত ক'রে রাখে,
প্রীতিকুশল তাৎপর্য্যের সাথে
সমীচীন ব্যবহার
সুদক্ষ অনুচলন
সুসন্দীপ্ত আপ্রাণতাবিভোর অনুকম্পায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে
চলৎশীল যেখানে,
যিনি জীবনীয় তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ,
মোক্তা কথায়—
তিনিই তো দৌত্যকর্ম্মের দিব্য মূর্ত্তি ;
নয়তো, ঐ দৌত্যদীপনা
অসাধু সন্দীপনাকে আবাহন ক'রে
মরণ-বিপ্লবে
মানুষকে আহুতিই দিয়ে থাকে ;
শুভার্থে যিনি গমন করেন—
তাপ সৃষ্টি না ক'রে
পরিতপ্ত না হ'য়ে
শ্রেয়সন্দীপনী তৎপরতায়—
তিনিই তো দূত। ২০৯ ।

যে-নীতিই হো'ক
যা'ই কিছু হো'ক,—
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে
সত্তাসূত্র-সঙ্গত হ'য়ে
অর্থাৎ সত্তা-পরিপোষণী হ'য়ে
সার্থক সম্বর্দ্ধনী যা'
—তাই-ই সৎনীতি ;
অবশ্য তা' দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী যত হয়
ততই ভাল ;
প্রয়োজনমত যদি কোন নীতির
প্রণয়নই ক'রতে হয়

তবে ঠিকমত তলিয়ে
মরকোচ দেখে—বুঝে
সার্থক সমন্বয়ী সংযোজনায়
সংশ্লেষী সঙ্গতির ব্যুৎপত্তি নিয়ে
বিহিত যা' তাই-ই ক'রতে হবে,
দেখো, তোমার নীতি যেন
দুর্নীতির স্রষ্টা হ'য়ে না ওঠে—
দুর্ব্বুদ্ধির হাতে কৌটিক বাঁকে প'ড়ে
তা' যেন বিকৃত না হয়। ২১০।

তুমি যদি রাষ্ট্রনায়ক হও,
সবৈশিষ্ট্য ব্যষ্টিসহ
রাষ্ট্রের প্রয়োজন-আপূরণে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি
সমূহভাবে প্রস্তুত না হ'চ্ছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'দের প্রয়োজনীয় যা'-কিছু সরঞ্জাম
দুনিয়ার যে-কোন রাষ্ট্র হ'তে আমদানি ক'রতে
এতটুকুও ভুলে যেও না—
ঐ ব্যষ্টিগত প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে,
সমষ্টিকে নিয়ে ;
ঔদাসীন্য বা অন্যতৎপরতা-নিবন্ধন
ঐ সরঞ্জাম-আমদানি হ'তে
তোমার দক্ষকুশল কর্ম্মঠ বিচক্ষণ দৃষ্টি
যেন কিছুতেই বিচলিত না হয় ;
বিহিত কোন কিছুর অভাবে
কেউ যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় বা জীবন হারায়—
সে পাপের ভাগী কিন্তু তুমি,
কারণ, ঐ গণ-অনুরোধেই
তুমি তা'দের নায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছ—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন,
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি—
তা'দের সশ্রদ্ধ বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ;
অন্যের কাছ থেকে যেমন নেবে—

আবার তোমার যা' আছে
সম্ভব হ'লে
তা'ও অন্য রাষ্ট্রকে দিতে
কসুর ক'রো না। ২১১।

তোমার শ্রেয়সম্বুদ্ধ, গণস্বার্থী উদ্দেশ্যকে
সুসঙ্গত অন্বয়ে সার্থক সমাবিষ্ট ক'রে
সমঞ্জস সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
একটা আন্তর্জ্জাতিক শ্রেয়-পরিবেষণী তাৎপর্য্যে,
যা'র ফলে
তোমার ঐ সিদ্ধান্ত-প্রণোদনা
যেন ঐ আন্তর্জ্জাতিক পরিবেশকে
তোমাতে সক্রিয় সমর্থনে
দৃঢ়-সম্বদ্ধ ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি,
এক-কথায়, ধর্ম্ম-দাঁড়ার অনুবর্ত্তনে
সুদৃঢ় থেকে
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমাতে সংহত ক'রে তোল—
তোমার আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও বাহ্যিক গঠনকে
নিয়ন্ত্রিত ও সংহত ক'রে তুলে
ঋদ্ধি ও সম্পদের তনুপ্রসরশীলতায় ;
রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব-লাভে এই হ'চ্ছে
বাস্তব কুশল-কৌশলী দক্ষ কূট-তাৎপর্য্য,—
যে-দক্ষতায়
প্রতিটি ব্যষ্টি সংহত সংক্রমণে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে। ২১২।

শ্রেয়-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণ-তৎপর
লোকপ্রীতি-প্রবণ
দক্ষ কূটকৌশলী দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন
উপচয়ী সার্থক বিবেচনা-প্রবণ
যদি না হ'তে পার,
তোমার রাষ্ট্র-নিয়ামক

বা রাজপুরুষের ভূমিকায় বিচরণ করা
একটা দিকদারি মাত্র ;
তুমি যতই সাধুপ্রকৃতি হও না কেন,
তোমার ঐ ভূমিকার ভৌম-আচরণ
লোকবর্দ্ধনী
ও তা'দের সংরক্ষণী, সম্পূরণী, সম্পোষণী
বিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সম্যক্ প্রস্তুতি-সহ
তা'দিগকে স্বস্থ, সুপ্রসন্ন
ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে কমই—
ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
সুবিনায়িত ক'রে
বিহিত রক্ষণাবেক্ষণে ;
যেখানে ভবিষ্যতে দেশের উপর
আঘাত প্রত্যাশা কর,
উপস্থিত, আঘাতের সম্যক্ কারণ না থাকলেও
দূরদর্শিতার অন্বিত সুবীক্ষণী অনুজ্ঞায়
তা'কে ব্যাহত বা আয়ত্ত করা
সম্ভব হ'য়ে উঠবে না তোমার পক্ষে ;
বেকুব নৈতিকতা
বা অলস নৈতিকতা
লোক-চক্ষে ভাল-মানুষেমি দেখাবার
লুব্ধ প্ররোচনা হ'তে
তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রবে কমই,
ফলে, নিজেকে
লোক-স্বার্থে বিনায়িত ক'রে
তা'দের সার্থকতার সন্দীপনী আশীর্ব্বাদ হ'য়ে
দেশকে বৈরিশূন্য ক'রতে পারাই
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে ;
তোমাতে রাষ্ট্র-নিয়ামক বা রাজপুরুষ-হওয়ার
যোগ্যতা যদি থাকে—
তবে দাঁড়াও,
পরিচালন কর ;

আর, সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সমীচীন বিবেচনায়
যদি বোঝ তা' তোমার নাই,
তবে যা'র আছে, তা'কে সাহায্য কর,
তা'তে বরং মহিমান্বিত হ'য়ে উঠবে,
তোমার শুভ-ইচ্ছা
পীড়ন সৃষ্টি ক'রবে না মানুষের। ২১৩।

তুমি পুরোধ্যাসীই হও,
রাষ্ট্রনায়কই হও,
রাষ্ট্রপালই হও,
বা রাষ্ট্রনাগরিকই হও,
রাষ্ট্রসত্তাসম্পদ্‌কে
এতটুকুও ব্যাহত হ'তে দিও না—
তা' ধর্ম্মেই হো'ক,
কৃষ্টিতেই হো'ক,
কৃষি-শিল্প সম্পদেই হো'ক,
অর্থনীতির দিক-দিয়েই হো'ক
বা রাজ্যের দিক-দিয়েই হো'ক,
যদি ঐ ব্যাহতি বা ব্যতিক্রমকে
একবার প্রশ্রয় দাও—
তোমাকে সঙ্কুচিত হ'তেই হবে,
সত্তা-সম্পদ্‌-সম্প্রসারণ
দুরূহ হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,
গণ-সমূহ অশেষ নির্য্যাতনে
নির্য্যাতিত হ'তে বাধ্য হবে,
মনে রেখো,
ঐ রাষ্ট্র-সত্তাসম্পদ্‌ই তোমার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র,
আবার, এই সত্তাসম্পদ্‌কে
পোষণ-প্রবৃদ্ধ না ক'রে
ব্যাহত করে যা'—
তা'ই কিন্তু মিথ্যা, অসদাচার ;
যতই লোকপূজ্য বা দেশপূজ্য হও না কেন—

ওর ব্যাহতি ও ব্যতিক্রম
তোমার প্রতিষ্ঠাকে
সংকোচশীল ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
আর, এর বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রলে
শোষক স্বার্থানুকম্পী বান্ধব ছাড়া
আর কা'কেও পাবে না তুমি
তোমাকে সাহায্য ক'রতে,
নির্য্যাতিত গণব্যষ্টি
দুর্ব্বল ও আত্মসংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে
তোমাকে সম্বৃদ্ধ
ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে কিনা
সন্দেহের কথা ;
তোমার এই গর্ব্বোপসাপূর্ণ বুদ্ধি
বাহ্যতঃ যতই দয়াশীল অভিব্যক্তি নিয়ে
দণ্ডায়মান হো'ক না কেন,
সে গণপীড়ক হবেই কি হবে,
মর্য্যাদা
মসীঘন তমসায়
আত্মগোপন ক'রতে বাধ্য হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি,
তোমার প্রস্তুতিকে
এমনতর প্রকৃষ্ট ক'রে রাখ—
ঐ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
তীক্ষ্ম বোধি-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে,—
যা'র ফলে
তোমাকে একটুকুও হ'টতে না হয়,
আর, গণজীবনও কিছুতেই
হতায়ু হ'য়ে না ওঠে। ২১৪ ।

তুমি নিজে ইষ্টীপূত হ'য়ে চল,
আর, ধৃতিমূর্ত্তনায় ঐ ইষ্ট সব সময়
তোমার সামীপ্যেই আছেন—
এমনতর ধৃতিচিত্ত থাকতে যত্নশীল হও—

তদনুগ সম্বর্দ্ধনী অনুশাসন-দীপ্ত হ'য়ে,
ইষ্টীপূত গণমঙ্গলই
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ অনুশাসন-ব্যবস্থাকে
তেমনি তৎপরতায়
লোক-হৃদয়ে অনুপ্রেরিত ক'রে তোল,
যখন যেমন প্রয়োজন
সেই অনুশাসনী শুভ-নিয়ন্ত্রণায়
তাঁদিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল—
উচ্ছল অনুকম্পিতায়,
তোমাকে যেন তা'রা
তা'দের মূর্ত্ত কল্যাণ ব'লে মনে ক'রতে পারে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
বিস্তারশীল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তা'দের শুভ-সমর্থন সংগ্রহ কর,
যেখানে যা' করণীয় ব'লে
তোমার ধারণায় উপস্থিত হয়,
সার্থক সঙ্গতিতে
শুভ-সন্দীপী ক'রে
তা'দের আন্তরিক অনুদীপনা লাভে
সু-সংগ্রহান্বিত সার্থকতায় দাঁড়িয়ে
তাঁদিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,—
যা'তে ঐ নীতি, বিধি বা অনুশাসনের
অনুসৃতি ও অনুচলনে
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে তা'রা,
আর, তা' ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠে সবারই—
অন্তঃস্থ অনুশ্রয়ী আবেগ-আনতিতে
পরিভৃত হ'য়ে,
এই অনুচলনে যতই সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার রাজনীতিও
অনুশাসন-উন্মাদনায় বিধৃত হ'য়ে
সুমূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে ততই—
শুভ-সন্দীপী সামধৃতির হোম-অর্ঘ্যে,

আর, তোমার প্রচার এমনি ক'রে
সুসমীক্ষু দক্ষতায়
যোগ্যতার কৃতী সম্ভাষণে
লোক-অন্তরে
অভিভাবিত হ'য়ে উঠবে—
পরম সার্থকতায়। ২১৫ ।

তুমি লাখ সাম্রাজ্যের অধিকারী হও না কেন,
প্রভূত প্রভুত্ব লাভ কর না কেন,
সপরিবেশ তুমি যদি
আদর্শনিষ্ঠ কৃতিচলনে
পারস্পরিক স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে না চল—
সক্রিয় সার্থকতায়,—
যা'তে তোমার চরিত্র
ঐ সাত্বত-অনুকম্পী কৃতিচলন-মুখর হ'য়ে
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে যথোচিত ব্যবস্থ ক'রে
দুষ্কৃতি যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেককে
অমনতর চরিত্রের আবহাওয়ায়
উৎফুল্ল ক'রে তোলে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ইচ্ছা-প্রণোদনায়
নিজেকে শক্তিশালী কৃতিমুখর ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
সমীচীন সন্ধিৎসু কৃষ্টিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে
সব দিক্-দিয়ে
সাত্বত সার্থকতায়,—
ঠিক জেনো—
তোমার দেশ ছন্নছাড়া তো হবেই,
বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ বিক্ষোভে,
প্রত্যেকে পরভক্ষ্য হ'তে
বাধ্য তো হবেই—
স্বার্থান্ধ অসৎ-উদ্দীপনায়
পরার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে,

তোমার নিজের, দেশ ও দশজনের
সাত্বত অর্থকে বিক্ষুব্ধ ক'রে ;
—তা' ছাড়া, তুমি তোমার দেশের যা'-কিছুর সহিত
স্বাধীন হওয়া তো দূরের কথা,
অধীনতার নরক-নিগড়ে
নিজেকে শৃঙ্খলিত ক'রে
জাহান্নমের দিকে চ'লতে বাধ্য হবে—
বর্দ্ধনার ব্রতীকে
সব দিক-দিয়ে বিব্রত ক'রতে ক'রতে ;
স্বাধীনতা মানেই হ'চ্ছে—
পারস্পরিক অধীনতার ভিতর-দিয়ে
সপরিবেশ নিজের ব্যক্তিত্বকে
উদ্ভাসিত ক'রে তোলা—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
সাত্বত-সমীক্ষু সম্বেদনার কৃতিচলনে ;
তাই বলি—
যে-বিধি বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ করে,
জন্মকে ব্যত্যয়ী ক'রে তোলে,
জীবনকে নিথর ক'রে তোলে,
স্বাস্থ্যকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
অস্তিত্বকে
অসৎ-এ সমাহিত ক'রে তোলে,—
তা'কে আপ্রাণ নিরোধ কর,
ব্যাহত কর,
কল্যাণস্রোতা কৃতিচলনে আত্মনিয়োগ ক'রে
উন্নতিতে অবাধ হও,
বর্দ্ধনবিভোরা নন্দনার
নন্দিত কম্পনে
সব-কিছুকে উচ্ছল ক'রে চল—
অমৃতের পথে ;
আর, হও—
প্রকৃষ্ট হওয়ায়,
সঙ্গতিশীল মঙ্গল-অনুচলনে
কৃতিবিভোর উদাম নিয়ে,

আর, প্রভুত্ব আসুক—
ঐ প্রাপ্তির নৈবেদ্য-হস্তে। ২১৬।

তোমার শাসন-যান্ত্রিক বিন্যাস
কোথাও যদি ত্রুটি, বিচ্যুতি
বা বিকার লাভ ক'রে থাকে,
হঠাৎ ইষ্টানুগ পরিচালনায়
পরিচালিত না হ'য়ে থাকে,
আর, তা' লোক-আপদ্-সঙ্কুল হ'য়ে
তা'দের স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতার
বিঘ্ন সম্পাদন ক'রে চলে,—
তা' জানামাত্র
তন্মুহূর্ত্তেই তুমি
স্বহস্তে সে-সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা ক'রো—
যা'র ফলে, ঐ আপদ্-সংঘাত হ'তে
মানুষ একটুও আপদ্-ক্লিষ্ট না হ'য়ে ওঠে,
যথাবিহিত অনুচলনী সুব্যবস্থ ক'রে
ঐ যান্ত্রিক ক্রমযোজনার
রদ-বদল যেখানে যা' করা উচিত
তা' তন্মুহূর্ত্তেই ক'রো,
নয়তো, ঐ বিকৃত চলন
হয়তো এমন বিকার সৃষ্টি ক'রতে পারে—
যা' দুর্নিবার বিক্ষোভে
বিচ্ছুরণ-তৎপর হ'য়ে
গণস্বস্তিকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;
তাই, তুমি
সুসমীক্ষাপূর্ণ সুষ্ঠু সন্ধিৎসায়
ঐ যান্ত্রিক বিনয়নের প্রতি
বিশেষ নজর রেখেই চ'লো,
যা'তে গণ-নিয়মন
স্বস্তি-অভিবাদনে
স্বচ্ছন্দ অভিগমনে
সংরাগ-সংবদ্ধ হ'য়ে চ'লতে পারে—
অসৎনিরোধী পরাক্রম নিয়ে,

ঐ যান্ত্রিক ব্যবস্থিতির মমতায়
গণ-বিক্ষুব্ধিকে আমন্ত্রণ ক'রো না,
কারণ, ইষ্টানুগ গণচর্য্যাই
তোমার পক্ষে মুখ্য ;
যন্ত্র
যে-কোন তন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সুষ্ঠু সম্পাদনী নিয়মানুক্রমে
নিয়মিত হ'তে পারে ;
মনে রেখো—
আগে গণ,
আর, ঐ গণের জন্যই শাসন-যন্ত্র ;
তোমার ইষ্টার্থ-অনুদীপনাকে
ঈশ্বর জয়যুক্ত করুন। ২১৭ ।

সার্থক সুকেন্দ্রিক তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
অনুসেবনী আগ্রহে
নিজের বোধ ও চলনগুলিকে সুবিনায়িত ক'রে
হৃদ্য অনুবেদনায়
সাত্ত্বিক সন্দীপনাকে
সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে
যে-ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে,
হৃদ্য প্রীতি-অনুবেদনায়,
সব্যষ্টি সমষ্টির
উৎসারণী প্রেরণদীপনায়,—
তা'ই হ'চ্ছে
আত্মিক বল,
হৃদয়ের শক্তি ;
আর, এই শক্তি যখন পরিস্থিতিকে
অনুশীলন-তৎপর উদ্দাম সুকেন্দ্রিক ক'রে
উচ্ছল ক'রে তোলে—
পারস্পরিক প্রীতিনিবন্ধনে,
তা' যখন রাজশক্তিতে অধিরূঢ় হয়,
তখন তা' মাঙ্গলিক হোমদীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে

লোকহিতী তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
আর, যেখানে কোন শক্তি
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী অনুশীলনবিহীন
লুব্ধ প্রত্যাশায়
সার্থক সম্বর্দ্ধনার সঙ্গতিশীল চলনহারা
ধাপ্পা ও ভাঁওতাবাজির অনুক্রিয় তৎপরতায়
রাজতন্ত্রের অধিকারী হ'য়ে ওঠে—
সেখানে কিন্তু শাসন-প্রেরণাই
রাজতন্ত্রে অধিরূঢ় হ'য়ে
লোকবর্দ্ধনাকে বিড়ম্বিত ও নিপীড়িত ক'রে
অন্ধতমতেই পরিচালিত ক'রে থাকে,
কারণ, প্রভুশক্তি যেখানে
বিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
সেখানে তৎশাসন ও পরিচালনাধীন যা'রা
তা'রা নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও
কালের কুটিল ব্যাদানে
আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হয়। ২১৮ ।

শাসক হ'তে হ'লেই
আগে তোমাকে তোষক হ'তে হবে
সেবক হ'তে হবে—
প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে ;
ঐ তোষণ ও সেবা যেন
এমনতর সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী অনুকম্পী হয়—
বাস্তব চর্য্যাকুশলতায়,
যা'তে তোমার নামে
প্রত্যেকের হৃদয় ভরপুর হ'য়ে ওঠে,
তোমাকে দরদী সাত্বত বান্ধব ব'লে
অনুভব ক'রতে পারে ;
সেবা-সৌকর্য্যকে
এমনতর ধাতস্থ ক'রে নিও,—
যা'তে তোমার নীতি, বিধি বা দণ্ড
মানুষের কাছে একটা তৃপ্তিপ্রদ

উপঢৌকনের মত হ'য়ে ওঠে,
দণ্ডও যেন তা'রা অবনত মস্তকে
তোমার দেওয়া আশীর্ব্বাদের মতন বোধ করে—
হৃদয়ভোলা অভিব্যক্তি নিয়ে ;

অন্যায় ক'রেও
তোমার কাছে না ব'ললে
যেন তা'দের একটা অতৃপ্তি লেগেই থাকে,
অন্তরের কাছে রেহাইও না মেলে,
আবার, ঐ দ্বন্দ্বও যেন
স্বস্তিপন্থী হ'য়ে ওঠে ;

তোমার আন্তরিক কল্যাণদীপী আচার্য্য-নিষ্ঠা,
শুভ-সন্দীপনী সন্ধিৎসা,
ভরসাপূর্ণ ভৃতিপোষণা,
অভয়-হস্ত-প্রসারী প্রীতিচর্য্যা,
বিধি-বিজৃম্ভী চলন-সৌকর্য্য
চরিত্র-রঙিল হ'য়ে
যদি এমনতরই হ'য়ে ওঠে,

দেখবে—
ক্রমশঃই তোমার পরিবেশ
কেমনতর দৃপ্ত হৃদয়ে
ওজঃপূর্ণ পরাক্রম নিয়ে
নিষ্ঠার উজ্জয়িনী কল্যাণকৃষ্টিদীপনায়
অদম্য উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
যা'তে এই মর্ত্ত্যই মনে হবে
তা'দের কাছে স্বর্গ—
শুভনন্দনার প্রায়শ্চিত্তে অবগাহন ক'রে ;

তাই, শাসক নিয়োগ-কালে দেখতে হবে—
তা'রা দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম-সমন্বিত কিনা !
অর্থাৎ সুসংস্কৃত বৈধী-পরিণয়-প্রসূত
শুভ-সংস্কার-সম্পন্ন কিনা !
এবং সাত্বত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি
তা'রা স্বতঃই সশ্রদ্ধ কিনা !

কারণ, অমনতর যা'রা—
তা'দের প্রভাবই
বাস্তবে লোককল্যাণকর হ'য়ে থাকে। ২১৯ ।

শাসক হ'তে যাচ্ছ—
খুবই ভাল কথা,
কিন্তু হিসেব ক'রে কি দেখেছ—
তুমি নিজে কেমনতর কতখানি বিশাসিত?
তুমি কি জান
ধর্ম্ম কা'কে বলে?
প্রতিটি ব্যষ্টি হিসাবে
ঐ ধর্ম্ম বা ধৃতি কেমনতর হ'য়ে থাকে?
ধর্ম্ম জীবনের উপর
কী প্রভাব বিস্তার করে—
বাঁচায়-বাড়ায়
প্রতিটি ব্যষ্টি-সংশ্রয়ে?
ধর্ম্ম কী বিশেষত্ব নিয়ে
কোন্ বস্তুতে কেমনতর হ'য়ে চ'লছে—
তা' কি বুঝেছ?
আর, ধর্ম্মকে যদি উড়িয়ে দাও—
অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মকে যদি উড়িয়ে দাও—
এক-কথায়, ঐ সত্তাকে যদি
উড়িয়ে দাও—
তবে ধর্ম্মের কী হয়?
আর, প্রতিটি সত্তায়
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারলে কী হয়—
তা' কি জান?
অবশ্যই জেনে থাকবে,
কারণ, তা' জানাই উচিত
সব দিক্-দিয়ে
সব সময়ে;
আবার, প্রাচীনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে
তুমি নবীনকে দেখতে জান কিনা?

সাত্বত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে
তোমার কতখানি অনুরাগ?
লোক-সম্বর্দ্ধনায় তা'র প্রয়োজন কতখানি—
সত্তার ধৃতিকে সুসম্বর্দ্ধনায় বিনায়িত ক'রতে,
তা' কি তুমি জান?
তুমি কি তোমার কুলমর্য্যাদা পছন্দ কর?
আত্মপ্রসাদ অনুভব কর?
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিক্ষিপ্ত না বিনায়িত?—
আদর্শনিষ্ঠ না আদর্শহীন?
তোমার মন দুষ্ট একগুঁয়ে নয় তো?
সৎ বা শুভের স্তাবক কিনা তুমি—
না—উদ্ধত মদগর্ব্বী?
বিধির বৈশিষ্ট্যমাফিক বিনিয়োগে
প্রবৃত্তি আছে কিনা তোমার!
আর, তা'র ঔচিত্যও বুঝতে পার কিনা!
তুমি কি ভীরু?—
তা' কোথায় কতখানি কেমনতর?
ঊর্জ্জীতেজা হ'য়ে
ধর্ম্মভীরু হওয়া বরং ভালই,
কিন্তু স্বার্থভীরু হওয়া ভাল না,
কারণ, নিজের লাভ-লোভের ব্যাঘাত হ'লেই
তা'দের ভয়ের সঞ্চার হয়
এবং তা'রা ঐ লোভে
যেখানে-সেখানে মুসড়ে যেতে পারে
বশীভূত হ'য়ে;
সুপ্রত্যয় নিয়ে
মানুষকে ও তা'র প্রয়োজনীয় যা'-কিছুকে
সাত্বত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
কি অনুভব ক'রতে পার?
মানুষের সেবা ও সাহায্য ক'রতে
তোমার বিজ্ঞমত্ততা কেমনতর
আপূরয়মাণ হ'য়ে
তা'র অন্তঃকরণ স্পর্শ ক'রে থাকে—

তা' সে তথাকথিত অপরাধী হো'ক
বা সৎ লোকই হো'ক?
এই কাজে তোমার আনন্দই বা কতখানি?
তা'তে কি শ্রমসুখপ্রিয়তা আছে তোমার?
কা'রও কষ্ট-দুঃখে তোমার
চারিত্রশীল আবেগ
কতখানি জীবনীয় হ'য়ে উঠেছে?
আর, সেই জীবনীয় উদ্দীপনা
তোমার জীবনে কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রল?
মানুষের দুঃখকষ্ট ও সুখ-সম্বৃদ্ধিকে
বিবেচনা ক'রতে গিয়ে
ভাবদীপনায় তোমার নিজের উপর
তা' প্রয়োগ ক'রলে
তোমার অন্তর কতখানি ব্যথিত বা সুন্দর
ও সন্তৃপ্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা'-ও কি ভেবে দেখেছ?
বা মুহূর্ত্তে সেগুলিকে
বিবেচনা ক'রে দেখে
তা'র সমীচীন ব্যবস্থা করার
তোমার সক্রিয় আগ্রহ কতখানি?
তা' কি কোথায়ও প্রয়োগ ক'রে দেখেছ?
মানুষ ও মানুষের প্রয়োজন-সম্পর্কে
তোমার দৃষ্টি কতখানি তীক্ষ্ণ—
আন্দাজ ক'রে দেখেছ কি তা'?
জীবনের ধৃতিদর্শন তোমার কতখানি আছে?
বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
সরল রাখার ভিতর
কতখানি কৌটিল্যগতি নিহিত আছে—
তা' কি মেপে দেখেছ?
বুঝে দেখেছ?
ভেবে দেখেছ?
তোমার কূটদৃষ্টি
মানুষের মঙ্গল-অভিযানে
কতটুকু সার্থক হ'য়ে উঠেছে?

বাস্তব ভবিষ্য দৃষ্টি কেমনতর তোমার?
তুমি কি আন্দাজ ক'রতে পার—
এখন যেমন চ'লছে
সেই চলনের গতি
কতদিন পরে
কেমনতর আকার ধারণ ক'রতে পারে?
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের ভিতর-দিয়ে
লোকসেবা কি তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠেছে?
অসৎকে সৎ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে
তোমার লালসা কতখানি কার্য্যকরী?
অসৎ-নিরোধ কী ক'রে ক'রতে হয়—
যথাসম্ভব লোকপীড়ক না হ'য়ে—
তা' কি বুঝতে পার?
ক'রে দেখেছ হাতেকলমে?
অর্থ, প্রতিষ্ঠা বা প্রভুত্বের লোভে
শাসক হ'তে চাও—
না, ধৃতিমুখর লোকসেবায়
আত্মপ্রসাদের জন্য
শাসক হ'তে চাও?
অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বের প্রলোভনে
যদি শাসক হ'তে যাও,—
তবে না যাওয়াই ভাল,
কারণ, যতদিন অমন চ'লবে—
লোকপীড়ক বা লোকদূষক
হ'তেই হবে তোমাকে ;
ভাব,
বোঝ,
কর,
যদি পার,—
শাসকপদে অভিষিক্ত হও তো খুবই ভাল ;
তোমার শাসনে প্রতিটি ব্যষ্টিকে
সার্থক ক'রে তোল—
জীবনে, স্বার্থে, সম্বৃদ্ধিতে। ২২০ ।

তুমি যদি রাষ্ট্রাধ্যক্ষ হও,
কিংবা নগর বা গ্রামের অধ্যক্ষ হও,
প্রত্যেকের অর্জ্জিত জমিজায়গা যা'-কিছু আছে,
তা' কখনও কেড়ে নিও না,
এমন-কি, দেনা-দায়িকের জন্যও না,
অন্ততঃ সেটুকু নয়কো—
যা' তা'দের অনন্যভাবে
জীবন-ধারণের উপযোগী ;
বরং তা'রা যা'তে শ্রমপ্রিয় হ'য়ে ওঠে,
ঐ জমি-জায়গা যা'-কিছু আছে—
তা' উৎকর্ষসাধন ক'রে
ফলনবৃদ্ধি ক'রতে পারে যা'তে ক'রে
তা'ই ক'রো ;
তোমার সাম্রাজ্যের প্রতি-পরিবারই
এমনতর ক'রে তোল—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
নিষ্ঠাপ্রতুল নন্দনার ভিতর-দিয়ে,
আত্মসংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে,
যা'র ফলে, তা'রা উৎকর্ষদীপনায়
তৃপ্তিভরা হাসি নিয়ে
সেইগুলিতেই উদ্দাম উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে ;
মনে রেখো,
কৃষি ও গৃহশিল্প হ'চ্ছে
দশ ও দেশের
স্বাভাবিক শ্রমফসল,
আর, ঐ হ'চ্ছে ঐশ্বর্য্যের টাঁকশাল,
আর, এতে মানুষ যত
আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বিক্ষোভও তেমনতরই প্রশমিত হ'তে থাকবে ;
প্রত্যেকটি গৃহস্থের
যা'তে হৃদ্য শ্রমপ্রিয় সংস্রব বেঁধে ওঠে—
তেমনি ক'রে তাই-ই ক'রো ;
এতে প্রত্যেক লোকই
বৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠবে,

ধীমান্ হ'য়ে উঠবে,
অন্যের গলগ্রহ হওয়া অনেক ক'মে যাবে,
তার, খুব তেজস্বী সূক্ষ্ম নজরে দেখো—
তা'দের বাস্তুভিটার উপর
যা'তে নিষ্ঠানন্দিত শ্রদ্ধা
আনুগত্য ও কৃতি-উৎসর্জ্জনা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
যা'র ফলে
তা'রা সর্ব্বতোভাবে বুঝতে পারে—
তাদের পিতৃপিতামহ-উৎসর্জ্জিত
ঐ অবদান,
এবং তা' ব্যতিক্রম-দোষরহিত ক'রে,
সাংসারিক অনুবেদনাকে সংহত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে ধৃতিপরায়ণ ক'রে তুলবে ;
সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিটি পল্লীতে
অনুকম্পাশীল, শ্রমপ্রিয়
হৃদয়-ঐশ্বর্য্যবান্
শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে—
পাঠশালার সৃষ্টি ক'রে নয়—
সম্ভবমত প্রতিটি সংসারকেই পাঠশালা ক'রে
তা'তেই তা'দের শিক্ষার আয়োজন ক'রবে,
সাংস্কৃতিক অর্চ্চনা-মন্দির তৈরী ক'রে
প্রতি পরিবার যেন
কৃষ্টি-পরিচর্য্যী যজ্ঞকে
উচ্ছল ক'রে তোলে—
এমনতরভাবে ;
অর্থনীতির উদ্ভব কিন্তু
পারিবারিক উৎকর্ষণী
সংকর্ষিত হৃদ্য-বিনায়নে,
যা' পারস্পরিকতার সহজ বন্ধনে সুদৃঢ় হ'য়ে
পরিবারকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে ;
আবার বলি—
বিবাহকে সদৃশ-সংযোজী ক'রে তোল—
কুলমর্য্যাদার

সঙ্গীত-সম্মিলনের ভিতর-দিয়ে ;
পাকা নজর রেখো—
কখনই কোন বিবাহ যেন
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
এই ক্ষেত আর তাঁত যদি বজায় থাকে,
ঐশ্বর্য্যমুখর স্বস্তিপ্রসন্ন
কৃষ্টিচর্য্যার বিভূতি
তোমার দেশকে নন্দিত ক'রে তুলবে—
অঢেল উচ্ছল পরিক্রমায় ;
বিপ্লবকে এড়িয়ে
বীর্য্য যদি চাও,
সংহতি যদি চাও,
ঊর্জ্জী-বিক্রমকে যদি চাও,
শিষ্ট সমবেদনাকে যদি চাও,
শ্রমপ্রিয় ধৃতিনন্দিত
স্বস্তিকেই যদি চাও,—
ভুলে যেও না এ ক'রতে। ২২১।

সুধীগণ ব'লে থাকেন—
"রাজা কালস্য কারণম্"—
রাজা কালের নিয়ন্তা,
তা' কিন্তু অনেকখানি সত্যি,
রাজাই বল—
আর, নিয়ন্তাই বল—
যিনি লোক-আদর্শ
লোক-শাসক
লোক-দীপক—
তিনি যদি তাঁর ঐতিহ্যে—
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষগণের
শিষ্ট কুলাচারে
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ না থাকেন,—
বিধিবিনায়িত ঊর্জ্জনা নিয়ে
তাঁর ব্যক্তিত্বকে
নিয়ন্ত্রিত না ক'রে থাকেন,—

বাঁচা এবং বাড়া
তাঁর যদি লক্ষ্য না হয়,—
প্রতিটি লোকের সম্বর্দ্ধনাই
তাঁর যদি সম্পদ্ না হ'য়ে ওঠে,—
স্বেচ্ছাচারী
অনেক নকল বিদ্যা নিয়ে
একটা ছন্নতার ভূতুড়ে বোধের সহিত
তিনি যদি সব শাসন ক'রে থাকেন—
তবে কি দেশটাও
ছন্নভন্ন হ'য়ে যায় না?
ব্যষ্টিগত সংহতিও কি ভেঙ্গে যায় না?
ব্যভিচার
উচ্ছল সন্দীপনায়
প্রতিটি লোককে আক্রমণ করে না?
স্বার্থলুব্ধ যা'রা—
ঐতিহ্যে যা'রা
সুঠাম হ'য়ে দাঁড়ায়নি—
পূর্ব্বপুরুষের সংস্কৃতি-কুলাচারগুলিকে
জীবনীয় ক'রে তোলেনি নিজে,—
সে কি অন্যের প্রতি
স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময়
একটা বিকৃতি ছিটিয়ে দেয় না?
বিকৃতির সঞ্চারণা—
স্বেচ্ছাচারিতার উন্মাদ-উদ্ধতি
লোককে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে
স্বার্থপুষ্টির লালসাদীপ্ত ক'রে
সবাইকে
চাকুরী-জীবনে তৎপর হ'তে শিখিয়ে—
মেয়ে-পুরুষের বৈধী-সম্বন্ধকে
লালসা-সংক্ষোভে বিচ্ছিন্ন ক'রে
বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে না?
জায়গা-জমির লোক-অধিকার

বঞ্চিত ক'রে
বিক্ষুব্ধ বিড়ম্বনায়
অর্থলোলুপ অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে ভ্রষ্ট ও ধ্বংস ক'রে ফেলে না ?
রাজা যদি
জীবনীয় শুভরঞ্জনী তাৎপর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে অনুরঞ্জিত ক'রে না তুলতে পারেন—
তবে কি তিনি লোকজীবনকে
অশিষ্ট উন্মাদনার উদ্বোধনায়
ভীরু ও উদ্ধত ক'রে
সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার ক'রে দেন না ?—
ধর্ম্মাচারগুলিকে
বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত ক'রে
জীবনকে বাতুল চলৎশীল ক'রে
বিক্ষোভের বিকৃত দহনে
সবাইকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তোলেন না ?
কৃষিজীবন
বাণিজ্যজীবন—
যা' টাকার চাইতেও
জীবনের পক্ষে প্রধান দাঁড়া—
তা'কে উৎখাত ক'রে
সর্ব্বনাশকে
'স্বাগতম্' ব'লে আহ্বান করেন না ?
তাই বলি,
রাজা বা নিয়ন্তা এমন হওয়া উচিত—
যা'তে বেত্তাদিগের বেত্তৃত্ব
সংস্কৃতির সুঠাম নন্দনায় যা' দাঁড়িয়ে থাকে—
তা'কে স্খলনমুখী ক'রে না তোলে ;
রাজা যদি
ধৃতিরঞ্জিত
সত্যরঞ্জিত জীবনের
উচ্ছল প্রবাহে
উদ্দীপ্ত আগ্রহে
গৌরবকে

বৰ্দ্ধনাকে
সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলেন—
মহিমাময়
মহান্ সম্বৰ্দ্ধনার
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,—
তবে তো তিনি লোকরঞ্জক!
নইলে, পশ্চাতে দেখতে পাবে—
একটু-একটু ক'রে তমসার ছায়া
রাজত্বের প্রতিপ্রত্যেককে
অন্ধ ব্যাদানে গ্রাস ক'রতে এগিয়ে আসছে;
সাবধান হও,
শিষ্ট হও,
সুষ্ঠু সম্বেদন-সমীক্ষু হ'য়ে
তা'তেই তৎপর হ'য়ে ওঠ,
কাল নিয়ন্ত্রিত হো'ক এমনি ক'রেই,
স্বস্তির হাসি
তোমাদের প্রতিপদক্ষেপে
খল্‌খল্ ক'রে হেসে উঠুক,
জীবন-সবিতা
উর্জ্জনার মহান্ মহিমায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক প্রতি জীবনে—
অমরতার অমৃত ভান্ড নিয়ে। ২২২।

বিধি যেখানে দুষ্প্রয়োগদুঃস্থ,
সৎ বা মহৎও সেখানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ২২৩।

যেখানে অমানিতাই মর্য্যাদাপ্রদ
সম্মান-প্রত্যাশাই সেখানে অপমানের। ২২৪।

তোমার জাতীয়ত্বই
যেখানে আভিজাত্যহারা,
বিশ্বজনীন হিতীবোধনাও সেখানে

বাস্তব চক্ষুষ্মান্ কতটুকু—
তা' সন্দেহের। ২২৫ ।

যা'রা অসৎ-অনুপ্রেরণায়
সৎ বা সৎসংহতির প্রতি কৃতঘ্নতা করে,
তা'রা
সত্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই ক'রে থাকে—
নারকীয় তা'রা,
নরক-নিমজ্জন-পরিণামই
তা'দের প্রেয়-পুরস্কার। ২২৬ ।

যে-প্ররোচনা
পরস্পর উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীরই
সাত্বত ক্ষতির আমদানি ক'রে থাকে,
সে কি ধর্ম্মঘট
না অধর্ম্মঘট? ২২৭ ।

যে-অহিংসা
সত্ত্ব, সংস্থা ও সংহতির বিনাশ
সিদ্ধ ক'রে তোলে,—
নিরোধ-মূর্খ অহিংসার ছদ্মবেশে
হিংসার বিষাক্ত ছুরিকা,
খুঁজে দেখ—
ওরই অন্তরালে
বিষ উদ্গীরণ ক'রে
রক্তপ্রাবৃটে
গণ-আহুতি দিচ্ছে। ২২৮ ।

তোমার বিবেচনা, ব্যবস্থিতি,
সক্রিয় নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে
একজনও যদি জীবন হারায়,—
সে-জীবনের অভিশাপ হ'তে
তুমি রেহাই পাবে
—এমনতর সান্ত্বনা নিয়ে যদি ব'সে থাক

তোমার ব্যর্থ পরিকল্পনা
ব্যর্থ সংশ্রয়
তোমাকে তো উপহাস ক'রবেই—
জাতীয় জীবনকেও বিপন্ন ক'রে তুলবে ;
যত পার, বিরোধকে এড়িয়ে
বিবেচনা, ব্যবস্থিতি, নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে
লোকের বাঁচবার আকূতিকে আশ্রয় দাও,
সেবা, সম্বর্দ্ধনা ও সান্ত্বনায়
স্বস্থ ক'রে তোল তা'দিগকে,
জীবনকে সম্বর্দ্ধনাশীল সক্রিয়তায়
সক্রিয় হ'তে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
সাহায্য কর তা'কে,—
তুমিও সার্থক হবে,
আর, সেই সার্থকতায়
গণজীবনও সম্বৃদ্ধিলাভ ক'রবে ;
অহিংসই যদি হ'তে চাও—
হিংসা যা' তা'কে নিরোধ কর,
নিবৃত্ত কর,
সত্যকে উচ্ছল ক'রে তোল। ২২৯ ।

সমাজতন্ত্রের একমাত্র শত্রুই হ'চ্ছে—
শ্রেণী-বিলোপন,
যা'র ফলে
বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য পেয়ে
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ হ'তেই হবে মানুষের। ২৩০ ।

কর্ম্মঘট কর—
সুনিয়ন্ত্রিত সার্থক নিয়মনায়,
তবে তো ধর্ম্মঘট হবে!
তা' যদি না কর,
লাখ ধর্ম্মঘটও
ধৃতি এনে দিতে পারবে না ;
ধর্ম্মঘট মানেই হ'চ্ছে—
ধারণ-পালনী চেষ্টা,

ধারণ-পালনী যত্ন ও পরিচর্য্যা,
তা'র ব্যত্যয়ী যা' তাকে নিরোধ ক'রে
তা'তে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে দীপ্ত ক'রে তোলা—
আপদ্-ব্যাহতি-তাৎপর্য্যে,
—স্বার্থবাজী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য
দল করা নয়কো। ২৩১।

যে-আন্দোলনই হো'ক
তা' যদি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে
আদর্শ, কৃষ্টি ও সুসম্বদ্ধ সম্বর্দ্ধনী প্রথাগুলিকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,—
তা' কিন্তু জীবন-সংহতির পক্ষে
শাতন-অভিদীপনা-স্বরূপ,
উৎক্রমণী বিবর্ত্তনের পক্ষে সাংঘাতিক,
কারণ, তা'
জাতীয় সংস্কৃতি-সম্বদ্ধ সংস্কারের দলনে
ব্যক্তিত্বকে বিমূঢ় ক'রে
পরপদলেহী গৌরব-আকাঙ্ক্ষী ক'রে
গণজীবনকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো,
বিশেষ অবধানে খতিয়ে নিয়ো। ২৩২।

আতঙ্ক-আন্দোলন
মানুষকে আতঙ্ক-অবশই ক'রে তোলে—
স্নায়ু-প্রেরণাকে সঙ্কুচিত ক'রে ;
আবার, সুসংহত সমীচীন অদম্য প্রস্তুতি
মানুষকে তেমনতরই নির্ভীক ক'রে তোলে—
বোধবিক্রমের অন্বিত চলনে। ২৩৩।

কখনই এমন আন্দোলন ক'রতে যেও না—
যা'তে ইষ্টনিষ্ঠ, সদাচারী, বৈশিষ্ট্যপালী,
আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিনিষ্ঠ

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞদের প্রতি
মানুষ স্খলিতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা' হ'লে পূর্ব্বপুরুষের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ
তোমরাই নিভিয়ে দেবে কিন্তু ;
আন্দোলনের বাতুল উতরোল
যদি তাই ক'রে ফেলে,
আদর্শনিষ্ঠা বিকৃত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে
সংহতিকে ছন্নছাড়া ক'রে
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রাণন-প্রদীপ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তাসংরক্ষণী ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী উদ্দীপ্ত আকৃতিকে
জাহান্নমযাত্রী ক'রে
প্রবৃত্তির প্রেতপূজায় লোক-অন্তরকে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,
ফলে, জীবনবর্দ্ধনার
সদাচার-সন্দীপী পরাক্রমী প্রব্রজ্যা
অপাহতের মতন
আর্ত্ত, রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে ওঠে ;
শ্রেয় যা',
জীবনীয় যা',
আপূরণী সম্বর্দ্ধনী যা'—
ঈশ্বর প্রতিভা-প্রদীপ্ত সেখানেই। ২৩৪ ।

যে-কোন আন্দোলনই কর না কেন—
তা' যদি
জাতির মৌলিক ভাবানুকম্পী সংস্কৃতিকে
তা'র মেরুদণ্ডের সহিত ভেঙ্গে ফেলে,—
সে-জাতি বা দেশকে
সংগঠন-প্রাণতার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনের পথে সমবেত করা—
স্বতঃ-পারস্পরিক সহযোগ-বন্ধনে
—তা' কিন্তু সুকঠিন,
মস্তিষ্কবিহীন দুর্দৈবের অধিষ্ঠানই
হ'য়ে উঠবে প্রত্যেকটি জন,

প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনাই হ'য়ে উঠবে
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকের বিভিন্ন রকমের
বিভিন্ন প্রয়াসী ক্ষেত্র,
তোমার লোকহিতী সদিচ্ছা
পিশাচী প্রাঙ্গণের দ্বার উন্মুক্ত করা ছাড়া
আর কিছুই ক'রতে পারবে না ;
কিন্তু এই সংস্কৃতি-সহ মেরুদণ্ডকে
সতেজ রেখে চল,—

উদ্বর্দ্ধন
সহজ সংহতির কোলে
সহযোগ-সম্বদ্ধ থেকে
সহজ হ'য়ে উঠবে,
—নয়তো ভাগের মা গঙ্গা পাবে না
সহজে কিন্তু। ২৩৫ ।

যে ঢং-এ যে-বাদেরই
আন্দোলন কর না কেন—
তা' যদি তোমার স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির
পরিপন্থী হয়,—
যা'তে তোমার ভাবানুকম্পিতা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সংস্কারে বাস্তব হ'য়ে চ'লেছে—সপরিবেশে—
তা'র পরিপোষক, পরিপূরক
ও উৎকর্ষী পরিবর্দ্ধনী না হয়,—
তা'তে কিন্তু তুমি, তোমার বৈশিষ্ট্য,
কৃষ্টি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লবে,
তুমি পারবে না—
স্ববৈশিষ্ট্যে একটা অটুট-সংহতি নিয়ে
উৎকর্ষী সম্বর্দ্ধনায় সচ্ছল ক'রে তুলতে
তোমার সংহতিকে,
বিদ্যাবত্তা যতই ফলাও,
আন্দোলন যতই কর,—
দল ও দলের যতই মহড়া দিয়ে চল না কেন,—

নিজের সত্তাকে বিকিয়ে
অন্যের আহার্য্য হ'য়ে তোমাকে চ'লতে হবে,
তা'তে লাভ—
যে-বাদের পৌরোহিত্য ক'রে তুমি চ'লেছ
সেই বাদের বাদীদিগের
আর তোমার গতি হবে
অন্ধতর হ'তে
অন্ধতমের আরোতে। ২৩৬ ।

বৈশিষ্ট্যপালী ব্রাহ্মী প্রবর্ত্তনা যেখানে—
গণসম্বর্দ্ধনা-প্রেরণা-প্রদীপী যা'—
তা' যদি বিপ্লবও আনে,
আর, সেই বিপ্লবের সংঘর্ষে
বৈশিষ্ট্যধ্বংসী প্রবৃত্তিপ্ররোচিত
স্বার্থগৃধ্নু বিদ্রোহেরও সৃষ্টি হয়,
আর, সেই বিদ্রোহ যদি
এমন সাংঘাতিকও হ'য়ে ওঠে
যা'তে লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী,—
ঐ বিপ্লব-প্রবর্ত্তক যিনি
এমনতর স্থলে দণ্ডার্হ না হ'য়ে
পূজার্হ হওয়াই সাত্ত্বিকী,
কারণ, ঐ প্রবর্ত্তনা হত্যামূলক নয়—
বৈশিষ্ট্যপালী, জীবনীয়, বর্দ্ধনীয়,
বরং তা'র বিরুদ্ধ যা' তাই-ই হত্যামূলক,
আরও
বৈশিষ্ট্য ও সত্তাঘাতী-অসৎ-নিরোধী
অভিযান নিয়ে যা'রা চলে—
তা'রাও দণ্ডার্হ নয়,
তাই, "হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি
তাই, "হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি
ন নিবধ্যতে"। ২৩৭ ।

রক্তবিদ্রোহ আনতে পার বোঝা গেল—
কিন্তু ক্ষরিতরক্ত যা'রা,

মুমূর্ষু যা'রা—
তা'দিগকে কি এমন জীবন-প্লাবনে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পার
যা'তে এই রক্তমাংস-সঙ্কুল দেহে
জীবন-জলুসে জীবন্ত থেকে
জীবনকে উল্লাস চলনে উপভোগ ক'রতে পারে?
ভেবে দেখো আগে
তা' পার কিনা—!
যদি তা'ই পার
তবে রক্তবিদ্রোহ কেন?
উল্লাস-অনুপ্রাণনায় কেন তা' পারবে না?
তোমার পারগতা কি স্তব্ধ ওখানে?
তা'ও ভেবে দেখ,
ঐ অতটুকুতেও যদি তা'
সার্থক ক'রে তুলতে না পার
উচ্ছল প্রাণন আবেগে—
তবে কি সেটা সন্দেহের নয়?
পারবে যা' ভাবছ—
তা'র অন্তরালেই কি লুকিয়ে নাই সেটা?
তবে কেন?
যা'দের অমন ভাবছ—
তোমার আশিস্-অনুকম্পা থেকে
তা'দেরই বা কেন বঞ্চিত ক'রতে চাও?
তোমার প্লাবন যদি
অমৃতনিষ্যন্দী খরস্রোতা হয়—
তা'তে ভেসে যাবে সবই,
জীবনও পাবে সবাই। ২৩৮।

কূটনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে
দেশকালপাত্র-ভেদে
অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে
সংহতিকে সম্বদ্ধ ক'রতে
মানুষের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সহযোগী ক'রে তুলতে

প্রয়োজন-মত ভাষণ দিতে পার,
কিন্তু স্মরণ রেখো—
তদনুপাতিক তোমার সাফল্য
যেন তা'র যথাবিহিত উত্তর দিতে পারে,
ব্যাখ্যা দিতে পারে
মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনী সঙ্গতিকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারে,
তা'রা যোগ্যতায় যেন
যথেষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে,
নয়তো, সবই অলীক হ'য়ে উঠবে কিন্তু,
প্রতিক্রিয়ায়
বিচ্ছিন্ন বিভেদ,
বিপর্য্যয় ও ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হ'য়ে
কলুষের দুর্দ্দান্ত নখরে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উঠবে সব যা'-কিছু। ২৩৯ ।

জনসভায় বক্তৃতা
যতই হৃদয়গ্রাহী, ভাবানুকম্পী
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল
তথ্য-সমন্বিত হয়—
আগ্রহ-উল্লোল তর্পিতা নিয়ে,—
তাই-ই কিন্তু শুভ-দীপনী,
কিন্তু কূটনৈতিক বক্তৃতা
যতই সুন্দর, উদ্দেশ্যানুগ
তথ্য-বিনায়িত
সঙ্গতিশীল সুযুক্ত অর্থানুশাসিত ও স্বল্প হয়
যা' প্রত্যেক মস্তিষ্ককে
অকাট্যভাবে আলোড়িত না ক'রেই পারে না—
সমীচীন ভাবানুবোধনাকে জাগ্রত ক'রে
প্রত্যেকের স্বার্থ ও অন্তর-অনুকম্পাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে,—
তা'ই-ই ভাল ;
ফল কথা, সুযুক্ত সমীচীন
নিন্দাবিহীন স্বচ্ছ স্বল্পবাচিতা

সব বিষয়েই
বিশেষ ক'রে কূটনৈতিকতায়
শ্নভপ্রসন্ন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৪০।

কূটনীতি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে
লোকহিতী ব্রতকে অবলম্বন ক'রে
এমন কিছ্নই ব'লো না—
যা'তে তোমার নিজের উদ্দিষ্ট ব্রত
দ্নর্ব্বল ও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
এমনতর আপোষরফায় যেও না—
যা'তে তোমার চাহিদা ও প্রতিপাদ্য বিষয়
বেহাত হ'য়ে ওঠে,
রফা-বন্দোবস্তে যেতে হ'লেও—
তীক্ষ্ন ধী নিয়ে
প্রস্তুতির সহিত
ঔচিত্যের কোট বজায় রেখে
ওদিক শক্ত থেকে যা' ক'রবার ক'রো,
যা' হ'য়েছে ভবিষ্যতেও তা' হ'তে পারে
কত রকমারির ভিতর-দিয়ে
উচ্ছৃংখল উৎপাতের
বিদাহী বিধ্বস্তির অবতারণায়,—
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে তা'কে অন্নধাবন ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই ব'লো,
তেমনি ক'রেই চ'লো,
তেমনি ক'রেই ক'রো,
তেমনিতর প্রস্তুতিতে পরিবর্দ্ধিত থেকো,
আপসোসের অভিশাপ
তোমাকে বিভ্রান্ত ক'রবে কমই। ২৪১।

যে-আন্দোলনই ক'রতে যাও না কেন,
বিশেষ ক'রে নজর রেখো—
তা' তোমার জাতীয় জীবনে
কোনপ্রকার অপঘাত সৃষ্টি না করে,

সংহতিকে
শ্লথ ও বিশ্লিষ্ট ক'রে না তোলে,
তোমার আদর্শ, কৃষ্টি,
সদাচার-সমন্বিত সম্বর্দ্ধনী শুচিতা যা'-কিছু
তা'র গায়ে একটুও যেন আঁচড় না লাগে,
তোমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে
আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে
সুসঙ্গত সার্থক-অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সুদৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াও,
ব্যষ্টি-স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী প্রথাগুলিকে
তর্তরে ক'রে তোল,
নবীন আলোকপাতে
সেগুলির তাৎপর্য্যকে জ্বল্জ্বলে ক'রে
জীবনবর্দ্ধন-স্বার্থের উদ্ঘাটনে
গণ-অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা কর,
সব বিভেদ-ব্যতিক্রমকে
সমঞ্জস অন্বয়ে
পরস্পরের আপূরণী ক'রে
সংহতিকে বজ্রকঠোর ক'রে তোল,
যোগ্যতাকে
পরাক্রমী জলুসে
দীপকরাগে রঞ্জিত ক'রে তোল,
আদর্শের মহান্ পতাকার তলে
সমবেত হও সবাই,—
আন্দোলন নবীন নন্দনায়
পারিজাত-প্রভায়
প্রতিটি জীবনকে
জীবনে-বর্দ্ধনে সার্থক ক'রে তুলবে ;
তোমার স্বস্তিকে সংহত ক'রে
তা'র আপূরণী যা'-কিছু নিও,
নয়তো, তা'কে দূরে নিক্ষেপ ক'রো,—
গুরুগৌরব
গরীয়ান্ মন্ত্রে
তোমাদিগকে বন্দনা ক'রবে,

নয়তো, ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে
সব-কিছুকে সাবাড় করাই হবে
তোমার আন্দোলনী অভিনয়। ২৪২ ।

যা'র যেমন মান
অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যোগ্যতা—
তা'র তেমন স্থান
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও ইষ্টানুগ সম্বর্দ্ধনী চলন,
আর, এটাই হ'চ্ছে আর্য্য সাম্যবাদের
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ২৪৩ ।

সাত্বতবাদই সাম্যবাদ
সবারই বাদ—
তা' জীবমাত্রেরই,
সত্তা-সাম্যে আগ্রহ সবারই,
সবাই অন্তরাসী তা'তে,
সত্তাই জীবনের উৎস,
আর, বাঁচাবাড়াই হ'চ্ছে তা'র প্রতিপাদ্য বিষয়,
আর, তাই-ই কৃষ্টি,
আবার, এই অস্তিবৃদ্ধির অবস্থা যেমন বিনায়িত—
তা'র নিয়তিও তেমন,
তাই, নারায়ণীয়
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনার ধর্ম্ম তা',
এই সত্তার বিহিত বিদ্যমানতার উপরই
জীবনীয় ধৃতি। ২৪৪ ।

যে-বাদই বল,
তা' সাত্বতবাদই হো'ক,
আর, সাম্যবাদই হো'ক,
সবারই লক্ষ্য—
অস্তিত্ব ও সত্তাধৃতি
যা'তে আপূরিত হয়,
আপালিত হয়,
সর্বাস্তিমণ্ডিত হয়

ও শক্তিশালী হয় ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
যে-চলন বা অনুচর্য্যা
সত্তাকে বা অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে। ২৪৫।

সাম্য মানে যদি অবিকল হ'য়েও বিকল হয়,
তুল্য হয়, সদৃশ হয়—
তা' বুঝতে পারা যায়,
দুনিয়ার যেখানেই চোখ পড়ে—
মানুষ বোধ ক'রতে পারে তা'
সব যা'-কিছুতেই,
কিন্তু সমান মানে যদি এক ওজনেরই হয়
সব দিক্‌-দিয়ে,—
সেটা প্রকৃতিতে আছে কিনা জানি না,
বুঝতেও পারি না,
আর, তা' সম্ভব কিনা তা'ও বুঝি না,
একের মত এক সর্ব্বতোভাবে—
দুনিয়ায় তা'র জায়গা আছে কিনা সন্দেহ ;
তাই, পার্থক্য যেখানে যেমনতর
সত্তা-পরিপোষণী প্রয়োজনও সেখানে তেমনতরই,
তাই, যেখানে যা'র যেমনতর প্রয়োজন
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণী তাৎপর্য্যও
সেখানে তেমনতর,
আর, এটা সেখানে ততই সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে
ন্যায্য হ'য়ে ওঠে
বিভক্ত ও বিভিন্ন থেকেও—
সত্তাপোষণী আদর্শ যেখানে এক,
আর, এই আদর্শের প্রতি
প্রীতিপূর্ণ সেবাপ্রাণ শ্রদ্ধা
উৎকণ্ঠ আকূতি নিয়ে
ঐ সানুকম্প সহযোগিতার উৎসারণায়
পরস্পর পরস্পরের ভিতর
একটা সৌহার্দ্দ্য-স্বার্থ সৃষ্টি ক'রে
মমত্ববোধের প্রবৃত্তিকে

উদ্‌গ্রীব ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, সংহতি স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
ঐ আদর্শানুপ্রাণনায়,
এই পারস্পরিক ভেদ আছে ব'লেই
পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠার
ফুরসত ফুটে ওঠে—
ঐ আদর্শানুগ প্রীতি-অনুধ্যানে,
নয়তো, সমান সমানকে
চিরদিনই প্রতিহত ক'রেই চ'লত
অন্যকে ব্যাহত ক'রে
নিজে থাকার আকৃতিতে ;
রকম এক থেকেও
বিভেদ আছে ব'লেই
হাজার বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও
একরকম পাখী
একদলেই জমায়েত হ'য়ে চলে,
আবার তেমনি, আত্মস্বার্থী সমান ব্যাপারীর সহিত
পড়তা হয় না অপরদিকে ;
আবার, ঐ আদর্শানুপ্রাণতায়
ব্যষ্টিজীবনের বোধঘন আকৃতি নিয়ে
যতই অচ্যুত আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে চ'লবে,—
ততই বিস্তার ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও
হয়তো মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব সৌহার্দ্দ্য-স্বার্থী হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রে তুলবে—
সত্তার স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায়,
নয়তো, এই ভ্রাতৃভাব বা মৈত্রী
আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে কিনা
তা' বুঝতে পারি না ;
সাম্য যদি ঐরূপে দাঁড়ায়—
মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের ভিত্তিই যদি
অমনতর হ'য়ে ওঠে—
তখন ব্যক্তিসত্তা
তা'র ঐ সংকীর্ণস্বার্থী গন্ডীটুকু ভেঙ্গে
সম্বর্দ্ধনার পথে যে চ'লবে

এটা অতি স্বাভাবিক,
আর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
মৌলিক উপাদানই হ'চ্ছে ঐখানে ;
মোটকথা, অদ্বয়ী-আদর্শানুগ কেন্দ্রায়িত শ্রদ্ধা
সক্রিয় উৎসারণায়
ব্যষ্টিজীবনে যতই সৌহার্দ্দ্য-স্বার্থী হ'য়ে উঠবে,—
গণগোষ্ঠী বিভিন্ন হ'য়েও
সাম্যে ততই অধিষ্ঠিত রইবে,
—এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম যা' বুঝি ;
যে-দিন থেকে গণজীবনে
মমত্বকে অভিঘাত ক'রে
সমত্বের দাবী উদ্গীত হ'য়ে উঠল,
শ্রদ্ধাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব এসে হাজির হ'ল,
আদর্শকে বর্জ্জন ক'রে
প্রীতি-নিয়ন্ত্রণকে অবহেলা ক'রে
স্বাধীনতার বনামে
স্বৈরী-নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হ'ল,—
অস্তিত্বের আকাশে কালোমেঘ
তখন থেকেই ঘনিয়ে আসতে সুরু ক'রল,
স্বর্গের পথ
তমসাচ্ছন্ন হ'তে আরম্ভ ক'রল তখন থেকেই। ২৪৬ ।

সহজাত জৈব-সংস্থিতির
দৈন্য ও বিকৃতি যেখানে যত—
বিরোধ, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের
সম্ভাবনাও সেখানে তত। ২৪৭ ।

বিদ্রোহকে সাম্যে আন—
শুভ-বিপ্লবে,
সমীচীন হৃদ্য নিরোধে। ২৪৮ ।

বিদ্রোহ
যা' বিষাক্তরূপ ধ'রতে পারে—

সংক্রমণে
ক্লিষ্ট ও সংহতিকে ভেঙ্গে,—
তা' পূর্ব্বাহ্নেই নিভিয়ে দিও—
সমীচীন ও সংরক্ষণী নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
দক্ষপটুতায় ক্ষিপ্র-নির্ব্বাহী নিরাকরণে,
নইলে আয়ত্তে আনা
কঠিন হ'য়ে উঠতে পারে,
জীবন-ধ্বংসী অনেক জঞ্জাল
পোহাতে হ'তে পারে। ২৪৯ ।

বৈধী সাত্বত সুযোগের পথ
সবার কাছে এন্তার উন্মুক্ত রাখতে হবে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট অনুচর্য্যায়,
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুর বিহিত নিরোধে। ২৫০ ।

অবাধ্য অত্যাচার
স্বার্থলোলুপ, ব্যভিচারী,
আক্রোশপরবশ যেখানে—
স্বস্তিপ্রদ, জিষ্ণু আক্রমণ
ধর্ম্মদই সেখানে,—
তা' যে-কৌটিল্য-নিয়ন্ত্রিতই হো'ক না কেন। ২৫১ ।

বেতালকে তালিমতালে
সুমধুর উচ্ছল ঐকতানিক ক'রে তোলার যে-কায়দা
বা কৌশল-কুশল দক্ষতা
তা'ই হ'চ্ছে কৌটিল্যের তাৎপর্য্য। ২৫২ ।

দণ্ডের সার্থকতাই হ'চ্ছে সংশোধন,
আর, দুষ্ট সংক্রমণ-প্রতিরোধ,
তা' ছাড়া, যে-দণ্ড শুধু শাস্তিমূলক—
তা' ব্যর্থ ও বিদ্রোহ-উদ্দীপক। ২৫৩ ।

দণ্ড তখনই দুষ্কৃতি-পরিচর্য্যী
যখনই তা' বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে—

তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর, সমষ্টিগতভাবেই হো'ক। ২৫৪।

তোমার দণ্ড দুর্দ্দান্ত হয়,—হো'ক,
কিন্তু যেন সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী না হয়,
বরং পরিপোষকই হয়—
এমন-কি দণ্ডিতের প্রতিও। ২৫৫।

দেশে শাস্তি বা দণ্ডকেন্দ্র সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
বরং যা'রা শিক্ষিত নয়—
যা'দের আত্মনিয়মনী প্রবোধনা নেই—
তা'দের জন্য
দান্তির শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি কর। ২৫৬।

নিরপরাধের প্রতি নির্য্যাতনী দণ্ড
অপরাধ-সংক্রামকতারই
দক্ষ অগ্রদূত,
কারণ, তা'র
ও তা'তে প্রীতিসম্পন্ন পরিবেশের
নিপীড়িত সাত্ত্বিক সম্বেগ
সুযোগ পেলেই
দিশেহারা জৃম্ভী প্রতিক্রিয়ায়
আত্ম-সংরক্ষণী প্রতিকারের পথ খোঁজে। ২৫৭।

তোমার গণ-বেষ্টনী যেখানে যথেষ্ট—
একানুবর্ত্তী, সুসঙ্গতি-সম্পন্ন, দক্ষ, কূটকৌশলী
শক্তিমান,
তোমাতে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত,
স্বার্থানুকম্পী রাগপ্রদীপ্ত—
সেইখানেই শাসন, শাস্তি বা দণ্ডের
বিধায়ক হ'তে পার,
নয়তো তা' বিড়ম্বনারই। ২৫৮।

শাসন ক'রবার পূর্ব্বেই
নিজে সুশাসিত হ'য়ো,
ঐ সুশাসিত ব্যক্তিত্ব যেন
প্রীতি-প্রসাদ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
যা'র প্রীতি নাই—
তা'র শাসনের অধিকারও নাই,
শাসন যদি তোষণকে দৃপ্ত ক'রে না তোলে—
তা'র তৃপ্তিই বা কোথায়? ২৫৯ ।

ঘৃণা, অত্যাচার, আত্মস্বার্থ-লোলুপতা
কা'রো ভিতর
অনুশাসনী-ধৃতিকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে না,
অর্থাৎ, অনুশাসিত হওয়া বা করার
লোলুপতার সৃষ্টি ক'রতে পারে না,
এক-কথায়, তা' দুর্ব্বল ছাড়া কা'কেও
শাসন বা সংযত ক'রতে পারে না,
শাসন ক'রে থাকে—
প্রীতি-অনুকম্পা,
দরদী অনুবেদনী অনুচর্য্যা। ২৬০ ।

আরাধনা-তৎপর যাঁ'রা,
লোকপালী পরিবেদনায় সক্রিয় যাঁ'রা,
ধর্ম্মানুপ্রেরক যাঁ'রা,—
তাঁ'দের ভ্রমাত্মক-অপরাধে
দণ্ডকে সংযত ক'রে তোল—
নৈতিক অনুশাসনকে সন্দীপিত ক'রে,
যা'তে তোমার ঐ অনুশাসন-অনুচর্য্যা
তাঁ'দের উৎক্রমণী জীবন-চলনাকে সাহায্য করে,
যা'র ফলে, লোক-সহায়ক হ'য়ে ওঠেন তাঁ'রা ;
মনে রেখো—
দণ্ড দুর্দ্দমনীয়দেরই জন্য। ২৬১ ।

তোমার বিধি যেন
সৎ-এর পূজারী হ'য়েই চলে,

বিধির ধাতাই হ'চ্ছেন—
সৎ ও মহান্ যাঁরা,
তোমার দণ্ড যদি
তাঁদের অযথা পীড়িত করে,—
সে-পীড়ন সাংঘাতিক হ'য়ে
'অদ্য বর্ষ-শতান্তে বা'
লোকজীবনকে বা গণজীবনকে
দুর্দ্দান্ত পীড়নে পীড়িত ক'রে তুলবে,
কারণ, সতের পীড়ন
অসৎকেই পরাক্রান্ত ক'রে তুলবে—
এবং তাঁদের লোককল্যাণী পুণ্যপ্রসাদ হ'তেও
বঞ্চিত ক'রবে লোককে। ২৬২ ।

যা' নিজের বা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর—
তেমনতর কোন কাজ করা বা না-করা
যদি নিজের ইচ্ছাধীন হ'য়ে দাঁড়ায়,
এবং তা'কে
শাসন যদি সংযত ক'রতে না পারে
সে-শাসন অবৈধ ও শাতনী,
কারণ, অসৎ বা অন্যায্যকে নিরোধ ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের পরিপালনে
গণসম্বর্দ্ধনই
শাসন-তাৎপর্য্য,
যদিও দেশ, কাল, অবস্থার লঘুত্ব
ও গুরুত্ব-অনুপাতিক
শাসন-নিয়ন্ত্রণ
কঠোর, লঘু, নিষ্ক্রিয়
বা স্বল্পক্রিয় হওয়া উচিত। ২৬৩ ।

লোক-নিরাপত্তায় নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে
ইষ্টার্থী পদবিক্ষেপে
সচল থেকো তুমি,
ঐ নিরাপত্তা-নিয়ামক প্রস্তুতিকে
তুমি ত্যাগ ক'রো না কখনও,
তাই, ঐ প্রস্তুতির উপকরণ যেখানে যা' লাগে—

তা' নিয়ে প্রস্তুত চলনেই চ'লো ;
শাস্ত্রের নির্দ্দেশই তাই—
'দণ্ডকে ত্যাগ ক'রো না',
যদি কর
নিজেও দণ্ডিত হ'তে পার,
অন্যকেও নিরাপদ ক'রতে পারবে না :
দণ্ডমুক্ত ক'রতে পারবে না ;
অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতি
সত্তারই সাধু প্রেরণা—
মনে রেখো। ২৬৪ ।

শান্তি-সংস্থার পরিচারক যা'রা
তা'রা যদি লোকের বিশ্বস্ততার গণ্ডী ভেঙ্গে
তা'দের কা'রও গুপ্ত উদ্যম ও অর্জ্জন
যা' গণ-উপচয়ী—
আর, গণ-উপচয়ী না হ'লেও
অপচয়ী নয়কো,—
এমনতর কোন বিষয়কে
প্রকাশ বা লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত ক'রে তোলে
তা'তে মানুষকে ও মানুষের বিশ্বস্ততাকেই
প্রতারণা করা হয়,
তাই, তা' দণ্ডার্হ,
এতে শাসন-সংস্থার প্রতি আস্থাও
ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
মানুষ ক্রমশঃই ক্ষোভান্বিত হ'তে থাকে ;
যাঁ'রা মানুষের মান, সম্মান ও নিরাপত্তার দায়িত্বের পদে
আসীন হ'য়ে আছেন,
তাঁ'দের পক্ষে এই প্রকৃতি
বিষবৎ পরিত্যাজ্য,
আগুনের একটু স্ফুলিঙ্গও
দুনিয়াকে ছারখার ক'রে দিতে পারে। ২৬৫ ।

শান্তি-সংস্থার যে-কোন কর্ম্মচারীই হো'ক,
বা রাষ্ট্র-নিয়মনী যে-কোন কর্ম্মচারীই হো'ক,

সে যদি মিথ্যা অনুদীপনা নিয়ে
আক্রোশ বা লোভ-বশতঃ
কাউকে পীড়িত ক'রবার অভিপ্রায়ে
অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'য়ে
জনগণকে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত-হিসাবে
উদ্ধত অত্যাচার ও অবাঞ্ছিত অন্যায় কর্ম্মে
উত্তেজিত ক'রে তোলে,—
সে সর্ব্বদাই দণ্ডনীয়,
কারণ, তা'র ঐ অনুদীপনা
অসৎকে উদ্ধত ক'রে
রাষ্ট্রের বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সংহতিকে সংঘাত ক'রে থাকে,
সম্পদ্‌কে অবদলিত ক'রে থাকে,
সে পাপ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ও পাপকর্ম্মা। ২৬৬।

শুভ-অনুচর্য্যী সাধু যাঁ'রা,
নিরপরাধ যাঁ'রা,
তাঁ'দিগকে কোন ষড়যন্ত্রের আওতায় ফেলেই হো'ক,
বা যেমন ক'রেই হো'ক,
কেউ যদি কোনপ্রকার নির্য্যাতন করে,—
সে রাজ-কর্ম্মচারীই হো'ক,
বা সাধারণের মধ্যে কেউই হো'ক,—
তা' কিন্তু কঠিন দণ্ডার্হ ;
কারণ, সৎ বা শুভের ঐ নির্য্যাতন
গণ-অন্তরে
অসৎ-কর্ম্মেরই প্রেরণা জুগিয়ে থাকে,
সতের সৎ-অনুপ্রেরণা
ও নির্ভীক সৎ-উপাসনা
সেখানে ক্ষুণ্ণ ও ভীতিধুক্ষ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, অসতের অত্যাচারই প্রবল হ'তে থাকে,
তাই, তা' হত্যার চাইতেও অধিক পাপ,
আর, তা'
কৃচ্ছ্রদণ্ডেই দণ্ডিত হওয়া উচিত ;
নিরোধ যদি সেখানে শক্ত না হয়—

অসৎ-সেবী পাপ-ঝঞ্ঝাই
দুর্ম্মদ হ'য়ে চ'লতে থাকে। ২৬৭ ।

শাসন-সংস্থার কর্ম্মচারীরা যেখানে
অসাধু ও অত্যাচারগর্ব্বিত,
তা'দের ঐ অবগুণ
নিষ্ঠা, সংহতি-প্রবণতা,
পারস্পরিক অনুবেদনা—
যা' নাকি মানুষের পরম সম্পদ্,
তা'তে সংঘাত হেনে থাকে,
তা' ছাড়া, ঐ অবগুণ সংক্রমণ-প্রবণও,
যা'র ফলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনও
অসাধুতা ও অত্যাচার-প্রবণতায়
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে :
তাই, রাজকর্ম্মচারীদের অপরাধ
কঠোরভাবে দণ্ডনীয়,
তা'রা পরিশুদ্ধ না হ'লে
সারা দেশ
জাহান্নমের জয়গানেই মুখর হ'য়ে উঠবে। ২৬৮ ।

শাসন-সংস্থা, শাসক ও শান্তির দূত যা'রা
তা'দের প্রথম ও প্রধান গুণই হ'চ্ছে—
অচ্ছেদ্যভাবে শ্রেয়ার্থপরায়ণ হওয়া,
এই শ্রেয়ার্থ-যোগই মানুষকে
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে অনুপ্রাণিত ক'রে
দক্ষ, কুশল-কৌশলী ক'রে তোলে—
একটা সম্বিৎসু, বিচক্ষণ, ক্ষিপ্রবোধ-কুশলতায়,
ঐ দক্ষ চলনই
উচ্ছল দীপনায় তা'দিগকে
গণপ্রীতিপরায়ণ,
নিরাপত্তার অমোঘ প্রহরী
ও বান্ধব-পরিচর্য্যী ক'রে তোলে,
ভীতি-উদ্দীপক না হ'য়ে
প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে তা'রা,

লোকনিয়ন্ত্রণী হ'য়ে ওঠে তা'রা,
ঐ পরিচর্য্যা মানুষকে
তা'দের সংস্রব ও সান্নিধ্যের পরিভূতিতে
অসৎ-পরিহারী ক'রে তোলে,
তা'দের শাসন ও শাস্তি
মানুষকে শান্তির পুরশ্চরণে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
একটা বান্ধবতাপূর্ণ সৎ-অনুচর্য্যী যোগ্যতার অভিবাদনে ;
তাই বলি, শ্রেয়দীপ্ত কুশলকৌশলী হও,
দক্ষতায় দীপ্ত হ'য়ে
তীক্ষ্ন সন্ধিৎসু ক্ষিপ্রকর্ম্মা হও,
নজর রেখো,
মানুষ অযথা নিপীড়িত না হয় যেন,
তোমার তৎপর চাতুর্য্যপূর্ণ
কুশলচলন তদন্তের যাদুতে
অসৎকর্ম্মীদিগকে যদি
নিরাময় ও নিরস্ত ক'রে তুলতে পারে—
সৎ-সন্দীপনী মুগ্ধ অনুপ্রেরণায়,—
সেখানেই কিন্তু কৃতিত্ব ;
জঞ্জালাকীর্ণ বোধি নিয়ে
লোকহিতী ব্রত অবলম্বন করা
লোককে বিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
তা'
হিতের বিপরীত ফলই প্রসব ক'রে চলে ;
বুঝে চ'লো—
সত্তাকে যা' ধারণ করে তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম। ২৬৯।

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী
কোন ঘটনা বা ব্যাপারকে তদন্ত ক'রতে গিয়ে
বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে
বিহিতভাবে তদন্ত না ক'রে
উপযুক্ত সুসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা সম্বুদ্ধ না হ'য়ে

যদি কাউকে অযথা গ্রেপ্তার করে
বা আটক করে,—
সে গণব্যষ্টিকে বিক্ষুব্ধই ক'রে তোলে,
তা'দের স্বস্তিকেই ব্যাহত ক'রে তোলে,
অতএব ঐ গ্রেপ্তার
কোনমতেই বিধিসঙ্গত নয় ;
ঐ অসম্বৃদ্ধ উদ্ধত ব্যবহারের জন্য
সেই গ্রেপ্তারকারী বা গ্রেপ্তারকারীরা যে দণ্ডনীয়
—তা' অতিনিশ্চয় ;
যদি কেউ কা'রও প্রতি
কোন অপরাধও ক'রে থাকে,
তা'কে বিচারে অভিযুক্ত করার চাইতে
শাসনে পীড়িত করার চাইতে
নিরাকৃতির দ্বারা পরস্পরকে
সম্মিলিত ও অনুকম্পা-আবদ্ধ ক'রে তোলা
ঢের শ্রেয় ;
তাই, শাসন-সংস্থার সব সময়ই
তীক্ষ্ণ ও কঠোর নজর রাখা উচিত—
যা'তে শান্তি, স্বস্তি ও সংহতিই
সংস্থাপিত হয়,
তা'র বদলে বিরাগ, বিদ্বেষ বা বিচ্ছিন্নতাই
বেড়ে না ওঠে। ২৭০ ।

কোন রাজকর্ম্মচারী বা শান্তিরক্ষক-সংস্থা
কোন দুষ্ট ঘটনার বিষয়ে
উভয় পক্ষের উপযুক্ত তদন্ত না ক'রে
এবং ঘটনার সম্ভাব্য সঙ্গতির
বিশেষ পর্য্যালোচনায় নির্দ্ধারিত
বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত না হ'য়ে
নিজ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা লোভ-বশতঃ
কিংবা কোন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে
কাউকে যদি অযথা অত্যাচার করে—
প্রতিষ্ঠার অপলাপ ক'রে,

তা'র স্বাভাবিক কর্ম্মের বিরতি ঘটায়,—
সে সর্ব্বতোভাবে দণ্ডার্হ,
সে লোকপীড়ক,
অসৎক্রিয়
ও রাষ্ট্রের মর্য্যাদার বিক্ষোভ-সৃষ্টিকারক,
এমনতর কর্ম্মচারী
অপসারিত করা তো বিহিতই,
বিশেষ দয়া-পরবশ হ'লেও
তা'র অপনয়ন নিতান্তই সমীচীন,
এমনতর কর্ম্মচারী
যদি শাস্তির অধিকারী না হয়—
তা' গণক্ষোভের কারণ হ'য়ে
রাষ্ট্রকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ২৭১।

অভিযুক্তের অপরাধ
সমীচীনভাবে নির্দ্ধারিত হবার পূর্ব্বে
ঐ অভিযুক্তকে
অপরাধী কল্পনা ক'রে
বা সাব্যস্ত ক'রে
যদি কেউ কোন মতামত জাহির করে,—
তা' কিন্তু কোন নিরপরাধকে
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে
অপরাধী ঘোষণা করার মতনই,
যা'র ফলে পরিবেশে
ঐ ঘোষণা নিবদ্ধ থাকায়
তা'কে ঐ অমনতর অপরাধে অপরাধী ব'লেই
মানুষে গ্রহণ ক'রে থাকে ;
আর, ঐ গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায়
সে নিরপরাধ হ'লেও
অপরাধের দিকেই
সুসন্ধিৎসু অনুচলনে চ'লতে থাকে—
জিদের বশবর্ত্তী হ'য়ে ;
এ পাপ—
কেউ যদি অপরাধ ক'রে থাকে—

তা'র চাইতেও
বেশী সংক্রামকতার সৃষ্টি ক'রে চলে,
এমনতর লোক কিন্তু
ঐ অভিযুক্ত যে
তা'র চাইতেও বেশী দণ্ডনীয়
বা প্রায়শ্চিত্ত-গ্রহণের উপযুক্ত ;
তাই বলি, অপরাধ হ'তে সাবধান হও,
আর, অপরাধ সুনির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত
কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে
কিছু ক'রতে যেও না,
তা' কিন্তু পাপেরই প্রেরণা ;
এমনি ক'রে চলা কিন্তু
অসৎ-নিরোধ নয়কো,
বরং তা' অসতেরই উসকানি-বিশেষ,
যদিও সাবধানী চলন
কা'রও উপেক্ষা করা উচিত নয়। ২৭২।

কোন এক পক্ষের অভিব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে
বাস্তব তথ্যের সুসঙ্গত পরিচয়ে বিরত হ'য়ে
বা তা'র বাস্তবরূপ আবিষ্কার না ক'রে,
বিবদমান বিরুদ্ধ পক্ষের উভয়কে
বিশদ ও বিস্তারিতভাবে
সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে অনুধাবন না ক'রে,
শুধুমাত্র সন্দেহক্রমে দোষী সাব্যস্ত-করতঃ
যদি কাউকে
কোনপ্রকারে আটক রাখা হয়,
শাস্তি দেওয়া হয়,
সে আটক-অবস্থা বা শাস্তি
যতদিন পর্য্যন্ত চ'লতে থাকে,—
যা'র অনুসন্ধান বা আদেশে
ঐ আটক-রাখা বা শাস্তি নির্দ্ধারিত হ'য়েছে,—
সে তা'র গুণিতক্রমে
শাস্তি গ্রহণ ক'রে বা খেসারত দিয়ে
ঐ ক্ষতির আপূরণ ক'রতে

বৈধী-নিয়মানুক্রমে বাধ্য ;
এবং যে শাস্তি পেয়েছে
সে যদি পরবর্ত্তী-কালে
দক্ষ সন্ধানী সুবিচারে শাস্তির অধিকারী হয়,
তাহ'লে ঐ সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত
যতদিন সে আটক আছে
বা তা'কে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে,
তা'র সেই শাস্তির নির্দ্ধারিত মেয়াদ হ'তে
তা'কে ততদিন পর্য্যন্ত রেহাই দেওয়া উচিত,
কারণ, দণ্ড বা শাস্তি
শুধুমাত্র বিক্ষোভের সন্দীপক নয়,
সংক্রমণ-নিরোধের জন্যও—
তা' তা'র নিজেরও
অন্যের শান্তির জন্যও বটে। ২৭৩।

শান্তি-সংস্থার
যে-কোন কর্ম্মচারীই হো'ক না কেন,
যা'দের ভিতর কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা সংঘটিত হয়,
তা'দের উভয়ের অন্তঃকরণকে
প্রীতি-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সংশ্রয়ী অভিনন্দনে
পরস্পরকে মিলনাবদ্ধ ক'রে
পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে
অন্তরাসী ক'রে তুলে
ব্যাপারকে যাঁ'রা যত
আপোষে মিটিয়ে দিতে পারেন—
উপযুক্ত সৎ-অনুদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তা'দিগকে,—
সাধুবাদ কিন্তু তাঁ'দেরই প্রতি ;
ধন্য তাঁ'রাই
যাঁ'রা শান্তি সংঘটন ক'রে তুলতে পারেন,
এ-বিষয়ে
যাঁ'রা যত বহুদর্শিতা লাভ ক'রেছেন—
সুসঙ্গত, সার্থক, নৈপুণ্যমণ্ডিত, তীব্র

বোধায়নী কুশল দক্ষতায়,—
পদোন্নতি তাঁদের জন্য
'স্বাগতম্'-অভিদীপনায় অপেক্ষা ক'রে থাকে,
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি যেখানে সৎ—
তা'দের স্বাভাবিক স্বধর্ম্মই এমনতর,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমনতর,—
অবশ্য, অবাঞ্ছিত হিংস্র কর্ম্মের ক্ষেত্রে ছাড়া—
তা'রা নারকীয়-প্রবৃত্তিসম্পন্ন তেমনতর,
তা'দের ঐ প্রবৃত্তিকে
কূটচাতুর্য্যের সত্তাপোষণী পরিবেদনায়
শ্রেয়ানুগ পন্থায়
কাজে লাগানো সমীচীন,
তা'রা কিন্তু ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সমাজ ও রাষ্ট্রের নারকীয় অভিঘাতের স্রষ্টা,
মর্য্যাদা এদের
অভিনন্দিত যতই ক'রে থাকে—
রাষ্ট্রও তত গণক্ষোভী হ'য়ে চলে ;
রাষ্ট্রনায়কগণ!
কূট সম্বিৎসুচক্ষে
এগুলিকে অবলোকন ও নিয়মন ক'রতে ভুলো না,
বিভ্রান্ত হ'য়ো না। ২৭৪ ।

প্রবৃত্তি-অভিভূতি
ভোগলিপ্সা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
সত্তাকে যেমন অনর্থক শোষণ ক'রে থাকে,
তেমনি অন্যকেও ঐ বৃত্তিক্ষুধার
ইন্ধন-সংগ্রহোপকরণ হিসাবে
ব্যবহার ক'রে থাকে,
তখন তা'কে নিরোধ ক'রে
হিতী বিবেকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে
দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগ প্রয়োজন হয়,
তাই, দণ্ডকে একদম অবজ্ঞা ক'রে
সব সময় সকল স্থলেই যে
সুনিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তা' নয়কো ;

মানুষের অন্তরে যা'ই থাক্—
হিতীকরণে যদি তা'কে বাধ্য ক'রে তোল,—
ঐ করণের ভিতর-দিয়েই
বোধ ও যোগ্যতাকে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
আর, ঐ অভিভূতিও
তা'র অজ্ঞ আবরণ উন্মোচন ক'রে
মুক্ত হ'তে থাকে,
তাই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
নিয়ন্ত্রণ বা শাসন ক'রতে গেলেই
সৎ ও সাধু দণ্ডনীতির প্রয়োজন অকাট্য,
যতদিন মানুষ ঐ ক্রূর অভিভূতির নিগড়ে
আত্মদান ক'রে
সত্তাকে শোষিত ক'রে চ'লবে—
ততদিন দুনিয়া থেকে
ঐ প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করা চ'লবে না। ২৭৫।

রাষ্ট্রিক অপচয়ী অভিঘাত ছাড়া
যে-কোন ব্যক্তিই
যে-কোন অপরাধে
অপরাধী হো'ক বা না হো'ক,
সে যদি কোন ব্যক্তি বা কা'রও দ্বারা
অনুধাবিত হয়—
জীবন-সংশ্রয়ী অভিঘাত
আশঙ্কা করা যেতে পারে এমনতরভাবে,
আর, তা'কে যদি কোন ব্যক্তি
তা'র সাধ্য-মতন
আত্মরক্ষায় সাহায্য না করে,
বা কোন বৈধী-অধিকারে অর্পণ ক'রে
তা'র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করে,
যা'দের দ্বারা সে অনুধাবিত হ'চ্ছিল—
তা'রা যেমনতর অপরাধে অপরাধী
সেও তা' হ'তে
কম অপরাধী তো নয়ই,

বরং উৎকট ঔদাসীন্য-দৈন্যগ্রস্ত অপরাধের
স্বাভাবিক আশ্রয় সে,
সে পাপী তো বটেই,
পাপকর্ম্মার প্রশ্রয়ীও সে। ২৭৬।

তোমার সত্তাপোষণী
সুসঙ্গত বাস্তব সদ্বিচার
কাউকে যদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে থাকে,
নজর রেখো—
ঐ দণ্ডিত যেন
কুৎসিত প্রবৃত্তির অন্ধতম কারাগারে
অজ্ঞ নিৰ্ব্বুদ্ধিতার অবরোধে
তা'র সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে
চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ ক'রে না ফেলে,
তা'র বোধায়নী সম্বৰ্দ্ধনার সলীল চলন
বিবর্ত্তনে বঞ্চিত না হ'য়ে ওঠে,
কারাগারের বাধ্যবাধকতা
তা'কে যেন যোগ্যই ক'রে তোলে,
শ্রেয়-প্রীতি তা'কে যেন
উন্নতিমুখর ক'রে রাখে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যা ও অনুচর্য্যী শ্রম
তা'কে যেন সতেজ ক'রে রাখে,
আর, সাথে-সাথে
সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চলন যা'তে অব্যাহত থাকে—
সে-ব্যবস্থা হ'তে যেন সে বঞ্চিত না হয়,
আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিবেশের
প্রীতিমুগ্ধ আলিঙ্গন-অনুচর্য্যা হ'তে
সে যেন বঞ্চিত না হয়,
ঐ প্রীতি-সম্বেদনাই যেন তা'র
উন্নতির আলোকস্তম্ভ হ'য়ে ওঠে,
ফল কথা,
তোমার বিচার, দণ্ড বা শাসন
যেন দণ্ডিতের উদ্ধাতাই হ'য়ে ওঠে ;
দেখবে—

সে-দণ্ড, সে-শাস্তি
তা'র শান্তিরই হোতা হ'য়ে উঠবে,
দণ্ডিতও সুখী হবে,
তুমিও আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্তি লাভ ক'রবে ;
তোমাদের আনন্দ-উৎসারণা
ঈশ্বরেরই জয়গান করুক। ২৭৭ ।

যা'রা দোষী, অর্থাৎ দুষ্ট-ব্যক্তি,
লোক-নির্য্যাতক,—
তা'দিগকে শাস্তির জন্য
অবরোধাগারে যতই আটক রাখা যা'ক না কেন,
তা'রা তা'দের ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
পর্য্যবেক্ষণী তাৎপর্য্যের সহিত
মস্তিষ্কস্থ বোধি-প্রণালীগুলির সুচিন্তিত তৎপরতায়
ওতেই সার্থকতাপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
ঐ ধ্যানপরায়ণ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, লোকচক্ষুও তা'দের বোধের অন্তরালে
কী ক'রে মানুষকে ঠকিয়ে
নির্য্যাতন ক'রে
তা'দিগকে ফাঁকি দিয়ে
নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করা যায়—
ওতেই সিদ্ধকাম হওয়ার প্রচেষ্টায়
চিন্তাশীল হ'য়ে উঠতে থাকে,
ফলে, অপরাধ-প্রবণতা ক্রমশঃই
গভীর নিপুণতার সহিত
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকে ;
সেইজন্য, অপরাধীদিগকে নিরাময় ক'রতে হ'লেই
সংশুদ্ধি-আগারই শ্রেয় পন্থা,
—যেখানে কর্ম্মানুচর্য্যার সহিত
বাস্তব বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
সৎ ও কু-এর ব্যবধানকে অনুধাবন ক'রে
বিফলতাকে জেনে
সুফলের পন্থায় অবিচল হ'য়ে উঠতে পারে ;

এমনতর শিক্ষা ও ব্যবস্থাই লোককল্যাণকর ;
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া
অবরোধাগার সৃষ্টি ক'রে
অপরাধীকে
গূঢ়ভাবে অপরাধপ্রবণ ক'রে তোলবার প্রয়াস
বিপর্য্যয়কেই সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
আবার, বিশেষ ব্যাপারে
অবরোধাগারের প্রয়োজন হ'লেও
সেখানে পরিশুদ্ধি-পরিচর্য্যার
বিহিত পন্থা থাকা উচিত,
যা'তে বাস্তবভাবে মানুষ
ঐ অপরাধ-প্রবণ প্রবৃত্তি-অভিভূতি হ'তে
সহজেই নিরাকৃত হ'য়ে
নিষ্কৃতি লাভ ক'রতে পারে,
তা'দের খাদ্য, পরণ-পরিচ্ছদ ও অবস্থানও
ঐ সংশুদ্ধি-অনুগ হওয়া উচিত ;
আবার, যেখানে জন্মগত জৈবী-সংস্থিতিরই ব্যতিক্রমহেতু
প্রকৃতিগত তৎপরতায়
অপরাধ-প্রবণতা উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা'রা প্রায়ই
সংশুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দিগকে অবস্থামাফিক বিহিত ব্যবস্থায়
এমনতর ব্যাপৃত রাখতে হয়,
যা'তে ঐ কদর্য্য প্রবৃত্তি-চর্য্যার ফুরসতই না পায়,
আবার, শাসনসংস্থারও
সুপ্রজননাভিজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে
এমনতর ব্যবস্থা করা উচিত—
যা'র ফলে, ঐ রকম জন্ম
সমাজ হ'তে একদম অপসারিত হ'তে বাধ্য হয় ;
সংশোধন-বিহীন শাসন
অশুদ্ধিকেই আরো ক'রে তোলে । ২৭৮ ।

কী দণ্ড কোথায় বিধায়িত ক'রবে—
তা' বিবেচনা ক'রো সেখানে,

যে বা যা'রা তোমাতে প্রীতিপ্রসক্ত—
অনুগতির দৃপ্ত তাৎপর্য্যে,
ভাল হো'ক আর মন্দই হো'ক—
কৃতিবান্ যা'রা,
এক-কথায়, তোমার বেদনা
যা'দের অন্তরে আঘাত করে,
সেখানে তা'র
যে অন্তর্নিহিত দুষ্ট তৎপরতা আছে—
তা' আরোগ্যকর দণ্ডে দণ্ডিত ক'রো,
দণ্ড-অবদান যা'তে
তৃপ্তি-উচ্ছল ক'রে তোলে,—
বেদনার বিহিত উত্তপ্ত অনুগতি নিয়ে ;

অনেক সময় এমনতর স্থলে
দণ্ডই যা'দের
জ্বালাময়ী উদ্দীপনাকে প্রশমন ক'রে
শিষ্ট ব্যক্তিত্বে সংস্থাপিত ক'রে থাকে,—
আর, এই সব বুঝে
বিনিয়োগ ক'রবার অধিকার
যখন তোমার হ'য়েছে—
দেখে-শুনে-চ'লে-ফিরে
হৃদ্য পরিচর্য্যা নিয়ে,—
তখনই তুমি দণ্ডদাতা হ'তে পার :

দণ্ডের এমনতর আয়ত্তি যদি না থাকে,—
সংশোধনী নিরোধে সংস্থাপিত ক'রে
উপযুক্ত অবস্থায় তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বোধায়নী উদ্দীপনার নিবিষ্ট দর্শনে
যেখানে যা'র পক্ষে যা' সমীচীন
তা'ই ক'রো,
যা'তে সে
ঐ মানস-বিকার হ'তে উদ্ধার পায় ;

দণ্ড যেন
উদ্ধারেরই অগ্রদূত হ'য়ে ওঠে,
স্বস্তিরই শুভসন্দেশ হ'য়ে ওঠে,

আর, তাই তোমার জীবনকে
সার্থকতার পথের অগ্রদূত ক'রে তুলবে। ২৭৯।

সংহতি ও সত্তাসম্পোষী যা'-কিছু
সেখানেই সাম, দান, পরিচর্য্যায়
সংহতি-সন্দীপ্ত ক'রে
মানুষকে যোগ্যতার অভিদীপনায়
অর্জ্জনশীলতায়
বিবর্দ্ধনপন্থী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির
সুসন্ধিৎসু গবেষণী দৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
পূর্ব্বাপরের সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধি নিয়ে
বর্ত্তমানকে ফুটন্ত ক'রে তুলে';
আর, যেখানে অসৎ-সন্দীপনা মানুষের জীবনবৃদ্ধিদ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী ধর্ম্মানুচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে
লুব্ধ তৎপরতায়
তা'দিগকে দল বা সঙ্ঘনিবদ্ধ ক'রে তুলছে
সেখানেই দূরদৃষ্টি নিয়ে
কূটনৈতিক পরিবেক্ষণে
ভেদ ও দণ্ডের ব্যবহারে
তা'দিগকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
সুদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সত্তাসম্পোষণী অনুচর্য্যায়
সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে
ঈশ্বরে, ইষ্টে, ধর্ম্মে, কৃষ্টিতে
সুসম্বদ্ধ ক'রে সংহত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
সম্পোষণী পালন-পূরণ-পরিচর্য্যায়
তোমার নিয়মনে
নিবদ্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে—
নিরাপত্তামুখর সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়;
এই হ'চ্ছে অনুশাসনী তুক। ২৮০।

আদর্শ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুগ কৃষ্টি ও রাষ্ট্রে
যা'রা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে—
তেমনতর অপরাধ ছাড়া,
দেনাদায়িকের জন্য বা তদ্রূপ কোন কারণে
বিভব-বিনায়নী সরঞ্জাম
ও অস্তিত্ব-রক্ষণী বিত্ত হ'তে
কাউকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়,
কারণ, মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণা ব্যাহত ক'রে
বা অস্তিবৃদ্ধিকে শীর্ণ ক'রে
তা'র বিনায়ন সম্ভব হ'য়ে ওঠে না কিছুতেই,
বাঁচাবাড়ার আকূতি
সবার অন্তরেই উদগ্র হ'য়ে থাকে—
ছন্নতার ব্যতিক্রমী ব্যভিচার ছাড়া ;
তাই, আগে তা'কে বাঁচতে দাও,
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক বাড়ার সরঞ্জামকে
উপযুক্ত ক'রে রাখ,
সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে সে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
অন্যের প্রতি অযথা সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
স্বতঃ-সহযোগিতায় বাঁচতে পারে,
তেমনি ক'রে দীক্ষিত ক'রে তোল তা'কে,—
যা'তে দীক্ষার অনুশীলনায় দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে ;
নয়তো, ঐ দণ্ড তোমাকেও
দণ্ডিত ক'রতে কসুর ক'রবে না,
বহু ছদ্মবেশে তোমার সম্মুখে
আবির্ভূত হবে তা' ;
ঈশ্বর সবারই ধারক,
সবারই পালক,
ঈশ্বরই শান্তি, ঈশ্বরই সমৃদ্ধি,
তিনি শাস্তা ন'ন, বরং বিনায়ক,
সব যা'-কিছুরই ধৃতিই তিনি। ২৮১ ।

যখন জনগণ আদর্শপরায়ণ হ'য়ে
আত্মনিয়মন করে না,

সংহত হ'য়ে ওঠে না,
বিভিন্ন গুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে,
বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
আত্মম্ভরি অস্মিতাকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায়—
পোষণহারা শোষণ-প্রবৃত্তির অভিভূতি নিয়ে,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও যোগ্যতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে,
তখন শাসন-সংস্থা প্রবল যত হয়
ততই ভাল,
আর, হ'য়েও ওঠে তা'ই ;
আবার, শাসন-সংস্থা যেখানে
আদর্শবান্, আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রবণ
ও বৈশিষ্ট্যপালী ঐক্যবিধায়ক হয়,
সেখানে তা'
ব্যক্তিগত যা'-কিছুর অছি হ'য়ে দাঁড়ায়,
প্রকৃত লোকপালী হয়—
সব্যষ্টি গণসত্তার সংরক্ষক,
আপূরক ও আপোষক হ'য়ে ;
মানুষ যখন আদর্শ-পরায়ণ
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রবণ হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দল
পারস্পরিকভাবে সংহত ও স্বার্থান্বিত হয়,
তখন রাষ্ট্র হয় গণ-পরিচারক,
নচেৎ, তা' হ'য়ে দাঁড়ায় গণ-অভিভাবক,
এটা আবার মানুষের আত্মসংরক্ষণী
ও আত্মসম্বর্দ্ধনী আকূতির থেকেই
হ'য়ে ওঠে। ২৮২ ।

যে-ক্ষেত্রে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ,
বিপর্য্যয় ও ব্যতীপাত
আত্মঘাতী বিভ্রান্ত চলনে চ'লেছে—
তাকে আয়ত্তে আনতে হ'লেই
সেই ক্ষেত্রের মর্ম্মসন্ধিগুলি নিরূপণ ক'রে
মূল নিয়ন্তৃকেন্দ্রের নিয়ামকতায়

নিরোধী, নিয়ন্ত্রণী ও পর্য্যবেক্ষী দলকে
তা'দের অধ্যক্ষ ও পরিকর-সহ
এক-এক ঘাঁটিতে নিয়োজিত ক'রো
এমন ক্রমিকতায়
যেন প্রত্যেকটি ঘাঁটি
প্রত্যেক ঘাঁটির সাহায্য ও সুযোগে
সব সময়ই সম্বৃদ্ধ থাকে,
আর, ঐ নিরোধী ও নিয়ন্ত্রণী দল
অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে
গুচ্ছে-গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
যেন এমনতর সাধু হৃদয়বান অথচ
বজ্রনিরোধী, ক্ষিপ্র, অব্যাহত তৎপরতার সহিত
উপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে
যেখানে যেমন করণীয় তদনুপাতিক,
নির্ম্মম হ'য়েও তা'দের প্রত্যেকে
যেন এমনতর মমত্বদীপ্ত সেবাপ্রাণ হয়
চতুর সতর্কতা নিয়ে
উপযুক্ত নিরোধী প্রস্তুতির সহিত,
তা'দের সেবা, সহানুভূতি ও অনুচর্য্যায়
লোক-হৃদয় যেন এমনতর মুগ্ধ হয়,
সক্রিয় নিরোধে অভী-উচ্ছল
স্বস্তিসম্বুদ্ধ হয়,
ভীত ও উৎপীড়িত যা'রা
তা'রা যেন এমন আশ্বস্ত ও
সাহস-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, উৎপীড়ক যা'রা
এদের বজ্রকঠোর কর্ম্ম-তৎপরতায়
ভীতিবিহ্বল ও অবসন্ন হ'য়ে
তা'রা যেন এমন নিবৃত্তদুরিতবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে,—
যা'তে সাহায্য ও সহানুভব সক্রিয়তায়
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকেই সঙ্গত হ'য়ে ওঠে
ঐ নিরোধী ও নিয়ন্ত্রণী দলের প্রতি,
আবার, গুপ্ত পর্য্যবেক্ষকেরাও যেন
ছোট্ট-ছোট্টভাবে বিভক্ত হ'য়ে

সব অবস্থাগুলিকেই সুসঙ্গত ক'রতে
অধ্যক্ষ ও পরিকর-সহ
ঐ ঘাঁটিগুলিকে অবস্থা ও সংবাদাদি সরবরাহ ক'রে
তাদিগকে উপযুক্তকর্ম্মা ক'রে তোলে,
আর, কেন্দ্র-নিয়ন্তাও যেন
সুবিদিত সুচারু সৌষ্ঠবে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা' তৎক্ষণাৎই করে,
নিয়ন্তৃ-কেন্দ্র হ'তে
তা'দের কার্য্যকরী সরবরাহ
এমন সচ্ছল ও সময়োপযোগী যেন হয়
যা'তে কোন ব্যতীপাত-মুহূর্ত্তই
তা'দিগকে এড়িয়ে যেতে না পারে,
এই সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্ম ও নৈতিক সংস্থা
যেখানে যতখানি সম্ভব
এমনতর ভাবানুকম্পিতা নিয়ে
সুযুক্তি, সেবা ও সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
দীপন অভিব্যক্তির সহিত
জনগণকে যেন
এমনতর সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে তা'রা ভাল-মন্দ যা'-কিছুকে
স্ব স্ব ব্যুৎপত্তি নিয়ে বুঝে-সুঝে
ঐ ব্যতীপাতকে বিধ্বংস ক'রে
সংহতির সাদর সম্ভাষণে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে;
দক্ষতার সহিত এগুলিকে
যতই সুসম্পন্ন ক'রতে পারবে,—
স্বস্তি ও সম্বোধি নিয়ে
অটুট সৌষ্ঠবে
অভিদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
কুশলকৌশলে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকবে :
আর, স্মরণ যেন থাকে—
এই অভিযানের লক্ষ্য ধ্বংস নয়,
লক্ষ্য তা'র ধৃতি ও স্বস্তি। ২৮৩ ।

বিচার যেখানে কোতোয়ালীর ক্রীড়নক,
তা' যে লোকপীড়ক,—
সেটা নিঃসন্দেহেরেই প্রায়শঃ। ২৮৪ ।

শুধুমাত্র বাচক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে
যাঁ'রা বিচার-প্রয়াসী,
বা বিচার ক'রে থাকেন—
স্বাধীন অনুসন্ধানে বিরত থেকে,—
তাঁরা বিচারের ব্যভিচারকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকেন প্রায়শঃ। ২৮৫ ।

তদন্ত বা বিচারে
কোন এক পক্ষের বিবরণ
বা প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে
একদেশদর্শী যে-তথ্যে উপনীত হওয়া যায়,—
তা' প্রায়শঃই মিথ্যাদুষ্ট বা আংশিক,
তাই, তা' স্বতঃই অসিদ্ধ। ২৮৬ ।

যে-দিন থেকে
তোমাদের বিচারালয়ে দণ্ডিত যা'রা—
তা'রা শান্তির হোতা হ'য়ে উঠবে,
তখনই সাম্য সহজভাবে
সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকবে ;
আর, এর ব্যভিচার যেখানে যত
অশান্তিও তত সেখানে। ২৮৭ ।

তোমার বিচারালয়ে দণ্ডিত যে
সে যেন একটা
বোধিদীপ্তি নিয়ে বুঝতে পারে—
সে যেমনতর অপরাধ ক'রেছে,
তেমনতর স্থলে
সে কেমনতর দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রত,
তোমার বিচারালয়ের দণ্ডও যেন

তা'র চাইতে মোলায়েম ছাড়া কড়া না হয়—
একটা তাজা বোধায়িত অভিদীপনায়
তা'র অন্তরকে অভিদীপ্ত ক'রে,
যেন শান্তিই
তা'র শান্তির উচ্ছ্বাস হ'য়ে ওঠে ;
বিচার যতই
এমনতর ব্যবস্থায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
দণ্ডিতও তা'র সত্তা-আকৃতি নিয়ে
স্বানুধ্যায়ী তাৎপর্য্যে
ঐ শান্তিরই হোতা হ'য়ে উঠবে। ২৮৮ ।

বিচার ক'রতে হ'লে বিবেচনার প্রয়োজন,
আর, বিবেচনা ক'রতে হ'লেই
বিষয়ের সুসঙ্গতি-নিরূপক বোধির প্রয়োজন,
আবার, বিষয়ের সুসঙ্গতি দেখতে হ'লেই—
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণের প্রয়োজন,
আর, সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণের জন্য
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও চলন অপরিহার্য্য ;
এমনতর তাৎপর্য্যশীল মস্তিষ্ক যা'দের নয়,
তা'দের বিচারকের আসন গ্রহণ করা মানেই হ'চ্ছে—
বিপর্য্যয়েরই ইন্ধন যোগান,
শান্তিকে ব্যাহত ক'রে তোলা ;
তাই, যা'রা আত্মজিৎ নয়,
তা'দের মানুষের-নিয়ন্তার আসন গ্রহণ করা
শাতনেরই পৌরোহিত্য করা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ২৮৯ ।

যে-কোন সৎকুল-সম্ভূত
অর্থাৎ যে-কুলে কোনপ্রকার অন্তঃক্ষেপ হয়নি
এমনতর কুলসম্ভূত—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা,
সহজ সানুকম্পী সততা-সন্দীপ্ত,
ধীমান্, বিনীত সমঞ্জসা-বুদ্ধিসম্পন্ন, ওজস্বী
সুসন্ধিৎসু সুসঙ্গত বোধিপ্রবণ,

অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
পরিশুদ্ধির প্রাজ্ঞ বিধায়নী বিনায়ক,
সংযত-চরিত্র, সুসংহত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, লোকপ্রিয়,—
এমনতর যে-কেউই হো'ক না কেন,
বিচারক হওয়ার উপযুক্ত সে,
তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা থাক্‌ আর না-থাক্‌,
উপযুক্ততাই উপযুক্তের পরিস্থাপক। ২৯০।

মনে রেখো—
বিচারক শাস্তা নয়কো,—
বরং শান্তা,
তিনি বৈধী-বিনায়ক,
অশুভের নিরাকারয়িতা,
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের শুভ-সন্দীপনী উদ্গাতা,
পরিশোধক,
শ্রেয়-বিনায়ক,
আর, যে-বিচারক তা' নয়কো—
সে বিচার-আসনের কলংক তো বটেই,
আরো, অত্যাচারী সে,
বিধ্বস্তির দুর্ম্মদ হোতা,
জীবনবৃদ্ধির সাংঘাতিক ক্রূর বেধয়িতা ;
ঈশ্বর রক্ষা করুন তা'দিগকে। ২৯১।

অপরাধের ধারা
অর্থাৎ একজাতীয় অভিব্যক্তি থাকতে পারে,
কিন্তু ধৃতি
অর্থাৎ যা'র উপর ঐ অভিব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে,
তা' বহুপ্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক,
আবার, ঐ ধৃতি নির্ভর করে
অবস্থাসম্ভূত ধারণা
ও তৎপ্রতিক্রিয় উদ্দেশ্যের উপর ;
তদন্ত, বিচার, দণ্ডও তেমনি যদি না হয়,—
সে-বিচার

মানুষের জীবনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না
কিছুতেই,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে উঠতে পারে না কিছুতেই। ২৯২ ।

অভিযুক্তের প্রতি
তোমার অনুশাসন-সম্ভূত শাস্তি
যদি তা'র সান্ত্বনা ও স্বস্তিকে
স্ফীত ক'রেই না তুলল—
সহ্য, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার
উচ্ছল আবেগ-অনুবেদনা নিয়ে,
ঠিক বুঝে রেখো—
ঐ অনুশাসন প্রয়োগ ক'রতে হ'লে
অভিযুক্তের অন্তঃকরণে
যে নিরাকরণী সম্বেগকে উসকে তুলতে হয়,
তা' কিন্তু হয়ইনি ;
ঐ শাস্তি
তা'র সান্ত্বনার কারণ হবে না,
স্বস্তির কারণ হবে না,
পরিশুদ্ধি আসবে না তা'তে তা'র,
বরং সে আরও গভীরভাবে
ঐ পাপ-প্রবণতা নিয়েই চ'লতে থাকবে,
যা'র ফলে—
তুমিই হ'য়ে উঠবে
সপরিবেশ তা'র বহুবিধ দুঃখের কারণ। ২৯৩ ।

যা'কে একবার ক্ষমা ক'রেছ,
মুক্তি দিয়েছ,
যতক্ষণ-না সে পুনরায় ঐ অপরাধ করে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
সাত্ত্বিক নীতি-অনুক্রমণায়
তুমি তা'কে অপরাধী বলে গণ্য ক'রতে পার না,
যদি কর—
তুমি তা' হ'তেও বেশী অপরাধী,
কারণ, তুমি ক্ষমা ক'রবার পর

সে দোষ না করা সত্ত্বেও
যদি অমনতর আচরণ কর,—
ঐ আচরণ বিশ্বস্ততাকে
লাঞ্ছিতই ক'রে তুলবে,
মনে রেখো,
ক্ষমার অনুচর্য্যা
নিয়মনী অনুক্রিয়তায়
তোমাকেও ক্ষমালাভের যোগ্য ক'রে তুলবে—
সমীচীন ক্ষেত্রে ;
তাই বলি! ক্ষমা কর,
কিন্তু ক্ষতি ক'রো না। ২৯৪ ।

তোমার বিচার যদি
বিচারপাত্র বা যেই হো'ক না কেন
তাকে সহজ সুসঙ্গত যৌক্তিকতার ভিতর-দিয়ে
না বুঝতে পারে—
বাস্তব ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষায়,—
সে-বিচার সুসিদ্ধ কিনা
তা' কিন্তু সন্দেহের ;
আর, ঐ বিচারপাত্র নিজেই যদি
ব্যাপারের বাস্তব-সঙ্গতির
সুযুক্ত নিবন্ধের ভিতর-দিয়ে
মিথ্যার আবর্জ্জনাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বৈধ সমীচীন শ্রেয়-সিদ্ধান্তের
প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে—
ঐ সিদ্ধান্তের বাস্তব সত্য-পরিচিতিকে
সর্ব্বজন বোধগম্য ক'রে,
তাই কিন্তু স্বতঃ ও সুসিদ্ধ ;
তোমার দণ্ড যদি তা'কে উল্লঙ্ঘন করে—
সেখানে তুমি অপরাধী। ২৯৫ ।

যিনি
বাস্তব সঙ্গতির বোধায়নী অনুচর্য্যায়
মিথ্যার আবরণকে উন্মোচিত ক'রে

অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে উদ্ভিন্ন ক'রে
দেশকালপাত্রানুগ অবস্থার
অন্বিত তাৎপর্য্যে
সত্যকে উদ্ঘাটন ক'রতে পারেন—
অনুকম্পী, সুযুক্ত, ইষ্টার্থ-সমীক্ষ অনুবেদনা নিয়ে,—
তিনিই সহজ বিচারক ;
তাঁর অনুশাসন ও দণ্ড
শুভ-সন্দীপনাময়ীই হ'য়ে থাকে সবারই পক্ষে,
নয়তো, ভণ্ড-বিচার
পণ্ডী-বিচ্ছুরণায়
অপোগণ্ড অনুশাসনে
মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও দৈন্যদীর্ণই ক'রে তোলে—
অশান্ত আপসোস নিয়ে
ক্ষোভদৃপ্ত প্রাণন-বিস্ফোরণায় ;
অনুকম্পী ঈশ্বরীয় অনুবেদনা
তোমাদের বিচারকে ব্যভিচারমুক্ত ক'রে
স্বস্তিদীপ্ত ক'রে তুলুক। ২৯৬ ।

বিচার-বিনায়ক-ঊর্দ্ধতন-কর্ম্মচারীর
বৈধী-আদেশ ও নিদেশ অমান্য করায়
যেমন বিচারালয় বা বিচার-সংস্থাকে
অবমাননা বা ঘৃণা করাই হ'য়ে থাকে,
তেমনি বৈধী-কারণ ব্যতীত
বিচারকের অননুকম্পী অসহানুভূতি
বা শীলতার বিকৃতি বা ব্যভিচার,
অসমঞ্জস, অব্যবস্থ, ধৃষ্টতাব্যঞ্জক ঔদ্ধত্য,
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে
মানুষের বৈশিষ্ট্যানুগ মর্য্যাদার পক্ষে
হানিকর ব্যবহার
যা' অপরাধী এবং বিচার-প্রাঙ্গণে উপস্থিত
জনমণ্ডলীর মাধ্যমে
মানুষের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
বিক্ষেপের সৃষ্টি ক'রে
হৃদয়কে আঘাত করে,

অনুচর্য্যী অনুকম্পিতাকে
বিদ্বেষদুষ্ট ক'রে তোলে,—
তা'ও ঐ বিচারাসনেরই কলঙ্ক,
এবং তা'ও তেমনতরই অপরাধ—
যা' ঐ বিচারাসনকেই অবমাননা ক'রে থাকে,
আর, সে-বিচারকও স্বভাবতঃই
তেমনতর দণ্ডেরই অধিকারী। ২৯৭ ।

শাসন-সংস্থার নিয়োজিত মধ্যস্থ
অর্থাৎ মীমাংসক বা বিচারক
শাসন-সংস্থার পরিরক্ষণায়
উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য
যেমনতর সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে,
তেমনি বিরোধী দুই পক্ষই
কা'রও কাছে যদি
মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়—
সংরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে
তা'কেও সেই প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা
শাসন-সংস্থার পক্ষে বিধেয় ;
কোন মীমাংসা
সমীচীন মনে না ক'রলে
সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ বা পক্ষদ্বয়
যেমন অন্যত্র
তা'র সুমীমাংসার জন্য যেতে পারে,
এমনতর স্থলেও তা'ই। ২৯৮ ।

নিজেদের অভিযোগ-নিরাকরণ-মানসে
যখনই কোন বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়
কাউকে মধ্যস্থ মনোনীত করে—
নিরাকরণী বিচারের উদ্দেশ্যে,
সাধারণতঃই ঐ মধ্যস্থে
বিচারকের ক্ষমতা ব'র্ত্তে থাকে,
এবং ঐ মধ্যস্থের অভিমতই
বিচারকের অভিমত ব'লে গণ্য হওয়া উচিত ;

তা'র বিচারে
যদি বিশেষ কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ
সন্তুষ্ট না হয়,—
তাহ'লে তা'রা অন্য যা'কে
উপযুক্ত মনে ক'রবে,—
তা'কে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন ক'রতে পারে,
কিন্তু বিচারে
পূর্ব্ব মনোনীত মধ্যস্থ
যে-অভিমত ব্যক্ত ক'রেছে যে-বিষয়ে—
বিহিত বাস্তব সার্থক সঙ্গতির সহিত
নিরপেক্ষ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
সে-বিষয়ে অন্য মধ্যস্থেরও উচিত
ঐ অভিমত বিবেচনা ক'রে দেখা,
এবং সমীচীনভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে
ঐ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়কে
স্বস্তি-সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোলা ;
শাসন-সংস্থার ও জন-সাধারণের
শাসন-সংস্থা-কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিচারকের প্রতি
যেমন করণীয়,
ঐ মধ্যস্থ বিচারকের প্রতিও
তেমনি করণীয় ;
মীমাংসা ও মিলন-সন্দীপক মধ্যস্থ
সবারই শ্রদ্ধার্হ,
এই মীমাংসার আকৃতি নিয়ে
সে যেস্থলে যেমনতর বিহিত মনে করে,
তা'ই সে যা'তে ক'রতে পারে—
এমনতর স্বাধীনতাও
তা'র থাকাই শ্রেয় ;
আবার, এ কথাও মনে রেখো—
বিচার-বিকৃতি
বিচারকের অপরাধ ব'লেই গণ্য । ২৯৯ ।

মানুষ কোন্ অবস্থায়
কী পরিস্থিতিতে

কিসে, কেন
কী প্রবৃত্তির উদ্দীপনায়
কী ক'রে থাকে,
আর, কা'র পক্ষে কতখানি কী সম্ভব
সে বিষয়ে একটা সহজ পরিচিতি যদি না থাকে—
সহজ অনুকম্পী অনুবেদনার সহিত,
সন্দীপ্ত সহানুভূতি নিয়ে,
আবার, তা'র মধ্যে ন্যায়ই বা কী,
অন্যায়ই বা কী,
কীই বা শুভ,
অশুভই বা কী,
উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সংযত হবার
স্বাভাবিক সম্ভাবনা কা'র কতটুকু,
স্বাভাবিক সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুবীক্ষণার সহিত
এইগুলিতে যে অভ্যস্ত নয়
বা হ'তে জানে না,—
মীমাংসক বা বিচারক হওয়া
তা'র বিড়ম্বনাই মাত্র,
কারণ, ঐ পরিচিতি না থাকায়
সে বুঝতে পারে না—
মানুষের অপরাধ, দুষ্কর্ম্ম বা পাপ
কোথায় কতখানি,
আর, তা'তে
কী জাতীয় শাসন বা শাস্তির প্রয়োজন,
বা মোটেই তা'র প্রয়োজন আছে কিনা,
এই যে জানে বা বোঝে,
তা'র শাসনই হো'ক বা তোষণই হো'ক
গণজীবনে
শুভোদয়ী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতপা হ'য়ে
ঐগুলিকে বোঝ, জান,
নিজের অন্তরে উপলব্ধি কর—
নিজ বিচারে,

নিজেরই মতন সহৃদয় অনুকম্পা নিয়ে,
অবস্থা ও অভিব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণে,
যা' ধর্ত্তব্য তা' ধর,
আর, যা' সমীচীন নয়
তা'কে উপেক্ষা কর,
সুসঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তব ব্যাপারকে নির্ণয় ক'রে
গণজীবনে যে-ব্যবস্থা শুভদ
তা'ই কর,
এমনি ক'রেই সার্থক বিচারক হ'য়ে ওঠ। ৩০০।

তোমার বিচার-কার্য্যে
যেখানে বিচার-সহায়ক
বা মন্ত্রণ-বিচারকের প্রয়োজন,
সেখানে তা'দের সংখ্যা যেন
সাধারণতঃ পাঁচজনের বেশী না হয়,
এবং তেমনতর স্থলে সম্ভব হ'লে
অভিযুক্তের নিকটতম আত্মীয়ের ভিতর হ'তে
অন্ততঃ দুই জনকে
তোমার বিচার-সহায়ক
বা মন্ত্রণবিচারক ক'রে নিতেই বদ্ধপরিকর থেকো—
সে অভিযোগের বিচারণায় ;
বিচার-সহায়ক যাঁ'রা
তাঁ'রা সব দিক শুনে-মিলে
তাঁ'দের অভিমত
যুক্তি-সহকারে
লিখিতভাবে পেশ ক'রবেন ;
এতে অভিযুক্ত
স্বস্তি অনুভব ক'রবে,
তুমিও
অভিযুক্তের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—
তা'র বাস্তব পরিচিতিতে আখ্যায়িত হবে,
আর, অভিযোগের বিচারণাও
সহানুভূতিপূর্ণ সমীক্ষু অনুবেদনা নিয়ে

সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশীই সেখানে ;
এমনি ক'রেই
সক্রিয় অসৎ-নিয়মনী বিচার-বোধনায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
প্রত্যেকেই সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকবে,
সঙ্গে-সঙ্গে সদনুচর্য্যাও
জেগে উঠবে অমনি ক'রে,
মধ্যস্থ-মাধ্যমে সালিশী বিচার
ও স্বস্তি-বিনায়নী ব্যবস্থিতি
অমনি ক'রেই উসকে তুলতে হবে ;
ফল কথা, ঐ বিচারণা
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
ধন্যবাদের জয় ঘোষণা ক'রেই চ'লতে থাকবে,
রাষ্ট্র তা'তে প্রভাবান্বিত হ'য়ে
সম্বুদ্ধ, সম্বদ্ধ ও সঙ্গতিশীল
প্রগতির পথেই চ'লতে থাকবে ;
বুঝে দেখ—
যদি সমীচীন হয়,
এ পন্থাকে অবলম্বন করাই শ্রেয়। ৩০১।

যে-বিচারক দণ্ডন-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন,
অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী—
এমনতর ধারণাবিষ্ট হ'য়ে
যিনি তা'র প্রতি
অনুকম্পী অনুবেদনী অনুচর্য্যাহারা,
যিনি বিষয় বা ব্যাপারের
বিবরণের ভিতর থেকে
অপরাধ বা অন্যায়ের সঙ্গতি
খুঁজে বের ক'রতেই অভ্যস্ত,
সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমগুলিকে অবহেলা ক'রে
বিষয় বা ব্যাপারের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণে
নিজের ধারণার সঙ্গতিকেই
ন্যায্য ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন,
বিরুদ্ধ যা', সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে

যাঁ'র বিচার ও ব্যবস্থা
অভিযুক্তকে অপরাধমুক্ত ক'রবার প্রবৃত্তি-অনুপাতিক
সুযুক্ত সঙ্গতি-অতিক্রমে আনতিপ্রবণ,
অভিযুক্তকে দণ্ডিত ক'রবার
প্রলোভন-প্রলুব্ধ যিনি,
স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সুচারু সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যিনি প্রকৃত ব্যাপারকে
অনুধাবনায় অধিগত ক'রতে পারেন না,
কে কোন্ অবস্থায় স্বভাবতঃ কী ক'রে থাকে—
সে-বিষয়ে যাঁ'র অভিজ্ঞতা অজ্ঞ,
দোষমুক্তি বা দণ্ডের শুভাশুভ প্রভাব
অভিযুক্তের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে
কী নিয়মনে, কোথায়
কী অবস্থায় স্থাপিত ক'রতে পারে,—
তা'র ধারণা যাঁ'র নাই,
দেশকাল-পাত্রগত অবস্থার
বোধ ও বিবেচনা যাঁ'র নাই,
দণ্ডের মাত্রা কোথায় কেমনতর হ'লে
দণ্ডিতের শুভ বা অশুভ হবার সম্ভাবনা,
তা'র জীবন-অভিযানেরই বা
কেমনতর ব্যতিক্রম হ'তে পারে বা না-পারে,
সে-দৃষ্টি যাঁ'র নাই,—
এমনতর বিচারক বিচারাসনের অনুপযুক্ত,
লোকজীবনে তিনি
বিক্ষোভই সৃষ্টি ক'রে থাকেন,
তাঁ'র অপরাধ—
অভিযুক্ত যদি অপরাধীও হয়,—
তা'র চাইতেও কঠোর,
কারণ, তিনি ব্যক্তিজীবনকে
জীয়ন্তেই ম্রিয়ল ক'রে রাখেন,
আর, ঐ ম্রিয়ল অনুবেদনা
লোকজীবনে সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকেও দুস্তর নিগ্রহের
দুর্দ্দমনীয় আবর্ত্তনায় নিক্ষেপ ক'রে থাকে ;

তাই, তোমার শাসন-সংস্থার বিচারক-নির্ব্বাচন,
সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষ্পন্ন কর,
নয়তো, তোমার বিচারালয়
লোকরঞ্জক না হ'য়ে
লোকদূষকই হ'য়ে উঠবে। ৩০২ ।

কোন্ অপরাধে কোথায়
কী অনুশাসন প্রয়োগ ক'রতে হয়,
সে-অপরাধের উদ্ভবই বা কী ক'রে হ'ল,
তা' অনুশাসনের বা শাসনদণ্ডের উপযুক্ত কিনা,—
ইত্যাদি বিবেচনা যা'র না থাকে,
তা'র বিচারকের আসন গ্রহণ করা
একটা লোকবিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই না ;
কারণ, আরাধনার আশপাশেই
অপরাধ চলাফেরা করে,
যেমন সৎ-অভিদীপনার পিছনেই
অসৎ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
আলোর আশেপাশেই যেমন
অন্ধকার অবস্থান করে,
অপরাধকে ব্যাহত ক'রে
সেখানে আরাধী অনুচর্য্যাকে এগিয়ে দিতে হয়,
অসৎকে নিরোধ ক'রে যেমন
সতের প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়,
অন্ধকারকে অপসারণ ক'রে যেমন
আলোর বিস্তার ক'রতে হয় ;
এমনতর স্থলে হয়তো
ঐ অপরাধ-নিরাকরণী প্রচেষ্টা
ও বাস্তব অপরাধের অভিব্যক্তি
প্রায়শঃ একরকমই হ'য়ে থাকে,
কিন্তু বিবেচনা না ক'রে
ঐ অপরাধ-নিরাকরণী আচরণকে
অনুশাসনের আওতায় নিয়ে
তা'রই নিরাকরণে
যদি শাস্তি প্রয়োগ করা হয়—

তা'তে আরাধনাই ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়বে,
সে-শাসন
সর্ব্বনাশেরই হোম-আহুতি হ'য়ে উঠবে ;
এই সহজ জ্ঞান যা'র নাই—
লিপিবদ্ধ অনুশাসনের খতিয়ান নিয়েই
যা'র বিচারকের কাজ ক'রতে হয়—
এমনতর বিচারক
লোক-নির্য্যাতক ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
অনুকম্পাহীন অনুশাসন-প্রয়োগ
শাতনেরই সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না,—
যা' ব্যষ্টিজীবনের ভিতর-দিয়ে
জাহান্নমেরই রাজপথ সৃষ্টি করে ;
তাই, অনুকম্পায় অনুভব কর,
অভিযুক্ত আশ্বস্ত হো'ক,
অভিযোক্তা অনুকম্পী হ'য়ে উঠুক,
অপরাধ অপরাধ কিনা—
বা আরাধনার অন্তরায়-নিরোধী—
তা'কে নির্দ্ধারণ কর,
বিচারকে ঐ পথেই
নিয়োজিত ও নিষ্পন্ন ক'রে
শাস্তিই হো'ক
আর স্বস্তিই হো'ক
তা' প্রয়োগ ক'রে
স্বচ্ছন্দতাকে আবাহন কর,
নয়তো, বিচার
বিভ্রাটেরই আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে,
সাবধান! ৩০৩ ।

যদি শুভপ্রসূ না হয়,—
বিষাক্ত সংস্রবে
কাউকে সংক্রামিত হ'তে দিও না,
বিশেষতঃ সৎ-সন্দীপী যা'রা
তা'দের তো নয়ই ;
এমন-কি,

শাসনের জন্যও
যদি বিষাক্ত সংস্রবে রাখ,
তা'তেও
ঐ অন্তঃকরণের ছোঁয়াচ লেগে
তা'দের অন্তর-বৃত্তি
ঐ বিষাক্ত সংক্রমণদুষ্ট
কিছু-না-কিছু হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
তা'দের ব্যক্তিত্বকে কিছু না ক'রতে পারুক,—
তথাপি একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে
অন্ততঃ কোন-না-কোন রকমে
কিছু-না-কিছু তা'র বিকাশ হবেই কি হবে ;
কারাগারে ভগবান্ কাঁদেন
শয়তান হাসে ;
তাই, ঐ বিষাক্ত সংস্রব হ'তে
সৎ-অভিদীপনী যা'রা,
তা'দের যথাসম্ভব দূরে তো রাখবেই,
এবং ঐ সতে
যা'তে তারা সমীচীনভাবে
স্বাধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠতে পারে—
স্বতঃ-সলীল গতিতে,—
তা'র দিকে নজর রাখবেই কি রাখবে ;
সৎ যা'রা,
কল্যাণস্রোতা ব্যক্তিত্ব নিয়ে যা'রা চ'লে থাকে,
সৎ-সমাহিত সিদ্ধ-সংস্কার যা'দের আছে,
যা'রা সংক্রামিত হয়ই না প্রায়,
হ'লেও তা' হ'তে মুক্ত হ'তে
কিছু লাগে না যা'দের—
ঐ পাঁকাল মাছের মত,—
প্রয়োজন হ'লে
তা'দের বরং ঐ দুষ্ট সংস্রবে দিতে পার,
যা'তে ঐ দুষ্ট-সংস্পর্শ
শিষ্ট আবহাওয়ায়
ঐ বিশিষ্ট রাগ-প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
কল্যাণ-প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে। ৩০৪ ।

বিচার মানে বিশেষরূপে চরণ
অর্থাৎ চলন,
আর, এই চলনের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে কী তা' নির্ণয় করা,
আর, নির্ণয় করা মানে নিশ্চয়ভাবে নেওয়া ও পাওয়া ;
তুমি লাখ কথা শোন,
আর লাখ গল্প তোমাকে বিমুগ্ধ করুক,
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ অবস্থার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতায় কোথায় কী সম্ভব,
আর, সে-সম্ভাব্যতায়
উপনীত হওয়া যায় যেমন ক'রে
তা'র ব্যতিক্রম কোথায় কী আছে,
সেটাকে নিৰ্দ্ধারণ ক'রে
অর্থাৎ কী হ'লে তা' সম্ভব,
আর, কী কী না হ'লে তা' সম্ভব নয়কো—
সেটাকে নিৰ্দ্ধারণ ক'রে
প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতায় তা' কী
সেটাকে নির্ণয় কর,
আর, এটাও নির্ণয় কর—
যা' বাস্তবে সংঘটিত হ'ল
তা' কোথায় কেমনতর গতি নিয়ে
কা'কে কেমনতরভাবে উদ্দীপিত ক'রতে পারে,
সেগুলির সাথে
বর্ণিত ঘটনার বিশেষভাবে মিল ক'রে
যে-ফলে পৌঁছাতে পারে—
তা'ই হ'চ্ছে বিচারের সিদ্ধান্ত ;
যদি কেউ দোষ ক'রেছে ব'লে স্বীকার করে
তা'ও গ্রাহ্য নয়,—
যদি তা' বাস্তবে প্রত্যয়ীভূত না হয় ;
ফল কথা, প্রতিটি ব্যাপারের
চুলচেরা হিসাবের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নায়
অবস্থা, পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতার মিল যেখানে,
বা যে-সিদ্ধান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তকে

সিদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,—
প্রকৃত বাস্তবতা সেখানে ;
এতে এতটুকু ত্রুটি
যদি কোথাও কিছু থাকে—
তা' কিন্তু ঠিক নয়,
তোমার বিচার ব্যর্থ হবে সেখানে
নিষ্ঠুরভাবে কিন্তু ;
তাই, তেমনতর স্থলে অভিযুক্তকে
অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত না ক'রে
তা'কে সন্দেহের সুযোগ দেওয়াই শ্রেয় । ৩০৫ ।

অনুশাসন, বিধি বা আইনের চক্ষে
সব সমান—
এমনতর ধারণা
অবিবেকিতারই পরিচায়ক,
কারণ, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত জগতের
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক রকমের,
কেউ কোন অবস্থায়
প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, সেই অবস্থায়
কেউ-বা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
কোন খাদ্য বা আবহাওয়া
কা'রও কাছে পুষ্টিপ্রদ,
আবার, সেই খাদ্য বা আবহাওয়াই
অন্যের পক্ষে বিপদ্-সঙ্কুল হ'য়ে দাঁড়ায়,
শীতের সঙ্কোচনী আবহাওয়া
কাউকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
তা' আবার কাউকে নির্ব্বীর্য্যও করে,
গ্রীষ্ম, বর্ষাও তেমনি ;
কোন দণ্ড কা'রও পক্ষে
সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, সেই দণ্ড অন্যের পক্ষে
সহজ সহ্যে অনায়াসে

সহনীয় ও শুভ হ'য়ে ওঠে,
জীবনীয় মানমর্য্যাদা উজ্জ্বল বিকিরণায়
কাউকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে,
অমর্য্যাদার এতটুকু তমসাও
হয়তো তাকে ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তোলে,
কিংবা অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
শীর্ণতায় শুষ্ক ক'রে
ক্রমশঃ তা'র জীবনপ্রদীপকে
নির্ব্বাণোন্মুখ ক'রে তোলে,
আবার, কেউ বা তা'র তোয়াক্কাই করে না,
তাই, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে যে
উপলব্ধি ক'রতে জানে না—
তা'র বিচার বা শাসন
কোন বৈশিষ্ট্যের পক্ষেই
জীবনীয় তো হ'য়ে ওঠেই না,
বরং বিপর্য্যয়কেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
তাই, আগে অচ্যুত উদগ্র একনিষ্ঠা নিয়ে
অনুকম্পা ও সহানুভূতির অনুচর্য্যায়
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি কর,
অভিযুক্তকে সুসঙ্গতির শুভশালিন্যে
তা'র সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে,
কী অবস্থায় মানুষ কী ক'রে থাকে,
কেন করে,
তৎস্থলে নিজেকে সংস্থাপিত ক'রে
অনুকম্পী সহানুভূতিতে
তেমনি ক'রে বোধ কর,
তারপর কী অনুশাসন,
কী বিধি বা কী দণ্ড
তা'র পক্ষে জীবনীয় হ'তে পারে—
সুশীল শীলতা নিয়ে
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায় তা' নির্দ্ধারণ কর,
যে-অনুশাসন বা দণ্ড
শুভসন্দীপনী তা'র পক্ষে—
তাই-ই প্রয়োগ কর,

তোমার শাসন ও দণ্ড
জীবনীয় ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠুক—
তোমার ও দণ্ডিত যে
উভয়েরই কাছে ;
আর দেখ, তা'র জীবনে
হিতী উদ্বোধনা
প্রাণন-প্রদীপনা নিয়ে
কতখানি জাগ্রত হ'য়ে উঠছে,
তা' যেমনতর হবে
তোমার বিচার বা দণ্ড
সার্থক সেখানে তেমনতর,
নয়তো সব ভুয়ো ;
আবার, যদি পার—
তোমাদের কারাগারগুলিকে
কারাগার নামে অভিহিত না ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
পরিশোধনী-অঙ্গন ক'রে তোল ;
আরো মনে রেখো—
প্রকৃতিও যেমন মহৎ কৃতি-সম্বেগ নিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
গঠন-বর্দ্ধনায় নিয়োজিত হ'য়ে চ'লেছেন,
বিধিও তেমনি যা'-কিছুকে
ঔপাদানিক বিধায়নায়
বিহিত জীবনে
ধারণ-সম্বেগ নিয়ে
বিবর্ত্তনী বিধায়নায় উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে
ধৃতি-সম্বদ্ধ হ'য়ে চ'লেছে,
তাই, বিধাতার বিধি
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
বিহিত বিধায়নাতেই
সংস্কৃতি লাভ ক'রে থাকে। ৩০৬ ।

তোমার তদন্তই বল,
আর বিচারই বল,

তা' যদি অনুসন্ধানের সুসঙ্গত সুবীক্ষণায়—
যা'কে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করা হ'য়েছে,
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটন ক'রে
দেশকালপাত্রানুসারে
তদনুপাতিক বিধান বা দণ্ডের
ব্যবস্থা ক'রতে না পারল,—
তবে তা' অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়কো ;
কারণ, কোন অবস্থায়
যা'কে তুমি অপরাধ ব'লে বিবেচনা ক'রছ,
তা'র প্রাণন-আকূতি হয়তো
তেমনতর অবস্থায় প'ড়ে
সেইজাতীয় কোন অপরাধ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছ,
তা' কিন্তু অপরাধের জন্য নয়,—
আত্মরক্ষার জন্য,
এই আত্মরক্ষা
নিজের কুপ্রবৃত্তির পরিচর্য্যা
বা পরিরক্ষার জন্য নয়কো,
জীবন-রক্ষার জন্য,
প্রাণন-পরিচর্য্যার জন্য ;
মনে কর, বুভুক্ষাপীড়িত কেউ
মিনতি-প্রদীপনা নিয়ে
ভিক্ষার জন্য হস্ত-প্রসারণ ক'রেও
নির্দ্দয় সংঘাতে ব্যাহত হ'য়ে
আত্মরক্ষার জন্য
বা পরিবার-পরিজনের রক্ষার জন্য
কা'রও যদি ভাতের থালা কেড়ে নেয়,
কিংবা অসঙ্গত বিব্রতির বেড়াজালে প'ড়ে
কেউ যদি অব্যাহতি পাওয়ার জন্য
কোন মিথ্যা আচরণ বা অপরাধ ক'রে থাকে,
ইত্যাদি যা'-কিছু,—
তা' দৃশ্যতঃ অপরাধ হ'লেও
তা'দের প্রাণন-আকূতির অবশ চাহিদা
তা' ক'রে ফেলেছে,
তখন তা'র দণ্ডই হবে

অভাব বা ব্যাঘাত-মোচন ;
তা' না ক'রে
তোমার বিচার যদি তা'কে আটকে রাখে
বা কারাগারে নিক্ষেপ করে
তুমি হ'য়ে উঠবে তা'র প্রাণন-ব্যাঘাতী
অসৎ অভিব্যক্তি,
যতটুকু সময় সে বেঁচে থাকবে,—
তা'র আত্মরক্ষণী প্রাণন-ক্ষুধা
আক্রোশসম্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ অত্যাচার-অপনোদনে
যা' করণীয় তা' ক'রতে কসুর ক'রবে না ;
তাই, যদি বিচারকই হ'তে চাও,
বা বিচারই ক'রতে চাও,
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায়
তা'র অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে আগে বুঝে ফেল,
অপরাধ বা পাপকে আগে চিনে ফেল,
নির্দ্ধারণ কর—তা' সাত্ত্বিক প্রকৃতির
না, নারকীয় প্রকৃতির,
তোমার দণ্ড, তিরস্কার বা পুরস্কার
সেই-অনুযায়ী উপযুক্তভাবে প্রয়োগ কর,
আর দেখ—
কোন্ দণ্ড কী পরিচর্য্যায়
তা'কে প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
সৎ-সন্দীপনার শুভ-স্ফুরণে,
তখনই হবে তোমার বিচার সার্থক,
নয়তো, তা' ব্যর্থ, কণ্টকাকীর্ণ,
তা'কে বিচার না ব'লে
অত্যাচার বলাই ভাল ;
মনে রেখো—
তোমার ঐজাতীয় বিচার বা দণ্ডের প্রতিক্রিয়া
জীবনের আহুত হোমের
বহ্নি-গর্ব্বিত ধূমরাশির
লেলিহান দুর্দ্দান্ত উচ্ছল বিকিরণায়
গগনস্পর্শী হ'য়ে

নিরাকরণী ধাতা ও বিনায়ককে
'স্বাগতম্'-অভিবাদনে
আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবে ;
আবার শুনবে সেই গীতি-কথা—
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
—তা' কোন্‌রূপে কে ব'লতে পারে? ৩০৭ ।

তুমি আইনজীবী,
তোমার জীবিকাধর্ম্মই হ'চ্ছে—
যে-ই আত্মরক্ষার জন্য
তোমার শরণাপন্ন হো'ক না কেন,
আদর্শ-অনুগতি নিয়ে
সুযুক্ত আইনের সুবিনায়নায়
প্রত্যয়ী প্রবোধনার অনুদীপনায়
যথোপযুক্ত বৈধী-আবেদনে
তা'কে মুক্ত ক'রে তোলা,
সে অপরাধীই হো'ক
বা অভিযোক্তাই হো'ক,—
সে সৎ-ই হো'ক
বা অসৎই হো'ক,—
তুমি ঐ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য অনুপ্রেরণায়
যা'তে তা'কে বিপথ বা বিপদ্ হ'তে
মুক্ত ক'রে তুলতে পার,
সুচেষ্ট অনুক্রিয়ায়
তা'তেই তৎপর হ'য়ে চল—
সার্থক সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে,—
অন্ততঃ যতক্ষণ
তোমার ব্যক্তিত্বের আওতায় সে থাকে ;
নিরাকরণ-প্রার্থী
বা আশ্রয়প্রার্থী কাউকে
সাধ্য থাকতে ফিরিয়ে দেওয়া—
কিন্তু তোমার পক্ষে জীবিকা-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম,

অর্থাৎ ঐ জীবিকা-ধর্ম্মের
তা' কিন্তু ব্যতিক্রমই ;
তাই, আপদ্‌গ্রস্ত বা বিপদ্‌গ্রস্ত যে,
যথাসম্ভব বৈধী-অনুচর্য্যায়
তা'কে বাঁচাও,
স্বতঃ-সন্দীপনী আগ্রহে
তা'কে মুক্ত ক'রে তোল—
সৎ-এ অনুপ্রেরিত ক'রে,
এই মুক্তিই আনবে তোমার যশ,
আবার, সেই যশই তোমাকে
আরো সেবা-সৌভাগ্যে
সৌভাগ্যবান ক'রে তুলবে,
খ্যাতি ও অর্জ্জন
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে,
মানুষের অন্তঃস্থ ঈশী-সম্বেগ
সাদর-আশিসে
নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩০৮ ।

তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'তে চাও—
প্রথমেই তোমাকে শ্রেয়তপা হ'তে হবে,
নিজের বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা ও প্রবৃত্তিগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রণে
শ্রেয়ার্থ-তৎপর ক'রে তুলতে হবে,
কোন্ ব্যাপারে, কী কথায়
ভঙ্গী বা ব্যবহারে
তোমার অন্তরবৃত্তিগুলি কী রূপ গ্রহণ করে
কেমনতর প্রবণতায়—
আর, কোন্ নিয়মনেই বা সেগুলিকে
তুমি শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী ক'রে তুলতে পার—
সেটার সূক্ষ্ম সহজ বোধ
যতই তোমার সুবোধ্য হ'য়ে উঠবে—
বুঝ বা বোধায়নী অনুবেদনা
তেমনতরই সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমাতে,
তাই, তোমাকে

আত্ম-অনুশাসন-অভিজ্ঞ হ'তে হবে ;
এ-কথা বলার তাৎপর্য্য এই—
নিজের অন্তর-অনুভূতিগুলি
তা'র কূট মাত্রা-সহ
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোধদৃষ্টিতে সহজ হ'য়ে
যদি না তোমার অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—
বোধসমীক্ষায়—
নিয়মন-কুশলতায়—
তাহ'লে অন্যের বেলায়ও সেগুলি
তোমার উপলব্ধিতে সহজ হ'য়ে উঠবে না ;
বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার
সুসন্ধিৎসু কূট সমীক্ষার ভিতর-দিয়ে
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
নিয়মন-সার্থকতায়
তোমার বোধে যতই সজাগ হ'য়ে উঠবে,—
অনুশাসন-অভিজ্ঞ হওয়ার ন্যাক্‌ও
তোমাতে ততই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, প্রথম করণীয়ই হ'চ্ছে তোমার
শ্রেয়তপা হওয়া,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আচরণ-অভিজ্ঞ হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনের দিকে
ক্রমপদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা—
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহের
দৈনন্দিন সুসমীক্ষ তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে ;
হাজার বোধিবত্তাই তোমার থাক্ না কেন—
এই এমনতরভাবে শ্রেয়কেন্দ্রিক যদি না হও,—
তা' সংহত ও সার্থকতায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যতিক্রম র'য়েই যাবে,
তাই, শ্রেয়তপা হওয়া—
যা'-কিছু প্রারম্ভ কর,
তা'রই প্রাথমিক দীক্ষা ;
তুমি যদি ব্যবহারজীবী হ'য়ে থাক—
দুষ্টকে দোষমুক্ত করাই তোমার কর্ম্ম,

আশ্রিতকে আপদ্-মুক্ত করাই তোমার ধর্ম্ম,
ব্যবহারজীবী হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
আপন্ন বা বিপন্ন সব্যষ্টি গণসমূহের
বৈধী-আশ্রয় হ'য়ে ওঠা,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া—
অসৎ-নিরোধী-নিয়মন-তৎপরতায় ;
যা'কে আশ্রয় দিয়েছ,
অনুকম্পায় তা'র বেদনাকে
নিজের ক'রে নিয়ে
সেই সংঘাত বা বেদনা হ'তে
তা'কে রক্ষা করাই হ'চ্ছে
তোমার ঐ উপজীবিকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম,
মিলন ও নিষ্পত্তির ভিতর-দিয়ে
যদি এটা ক'রতে পার
সেই-ই ভাল,
তা' যদি সম্ভব না হয়—
সেখানে আইনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হবে,
তাহ'লেই তোমার প্রথমেই হ'তে হবে—
শৌর্য্যবান জান্তব পরাক্রমী—
অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায়,
ত্বরিত উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন,
বৈধী-নিরোধপ্রবণ,
এমন-কি, বিধানের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম যা'-কিছু
তা'ও এড়িয়ে না যায়—
এমনতর বোধবিভূতিকে জাগরূক ক'রে,
এমনতর সহজ সূক্ষ্ম প্রস্তুতিপ্রবণ হ'তে হবে—
যা'তে প্রতিমুহূর্ত্তেই
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
বিরুদ্ধকে নিরোধ ক'রতে পার—
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি-সহ,
তোমার বাক্-বিন্যাস
এমনতরই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ,
তীক্ষ্ম, তর্‌তরে হওয়া চাই

যা' মানুষের প্রবৃত্তি ভেদ ক'রে
তা'দের অন্তঃকরণকে
তোমাতে সহজ অনুকম্পাপ্রবণ ক'রে তোলে ;
উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে
তোমার প্রশ্ন ও উত্তর—
অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ও কুটিল যা'
তা'কেও যা'তে বিনায়ন ক'রতে সমর্থ হয়,
এমনতর শীলব্যঞ্জক, দক্ষ
কুশলকৌশল, দৃপ্ত হওয়া চাই,
কোন্ কথা গড়িয়ে কোথায়
কী অর্থে উপনীত হয়—
তা'কে উপলব্ধি ক'রো,
এবং তোমার কথাকে সার্থকভাবে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে শেখ—
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে ;
যা'কে আশ্রয় দিয়েছ
তা'র বিরুদ্ধ ও স্বপক্ষের বিবরণগুলি
যা'-কিছু সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি
ও ফাঁকগুলি-সহ
এমনতর নখদর্পণে থাকা উচিত
যা'তে অত্যন্ত জটিল ব্যাপারেও
তোমার বাক্, গতিবিধি ও নিয়মনে
এতটুকু প্রতিঘাত সৃষ্টি না হয় ;
দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠ তুমি—
আত্মরক্ষণী বৈধী-নিয়মনে সজাগ থেকে,
সমস্ত বিষয়ের আন্ধিসান্ধি-সহ
কোন্ পর্য্যায়ে কী করণীয়—
সেগুলি যেন সব সময়ই
তোমার সামনে জ্বলজ্বলে হ'য়ে থাকে,
ত্বরিত তীব্রকর্ম্মা হও,
যা' ত্বরিত করা উচিত
তা' তৎক্ষণাৎই সম্পাদন ক'রো,
যা' বিলম্বে করা উচিত
তা' বিলম্বেই ক'রো,

তোমার এই বিহিত প্রস্তুতি যেন
তোমার আশ্রিত যে—
তা'র হৃদয়কে
আশ্বস্ত ও আশাদীপ্ত ক'রে তোলে ;
যা' গোপন রাখতে হবে
তা' ব্যক্ত ক'রো না,
যা' ব্যক্ত ক'রতে হবে
তা' যেন গুপ্ত না থাকে,
এটা এমনভাবে ক'রবে যা'তে তা'
সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
মনে রেখো সেই সুদর্শনধারী ভগবানের উক্তি—
'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্',
সোজা পথেই হো'ক আর বাঁকা পথেই হো'ক
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তোমার প্রশ্নপরিচালনা যেন
বিহিত সার্থকতায়
আশ্রিতের পক্ষকে
শুভ সার্থক ক'রে তোলে ;
বৈধী-ত্রুটি
যেখানে যতটুকুই হো'ক না কেন,
তা'র আবেদনপত্রগুলি প্রতি স্তরে
এমনতর বিন্যাস ক'রে তুলতে হবে,
যেন তা'র সুযুক্ত অনুক্রমণাগুলি
সামগ্রিকভাবে তোমার উদ্দেশ্য-সমর্থনে
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে,
যেখানে অভিযোগের
পাল্টা অভিযোগ সমীচীন হয়,
সেখানে তা' ক'রো—
উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে,
যথাসময়ে,
তা' কিন্তু অনেক সময়
অনেকখানিই নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখে,
উৎপাতকেও এড়াতে পারে অনেকটাই ;
অনুশাসন-তত্ত্বগুলির সার্থক সম্বেদনা

যা'তে সুব্যাখ্যাত পরিচর্য্যা নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সমর্থন করে—
সেগুলিকে তেমনতরভাবেই
তোমার মেধাতে সংরক্ষিত রাখতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
এক-কথায়, অনিশ্চিতকে অতিক্রম ক'রে
তোমাকে বাস্তব সাফল্যে
নিশ্চিত হ'তে হবে—
নিয়ন্ত্রণার সনির্ব্বন্ধ সঙ্গীততে,
যে-বাস্তবতাকে অস্বীকার ক'রলে
বা অবজ্ঞা ক'রলে
গণ-অন্তরের জীবন-আকৃতি
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
এমনতর ঝলক সৃষ্টি ক'রে,
আর, ঐই তোমার কৃতিত্ব ;
বিশেষ ক'রে মনে রেখো—
বিপন্নের আশ্রয় ও রক্ষাই
তোমার ব্যবসায়,
বিপন্নের পরিত্রাণই হ'চ্ছে
তোমার আত্মপ্রসাদী ধর্ম্ম,
তুমি লোকপ্রসাদভুক,
তা'দের আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত অবদানই
তোমার পবিত্র জীবিকা,
তা'দের ব্যর্থতাই
তোমার সত্তাপোষণী জীবিকার ব্যর্থতা,
তাই, নিষ্ঠুর অর্থ-আকাঙ্ক্ষী হ'তে যেও না,
লোকত্রাণ-কৃতিত্বই
তোমার সাধ্য হো'ক ;
তুমি ধীর, ধীমান ও অদম্য-পরাক্রমী হও—
বৈধী-নিয়মনী চলনকে অব্যাহত রেখে,
বিচার-সংস্থার কর্ম্মচারী
যিনিই হোন্ না কেন,
তোমার বোধ, ব্যক্তিত্ব

তাঁদের কাছে যেন
হৃদ্য, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সিংহবিক্রমী হ'য়ে ওঠে,
যা'কে নিরোধ ক'রতে হবে—
তা'ও সিংহবিক্রমী শীলতার অনুশাসনে ;
তাই, তুমি কখনই
বিচারক বা শাসন-সংস্থার
স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ অত্যাচারী অনুচলন
বা খামখেয়ালী বিলম্বন-প্রবৃত্তি
ইত্যাদি যা'ই হো'ক না কেন—
তা'র কাছে কিছুতেই
আনতি-স্বীকার ক'রো না,
শাসন-সংস্থার প্রসাদ-ভুক হ'তে যেও না,
তা' কিন্তু
তোমার পক্ষে মর্য্যাদা-হানিকর,
বরং লোকপ্রসাদভুক্ হও ;
যা'তে তোমার আশ্রিত অযথা কষ্ট পায়
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে অপরাধের,
তা'কে সুযুক্ত সংঘাতে
নিরোধ ক'রতেই হবে তোমাকে,
নয়তো, তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগই সেখানে
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি যতই শাসন-সংস্থার কাছে
অবৈধ আনতি স্বীকার ক'রবে—
তোমার মানবিক ব্যক্তিত্ব ততই
মূঢ় সন্দীপনায়
ক্রীতদাস হ'য়ে উঠবে তা'দের,
তোমার ঐ লোকপ্রসাদ-ভুক্ জীবিকার
ইতর লাঞ্ছনা সেখানে হবেই কি হবে,
তাই, তোমার মানবিক চরিত্র
মেষশাবকের মতই
মধুর নমনীয় হ'লেও
ব্যক্তিত্ব যেন সিংহবিক্রমী হ'য়ে চলে ;
সৎ যা',
সাধু যা',

লোকহিতী যা',—
শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
সেগুলির আশ্রয়ী ও প্রশ্রয়ী
তুমি হবেই কি হবে,
তুমি কিছু পাও বা না পাও,
সক্রিয় তৎপরতায়
তদনুচর্য্যায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
নিয়োজিত ক'রবেই কি ক'রবে—
কোনপ্রকার পাওয়ার প্রত্যাশা
এতটুকু না ক'রে,
প্রত্যাশায় অনাসক্ত হ'য়ে
দীপ্ত অন্তরাসী তীক্ষ্ণ অনুবেদনায় দাঁড়িয়ে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর সবারই আশ্রয়,
সত্তায় অনুস্যূত থেকে
তিনি সত্তাপোষণী আগ্রহ-সন্দীপ্ত সর্ব্বক্ষণই,
তাই, তুমিও
অসৎ-নিরোধী তর্পণায়
সবারই সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠ,
ঈশ্বর সবারই সত্তাপোষক—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই । ৩০৯ ।

তুমি যদি বিচারকই হ'তে চাও,
বা তুমি যদি লোক-অনুরোধে
বিচার-মাধ্যমী হ'য়ে নিযুক্ত হও,
কিংবা বিচারকের পদে নিযুক্ত হ'য়ে থাক,—
তবে শোন ধর্ম্মাধিকরণিক!
প্রথমেই তুমি তোমার অন্তর্দেবতাকে
অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে
সশ্রদ্ধ আনতি-দীপনায়
অন্তঃকরণের অন্তস্তম-আগ্রহে নমস্কার কর—
ঐ আসনে উপবেশন ক'রেই,—
সঙ্গে-সঙ্গে

অভিযুক্তের প্রতি নজর দিয়ে দেখ,
তাকাও তা'র দিকে—
একটা স্নেহল অনুকম্পী অনুবেদনী আগ্রহ নিয়ে,
করুণাদৃপ্ত অন্তরে ;
সর্ব্বসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ-সিদ্ধ না-হওয়া পর্য্যন্ত
অভিযুক্তকে অপরাধী ব'লে
প্রথমেই কখনও গ্রহণ ক'রো না,
তোমার এটা যেন সত্তাসঙ্গত
সানুকম্প প্রতিজ্ঞাই হ'য়ে থাকে,
অভিযুক্তকে অপরাধী ব'লে
প্রথমেই মেনে নেওয়া কিন্তু
তোমার পক্ষে পাপের ;
আবার, উত্থাপিত অপরাধ যদি সাংঘাতিক
ও বহুল গণঘাতী না হয়
এবং বিবেচনায় বাস্তবে
গণঘাতী সম্ভাব্যতার পরিচয় না পাও,—
বিচারের পূর্ব্বে কাউকে
আটকও রাখতে যেও না,
তবে উপযুক্ত স্থলে মুচলেকা
বা জমানত বন্দী রাখতে পার ;
মনে রেখো—
তুমি শাস্তা নও,
দণ্ডদাতা নও,
অভিযুক্তের আশ্রয়,
ক্ষুব্ধের বন্ধু,
অপরাধীর পাপস্খালনী
হৃদয়বান পরম সুহৃৎ,
তুমি তা'র সত্তাপোষণী সাত্ত্বিক নিয়ামক,
পাপস্খালনী বৈধী-বিধায়ক,
অনুচর্য্যী তপস্বী তুমি,
তোমার ব্যক্তিত্ব পুণ্যের,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তাপোষণী তুমি,
ঈশ্বর-নিয়োজিত
ধর্ম্মদ ধর্ম্মাধিকরণিক মানুষের ;

তুমি অভিযুক্তকে এতই অনুকম্পাশীল থাকবে,
যা'তে তোমার অন্তর-আগ্রহ
স্বতঃই প্রবুদ্ধ ক'রে রাখে তোমাকে—
তা'র আরোপিত দোষ-স্খালনের
আগ্রহ-আকূত সন্ধিৎসাপূর্ণ
সুপরিবীক্ষণী স্মরণ-মনন-অনুধ্যায়ী
আচরণ-অভিজ্ঞান-অভিব্যক্তি নিয়ে ;
অভিযুক্তকে ভেবে নিও—
তোমারই আত্মিক সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তি,
তা'র অন্তর্নিহিত বেদনা, শঙ্কা,
আকুল উৎকণ্ঠা
তোমার অন্তরে যেন প্রতিফলিত হয়—
যেমন তোমার সন্তান বা প্রিয়ের বেলায়
তোমার হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ ;
আবার, ক্ষুব্ধ বা অভিযোক্তাকেও
প্রস্বস্তি-প্রণোদিত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না—
বাস্তবে পর্য্যুদস্ত যে—
তা'র উপযুক্ত পরিভরণায় নজর রেখে,
সমবায়ী মিলন-উৎসারণী
ধর্ম্মদীপ্ত প্রাণন-প্রদীপনায়
সলীল মিলন-আলিঙ্গনে
পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রতে
সদাই যত্নবান থেকো—
বিশেষ স্থলে, বিশেষ রকমে
বিশেষ বিনায়নী তৎপরতায় ;
অভিযোক্তা যদি অসৎ-অভিপ্রায়ে
কাউকে মিথ্যা অভিযুক্ত করে,—
তা'কে পার তো পরিশুদ্ধ কর
উপযুক্ত বৈধী আপ্যায়নায়,
কোথাও হৃদ্য ভর্ৎসনায়,
কোথাও পরিশুদ্ধিমূলক শাসন বা দণ্ডে—
এমনতর হৃদ্য প্রেরণাবিদ্ধ ক'রে,
যা'তে ভবিষ্যকালেও সে
মিলন-আগ্রহী হ'য়ে ওঠে,

পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উপযুক্তভাবে উন্নয়ন-অনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
সত্তা-পরিপোষণী প্রবর্ত্তনার
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুসেবনায় ;
বিচারের বেলায়
সমস্ত খুঁটিনাটির সঙ্গতি নিয়ে
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাও,
তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হও—
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণের অনুপ্রেরণায়,—
এমনতর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যতক্ষণ না জোটে,
বা এতটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকে,—
তোমার শাসন বা দণ্ডের
আভিঘাতিক উত্থানকে
ততক্ষণ নিরুদ্ধই রেখো,
উত্থিত হ'তে দিও না,
উদ্যত হ'তে দিও না—ঐ দণ্ডকে ;
আবার, একথাও স্মরণ রেখো—
সত্যতপা যে সেই সাধু,
তাঁ'র পরিবীক্ষণাতেই থাকে
সত্য বা সতের ভাব,
তাঁ'দের বিবৃতি
বাস্তবই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ ;
যা'রা ধারণারঙ্গিল হ'য়ে থাকে,
যা'দের ব্যক্তিত্ব
নানা-ধারণার নানা-রঙে
রঙ্গিন হ'য়ে ওঠে,
প্রমাণস্বরূপ তা'দের কথাগুলি গ্রহণ ক'রতে—
সুসন্তর্পণা-সহ
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
যদি গ্রহণযোগ্য হয়,
তবেই গ্রহণ ক'রো ;
প্রত্যক্ষ এমনতর বিবৃতিকেও
তুমি গ্রহণ ক'রতে যেও না—

যা' ব্যাপার বা বিষয়ের সঙ্গে
সুসঙ্গত ও অন্বয়ী হ'য়ে উঠে'
বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট ক'রে না তোলে,
এতে হয়তো অনেক অপরাধীও
তোমার কাছে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে,
কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় নিরপরাধ কমই
দণ্ডিত হ'তে পারে
বা শাসন-পীড়িত হ'তে পারে
অতি নগণ্যভাবে ;
তোমার বিচারণা যা'কে
যেমনতরই দণ্ডিত করুক না কেন,
তোমার ঐ নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তা'র কিছু-না-কিছু মুক্তির পথ
উন্মুক্ত ক'রেই রেখো—
যদি সেই পথে
সে কোনপ্রকারে মুক্তিলাভ ক'রতে পারে ;
কাউকে বিচার ক'রতে গেলে
তা'র পরিবেশকে বিচার ক'রো,
তা'র অবস্থাকে বিচার ক'রো,
কাল ও প্রবৃত্তি-সংঘাতে
মানুষ কেন কোন্ উদ্দেশ্যে কী ক'রে থাকে
তা'ও বিচার ক'রো,—
আর, তাই-ই যেন তোমার শাসন-নিয়ন্ত্রক হয়,
এই সমস্ত বিচারের সুসঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব ব্যাপারকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তুমি তোমার বোধিদীপনায়
উজ্জ্বল ক'রে না-তুলতে পারছ,—
তোমার শাসন বা দণ্ড যেন
আনতিশীল হ'য়ে থাকে তখনও ;
আরো মনে ক'রো, ভেবে দেখো'—
সব অপরাধেই শাস্তি
কিন্তু শুভদ হ'য়ে ওঠে না,
যেমন মানুষের প্রাণন-চাহিদা
বা অহং-সংঘাত-জনিত অভিমান

বা অপমানপ্রসূত অন্যায়
যা' সত্তাধ্বংসী না হ'য়েও
তোমার অপরাধ-ধারায় সন্নিবেশিত হ'য়ে আছে,—
সেগুলির সুনিয়মনে
অভিযুক্ত ও ক্ষুব্ধের ভিতর মিলনই
বিহিত উদাত্ত সংশোধনী হ'য়ে ওঠে ;
আবার, অন্যের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায়
মানুষের অপরাধ-প্রবণতা উত্তেজিত হ'য়ে
যেখানে অযথা অত্যাচারে
মানুষকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
বাস্তব সংঘাতে অসৎ-নিরোধী-দৃপ্ত কঠোর হ'য়ে
মমতার ধুক্ষিত তর্পণে
সেগুলিকে অনুবেদনী সংঘাতে
সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
প্রায়শ্চিত্তে উদ্ভিন্ন ক'রে
অপরাধী যা'তে স্বতঃই সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই করাই শ্রেয়-বিধান ;
আবার, যে-অপরাধগুলি
সপরিবেশ নিজের অস্তিত্ব বা সত্তায়
সংঘাত এনে
সকলকে পীড়িত, নির্য্যাতিত ক'রে
জীবন-ধারণে ক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
বা মানুষকে বাঁচার অধিকার হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তোলে
বা মৃত্যুতে পর্য্যবসিত ক'রে তোলে,
সেগুলি শাসন বা দণ্ডের ভিতর-দিয়ে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায় বাধ্য ক'রে
সংশোধন করা ছাড়া উপায় থাকে না ;
আবার, মৃত্যুর বদলে যে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে
তা'রও কোন মানে নেই,
যেখানে মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে
তা'র বদলে ঐ সংঘটনকারীকে
যদি মৃত্যুদণ্ড দাও,—
ঐ মৃত বেঁচে উঠবে না,

তখন তা'কে দণ্ডের ভিতর-দিয়ে
যদি সংশোধন ক'রে নিতে পার—
সে যা'তে
বহুলোকের বাঁচবার কারণ হ'তে পারে,
তাই-ই কিন্তু শুভ,
তা'ই-ই শ্রেয় ;
যে অপরাধ গণমরণকে আবাহন করে—
জীবনে বিধ্বস্ত হ'য়ে নয়,
মারণ-লোলুপতায়,
যা'র অস্তি-প্ররোচনাই গণ-মরণ-অনুপ্রেরক,
এমনতর স্থলেও
তা'কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রবে কিনা—
লাখোবার চিন্তা ক'রে তা' ক'রো,
মনে রেখো—
শাসন ও বিচারের মূলনীতিই হ'চ্ছে
প্রতিবিধান,
প্রতিহিংসা নয়,
তা'ই কিন্তু বিচার, তা'ই কিন্তু বিধি—
যা' মানুষের সত্তাকে
শুদ্ধিতে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
আরো মনে রেখো—
তুমি ধর্ম্মাধিকরণিক,
মানুষকে, মানুষের জীবনকে
ধ'রবার মানুষ তুমি,
গণধৃতি, লোকধৃতি বা ব্যক্তিধৃতিই
তোমার ধর্ম্ম ;
যেখানে সন্ধিৎসাপূর্ণ কূটবীক্ষণার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে দেখছ—
প্রমাণ সম্পূর্ণ সুসঙ্গতি-সহ
তোমার কাছে হাজির হ'চ্ছে না—
একটা বাস্তব মূর্ত্তি নিয়ে,
অথচ দেখছ—
কোন ব্যাপার বা ঘটনার অনুষ্ঠান হ'য়েছে
এটাও ঠিক,

সেখানে খুব সাবধান হ'য়ে চ'লো,
ঘটনা হ'লেও
ঐ ঘটনা-সংঘটনকারী ব'লে যা'রা অভিযুক্ত হ'য়েছে
তা'দিগকে তুমি
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রো না কিছুতেই,
তুমি যদি বুঝেও থাক—
হয়তো তা'রাই অপরাধী,
নিরাবিলচিত্তে তা'দের মুক্তি দিও—
একটা সৎ-সন্দীপী প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে,
এতে পাপ তোমাকে স্পর্শও ক'রবে না :
যা'দের মুক্তি দিলে
তা'দের মধ্যে যদি কেউ পাপীও থাকে—
ঐ অনুকম্পাশীল উচ্ছল হৃদয়ী অনুবেদনা
তা'র ব্যক্তিত্বকে
তোমার ঐ হৃদয়-মন্ত্রে
এমনতরই বশীভূত ক'রে তুলবে,
যে, অল্পদিনের ভিতরই দেখতে পারবে—
হয়তো সে
পাপ-সংঘটনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
সে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়েও
অন্যকে রক্ষা ক'রতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
তা'র হৃদয় অব্যক্তভাবেই হো'ক,
বা ব্যক্তভাবেই হো'ক,
তোমার অন্তরস্থ দেবতার জয়গানে
দিগ্বলয়কে মুখর ক'রে তুলবে,
তুমিও তোমার অন্তরাসনে
উপাসনা-উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
আনত হৃদয়ে ব'লে উঠবে—
'ঈশ্বর! তোমার জয় হো'ক' :
তবে একথা স্মরণ রেখো—
গণ-সম্বর্দ্ধনায় যা'রা সংঘাত আনে,—
তা'দেরই অপরাধ বেশী,
বৈশিষ্ট্যপালন,

সত্তা-সংরক্ষণ,
সত্তা-পোষণ
ও সত্তা-প্রণে
অভিঘাত যা'রা নিয়ে আসে,—
তা'রাই কিন্তু গুরুতর অপরাধী
ব্যক্তি বা ব্যষ্টিগতভাবে
বিবাদসংকুল ক্ষোভদীপ্ত যা'রা
তা'দের চাইতেও,
তুমি মনে রেখো—
তুমি লোকজীবন-পরিচর্য্যার
তুমি পরিশুদ্ধির
তুমি অস্তিবৃদ্ধির হোতা ;
আরো ভেবে দেখো—
আইনের চক্ষে সব মানুষ সমান,
বা বিধির চক্ষে সব মানুষই সমান—
তা' কিন্তু মোটেই নয়,
এ একটা একসা'ই বাতুল প্রলাপ ছাড়া
এর অর্থ তুমি
পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবে না,
বিধি
আত্মবিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের ভিতর প্রত্যেক রকমে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন,
আর তাই-ই বৈশিষ্ট্য,
আর, এই চক্ষুই বিধাতার চক্ষু—
সে-চক্ষুতে এইটি বিশেষভাবে
পরিস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে,
তবেই ব্যবস্থা, বিনায়ন, শাসন ও দণ্ড
প্রত্যেকের জন্য বিশেষ ধরণের
ধর্ম্মদ হ'য়ে ওঠে ;
তুমি বিচারক, ধর্ম্মাধিকরণিক,
ঈশ্বরকেও ঐ বিশেষের ভিতর-দিয়ে
বিশেষ রকমে দেখাই তোমার তপ,
এই তপস্যায় তুমি যতই কৃতী হ'য়ে উঠবে—

ঈশী-উপাসনাও
তোমাতে তেমনি ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি আনবে তোমার সাত্ত্বিক মোক্ষ,
তুমি আনবে প্রত্যেকটি ব্যষ্টির মোক্ষ,
আর, এই মোক্ষ সার্থক হ'য়ে উঠবে এক অদ্বিতীয়ে ;
আরো স্মরণ রেখো—
তুমি এমনতরই অনুবেদনাপ্রবণ, অনুকম্পাপরায়ণ
সব্যষ্টি লোকশুভানুধ্যায়ী হ'য়ে চ'লবে,
যা'তে তোমার দণ্ডও যেন
দণ্ডিতকে ফুল্ল ক'রে তোলে,
স্মরণ ক'রো সেই কবির গাথা—
"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার,
যা'র তরে প্রাণে কোন ব্যথা নাহি পায়,
তারে দণ্ডদান প্রবলের অত্যাচার";
মনে রেখো—
ঈশ্বরের করুণা কিন্তু কাউকেই বঞ্চিত করে না,
তা' তোমাকেও নয়,
পাপাত্মা, পাপসম্ভব যে তা'কেও নয়,
বিচার যদি তোমার
এই করুণাকে অবলোকন না ক'রে
দণ্ডকেই দোর্দ্দণ্ড ক'রে তোলে,
দুর্দ্দান্ত ক'রে তোলে,
লক্ষ্য ক'রে দেখ—
অদূরেই বিধিনিরয়
তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে,
তখন তোমার লাখো অনুতাপও
তা'কে ঝল্‌সে দিতে পারবে না ;
এই আমার কথা,
যদি তোমার ভাল লাগে,
গ্রহণ ক'রে যদি সুখী হও,—
আমিও সুখী হব ;
ঈশ্বর মহান্‌,

ঈশ্বরই ধর্ম্ম,
ঈশ্বরই ন্যায়,
আর, ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গীকৃত যিনি—
তিনিই ন্যায়বান ধর্ম্মাধিকরণিক,
ন্যায়েরই মঞ্চ ধর্ম্মাধিকরণ,
আর, তা' সার্থক সেখানেই। ৩১০।

বিচারকের আসনে
যা'রা আসীন হ'য়ে আছে
তা'রা ব'সে ব'সে
শুধু যদি বিচারই করে,—
বিচার-তাৎপর্য্য শিষ্ট হ'য়ে থাকবে না ;
বিচারক হ'তে হ'লেই চাই
পরিদর্শন,
কারাগার এবং মানুষের বহিঃপ্রকৃতিগুলি
কেমন ক'রে কোথায়
কী অবস্থায়
কী স্থির করে—
সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা,
অপরাধপ্রবণতা কোথায় কা'র কেমন হয়
সেগুলি দেখা,
দেখে
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
সেগুলির নিরাকরণের উপায় কী—
তা' সমীচীনভাবে দেখে-শুনে-বুঝে
বিহিত বিভূতিতে উপস্থাপিত হওয়া,
নিরাকরণী তাৎপর্য্য নিয়ে
সেগুলিকে
বিহিত সমীক্ষায় বিনায়িত ক'রে
ঐ অপরাধপ্রবণতাগুলিকে নিরসন ক'রে দেওয়া,—
অন্ততঃ অমনতর দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকে—
বিনায়নী চাতুর্য্য যদি না থাকে—
বিচারকের পদ সেখানে
হাস্যাস্পদই হ'য়ে থাকে,

তা'দের বিচার
দণ্ডিতের হৃদয়গ্রাহী হয় না,
বরং হৃদয়কে তা' দীর্ণই ক'রে থাকে ;
হৃদয় দীর্ণ করার সার্থকতা কোথায়—
তা' আমি জানি না, বুঝি না,
দণ্ডিতকে
স্বস্থ, সুস্থ জীবনীয় তাৎপর্য্যে
সন্দীপিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
বিচারকের দায়িত্বপূর্ণ অধিগমন,—
যা'র সার্থকতা
দেশের প্রতিটি ব্যষ্টি
উপভোগ ক'রে
উচ্ছল-হৃদয় হ'য়ে
সুসন্দীপ্ত প্রাণন-আবেশে
নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে
বিনায়িত ক'রে
শিষ্টসুন্দর সুধাদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তা' যদি না হয়—
বিচার-সংস্থাই একটা
পরোক্ষে
আবগারীর অন্ধনিবেশ হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি—
তুমি যদি বিচারকই হ'য়ে থাক—
বিচারের সামর্থ্য লাভ কর,
তা'র তত্ত্বদর্শী হ'য়ে ওঠ,
অপরাধীর শিষ্টসুন্দর বৈদ্য হ'য়ে ওঠ ;
অশিষ্ট বাঁধন খুলে দিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ ঊর্জ্জনায়
তা'রা যা'তে
শুভ শিষ্ট বন্ধনে
বান্ধব-পরিক্রমায়
সবারই উন্নতির উৎসর্জ্জনা হ'য়ে ওঠে—
এমনতর তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ তাহাত্বদর্শী হ'য়ে

ঐ ঋষিকল্প বিচারক
লোকের পুণ্যতীর্থ হ'য়ে উঠুন ;
দেখবে—
অদূরেই স্বস্তির সামগান
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে
অদ্ভুত তাৎপর্য্যে
সামদীপনায়
সবাইকে বাঁধনহারা বন্ধনে
মুক্তিতীর্থ ক'রে তুলছে—
মুখরিত অস্তিত্বের সুঠাম সঙ্গীতে,
সবার প্রতি তা'র
প্রাণের আবেগ ছিটিয়ে দিয়ে,
সবাইকে আপনার ক'রে নিয়ে,
ব্যথার ব্যথিত হ'য়ে। ৩১১ ।

যা'রা দুর্ব্বল—
ক্ষমতাপ্রিয়—
লোকের মানস-বিধায়নাকে
বিনায়ন ক'রে তুলতে পারে না—
পরিচর্য্যার নিবিষ্ট সম্বেগ নিয়ে
উদ্দীপনী ফুল্ল তাৎপর্য্যে,—
প্রাণদণ্ড তা'দের স্বাভাবিক উদ্দীপনা ;
মেরে লোককে ভাল ক'রব,
বাঁচাতে পারব না,
বাঁচিয়ে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধিত ক'রে
শুভ-তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রতে পারব না,
অপরাধের অনুশাসনকে আশ্রয় ক'রে
তা'কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তুলব,
নিজদিগের সুবিধার জন্য,
তা'র মানেই হ'চ্ছে,—
যেমন আমার প্রাণনস্পন্দন আছে,
সে তা'র বৈধী-নিয়মনায় চ'লছে,

আমার মত অন্যেরও আছে—
আমি তা'র ধারও ধারি না,
আমার প্রাণনস্পন্দন আছে—
আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যাহত না হয়
এমনতর ক'রে
তা' নিজেকে
শুভ-শৌর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখছে,
কারণ, কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে
ব্যক্তিগত কোন পরিশ্রম নেইকো,
দরদী উৎসর্জ্জনাও নেইকো ;
নিজের প্রাণের মতন ক'রে
অন্যের প্রাণের দরদ যদি কেউ না বোঝে—
স্পষ্টতর ভাষায় তা'রাই চায়—
অন্যকে ক্ষতি যে করে
অন্যকে ধ্বংস যে করে—
তা'দের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রতে ;
যে প্রাদণ্ডে দণ্ডিত করে—
তা'র প্রাণের দরদ যেমনতর—
নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে
নিজেকে পরিপোষণ ক'রতে গিয়ে
অপরাধের পরিধিতে প'ড়ে
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে তা'রাই ;
তা'দের কেউ নাই ধ'রবার,
কেউ নাই নিয়ন্ত্রণ ক'রবার,
কেউ নাই তা'দিগকে—
শিষ্ট তালে
নিজেরই মতন ক'রে
অন্যকে দেখতে পারে—
এমনতর অনুবেদনার সৃষ্টি ক'রে
রক্ষার পথে টেনে নেবার ;
প্রাণের সংঘাত
সেখানেই শুধু আসে—
প্রাণন-তৎপরতায় ব্যর্থ হ'য়ে
যা'রা অন্যের প্রাণকে অবহেলা ক'রে

আত্মরক্ষা ক'রতে চায়,
ঐ আত্মরক্ষার উদ্যমেই
তা'ও তা'রা ক'রে থাকে,
আক্রোশের উদ্যমেও
তা'ও তা'রা ক'রে থাকে,
ব্যতিক্রমের লোহদৃষ্ট হ'য়েও
তা'ও তা'রা ক'রে থাকে ;
কিন্তু কে আছে এ দুনিয়ায়
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রবে?
তা'দিগকে বাঁচিয়ে
অন্যের দরদে দরদী হ'য়ে
অন্যকে রক্ষা ক'রবে—
এমনতর দরদদীপ্ত ক'রে তুলে?
এ দরদ যেখানে নাই—
প্রাণদণ্ডও
দুর্ব্বলতার অভিশাপ হ'য়ে সেখানে স্বতঃ বিরাজমান ;
শুনেছি
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের নাকি বলা আছে—
'দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।'
নয়তো ব্যর্থতার অট্টহাসিই সারসম্বল ;
তাই বলি—
জীবনকে
নির্ব্বিরোধ উদ্দীপনায়
বেঁচে থাকতে প্রস্তুত কর,
অসৎনিরোধী তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যে
নিজেকে শিষ্ট ও দক্ষ ক'রে তোল,
আর, যত পার, মানুষকে বাঁচাও,
উন্নতিতে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল—
প্রাণের বেদনা
অন্তরে অন্তরে বোধ ক'রে ;
ব্যথাহারী তোমার সহায় হউন। ৩১২ ।

কর্ম্মঠ প্রস্তুতি-সহ সাবধান থাকা
চিরদিনই ভাল,
কিন্তু এমনতর সাবধান হওয়া ভাল না—
যা' মানুষকে ভীরু ক'রে তোলে। ৩১৩।

প্রহরীদের হওয়া চাই—
সদ্বংশ, অবিমিশ্র বা অনুলোম-সম্বন্ধজাত
মিষ্ট, সেবাপ্রাণ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন,
তড়িৎকর্ম্মা,
চকিত-সন্ধিৎসু, দুর্ব্বার,
হিতীনিষ্ঠ ও অলুব্ধ। ৩১৪।

শান্তিরক্ষক! সজ্জনের শুভকর হ'য়ে ওঠ,
দুর্জ্জন শঙ্কাকুলিত হ'য়ে উঠুক
তোমাকে দেখে ও মনে ক'রে,
তা'দের অসৎ-প্রবৃত্তির নিরসন হো'ক,
সত্তানুপোষণী শুভনিয়ন্ত্রণী এমনতর নীতিবিধি
তোমার নিয়ামক হো'ক। ৩১৫।

দোষী ধ'রতে গিয়ে,
কত নির্দ্দোষ উৎপীড়িত হ'য়েছে—
এই হ'চ্ছে শান্তিরক্ষকদের
দক্ষ, সন্ধিৎসাপূর্ণ,
সুসঙ্গত বোধির কষ্টিপাথর,
আর, তা'দের উন্নতি বা অবনতির মাপকাঠি ;
নির্দ্দোষ ব্যক্তি উৎপীড়িত
যা'দের হাতে যত বেশী—
বোধিদক্ষতাও তা'দের তত ঘোলাটে,
অপরিচ্ছন্ন, গর্ব্বোপসাপূর্ণ,
শাসন-সংস্থার অভিঘাত তা'রাই। ৩১৬।

গ্রেপ্তার বা আটক
শুধুমাত্র সেখানেই বৈধ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে—
যেখানে ব্যাপারের বা ঘটনার সুসঙ্গতি হ'তে

নিশ্চিতভাবে বোঝা যেতে পারে যে,
প্রতিবাদীকে আটক না রাখলে
কা'রও জীবন সংকটাপন্ন হ'য়ে উঠতে পারে। ৩১৭ ।

অযথা সন্দেহের অভিব্যক্তি
অপরাধজনক,—
বিশেষতঃ যেখানে সেই সন্দেহ
মানুষের সম্ভ্রমকে লাঞ্ছিত করে,
আর, সন্দেহসূচক তদন্ত ক'রতে হ'লেও
সম্ভ্রমাত্মক বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন—
এমন-কি, অপরিহার্য্য সন্দেহের ক্ষেত্রেও,
নয়তো, তা'
অবিন্যস্ত ঘোলাটে বোধিরই লক্ষণ। ৩১৮ ।

মানুষের মর্য্যাদাকে
বিখণ্ডিত-করণোদ্দেশ্যে
কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও
ষড়যন্ত্রের ভিতর-দিয়ে
বা সন্দেহের অছিলায়
বলপ্রয়োগে তা'কে আটক রাখা
বা বিচারালয়ে উপস্থাপিত করা,
ও মানবতাকে পদদলিত করা,—
দুই-ই সমান। ৩১৯ ।

বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার
সুষ্ঠু সমঞ্জসা সঙ্গতির অনুসরণে
তা'র মৌলিকতাকে
সুসন্ধিৎসু বোধে
বাস্তবে পরিচিত হওয়াকে
তদন্ত বলা যেতে পারে,
কী কী ব্যাপারের অন্বয়ী সমাবেশের ফলে
কী ধারণার সৃষ্টি হ'য়ে
কী সংঘটিত হ'ল,—
তা'র মৌলিক বাস্তবতাকে নির্ণয় করাই হ'চ্ছে

তদন্তের তাৎপর্য্য ;

কোনপ্রকার একপেশে তদন্তকে
তদন্তই বলা যেতে পারে না,
তা' সাধারণতঃ মিথ্যাই হ'য়ে থাকে,
আর, নেহাৎ যদি যথার্থও হয়
তা'কেও অঙ্গহীন হ'য়ে থাকতে দেখা যায়,
তাই, কী কী সমাবেশে
কা'র কা'র ভিতরে
কেমন উৎক্ষেপ বা বিক্ষেপ সৃষ্টি হ'য়ে
কেন ঐ ব্যাপার সংঘটিত হ'ল
আর, কী হ'লেই বা তা' হ'তে পারত না,—
তা'র বিহিত বিবরণ যেখানে নাই—
তা'কে অবলম্বনে
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
অন্যায় বা অপরাধের ;
পরিরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে
বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার মূলে গিয়ে
তা'কে যথাবিহিত অবহিত হওয়াকেই
তদন্ত বলে । ৩২০ ।

কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনার তদন্ত
যে-ই করুক না কেন,
তা' গণপ্রধানই হো'ক,
বা শান্তি-সংস্থার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীই হো'ক
সে বা তা'রা যদি
উভয় পক্ষের বৃত্তান্ত
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তদন্ত ক'রে
তা'র বাস্তবতাকে
বিহিতভাবে উপলব্ধি না ক'রে
বা সুষ্ঠু সন্ধিৎসুতা নিয়ে
উভয় পক্ষের সম্বাক্ষর উক্তি গ্রহণে
বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাকে
বিহিতভাবে উদ্ঘাটন না ক'রে
কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত-করতঃ

তা'কে কোনপ্রকারে পীড়িত ক'রে তোলে,
আর সেই পীড়ন যদি
তা'র মান, সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব বা সত্তাতে
সংঘাত সৃষ্টি করে,
বিক্ষোভ সৃষ্টি করে,
সেই তদন্তকারী ন্যায়চক্ষুতে
সমীচীনভাবে দণ্ডার্হ তো বটেই,
তা' ছাড়া, অপকর্ম্মের অনুপ্রেরক হিসাবে
শাসন-সংস্থায় ঘৃণ্য মর্য্যাদারই উপযুক্ত। ৩২১।

তোমারই অপরিচ্ছন্ন
এলোমেলো বোধিতৎপরতায়
কোন নির্দ্দোষকে যদি দোষী সাব্যস্ত ক'রে
অবরোধ ক'রে থাক—
যা'র কোন বাস্তব সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ পাওনি,—
তোমার আন্তরিক সম্ভ্রমাত্মক সনির্ব্বন্ধ
সৌজন্য-আচারে
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যবহারে
অবরোধিত যে তা'কে
তোমার আন্তরিকতার অভিব্যক্তি ও অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে রেখো,
তা'দের প্রতি তোমার দুর্ব্ব্যবহার
ও অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ যেন
তোমার অপরাধকে চক্রবৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণে
উত্তাল ক'রে না তোলে,
কারণ, যে অপরাধী নয়—
অপরাধের বেষ্টনে তা'কে নিরোধ করাতেই
তুমি অপরাধী হ'য়ে দাঁড়িয়েছ,
বিধির ভাগবত নীতি
এ হ'তে তোমাকে রেহাই দেবে কিনা সন্দেহ,
তা'র উপর,
কুৎসিত বা উপেক্ষামূলক আচরণে
মানুষের অন্তঃস্থ চেতন-অগ্নিকে
দহন-ধুক্ষিত ক'রে তুলো' না,

তোমার বুদ্ধির দোষে
শাসন-সংস্থাকেও দুষ্ট ক'রে তুলো' না ;
চৈতন্য নিজেই সাড়াপ্রবণ, প্রত্যুৎক্ষেপী,
সেইজন্যই, জীবন-শক্তিকে
চৈতন্যশক্তি ব'লে থাকে,
কিন্তু দোষ-নিবদ্ধ যা'রা
তা'দের ঐ প্রত্যুৎক্ষেপী শক্তি
স্বতঃই কম হ'য়ে থাকে,
ওজঃ ও বীর্য্যও তা'দের নিস্তেজ সেইজন্য। ৩২২ ।

যদি কোন নিরপরাধকে
অলীকভাবে অপরাধী সাব্যস্ত কর,
বা তা'র প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার কর,—
ঠিক স্মরণ রেখো—
ঐ ব্যবহারের তারতম্যানুপাতিক
শাসনের রুদ্রদণ্ড
স্ফুলিঙ্গ-স্ফুরণে
তোমাকে আবেষ্টন ক'রছে,
শুধু তোমাকে নয়কো—
এমন-কি, তোমার সানুকম্পী সমর্থক যা'রা
তা'দিগকেও,
এরই ক্রমান্বয়ী চলন—
আজই হো'ক, কালই হো'ক
বা শতবর্ষ অন্তেই হো'ক—
তোমাকে, তোমার লতাসূত্রকে আবেষ্টন ক'রে
ওরই প্রতিশোধে
দোর্দ্দণ্ড প্রকৃতি ধ'রতে পারে ;
তাই, যদি কাউকে অপরাধীও সন্দেহ কর—
তা'র প্রতিও সম্ভ্রমাত্মক ব্যবহারে
প্রশ্ন ক'রে,
সৌজন্যপূর্ণ সেবানুচর্য্যার সহিত
তা'কে উপলব্ধি কর, বোঝ—

সে বাস্তবে কী,
কিংবা সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুসরণে
সমীচীন আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
সে অপরাধী কিনা সাব্যস্ত ক'রতে চেষ্টা কর,
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ যখন
তা'কে অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত করিয়ে দেবে—
তখন তা'কে অপরাধী ব'লে নিতে পার,
অপরাধীর মতন ব্যবহার ক'রতে পার,
কিন্তু আরো যেন স্মরণ থাকে—
তোমার ব্যবহারগুলি
শাসন ও নির্য্যাতনপন্থী হ'লেও
তোষণ ও স্বস্তি-অনুচর্য্যার
এতটুকু যেন অভাব না হয় তা'তে,
যা'র ফলে, ঐ শাসনের আওতায় এসেও
সে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে,
এর ফলে, সে
ঐ অপরাধপ্রবৃত্তিমুক্ত হ'য়ে উঠতে পারে একদিন,
শ্রদ্ধালুচিত্তে
তোমাতে নিবদ্ধ যদি না থাকে
প্রতিক্রিয়ায়, তা'র মনোমত উপযুক্ত কোথাও
সংহত হ'য়ে
বিষাক্ত-বিস্ফোরণী হ'য়ে উঠতে পারে ;
সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও কখনও যদি তা' হয়—
তাহ'লেও তোমার ঐ সানুকম্পী
সেবানুচর্য্যী সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার
ঐ বিষাক্তপ্রবৃত্তিকে
অনেকখানি প্রশমিত ক'রে তুলতে পারবে ;
শাসন-সংস্থায় দাঁড়িয়ে
গণ-শান্তিরক্ষক পদে যেই দাঁড়িয়েছ,—
তোমার একটি হস্তে
বর ও অভয়ে উচ্ছল ক'রে তোল মানুষকে,
অপর হস্তে রাখ দণ্ডের দাহিকা-শক্তি,—
যা' অসৎকে নিরসন ক'রে
সত্তাসম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। ৩২৩ ।

কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
কা'রও সম্বন্ধে
তোমার মন যতই সন্দেহ-সন্ধুক্ষিত হো'ক না কেন,
যতক্ষণ ঐ বিষয় বা ব্যাপার
সুসঙ্গত বাস্তব প্রণিধানে প্রত্যক্ষ না ক'রছ,
ততক্ষণ বরং ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে
নজরবন্দী ক'রে রেখো,
কিন্তু পীড়ক হ'য়ে উঠো না কিছুতে,
তোমার সন্দেহ যদি সত্য না হয়—
তোমার ঐ পীড়ন-প্রবৃত্তি
অনেক ব্যক্তিরই পীড়ন-প্রবৃত্তিকে
উৎসাহিত ক'রে তুলবে ;
আবার, তোমার তদন্তের বাহানায়
কাউকে অহেতুকভাবে আবদ্ধ রেখে
তা'র সাত্ত্বিক অর্থনীতিক জীবন-চলনাকে ব্যাহত করা—
বা সম্ভ্রমকে অপলোপ ক'রে
তা'র জীবনে খুঁত ঢুকিয়ে দিয়ে
লোল অবদলনে
পরবর্ত্তী জীবনকে ব্যাহত ক'রে তোলা—
কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অপরাধেরই,
কারণ, এতে তা'র জীবন-চলনা
ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ
বিকৃত বা বিধ্বস্তই হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, সপরিবেশ সে
ভরণদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে পারে না,
ফলে, তা'কে
অপকৃষ্ট জীবন নিয়েই চ'লতে হয় সাধারণতঃ ;
যদি তা'দের ব্যক্তিত্ব
মহিমান্বিত জলুসে
স্ফুরণ-সম্বেগী হ'য়ে চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়—
সে তোমার ব্যক্তিগত পাপ,
তা'র জন্য তুমি বা তোমরাই দায়ী,
তা'র আপূরণী দায়িত্বও
তোমার বা তোমাদেরই,

ঐ অবস্থাটা নিজের উপর ফেলে
বিবেচনা ক'রে দেখো—
তোমার কী করা উচিত,
ন্যায়ই বা কী, নীতিই বা কী,
আর বিধানই বা কী তা'র। ৩২৪ ।

যে সমস্ত অন্যায় বা অপরাধ
সাংঘাতিক গণঘাতী নয়,
অথচ যা' প্রকাশ ক'রলে
মানুষের মানমর্য্যাদা, কুল, জাতি
ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অপদস্থ হয়,
বা আত্মনিয়মন-অনুপ্রাণতা ও যমন-প্রবোধনা
ব্যাহত হ'য়ে
সে ঔদ্ধত্য-চলনে চ'লতে পারে,
কোন রাজ-কর্ম্মচারীই হো'ক
বা সাধারণ কেউই হো'ক না কেন,
সবারই পক্ষে
তা' প্রকাশ না ক'রে
সেই ব্যক্তির চরিত্রকে যমন-প্রবুদ্ধ ক'রে
ঐ আত্মসংযমে সাহায্য করাই শ্রেয় ;
সুবীক্ষণী বিনায়নী তৎপরতাকে ব্যাহত ক'রে
অন্যের দোষকে বাতুল আড়ম্বরে
অবান্তরভাবে ফুটন্ত ক'রে তোলা
ব্যক্তিত্বের পক্ষেও যেমন হানিকর,
সমাজের পক্ষেও তেমনি,
যেখানে ঐ দোষদৃষ্টির ইন্ধন দিয়ে
বাগ্-বিতাড়নার উসকানিতে
তা'কে জ্বলন-সম্বেগী করা
কিছুতেই সমীচীন নয়,
যেই তা' করুক না কেন
ঐ করাটা পাপেরই প্রযোক্তা ;
যা'ই কর, নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ক'রো,
তোমার অমন হ'লে কী চাইতে,
ঐ তেমনি ক'রেই

তা'র প্রতিও তেমনি ব্যবহার ক'রো ;
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী আবেগ,
উদ্বর্দ্ধনী অনুদীপনাই তাঁ'র পূজা। ৩২৫ ।

অসঙ্গত, অপরিচ্ছন্ন বোধিবৃত্তি নিয়ে
ব্যাপারের অসংশ্লিষ্ট আন্দাজ
বা অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে
শাসন বা সংযমন-সংস্থাকে
পরিচালিত ক'রতে যেও না,
গাঁও-চল্‌তি একটা কথা আছে—
'এখান থেকে মারলাম তীর
লাগলো কলা গাছে,
হাঁটু দিয়ে রক্ত বেরুল
চোখ গেলরে বাবা'—
এই হ'চ্ছে অসঙ্গত ও অপরিচ্ছন্ন বোধির উদাহরণ ;
তোমার শাসন-পরিচর্য্যা
মানুষের বিশ্বস্তিকেই যদি আকর্ষণ না ক'রল—
মানুষ যদি সোয়াস্তির নিঃশ্বাসই
উপভোগ ক'রতে না পারল,—
সে-শাসনে শাতন-তান্ত্রিকতার দুর্গন্ধ
থাকবেই কি থাকবে,
মানুষের শঙ্কা বাড়বে,
তা'রা স্বস্তিতে উদ্যোগী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
লোকরঞ্জন তো হবেই না,
মোচড়ানই হবে তা'র তাৎপর্য্য,
ফলে, মানুষের হৃদয়ে
অভিশাপেচ্ছাই বেড়ে উঠবে ;
অনেক অসৎ ব্যক্তি রেহাই পা'ক
ক্ষতি নাই,
তা'রা বরং সংশোধনের অবসর পাবে,
আর, যদি সংশোধিত না হয়—
তা'দের অসৎপ্রকৃতিই একদিন তা'দিগকে
লোকসমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ধরিয়ে দেবে,
শাসন-পরিচর্য্যার দ্বারা

একজন সৎ বা নির্দ্দোষ ব্যক্তির গায়ে
একটা আঁচড়ও যেন না লাগে,
তা'রা সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনী সম্ভ্রমই যেন পায়,
ফলে, মানুষের অন্তরে ক্রমশঃই
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
সৎ-সন্দীপনাই বেড়ে উঠবে,
তোমার চালচলন, ভাবভঙ্গি, রকম-সকম
অমনতরই হওয়া উচিত—
যদি নিয়মনকে
সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলতে চাও ;
শাসন-কৌশল
যতই কূটভঙ্গিমা গ্রহণ করুক না কেন—
অপরাধীই হো'ক আর উৎপীড়িতই হো'ক—
প্রত্যেকেই যেন তোমাকে
আত্মীয় ভাবতে পারে,
স্বজন ভাবতে পারে,
তোমার সংস্রবে
অপরাধীর অপরাধ করার প্রবৃত্তি যেন উবে যায়,
পীড়িত বা নির্য্যাতিত যে—
সে যেন সোয়াস্তি পায়,
মুক্ত হয়, স্বাধীন হয়,
সৎ-সন্দীপনায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে,
তবেই তো সার্থক হ'য়ে উঠবে তা' ;
মনে রেখো, নিপীড়িত হবার ইচ্ছা
যেমন তোমারও নাই—
অন্যেরও কিন্তু নাই তা',
তাই, অসৎকে নিরোধ কর,
কিন্তু সৎ যেন নিপীড়িত বা নির্য্যাতিত না হয়
তোমার দ্বারা। ৩২৬ ।

যখনই দেখবে—
শাসকমণ্ডলী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা
সৎ-এর পীড়নে
দুষ্কৃতকারীদের সাহায্য ক'রতে ব্যগ্র,

এবং তা'দের উদ্ধত ক'রে তুলবার
সরঞ্জাম সরবরাহে ব্যাপৃত—
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে,—
বুঝে নিও—
সেই দেশ
সেই জনপদ
সেই সাম্রাজ্য
অধঃপাতের দিকে ক্ষিপ্র চলৎশীল ;
কারণ, ঐ সৎ-ব্যক্তি
যেমন ক'রেই হো'ক না কেন
যদি একবার
দুষ্ট শক্তির দ্বারা বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠেন,
ঐ কালো উদাহরণ
ঐ জয়োল্লাসী অসৎদের অন্তশ্চক্ষুতে
এমনতর পর্দ্দা টেনে দেবে,
যা'র ফলে
ভবিষ্যতে ঐ সৎ-ব্যক্তির দ্বারা
তা'দের কোন চারিত্রিক উৎকর্ষ হওয়া
কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, অমনতর দেখলেই
সৎলোকের প্রতি
শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রসাদী সেবাবুদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে
সমীচীন সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করাই শ্রেয় ;
নয়তো, তিমির-সমাধি
সন্নিকটেই অপেক্ষা ক'রছে। ৩২৭ ।

শান্তির রক্ষক হও,
ভক্ষক হ'য়ো না তা'র,
মানুষের স্বস্তিকে
রাহাজানিতে লোপাট ক'রে দিও না,
ভাল যা' তা'কে বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
যা'তে একলহমায় চিনে উঠতে পার তা'কে,
মন্দ যা' তা'কেও তেমনি ;
সৎ ও সাধু যা'

তা' যেন সম্ভ্রান্ত শ্রদ্ধায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে তোমাকে দিয়ে,
তবেই তো তুমি শাসক, শান্তির রক্ষক ;
নয়তো, ওসব বৃথা ও ব্যর্থ লোকপীড়া ছাড়া
আর কিছুই নয়,
ঐ অসৎ-নিরোধী শাসন ও সম্বর্দ্ধনাই
মানুষকে সাগ্রহ সৎ-অভিনন্দনায়
চরিত্রে চারু ক'রে তুলতে পারে ;
আর, এর উল্টো যা'
তা' জীর্ণই ক'রে তোলে সবাইকে। ৩২৮ ।

অভিব্যক্তি-অনুধাবন-তৎপর হও,
কোন্ প্রবৃত্তির আধিপত্যে
মানুষের অভিব্যক্তি কেমনতর হ'য়ে ওঠে—
তা' দেখেই বুঝতে চেষ্টা কর,
আর, সৎ বা অসতের সঙ্গত অন্বয়ে
কোন্ প্রবৃত্তি কী চরিত্রে স্ফুরিত হ'য়ে
কেমনতর তাৎপর্য্য-নিয়ন্ত্রণে
মানুষকে কোন্ কর্ম্মে উদ্দীপিত করে,—
বিশেষ অনুধাবন ও লক্ষণাদি দৃষ্টে
তা'কে নির্ঘাতভাবে নির্ণয় ক'রতে অধ্যবসায়ী হও,
এই বোধি নিয়ে
কে ভাল, কে মন্দ—
এক ঝলক দেখেই অনুমান ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, সেই অনুমানে লক্ষ্য রেখে
তোমার পরিবেক্ষণী গন্তব্য স্থির কর—
আর, চলও তেমনি মিলিয়ে-মিলিয়ে ;
তোমার সন্ধিৎসু অনুবেক্ষণী সিদ্ধান্ত
ঘটনা বা ব্যাপারের সুসঙ্গত বৈচিত্র্য-সহ
সহজ, স্বাভাবিক, নিখুঁত প্রমাণ নিয়ে
নির্দ্ধারিত হ'য়ে দাঁড়াক তোমার কাছে,
ঘোলাটে বোধির দাসত্ব ক'রে
মানুষকে বিপর্য্যয়-বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না—
যদি মানুষের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে

কৃতকৃতার্থই হ'তে চাও,
সবারই, বিশেষতঃ শান্তিরক্ষকদের
সম্বিৎ-তাৎপর্য্যই ওই। ৩২৯।

শোন শান্তিরক্ষক!
শান্তিরক্ষার পদপ্রার্থী হওয়ার পূর্ব্বেই
তুমি শ্রেয়-শাসিত হও আগে—
শ্রদ্ধাবনত আনতি-উৎসর্জ্জনে,
যে শ্রেয়-শাসিত নয়—
স্বভাব ও সুশৃঙ্খলা তা'র
সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না,
ঈর্ষ্যাই সেখানে
প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব নিয়ে
ব্যস্ত পায়ে লোকপীড়ন ক'রতে থাকে,
পরশ্রীকাতরতাই
তা'দের গর্ব্বেপ্সার
আপূরণী ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
একটা শ্লথ ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে
মানুষের মান, সম্মান, ব্যক্তিত্ব
ও বৈশিষ্ট্যপালী মর্য্যাদাকে নিপীড়িত ক'রে
আত্মম্ভরি প্রতিযোগিতায়
ক্রমশঃই দীর্ণ হ'তে থাকে তা'রা,
শুভ-সম্বর্দ্ধনা
অট্টহাস্যই ক'রে থাকে তা'দের দেখে—
ত্রস্ত পায়ে মিলিয়ে যায়
তা'দের লোভপ্রবল চক্ষুর আলোক হ'তে;
তাই বলি, সাবধান!
তোমার পরিচালক যা'রা ও সৎ যা'-কিছু
তা'তে সৎসন্দীপী আনত অভিবাদনে
ও তা'দের সেবায়
নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণে
যোগ্যতাকে আহরণ কর,

তোমার যোগ্য জীবনই
উপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত ক'রবে তোমাকে—
উন্নতির অর্ঘ্য হাতে নিয়ে। ৩৩০ ।

শান্তি-রক্ষকের ব্যক্তিত্বের মোক্তা গুণই হ'চ্ছে
প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যা-পরায়ণতা—
মমতার ধুক্ষিত তর্পণে
অসৎ-নিরোধী অনুনিয়মনায়,
সেই সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যা-পরায়ণতা আসে আবার
অনুকম্পী দরদী দয়া-প্রবণতা থেকে,—
যা' কৌলিক তপঃস্রোতা অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে
সৎকুল-সম্ভব যা'রা
তা'দের ভিতর প্রবাহিত হ'য়ে থাকে,
তা' ছাড়া, সহানুভূতি, অনুবেদনাপূর্ণ সুনিয়মন
ঐ শান্তি-রক্ষকের স্বভাব-সিদ্ধ থাকা চাই-ই ;
তা'র কর্ত্তব্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া নয়—
বিনায়নী তৎপরতায় শান্তি স্থাপন করা,
শুধুমাত্র খুঁজে-পেতে অপরাধ বের করা নয়,
অপরাধীকে দলিত করাও নয়—
অপরাধমুক্ত ক'রে তোলা,
তা'র ব্যক্তিত্ব-বিকীর্ণ চরিত্র
লোকের অন্তরে প্রভাব-বিস্তার ক'রে
যা'তে তা'দিগকে অপরাধমুক্ত ক'রতে পারে,—
তা'ই করাই হ'চ্ছে তা'র উৎক্রমণী অনুশীলনা ;
তা'র কর্ত্তব্য—
মানুষকে আদর্শপরায়ণ ক'রে তোলা,
শান্তি, তৃপ্তি ও যোগ্যতায় সুদীপ্ত ক'রে তোলা,
মিলন-সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
পারস্পরিক পরিচর্য্যা-নিবদ্ধ ক'রে তোলা,
যে বা যা'রা তা' নয়—
তা'রা শান্তিরক্ষক নামের কলঙ্কই হ'য়ে থাকে ;
শান্তি-তৃপ্তির প্রবোধনা যেখানে—
সৎ-সন্দীপনী মিলন যেখানে—

ঈশ্বর
আরতি-সন্দীপনায়
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠেন সেখানেই। ৩৩১ ।

শান্তিরক্ষী-সংঘ বা বিচার-সংস্থার
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন এ নয়কো যে,
তা'রা মানুষের উপর
অযথা অত্যাচারের দৌরাত্ম্যে
তা'দিগকে শংকাকুলিত ক্লীব ক'রে তুলবে
বা অনুকম্পী-অনুবেদনাহীন নির্য্যাতনে
অপরাধীর জীবনকে জঘন্য ক'রে তুলবে,
আক্রোশদীপ্ত ক'রে তুলবে,—
অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার
সপরিবেশ সংস্থিতি,
অবস্থা, অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যের অনুধাবনে
উভয়-পক্ষীয় বিহিত সঙ্গতি-সমন্বিত
উপযুক্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রমাণে
না দাঁড়িয়ে,
একটা অবাধ নির্য্যাতনী কানুনের ভাঁওতায়
অভিযুক্তকে নিঙ্ড়িয়ে
তা'র শ্রমার্জ্জিত জীবনরস নিষ্কাশন ক'রে
তা'কে অসহায় ক'রে
সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলবে,
অন্যায্য-ন্যায়ী বিড়ম্বনার
বিদ্রূপাত্মক বিদ্বেষ-বৃষ্টি ক'রে
ঐ সংস্থার প্রবৃত্তির পায়ে
তা'দিগকে বলি দেবে ;
শাস্তি যদি শান্তিপ্রদ না হয়,—
তদন্ত যদি
বাস্তবতাকে উদ্ভিন্ন ক'রতে না পারে,—
মানুষের সম্ভ্রমকে পদদলিত ক'রে
যদি জঘন্যত্বের সিংহাসনকে সুদৃঢ় করা হয়,—
পুণ্যকে পাপের প্রশ্রয়ী ক'রে তোলা হয়,—
সদিচ্ছাকে

অসৎ ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে চলা হয়,—
সে-সংঘ বা সংস্থা
শাতনী শাসন-যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
এমনতর শাসন-যন্ত্র যতদিন
তোমার রাষ্ট্র-সংস্থায় প্রচলিত থাকবে—
তোমাদের প্রাণন-পরিচর্য্যা
প্রবর্দ্ধনা-বিরত হ'য়ে
গণজীবনকে শীর্ণই ক'রে তুলবে ;
তাই, শাসনকে স্বস্ত্যয়নী ক'রে তোল,
স্বস্তির আশীর্ব্বাদ ক'রে তোল,
পাপীকে
পুণ্যের উদ্যোক্তা ক'রে তোল,
অপরাধীকে আরাধনাপ্রবণ ক'রে তোল,
যদি পার—
সে পারগতা
স্মিত মলয় দোলাতে
সামগীতিকায় গেয়ে চ'লবে—
'স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!' ৩৩২ ।

পাপ যেখানে অসৎকে আবাহন করে,
অবিদ্যমানতাকে আমন্ত্রণ করে—
পীড়নপ্রদীপ্ত হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে,—
নিরাপত্তার অগ্রদূত শান্তিরক্ষক তুমি!
দাউ দহনে জ্ব'লে ওঠ,
বিদ্যুৎ-হস্তে তা'কে ছারখার ক'রে তোল,
মানুষকে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল ;
পুণ্য যেখানে মহান্ সেবায় নিরত—
সাধু যেখানে
তপঃপ্রবণ অন্তঃকরণে
গণহিতী তপস্যানিরত—
বিনীত হও সেখানে,
বিনম্র-অভিবাদনে
তাঁ'দিগকে নিরাপদ ক'রে রাখ,
শান্তির ফাগে

আশপাশকে রঙ্গিল ক'রে তোল ;—
এই তো শান্তিরক্ষক যা'রা
গণহিতীব্রত যা'রা
নিরাপত্তার অগ্রদূত যা'রা
তা'দের স্বভাবসিদ্ধ চরিত্র হওয়া উচিত ;
নয়তো, সবই ব্যর্থ কিন্তু। ৩৩৩ ।

শান্তিরক্ষকদের
প্রথম ও প্রধান চরিত্রগত তাৎপর্য্যই হওয়া উচিত—
শ্রেয়নিষ্ঠ শুভ-নিয়মানুবর্ত্তিতা,
অসৎ-নিরোধী দক্ষতা,
দ্রোহ-নিরসন তৎপরতা,
গণ-সমাজকে নিরাপত্তায় নিঃশঙ্ক ক'রে তুলে'
লোকবান্ধব হ'য়ে ওঠা,
স্বাস্থ্য, কৃষ্টি ও শুভ-উদ্দীপনার
অগ্রযাজী হ'য়ে চলা,
সক্রিয় সেবানুচর্য্যায়
লোকরঞ্জনার ভিতর-দিয়ে
শাসন-সংস্থায় সশ্রদ্ধ ক'রে তোলা সবাইকে ;
সজ্জনকে নিঃশঙ্ক ক'রে তোলা,
অসৎকে সশঙ্ক ক'রে রাখা,
মানুষের মান, মর্য্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
শ্রদ্ধা-বিধৃত অন্তঃকরণে
পোষণে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
আদর্শানুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'তে অনুপ্রাণিত ক'রে
মানুষকে সুসংহত ক'রে তোলা—
শক্তি, বীর্য্য ও যোগ্যতার বোধন-আমন্ত্রণে,
মানুষের আপদ্, বিপদ্ ও আশঙ্কায়
ক্ষিপ্র-দক্ষতার সহিত
তড়িৎ-সম্বেগে
উপযুক্ত ব্যবস্থায় সুস্থ ক'রে তোলা,
এই হ'চ্ছে মোটামুটি কথা ;
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সু

পদপ্রলুব্ধ মর্য্যাদার প্ররোচনায়
এ হ'তে ঐ শান্তিরক্ষক যা'রা
তা'রা যতই বিভ্রান্ত, বিচ্যুত
ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে
একানুধ্যায়ী সুসঙ্গত
বোধিতৎপর উপস্থিতবুদ্ধিকে হারিয়ে,—
মসী-অবগুণ্ঠনে কলঙ্ক
ঐ প্রতিষ্ঠাকে তামসী পর্দ্দায় আবৃত ক'রে
ততই ঘৃণ্য ক'রে তোলে তা'দিগকে ;
তা'রা তো গণসেবক ও শোধক নয়ই,
গণদূষক ও শোষক তা'রা,
শঙ্কার রক্তচক্ষুই
তা'দের অসাধু উপার্জ্জন-এৎফাঁক। ৩৩৪।

ভ্রান্তির কবলে অনেকেই পড়ে—
বিশেষতঃ যা'রাই সুকেন্দ্রিক, সুনিষ্ঠ
একার্থপরায়ণ ক্রিয়াশীল অনুধ্যায়িতা নিয়ে
চ'লতে পারে না,
গর্ব্বেপ্সা-অনুধ্যায়ী প্রবৃত্তি নিয়ে
যখনই তুমি চ'লবে,
ভ্রান্তির পথ সহজ হ'য়ে উঠবে
তখন তোমার জীবনে,
অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে বা এলোমেলো বোধি
সন্ধিক্ষু পরিবেক্ষণে
পথই চিনে উঠতে পারবে না,
আবার, পারিবেশিক প্ররোচনাও
তোমাকে ক্রিয়াশীল ক'রে
তেমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রে তুলবে,
ফলে, তোমার হঠকারী হওয়া ছাড়া
আর গত্যন্তর নাই—
হয়তো উগ্র মেজাজ নিয়ে
নয়তো মিনমিনে মেজাজ নিয়ে ;
সে যা'ই হো'ক—
তুমি যদি শান্তি-সংস্থার সংশ্লিষ্ট হও,

গণ-শান্তির রক্ষকই হও,
খুব যেন নজর থাকে
সাধু ও সহজ অনুবেক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—
একজন নিরপরাধও যেন বিপন্ন না হয়,
বিধ্বস্ত না হয়,
হয়রান-পেরেসান না হ'য়ে ওঠে সে,—
তা' অসৎকর্ম্মা যে-ই থাক্ বা না-থাক্,—
তা'দের তুমি ধ'রতে পার আর নাই পার ;
ঐ নিরপরাধকে হয়রান করা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করা,
হয়তো অন্য পথে
তোমার কৃতী-সন্ধিৎসাকে এড়িয়ে
অসৎ এমনতরভাবে গা ঢাকা দেবে,
তা' ধরা-ছোঁয়া পাওয়াও
কঠিন হ'য়ে উঠবে,
হয়তো জঞ্জালে প'ড়বে অনেক ;
তাই, তোমার মনোবৃত্তিই যেন এমনতর হয়—
যা'তে তোমার দ্বারা
কোন নিরপরাধ ব্যক্তি নাজেহাল না হয়,
এবং অপরাধীকেও
অপরাধ-প্রবৃত্তি হ'তে
সোয়াস্তির পথে তুলে ধ'রতে পার,
নয়তো ঐ নিরপরাধের অভিশাপ-উদ্দীপনা
তোমার অন্তরে এমন ক্ষত সৃষ্টি ক'রবে,—
তুমি না-বুঝলেও কিন্তু
রেহাই পাওয়া কঠিন হ'য়ে উঠবে,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে
তোমার আচার, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রতি
সোয়াস্তির আশীর্ব্বাদ সিঞ্চন না ক'রছে,
তৃপ্তিতে তা'র বুক ভ'রে না উঠছে,
জীবনের দীপ্ত প্রার্থনায়
'তোমার মঙ্গল হো'ক' ব'লে
ঈশ্বরে আত্মনিবেদন না ক'রছে। ৩৩৫ ।

নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থিতিকে
যথাশক্তি সঙ্কোচ ক'রতে যেও না—
বজায়ী বরাদ্দকে ঠিক রেখে—
অন্ততঃ যতদিন
বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিধ্বস্তি ও বিপাক
পিশাচ-সম্বেগে ছন্নছাড়া ক'রে চ'লছে,
আর, নজর রেখো—
ঐ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণী দায়িত্বে
যা'রা নিজেদের ন্যস্ত ক'রে
সক্রিয় হ'য়ে তোমাকে সাহায্য করে—
তা'রা যেন চরিত্রবান, সেবাসন্ধিক্ষু,
দক্ষ, ক্ষিপ্র ও তড়িৎ-তীব্রতায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে
বিবেচী বিক্রম-ব্রতে অক্ষুণ্ণ থেকে—
আদর্শে অচ্যুত উৎসর্গপ্রাণ হ'য়ে। ৩৩৬।

অসহায়ভাবে কেউ যদি
অশিষ্ট বা অসৎ কোন-কিছু বা কা'রও দ্বারা
আক্রান্ত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ওঠে,—
তুমি অসৎকে নিরোধ কর,
আক্রান্ত বা নিপীড়িত যে তা'কে উদ্ধার কর,
নির্দ্দোষ বা সৎ-অনুপ্রাণনশীল যা'রা আছে
তা'রা যেন একটুকুও
শঙ্কিত বা বিপন্ন হ'য়ে না ওঠে,
বোধিতৎপর সন্ধিৎসাপূর্ণ তদন্ত-তাৎপর্য্য
যদি এমনতরই না হয়,
তুমি কি মনে কর—
তুমি শাসন-সংস্থায় দাঁড়াবার উপযুক্ত?
তুমি যদি ঐ তাফালে প'ড়তে,
ঐ শঙ্কিত অন্তঃকরণে বসবাস ক'রতে হ'ত,
তোমার কেমন লাগত? কী ক'রতে? ৩৩৭।

যে-শত্রুকে উৎখাত ক'রলে
তোমার অন্তঃশত্রু গজিয়ে ওঠে,

এমনতর কোন শত্রুকে
উৎখাত ক'রতে যেও না—
যতক্ষণ তোমার আভ্যন্তরীণ সমাবেশ
শক্ত সহযোগিতাপূর্ণ ও অচ্ছেদ্য না হ'য়ে উঠছে
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনার যৌথ সমন্বয়ে ;
তাই, এমন বিপদ্‌কে তাড়াতে যেও না
যা'কে তাড়ালে
সাংঘাতিক বিপদের সৃষ্টি হয়,—
নিরাকরণ-প্রস্তুতিকে প্রবুদ্ধ, প্রবল
ও দক্ষ সুসংহত না ক'রে। ৩৩৮ ।

মানুষ যতই অযথা অত্যাচারিত হয়
তা'রা ততই প্রতিশোধপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, অত্যাচারে ভঙ্গ-মনোবল ব্যক্তিও
পরিশোধ-আকাঙ্ক্ষী হ'য়ে থাকে,
তাই, তোমার শাসন-সংস্থার ভারপ্রাপ্ত যা'রা
তা'দিগকে বিশেষভাবে বাজিয়ে নিও,
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে
তা'রা শান্তিরই হোতা হন যেন,—
অত্যাচার বা বিপর্য্যয়ের নয়কো। ৩৩৯ ।

বিকৃতভাবে যদি কোথাও
গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়—
এবং তা' যদি
অসৎ-অভিসন্ধিমূলকই হ'য়ে থাকে,
আর, তা'কে যদি প্রশমিত করা
বাঞ্ছনীয় হয় তোমাদের,—
তাহ'লে প্রথমেই ধ'রতে হবে
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ-নিরাকরণী বিজ্ঞপ্তি,
তা' পরিবেষণ ক'রতে হবে
সব দিক-দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে ;
ঐ অসতের প্রশমনে
যদি স্থল-বিশেষে
শাসন ও নির্য্যাতনের প্রয়োজন হয়,

তা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রখর অভিব্যক্তিতে
সচল সক্রিয়তায় আরম্ভ ক'রতে হবে
সান্ত্বনা, শুশ্রূষা ও সেবা-পরিচর্য্যা—
ব্যাপক পরিক্রমায়,
যা'তে মানুষ শুধু নির্য্যাতনক্লিষ্ট হ'য়ে
ক্ষুব্ধই না হয় তোমাদের উপর,
সঙ্গে-সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে
তা'দের সংরক্ষণী প্রত্যাশাকে আঁকড়ে ধ'রে
শ্রদ্ধা-অভিষিক্ত নন্দিত-তুষ্টিতে
তোমাদের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
যা'তে তা'রা মনে ক'রতে পারে
ঐ রুদ্র আচার অসতের জন্য,
সৎ, সত্তাপোষণী, সাধু ও সৎপ্রবৃত্তিশীল যা'রা
তা'দের জন্য নয়কো,
এমনি ক'রে
তা'রা যত শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে উঠবে তোমাদের প্রতি—
ততই তা'রা তোমাদের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে
অন্তর-অনুস্যূত ক'রে নেবে তা'দের,
আর চ'লবেও তেমনতর ;
মনে রেখো,—
সান্ত্রী, সঙ্গীন
মানুষকে ভয়বিহ্বল ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু তা'তে তা'দের
অন্তর নির্ম্মল হ'য়ে ওঠে না,
প্রতিক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধাই খুঁজতে থাকে তা'রা—
কোন্ মুহূর্ত্তে, কেমন ক'রে
বিস্ফোরণশীল হ'য়ে উঠলে
ঐ নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নিয়ে
নিজেরা স্বস্থ হ'তে পারে,
আর, সংহতও হয় তেমনি ক'রে,
আবার, এ অন্তঃসলিলা হ'য়ে
বংশানুক্রমিকভাবেই চ'লতে পারে ;
তাই সাবধান, শাসক! শান্তিরক্ষক!
তোমার শাসন যেন

পোষণ ও তোষণ-হারা না হয়,
মানুষের সান্ত্বনা, সেবা ও তৃপ্তিকে
বিসর্জ্জন না দেয়। ৩৪০ ।

সন্ধি ক'রো—
তাৎপর্য্য-সঙ্গতি নিয়ে,
যা' অর্থের বিশিষ্ট বিনায়নে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব তাৎপর্য্যে। ৩৪১ ।

সন্ধি মানেই হ'চ্ছে—
বান্ধবসূত্রে আবদ্ধ হওয়া—
পরস্পর পরস্পরের পরিপোষণী সত্তাসংরক্ষী হ'য়ে
পরিপূরণী সবৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যে,
এই তাৎপর্য্য
যেখানে যত উচ্ছল ও উদ্দীপী—
সংহতিও সেখানে তত সুদৃঢ় ;
কিন্তু যেখানে যে-দিক-দিয়েই হো'ক
এর অপলাপী চলন
স্বার্থ-সন্ধিৎসু, লেলিহান স্বার্থপরতায়
শ্লথ, ব্যাহত ও ব্যতিক্রমী হ'তে সুরু ক'রেছে—
তখন থেকেই তীক্ষ্ণ সন্ধিক্ষু সাবধানতায়
আত্মসংরক্ষণী প্রস্তুতির উপায়নগুলিকে
কাজে মূর্ত্ত ক'রে
সাবধানে প্রভূত পরিমাণে সচ্ছল হ'য়ে চলাই
বিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞের পরিচয় ;
কিন্তু নৈতিক পদক্ষেপ যেন
সব সময়েই
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে চ'লতে থাকে। ৩৪২ ।

কোন দেশকে যদি অধিকারে আনতে হয়
খুব ক'রে স্মরণ রেখো,—
তোমার অনুচর্য্যা যেন
স্বার্থসন্ধিক্ষু শোষক না হ'য়ে

তা'দের সত্তা, জাতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আভিজাত্যের
সম্পোষণী, সম্পূরণী ও সংরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
একটা হৃদ্য তৎপরতা নিয়ে,
অপঘাতী বা অপচয়ী যা'-কিছুকে
নিরোধে ব্যর্থ ক'রে,
তা'দের সত্তাকে নিরাপত্তায় নিঃসন্দেহ ক'রে,
বিহিত সুবিন্যাসে
ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে
উদ্বর্দ্ধনায় স্বাধীন ক'রে—
বান্ধবাত্মক অনুরত সম্বর্দ্ধনায়। ৩৪৩ ।

কোন উদ্দেশী অভিযানে
প্রাজ্ঞ, বোধিদক্ষ শ্রম ও প্রস্তুতি
যদি তোমাতে উচ্ছল সংহতি নিয়ে
অচ্ছেদ্যভাবে সঙ্গত থাকে—
আর, বাধাকে অতিক্রম ক'রে
অনায়াসে তা' কৃতকার্য্যতায় পেঁছাতে পারে—
সময়, সুযোগ ও সুবিধা যদি দেখ
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে,—
তবে অগ্রগতি থামিয়ে দিও না,
চ'লতে থাক ;
আর, থামতে হ'লেও
এমন প্রস্তুতি যেন মজুতই থাকে তোমাতে
ঐ থামা যেন বিপদ্-আমন্ত্রক না হয়,—
বরং তা' সৌকর্য্য-কুশলই
ক'রে তুলতে পারে তোমাকে,
এতে কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে। ৩৪৪ ।

তুমি শাস্তা হ'তে যেও না,
শাস্তা হও ;
শিষ্ট ও সুষ্ঠু অনুশাসনে
যদি অসৎকে নিরোধ ক'রতে পার—
অসৎ-নিরোধী যা'-কিছু সরঞ্জাম
সেগুলি কায়েম রেখে,

কৃতিদীপনী পরিচর্য্যায়,
সেই কিন্তু সবচেয়ে ভাল ;
আর, অসৎ তা'ই—
যা' আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা
জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়—
অনস্তিত্বের উদ্ভাবনী উপাসনায় ;
অমনতর শাস্তা যিনি—
অসৎনিরোধে তৎপর হ'য়েও
তিনিই হ'য়ে ওঠেন দিক্‌পাল। ৩৪৫।

সুরাহায়, সহজভাবে সম্মুখীন হ'য়ে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী গণ-কল্যাণী স্বার্থ
যদি সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে নাই পার,
ধীর চক্ষুতে দেখে নিও—
বহিঃ-পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
সুযোগ ও সুবিধামতন
তা'র সমাধান ক'রতে পার কিনা—
যা'তে, পরোক্ষতঃ
শ্রেয়ার্থসন্দীপী গণ-কল্যাণী স্বার্থ
যাদু-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তোমার আয়ত্তে এসে পড়ে ;
দূরদর্শী নিয়ন্ত্রণে
নিয়োগ-ব্যবস্থিতির সহিত
পরিস্থিতিকে যতই তোমার অনুকূলে
সংহত ক'রে তুলতে পারবে—
ঐ পরিস্থিতির সহযোগিতায়
কৃতকার্য্যও হবে তুমি ততই
—ত্বরিত দীপনে। ৩৪৬।

শ্রেয়কেন্দ্রিক নিষ্ঠা-অন্বয়ে
মানুষের জীবনসম্পদ্‌কে
ব্যক্তিগত চরিত্র-সম্পদ্‌কে
পারস্পরিক অনুকম্পী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সামগ্রিক উন্দীপনার সহিত
সব দিক-দিয়ে
যদি বাড়িয়ে না তোল,
তোমার বা তোমার দেশের ঐশ্বর্য্য
লাখ বাড়াও না কেন,
তা'তে তোমরা সমৃদ্ধ হবে না,
বরং বর্ব্বরতাই সমৃদ্ধি লাভ ক'রবে,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা হবে তারাই
যা'দের ভিতরে
ঐ উন্নয়ন-দীপনা স্বতঃ-সন্দীপ্ত। ৩৪৭ ।

যুদ্ধকে আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না—
দাম্ভিক দর্পে,
অবিমৃষ্যকারিতায় ;
বরং সব যা'-কিছুর জন্য
প্রয়োজনকে উপ্‌চিয়েও
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো,
অভিবাদনে জয়কেই আমন্ত্রণ কর—
হৃদয়-উৎসারণী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
দক্ষকুশল আপ্যায়নার
কৃতিমুখর উৎসারণী অনুবেদনায়,—
যেন তোমাকে পেয়ে
সবাই তৃপ্তি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ব্যক্তিত্বের বোধনদীপ্ত শৌর্য্য-বিকিরণায়,
সত্তার স্বস্তি-সম্পোষণে,
আযোজিত গতি-উচ্ছলায়। ৩৪৮ ।

যুদ্ধবিগ্রহ
মানব জীবনের কোন মৌলিক সমস্যাকেই
সমাধান ক'রতে পারে না,
সে পারে
একটা বিরাট সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সংহত তৎপরতাকে সংঘাতদীর্ণ ক'রে তুলতে,
আর, পারে

বৰ্দ্ধন-বিনায়িত না ক'রে
অত্যাচারের রোষঘূর্ণির সৃষ্টি ক'রে
অন্যের 'পর আধিপত্য স্থাপন ক'রতে—
তা'র সত্তার আধ্যাত্মিক সম্বেদনাকে
মূঢ় ক'রে,
বিমর্দ্দিত ক'রে,
নিষ্পেষিত ক'রে ;
তাই, আদর্শনিষ্ঠ হও,
ইষ্টানুগ অনুদীপনায় আত্মনিয়মন কর,
আত্মনির্ভরতাকে সুসম্বদ্ধ ক'রে তোল,
আর, ঐ সমস্যাগুলিকে সমাধান ক'রে
জীবনকে
বিভব ও জ্যোতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল ;
যুদ্ধ-বিরোধ সেখানেই প্রয়োজন,—
যেখানে অসৎ-উদ্দীপনা
রোষ-উদ্গীরণ ক'রে
সবাইকে সংক্রামিত ক'রে তুলতে চ'লেছে,
নিরোধই হো'ক বা যুদ্ধই হো'ক
তা'র প্রয়োজনীয়তা যদি কিছু থাকে
তা' সেখানে,
তা' ছাড়া, তা'
প্রেতদীপনার স্বার্থ-সঙ্কুল ডাইনী উত্তেজনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
ঈশ্বর
প্রেম-স্বরূপ হ'য়েও অসৎ-নিরোধী। ৩৪৯ ।

যখন অন্যে
আক্রোশক্রমে
বহু উৎসৰ্জ্জনা নিয়ে
নানাপ্রকার দোষারোপ ক'রে
তোমাকে নির্য্যাতন ক'রে
তোমার রাজত্ব অর্থাৎ রাজস্থণ্ডিলকে
অধিকার ক'রতে চায়—
অনাহূত লোলুপ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,—

যুদ্ধ ও পরাক্রমী তৎপরতা সেখানেই প্রয়োজন ;
আবার, সেইজন্য
ঐ প্রয়োজনের আগেই বিহিতভাবে প্রস্তুত থেকে
যেমন ক'রে ঐ সমস্ত অশুভকে নিরোধ ক'রে
লোকজীবনকে
দুর্ব্বহ দুরত্যয় হ'তে নিস্তার ক'রতে
যেখানে যেমন ক'রতে হয়
তাই-ই ক'রো,
মাঙ্গলিক ধৃতি-উর্জ্জনা
প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ
কৃতি-সন্দীপনা
উৎসর্জ্জনা-নন্দিত হ'য়ে
ঊহ্য-তাৎপর্য্যে
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
সুঠাম প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু লোকসঙ্গতি নিয়ে
তোমার মাঙ্গলিক অভ্যর্থনা ক'রে চ'লবে,
তুমি প্রকৃতির পার্থ হ'য়ে উঠবে,
বিহিত উর্জ্জী-অনুনয়নে
তোমার কৃতিসম্বেগের সারথি হ'য়ে থাকবেন
শ্রীভগবান্,
ঊর্দ্ধে উদ্ধব-অনুস্পন্দন—
শিষ্ট কৃতিচাতুর্য্যের ঘোষদীপনা
তূর্য্য-জয়গানে
আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলবে। ৩৫০ ।

অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতি অব্যাহত রেখে
সহযোগী প্রীতি ও বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে
বিরোধ-মীমাংসায় ব্রতী হও,
দেখ, কৃতকার্য্য হ'তে পার কিনা,
ব্যর্থতা যেন তোমাকে
ব্যাহত ক'রতে না পারে,
কারণ, অন্যের ঐ স্বার্থসন্ধিক্ষু শাতন-প্রবৃত্তি
যেখানেই যেমনভাবেই ব্যাহত হবে—
তা' তুমি যেমনতরই হও না কেন,

তা'দের রোষকশায়িত
হনন-সন্ধিৎসা ও প্রবৃত্তি
তোমাকে ত্যাগ না-ও ক'রতে পারে কিন্তু ;
তাই, আত্মরক্ষার উপকরণকে
অজচ্ছল ও অব্যাহত রেখে
শৌর্য্য-সাহসী সংগঠন নিয়ে
প্রস্তুত থাকাকে অবজ্ঞা ক'রো না,
নিজে ম'রে অন্যের মরণ-পথও
অবাধ ক'রে তুলো না,—
অকৃতী সাধুত্ব নিয়ে
পাপ ও পাতিত্যের সঞ্চয় ক'রতে যেও না। ৩৫১ ।

যে-জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়
ইষ্ট, আদর্শ ও সংহতিহারা,
পারস্পরিক অন্তরাসী-অনুচর্য্যাবিহীন,—
স্বার্থসন্ধিক্ষু অন্তর্ঘাতী বিশ্বাসঘাতক
সেখানে যত বেশী,
তা'দের শত্রু যা'রা
তা'দের দুশ্চিন্তার কারণ
ততই কম—
একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ-বোধিতৎপর
যদি থাকে তা'রা ;
এই বিশ্বাসঘাতকদের স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
এমনই আত্মঘাতী যে,
স্বার্থ-লোলুপতায় যেন-তেন-প্রকারেই হো'ক
ঐ শত্রু যা'রা
তা'দিগকে পরিপুষ্ট রাখা ছাড়া
তা'দের বোধি-অন্তঃকরণে
অন্য কোনপ্রকার কুশল-কৌশলের স্থান পাওয়াই দুরূহ ;
শত্রু যদি তা'দের প্রবৃত্তিকে পরিহারও ক'রতে চায়
বা নিজেরা ধ্বংস হ'তেও চায়—
যে-কোন প্রকারেই হো'ক
তা'দের সংরক্ষণে, পুষ্টিসাধনে

এদের স্বীয় স্বভাব-সম্বেগই
তৎপর হ'য়ে উঠে থাকে—
স্বার্থপর বুদ্ধিমত্তার আত্মম্ভরি বাহাদুরীকে
উপভোগ ক'রতে ক'রতে ;
তাই, "মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ
যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ।
তে নরা নরকং যান্তি
যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥" ৩৫২ ।

যা'দের অনুশাসনী-দায়িত্ব গ্রহণ ক'রছ,
হৃদ্য প্রবর্ত্তনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণ-তৎপরতায়
তা'দের ইষ্ট-ধর্ম্ম-কৃষ্টিকে
পূর্ব্বাপরের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে সংহত ক'রে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে যদি
স্বতঃ-স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে না পার—
নিরাপত্তায়, পালনে, পোষণে, পূরণে—
ধর্ম্মদ অনুপ্রেরণায়—
ঈশ্বর ও ইষ্টে আগ্রহসন্দীপ্ত ক'রে
সুনিবদ্ধ সংহতি-অনুচর্য্যায়,—
আবার, তুমি তোমার শাসন-সংস্থাসহ যদি
সরাসরিভাবে তা'দের স্বার্থ হ'য়ে না ওঠ—
এবং ঐ স্বার্থ-সঙ্গীতিতে আত্মপোষণাকে
স্বতঃ ক'রে না তুলে'
যদি তা'দের শোষণ-তৎপর হ'য়েই চল,—
তবে তোমার স্বার্থ-সন্ধিৎসু ভেদ ও বিচ্ছেদ-ভঙ্গিমা
যা' দিয়ে তোমার শাসন
সাবুদ তক্‌তকে ক'রে তুলতে চা'চ্ছ
তা' তো ভেঙ্গে প'ড়বেই,
তা' ছাড়া, সন্দেহব্যঞ্জক ঘৃণা ও বিরক্তির পাত্র হওয়ায়
ঐ অনুশাসন-দণ্ডই একদিন তোমাকে
দণ্ডার্হ আক্রমণে অবদলিত ক'রে

প্রতিক্রিয় পর্য্যায়ে
বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত ক'রে তুলবে ;
তোমার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। ৩৫৩ ।

অনুশাসন-সংস্থা বা আইনের বাহানা
যেখানে মানুষের সত্তা, সম্ভ্রম, সম্পদ্
শান্তি, সংহতি বা সৎ-মীমাংসার
অন্তরায়ী হ'য়ে দাঁড়ায়,—
অত্যাচারী হ'য়ে
সেগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু শাতনী-তন্ত্রী অভিযান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
তা অসৎ-সন্দীপী, মিথ্যাচার-বিদগ্ধ,
তাই, নিরোধ্য সর্ব্বতোভাবে,
নইলে, তা' কিন্তু সব্যষ্টি গণজীবনকে
বিক্ষুব্ধ ও বিদীর্ণ ক'রে
বিদ্রোহের জ্বালাময়ী বিস্ফোরণ
সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
লোকের সত্তা বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
সম্ভ্রম সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
শান্তি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ্ লোপাট খেয়ে
বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলয় ক'রবে,
সংহতি
ক্রূর দন্তুর আঘাতে
বিস্ফুরিত আকারে
গণজীবন ও সমাজকে ঝল্‌সে দিয়ে চ'লবে ;
তাই, সাবধান!
সুসমীক্ষা নিয়ে
সানুকম্পী পরিবেদনায়
বিক্ষুব্ধ পরস্পরকে সম্মিলিত কর,
সম্ভ্রমকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
সম্পদ্‌কে বিপদ্‌মুক্ত ক'রে তোল,
সত্তাকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তোল,

সংহতিকে সম্বদ্ধ ক'রে তোল—
আদর্শানুগ সানুকম্পী অনুবন্ধনে ;
আর, এমনি ক'রেই তোমার অনুশাসন
সার্থকতায় সাফল্যমণ্ডিত হো'ক। ৩৫৪।

যত যা'ই কর না কেন,
রাষ্ট্রের গণ-গরিষ্ঠ যেমন সংহতি নিয়ে
আদর্শে দানা বেঁধে ওঠে—
তদনুপ্রাণনায় পারস্পরিক সহযোগী সমাবেশে—
তদনুগ পদবিক্ষেপে,—
লঘিষ্ঠ যা'রা
তা'রাও তৎসহবাসে
অমনতরই হ'য়ে ওঠে—
উৎসৃজনী অনুচর্য্যায়,
তা'র ফলে, রাষ্ট্রিক শাসন-সংস্কৃতিও
সেই রূপে রূপায়িত হ'য়ে
লোকরক্ষী, লোকপোষক, লোকপূরক
নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চ'লতে থাকে,
আর, তা' না হ'লে
বিচ্ছিন্ন লাখো বৈশিষ্ট্য
লাখো উৎকর্ষী সংস্কৃতি
লাখো দলে বিভক্ত হ'য়ে
বিকৃতির বিপ্লব নিয়ে
বিদ্রোহী সংঘাতে
ধ্বংসলীলার ইন্ধনই হ'য়ে থাকে,—
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতি
সাবাড়ের আহুতি হ'য়ে
আত্মবিলয়ে অবলুপ্ত হ'তে চলে ;
আবার, ঐ রাষ্ট্র-অধিনায়ক যদি
কৃষ্টি-অনুপ্রাণনায়
নিজেকে সম্বদ্ধ ক'রে
প্রত্যয়ী দক্ষ-পরিচালী না হয়,—
তাহ'লেও কিন্তু
গণ ও রাষ্ট্র-অধিনায়কের সংঘাতে

বিপর্য্যয়ী দুঃস্থি সংক্রামিত হ'য়ে
জনগণও বিধ্বস্তির পথে চ'লতে থাকে,
বিদ্রোহ সেখানে অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ৩৫৫ ।

চমূদিগকে
তা'দের তাৎপর্য্যানুপাতিক
স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও লোকহিতানুচর্য্যা-পরায়ণ
ও নিরাপত্তায় বজ্রকঠোর ক'রে তুলতে
যদি না পার—
দৈনন্দিন কর্ম্মঠ সম্বেগদীপ্ত ক'রে
প্রত্যেক দলকে
নানান জায়গায় কাজে নিয়োগ ক'রে
পরিবর্ত্তনশীল পরিক্রমায়,—
তা'রা শ্লথ-বোধি হ'য়ে উঠবে,
তা'দের মাংসপেশী শিথিল হ'য়ে উঠবে,
মনোবেগ দুর্ব্বল হ'তে থাকবে,
তা'র ফলে, তা'রা নিয়মতান্ত্রিকতাকে
ক্রমশঃই অবহেলা ক'রতে থাকবে
সুকেন্দ্রিকতা হারিয়ে ;
ঐ জাতীয় অনুচর্য্যা ও অনুপোষণ-হারা হ'য়ে
শুধু কুচকাওয়াজ ক'রেই যদি তা'রা দিনক্ষেপ করে,—
তবে রাষ্ট্রস্বার্থকে
আত্মস্বার্থ ক'রে নিতে পারবে না,
বোধিপ্রখর যোগ্যতা
যতই হারাবে তা'রা—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতাহারা হ'য়ে,—
কুশলকৌশলী দক্ষতাও
তা'র ভিতর-দিয়ে
ততই স্তিমিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, সুদক্ষ বিচক্ষণ চক্ষু নিয়ে
তা'দিগকে লোকহিতব্রতে নিয়োগ কর—
শ্রেয়ার্থতৎপর ক'রে তুলে'
বজ্রকঠোর-সম্বেগী ও বীর্য্যশালী ক'রে তোল—
সুসংহতির স্বতঃ-তাৎপর্য্যে—

প্রস্তুতির অঢেল উপকরণের অনুচর্য্যায়
নিরত রেখে তা'দের—
সময়ের দক্ষ ব্যবহারে। ৩৫৬ ।

যে দেশ বা রাজ্য
আদর্শে অনুরাগ-বিহীন,
আদর্শপূরণে সক্রিয় সংহতিহারা যা'রা,
পারস্পরিক সহযোগী ও সহৃদয়ী
সানুকম্পিতার বালাই যা'দের নাই,
স্বাস্থ্য, শ্রম ও চরিত্রচর্য্যায়
উপেক্ষাপ্রবণ যা'রা,
পরাক্রমহারা, স্বার্থসন্ধিক্ষু
পরশ্রীকাতরতার ভিতর-দিয়ে
শ্রমকাতর, উৎপাদন-শিথিল
সক্রিয়-নিরাকরণ-বিহীন,
কেবল কুৎসিত-দোষদর্শী সমালোচনাপ্রবণ যা'রা,
অশুভ-নিরোধী প্রবৃত্তি যা'দের স্তিমিত,
শিক্ষক ও শিক্ষায়
শ্রদ্ধা, সেবা ও অনুশীলনহারা হ'য়েও
যা'রা সাফল্যের দাবী নিয়ে চলে—
বোধিকে অবজ্ঞা ক'রে,
যোগ্যতা-অর্জ্জী সক্রিয়তা যেখানে বধির,
আত্মস্বার্থ-সেবী উৎপাদন-সংঘাতী
ধর্ম্মঘট যেখানে প্রতিষ্ঠাপ্রলুব্ধ,
যান-বাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা
বিধ্বস্ত যেখানে,
অর্থকরী উপাদানসমূহ যেখানে মহার্ঘ্য,
সত্তাঘাতী নেতৃত্ব যেখানে পূজনীয়—
যা'র পূজা-প্রবৃদ্ধিতে মানুষ
কর্ম্মশিথিল, সহযোগশিথিল, আদর্শশিথিল
অথচ দুরন্ত-হিংস্র-প্রকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে
পারস্পরিক সংঘাত-নিরত—
ডাইনি ব্যাদানের চৌম্বক চাহনিতে
তা'রা যে সরাসরি

নিঃশেষের দিকে
পদক্ষেপ ক'রে চ'লেছে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ। ৩৫৭।

ব্যক্তিত্ব যা'দের শ্লথ,
ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতির
যোগাবেগও তা'দের ঢিলে,
তা'রা প্রায়ই
পরাক্রম-পরাভূত আবেগ নিয়ে চলে—
নিজস্ব বোধায়নী সম্বেগের সুসঙ্গতিকে এড়িয়ে ;
যে-কোন প্রকারের ভাবসঞ্চালনে
তা'রা বিশেষ রকমে ভাবাবেগ-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, বাহ্যতঃ
বহুপ্রকার পাণ্ডিত্যের তকমা থেকেও
ঐ শ্লথতাকে তা'রা
এড়িয়ে উঠতে পারে না,
অন্যকে আপনার ক'রে নিতে পারে না,
বরং ভাবদীপ্ত কোনরকম প্রেরণাতেই
তা'রা তা'দের ক্রীড়নক হ'য়ে ওঠে—
নিজস্ব বোধায়নী তাৎপর্য্যকে
অপরিপোষিত রেখেই ;
এমনতর মানুষের সংখ্যা যত বেশী হয়,—
পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক
বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা,
বিশেষতঃ যেখানে লোকতান্ত্রিক নিয়মনে
রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থা বা সামাজিক-সংস্থা
নিয়মিত হয়,—
সেখানে সেগুলির
আত্মঘাতী ডাইনী প্রেরণার
শিকার হওয়ার সম্ভাবনা
সব সময়ই থাকে ;
নিজে পুষ্ট হ'য়ে অন্যকে পুষ্ট করার প্রবৃত্তি
তা'দের চেতনদীপনায় থাক্ বা না-থাক্,
অন্যের পরগাছা হ'য়ে জীবন-ধারণের

গুরু-গৌরবে তা'রা
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে কসুর করে না,
অবস্থা বুঝে তলিয়ে
এমনতর স্থলে যা' শুভপ্রসূ—
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে তা' ক'রে চল। ৩৫৮।

যে-দেশের আত্মিক ঐশ্বর্য্য যা'
তা'কেই ফুটন্ত ক'রে তোল,
সঙ্গীতশীল পরিচর্য্যায়
বিকাশ-বর্দ্ধনায়
জীয়ন্ত ক'রে তোল,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে
তা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা,
পরপদলেহিতার
পরাজিত সৌন্দর্য্যের দ্বারা
মসীলিপ্ত ক'রো না তা'কে,
অবৈধ অস্ত্রোপচারে
প্রবৃত্তি-প্রলোভী সৃজন-ধুক্ষায়
তা'র স্বর্গীয় মূর্ত্তনাকে
বিকার-বিকৃত ক'রে তুলো না,
আর, তা' করা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যষ্টিগত প্রত্যেককে নিয়ে
সমষ্টিকে বিকার-বিভ্রান্ত করা,
বিগতের যাগ-আহ্বানকে
আপূরণী তৎপরতায়
বর্ত্তমানে সুমূর্ত্ত ক'রে
ভবিষ্যের দক্ষজাতকের অভ্যুত্থানের পথে
নিরোধ সৃষ্টি করা,—
যে-সৃষ্টি কুৎসিত সঙ্কোচনার অজস্রবর্ষণে
প্রতিপ্রত্যেককে
কলুষ-প্লাবনে আবর্ত্তিত ক'রে
নিকেশে চলন্ত হ'য়েই চ'লতে থাকবে;
ভারতের পক্ষেও এই কথা,
এই বিশেষের বিকাশ

প্রত্যেকটি বিশেষকে সম্পোষিত ক'রে
একায়িত উদ্বর্দ্ধনায় উদ্বাৰ্ত্তিত ক'রে তোলে—
পারস্পরিক অনুপোষণার ভিতর-দিয়ে। ৩৫৯।

পৃথিবীর কোন দেশ ও তা'র মানুষকে
অবজ্ঞা ক'রো না ;
সাবধানী সৌজন্যের সহিত
তা'দের নিকট থেকে
যা' শেখবার তা' শেখ—
উপযুক্ত কৃতি-অনুশীলনে,
আর, তা'দের মঙ্গলপ্রসূ
এমনতর যদি কিছু জান—
তা'ও শেখাও ;
আরো ভেবে দেখো—
তা'দের শুভ-অনুচর্য্যার জন্য
তুমি কী ক'রতে পার,
যা' তোমার পক্ষে সম্ভব তা' কর—
অবশ্য কোন লোকের
অসৎ অভিসন্ধির ইন্ধন না জুগিয়ে ;
যা' দিতে পার দাও,
আর যা' নিতে পার নাও,
এমনতরই দেওয়া-নেওয়ার
শুভ-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
আত্মীয়তার বন্ধনে
সদ্-বান্ধব হ'য়ে ওঠ তা'দের,
আর, তা'রাও তোমার প্রতি
তেমনতরই হ'য়ে উঠুক—
সাত্বত পরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
সাত্বত শুভের উচ্ছল আমন্ত্রণে
আকৃষ্ট ক'রে সবাইকে
ও নিজে হ'য়ে ;
তোমাদের স্বস্তি
এমনি ক'রেই প্রসার লাভ করুক। ৩৬০।

সাত্বত শীল পঞ্চক

১। কা'রও সত্তা, সংস্থিতি ও সংস্থানকে
অতিক্রম বা আক্রমণ ক'রো না,
বরং সম্যক্ মর্য্যাদা দিও,
আর, তা'র অনটনে আপদে-বিপদে
বিপর্য্যয়ী সংঘাতে
সাহায্য ক'রতে সচেষ্ট থেকো—
শ্রেয়ানুচলনে,
বিহিত সমতায়,
পারস্পরিক কল্যাণ-বোধে ;

২। তোমরা পরস্পর পরস্পরের স্বস্তি
ও সান্ত্বনার কারণ হ'য়ে
যা'তে শান্তিপূর্ণভাবে
অবস্থান ক'রতে পার—
অনুধায়িনী তৎপরতায় তা'ই ক'রো ;

৩। কোন বিষয়ে, বাদ-বিসম্বাদে
বা কা'রো ঘরোয়া ব্যাপারে
অযথা হস্তক্ষেপ ক'রো না,
বরং অনুরুদ্ধ হ'লে
বা মধ্যস্থতার সুযোগে
কিংবা অন্য কোন বৈধনীতির প্রয়োগে
সুযুক্ত সত্তাপোষণী
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
যা'তে মৈত্রীর অবতারণা ক'রতে পার,
তা'ই ক'রো—
এই হ'চ্ছে সাধু চলন ;

৪। জীবন যা'তে সুদীর্ঘ সম্বর্দ্ধনায়
উপভোগ ক'রতে পার,—
এবং তোমার সন্তান-সন্ততি যা'তে ক্রমশঃই
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে উঠতে পারে—
শুভ-নিয়মনে,—
সেই সমস্ত নীতিবিধি-সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে
তদনুগ চলনে চ'লতে সচেষ্ট থেকো ;

৫। তোমারই হো'ক—
আর, অন্যেরই হো'ক—
বাঁচাবাড়ার তৎপর-সম্বিৎসা নিয়ে
শুভ-নন্দনায়
তর্পিত ক'রে তুলো সবাইকে
আর, নিজেও তর্পিত হ'য়ে উঠো। ৩৬১।

পুরা-ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
যদি নিজেকে
সংস্কৃত ক'রে তুলতে চাও,
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত হ'তে চাও,—
তোমার অন্তর্নিহিত
ঐ প্রাচীন স্রোতনিঃসৃত সংস্কারগুলিকে
সজাগ ক'রে তুলে'
পরিস্থিতি হ'তে পূরক ও পোষক যা'
সেগুলিকে আয়ত্তে আপ্ত ক'রে নিয়ে
আরোতর প্রগতির পথে চ'লতে চাও—
তবে সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা ক'রে তোল
ঐ চর্চ্চাই
তোমাদিগকে বর্দ্ধন-চর্চ্চিত ক'রে তুলবে—
প্রাদেশিক ভাষাকে প্রবুদ্ধ রেখে :
নয়তো, প্রাচীনের ভূমা-প্রসার হ'তে
বঞ্চিত হবে তোমরা,
উৎসহারা ভ্রান্ত পথিক হ'য়ে চ'লবে ;
মূলহারা ডালপালা যেমন
উপযুক্ত অন্যকিছুতে সংবদ্ধ হ'য়ে ছাড়া
আত্মরক্ষা ক'রতে পারে না,—
তোমাদেরও
অমনতর ক'রেই আত্মরক্ষা ক'রতে হবে,
তোমরা কখনও স্বয়ং হ'তে পারবে না,
স্বরাট হ'তে পারবে না,
দেবার আত্মপ্রসাদে
বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে হবে,

যা'ই হও না কেন—
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'য়েই বাঁচা ছাড়া
পথই থাকবে না। ৩৬২ ।

ভাষা মানেই হ'চ্ছে—
যে-বোধ বা বেদনা
ভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে
বাক্যে পরিস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে,
এক-কথায়, ভাসমান হ'য়ে ওঠে,
এক জাতীয় বোধ-অনুগ ভাব
বাক্যে বিভাবিত হ'য়ে
বহিঃস্ফুরণায় অভিব্যক্ত হয়,—
যা'র ফলে, লোকে বুঝতে পারে
তা'র অন্তঃস্থ বোধ ও ভাবের উদ্দীপনা
কত বা কেমনতর ;
এই ভাষা আবার
পরিবেশ-অনুপাতিক
পরিবেশ-প্রভাবে
পরিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে চ'লে থাকে
বোধ-বেদনার ভাব-অভিব্যক্তি
যদিও এক জাতীয় ;
আবার, যে-দেশে
লোক যেমনতর ভাষা-ভাষী,—
তা'দের বোধবেদনার ভাব-অনুকম্পা
ভাষায় তেমনতরই
বিকাশ প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে ;
যে-ভাষাভাষীর আওতায়
যা'রা যেমনতরভাবে থাকে,
নৈকট্য ও দূরত্ব-অনুপাতিক
মিশ্রণ বা ব্যতিক্রমও তেমনি হ'য়ে থাকে ;
ভাষার অন্তঃস্থ
বোধবেদনী ভাবদীপনা কিন্তু
সকলেরই সমজাতীয় ;
তাই, ভাষা—

অন্তঃস্থ বোধবেদনার
যে-সমস্ত অনুভূতি
ভাবে প্রকটিত হ'য়ে ওঠে—
তা'রই অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তাই, ভাষা দিয়ে
অন্তঃস্থ বোধবেদনার ভাব-অনুকম্পাগুলিকে
অনুভব ক'রতে পারা যায় ;
তাই, ভাষা-সমস্যা
একটা বিশেষ সমস্যা নয়কো,
সমস্যা ঐ অন্তঃস্থ বোধবিভূতি ও ভাব-অনুকম্পা
যা' ভাষাকে কম্পিত ক'রে
বা উদ্দীপ্ত ক'রে
ভাষায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক বাতুল ছাড়া
ভাষাকে কি কেউ হিংসা ক'রতে পারে ?
বোধবেদনা,
ভাববৃত্তি—
প্রকৃতিরই পরিস্রোতা উন্মেষ,
ভাষা-হিংসা মানেই প্রকৃতিহিংসা,
আর, প্রকৃতিহিংসা মানেই—
বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যয়ে আত্মনিমজ্জিত করা। ৩৬৩ ।

সুকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ-অনুবন্ধনী উদ্দীপনা নিয়ে
প্রথমেই সব্যষ্টি প্রদেশগুলিকে
পারস্পরিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে তোল—
প্রাদেশিক সমবায়ী সংহতিতে সুসম্বদ্ধ ক'রে,
পারস্পরিক একত্বানুবন্ধনে,
যা'তে পরস্পর পরস্পরের
সমীচীন স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে ;
প্রত্যেকেই যেন ভাবতে পারে—
প্রত্যেক প্রদেশেই সে স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ;
সত্তা-বিধায়নী, সত্তা-পরিপোষণী

সত্তা-সংরক্ষণী ও সাত্ত্বিক আপূরণী অনুচর্য্যা
যেখানেই থাক্ না কেন,—
পারস্পরিকতা নিয়ে প্রত্যেকে যেন
উপভোগ ক'রতে পারে তা',
যা'তে কেউ কখনও মনে না ভাবতে পারে—
এটা আমার, ওটা আমার নয়কো ;
এই সংহতি এমনতর বিধানে
পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ আদর্শ-অনুসেবী সঙ্ঘই যা'তে
প্রদেশগুলির সমবায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ হ'য়ে ওঠে,
আর, যে-কোন প্রদেশে
যে-কোন সুকর্ম্মা শ্রেয়-সন্দীপী সংপুরুষ
ঐ প্রাদেশিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত
থাকুন না কেন,—
যে-কোন প্রদেশে যেখানে যেমন প্রয়োজন—
সহজ ও স্বতঃ-তৎপরতা নিয়ে
ঐ সমবায়ী সংস্থা বা বিধানের
অনুপ্রেরণায় বা অনুমোদনে
তিনি যেন সেখানে যেয়ে
তা'দের উন্নতি-অনুচর্য্যা
স্বাভাবিক স্বতঃ-প্রেরণাদীপ্ত হ'য়েই
ক'রতে পারেন ;
এমনতর অনুকম্পী অনুবেদনী রাষ্ট্র-পুরুষ
যেখানেই যাবেন—
তাঁ'র অনুচর্য্যা বিভা বিকিরণ ক'রে
সেখানকার জনগণকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে,
প্রদেশ ও তৎ-নিয়মন-নিবদ্ধ
যে-বিভাগই থাক না কেন,
সবই সার্থকতায় সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে ;
তা' যদি না কর,
বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট ভাব
সর্ব্বনাশের হোতা হ'য়ে
সবাইকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে একদিন—

সঙ্ঘাতের শঙ্কিত সংক্ষোভে,
প্রদেশ থাকলেও
প্রাদেশিকতার গণ্ডী
এতটুকুও যেন না থাকে,
প্রত্যেকটি প্রদেশ প্রত্যেকটি প্রদেশের
সহানুধ্যায়ী সানুকম্পী
পোষণ-পূরণী হ'য়ে ওঠে,
সবাইকে সুপুষ্ট, সম্বর্দ্ধিত ও সুপরাক্রমী
ক'রে তোলাই যেন
প্রত্যেকের অন্তর-আকূতি
ও সাত্ত্বিক প্রবোধনা হ'য়ে ওঠে ;
যতই এমনতর হ'য়ে উঠবে—
কেন্দ্র-সংস্থাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আবার, প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিও
বিভাদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
ফলে, একটা বিরাট সংহত প্রবর্দ্ধনা নিয়ে
প্রত্যেকেই গজিয়ে উঠতে থাকবে—
যোগ্যতার অধ্যবসায়ী উৎক্রমণা নিয়ে,
উৎকণ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চক্ষু ও শ্রবণ নিয়ে
প্রত্যেকটি প্রদেশ
প্রত্যেকটি প্রদেশের পোষণপূরণী হ'য়ে উঠবে—
তড়িৎ-সন্দীপনার তড়িৎ-বিক্রমে ;
এই বিধায়নী অনুদীপনা
যেখানে যেমন অজ্ঞাত বা একদেশদর্শী,
বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারও সেখানে তেমনি ;
বিচ্ছিন্ন যা'রা অজ্ঞতায় ভাসমান যা'রা—
সুকেন্দ্রিক সুবীক্ষণী তৎপর অনুচর্য্যায়
তা'রাও বোধায়নী বিন্যাসে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সুশৃঙ্খল ও সুসংহত হ'য়ে ওঠে,
আর, সব বিশৃঙ্খলা
শৃঙ্খলায় সন্দীপিত হ'য়ে
প্রাণন-দীপনা নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে,
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা। ৩৬৪ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্ত ইষ্ট
বা আদর্শ পুরুষোত্তমই
তোমাদের জাতীয় পতাকার
প্রাণস্বরূপ হ'য়ে উঠুন ;
চতুর্ব্বর্ণ-বিরেখ
সুদর্শনচক্র-বিভূষিত
পবিত্র পরমার্থ-অভিধ্যায়ী
প্রাণনপ্রদীপী উড্ডীয়মান
নর্ত্তনলাস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক তা' ;
ঐ ইষ্টপ্রাণ প্রাণনলাস্যই হ'য়ে উঠুক
তোমাদের সংহতির জীবন্ত মন্ত্র—
তন্ত্র-নিয়মনী উৎসর্জ্জন-অনুক্রমণায় ;
তোমরা পতাকাকে যখনই প্রণাম ক'রবে,
মনে রেখো—
সেই পতাকা প্রাণবন্ত
তোমাদের ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মূর্ত্ত আদর্শ-পুরুষোত্তমে,
সেই পতাকার প্রণাম-মন্ত্র হ'য়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
সেই পুরুষোত্তমেরই
ধ্যানবিভোর জাগ্রত স্মৃতি নিয়ে ;
তোমাদের স্বরাষ্ট্রনীতিই হো'ক,
আর, পররাষ্ট্রনীতিই হো'ক,
তা' যেন সর্ব্বথাই
স্বস্তি-প্রণোদনায় পরিচালিত হয়—
সম্বিৎসু সত্তাপোষণী স্বাচ্ছন্দ্যের
ছান্দোগ্য-অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে,
সাম্য, সাগ্নিক সম্বর্দ্ধনা
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী অগ্রগতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
সুকেন্দ্রিক, সুবিনায়িত অন্বিত চলনে,
অসৎ-নিরোধী, তৎপর প্রস্তুতির
পবিত্র উপকরণে ;
তোমাদের সব্যষ্টি গণদেবতা যেন
আদর্শ-পুরুষোত্তমের

অর্ঘ্য-অন্বিত সঙ্গতিশালিন্যে
ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনী অভিধায়
সুনিয়ন্ত্রিত হয় ;
ঐ পরম শ্রেয় পরাৎপর পুরুষোত্তমের
ঋক্-অনুপ্রেরণার
সাত্ত্বিক মূর্চ্ছনায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
ধী-দীপনী তৎপরতায়
প্রতিটি ব্যক্তিত্ব যেন বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
তোমাদের বোধি যেন
অন্বিত সঙ্গতিশীল
সক্রিয় সুতৎপর সার্থকতার উদাত্ত অনুশীলনে
যোগ্যতা-অর্জ্জনী মূর্ত্তিমান
জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক অনুবেদনী
অর্থান্বিত অনুক্রমণায় ;
এই বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও চারিত্রের
হোমবহ্নিতে
পারিবেশিক বিশাল অভ্যুত্থানে
রাষ্ট্র-পরিধিকে উচ্ছল ক'রে
প্লাবন-ভঙ্গিমায়
প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টিকে
ঐ আদর্শ-অন্বিত অনুবেদনায়
উদ্বোধনী অনুক্রমে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল—
একটা প্রীতি-উচ্ছল
ঐক্য-অনুবেদনী অভ্যর্থনার
অর্ঘ্য-নিবেদনে ;
অর্জ্জনী উৎক্রমণাই হ'য়ে উঠুক
তোমাদের অন্তর্নিহিত উদাত্ত-অভিযান,
তা'র নিষ্পন্নতাই হো'ক
তোমাদের আহব-হোম,
অমৃতলালসাই হ'য়ে উঠুক তোমাদের

যজ্ঞ-অগ্নি ;
আর, সব তুমি
সব তোমরা
যাজ্ঞিক অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতার স্বস্তি-তিলক-বিশোভিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ সেই যজ্ঞেশ্বরে ;
ঐ পরম আদর্শ—
তিনিই পরম পুরুষোত্তম ;
ঈশ্বর-আশিস্
তোমাদের মস্তকে
পুষ্পল ধারায় পরিবর্ষিত হো'ক ;
ঈশ্বরই পরম প্রভু,
ঈশ্বরই বিধাতা,
ঈশ্বরই যাগদীপনী নিষ্পন্নতার অন্বিত অর্ঘ্য,
তিনিই যজ্ঞেশ্বর। ৩৬৫ ।

সংহতি যা'দের ব্যতিক্রমদুষ্ট—
বিকৃতিও তা'দের তেমনতরই অশিষ্ট। ৩৬৬ ।

অশিষ্ট সংহতি যা'দের যেমন,—
বিকৃতি-অনুচলনও তা'দের
তেমনতর হ'য়ে থাকে,
দেখা যায়। ৩৬৭ ।

আমরা দেশবিভাগ চাই না,
চাই—
সঙ্গতিশিষ্ট সংহতিশীল
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী উন্নতির বিশালত্ব। ৩৬৮ ।

দেশবিভাগ ক'রতে যেও না,—
তা'তে অস্তিত্বের বোধিসত্তা
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
সত্তাসঙ্গতি হিংসাদীপ্ত হ'য়ে
উচ্ছন্নতাকেই ডেকে আনবে ;
যদি দাঁড়াতে চাও, এখনও সাবধান! ৩৬৯ ।

যদি ভাল চাও,—
উন্নতিকে সাহায্য কর অবিলম্বে—
শিষ্টসুন্দর কৃতিদীপালী তৎপরতায়,
তবে তো দেশকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে!
দেশের প্রত্যেকেই হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবন-উর্জ্জনা। ৩৭০।

রীতিনিয়ন্ত্রণই হ'চ্ছে স্বস্তির সম্বেদনা,
অর্থাৎ দেশকে সুবিনায়িত ক'রে রাখতে হ'লে—
সার্থক ও সুন্দর ক'রে তুলতে হ'লে—
রীতিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে রাখতে হবে;
রীতিই নীতি—
অর্থাৎ সৎরীতিই নীতি। ৩৭১।

বিকৃত বিবাহই হ'চ্ছে—
দেশের সর্ব্বনাশের
প্রথম ও প্রধান বীজস্বরূপ,
সেগুলিকে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে
যত শীঘ্র পার নিরাকরণ কর,
নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে
বিদ্রূপের উপহাস
তোমাকে অবহেলা করবেই কি করবে,
তা'র প্রচণ্ডতা যত ও যেমনতর—
ফলও ক্রমশঃ উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তেমনিভাবে। ৩৭২।

দেশের অবনতির
প্রথম পদক্ষেপই হ'চ্ছে—
মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা,
পারিবারিক সঙ্গতির প্রতি
বিদ্রূপাত্মক অবহেলা,—
যা' দেশের শুভদৃষ্টিটাও
ভেঙ্গেচুরে চুরমার ক'রে
সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে;
তাই বলি,

মেয়েরা যেন
তা'দের পবিত্রতা হ'তে
এতটুকুও স্খলিত না হয়,
ব্যবস্থা ও বিধানগুলি
এমনতরই বিনায়িত ক'রে
তা'দের ভিতর সঞ্চারিত ক'রে তোল ;
তুমি যদি দেশের স্বস্তিকামীই হও—
এদিক থেকে
তোমার দৃষ্টি ও কৃতিচর্য্যার
একটুও অবহেলা যেন না থাকে,
স্বস্তিই হ'চ্ছে
শান্তির শুভ আশীর্ব্বাদ,
আর, স্বস্তি মানেই হ'চ্ছে
সু-অস্তি—
ভাল থাকা। ৩৭৩।

বর্ণানুগ সমাজসঙ্গতি
যতদিন
সুন্দর কৃতিদীপ্ত সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
না দাঁড়াচ্ছে—
প্রীতিদীপ্ত বোধ ও বিদ্যা নিয়ে,
পরিচর্য্যার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে,
ততদিন পর্য্যন্ত কি সমাজ
সাধুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে?
যদি ভাল চাও তো—
ঐ সমস্ত বিষয়ে শুভসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
প্রত্যেককে
পরিবেদনী তাৎপর্য্যে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল। ৩৭৪।

শুধু শাস্তিতেই যে
দুষ্টমনারা
দুষ্টবুদ্ধি হ'তে নিস্তার পায়
তা' নয়কো নিশ্চয়ই—

যদি তা'র সাথে
প্রীতি-পরিচর্য্যা
ও আন্তরিক অনুবেদনী-তৎপরতা না থাকে,
যা'র ফলে,
হৃদয়ের তাপদীপ্ত অন্তঃকরণ সিক্ত হয়ে
প্রীতি-অনুকম্পারই উদ্গীরণ করে ;
তাই, ভ্রান্তির আশ্রয় ভাল নয়,
হিসাব ক'রে বিজ্ঞ পথেই এগোতে থাক,--
ব্যক্তিত্ব প্রীতিদীপ্ত হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে চ'লবে। ৩৭৫ ।

তোমার নিরাপত্তাকে
সুধীদীপ্ত শীঘ্রতায়
কঠোর ক'রে তোল,
যা'দের প্রস্তুতি নেই—
যথাসম্ভব নির্দ্দোষভাবে
সব দিক দিয়ে
তা'দের সাহায্য কর,
যা'তে ঐ সাহায্যগুলি
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমার পরিচর্য্যাশীল হ'য়ে ওঠে,
সব রকমে
সব ভাবে
তোমাতে তা'রা মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,
দৃঢ় প্রীতি-সঙ্গতি গ'ড়ে উঠুক,
নির্ভয়
উচ্ছলা হ'য়ে
তোমাকে আগলে ধ'রে থাকুক,
তা'দের অস্খলিত উদ্বর্দ্ধনায়
নজর রেখো,
এমনতর চ'লো—
তোমার বিরুদ্ধ হওয়াই যেন
একটা সত্তাসংহতির পাপ তা'দের কাছে। ৩৭৬ ।

সুনিষ্ঠা ও সদাচার
স্বস্তিরই স্বতঃ-পদক্ষেপ,
অনাচার নিয়ে আসে
নিষ্ঠার ব্যতিক্রম
ও অত্যাচারের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা,
আবার, অত্যাচার নিয়ে আসে
সংক্ষুব্ধ সংকীর্ণতা,
আবার, সংক্ষুব্ধ সংকীর্ণতাই হ'চ্ছে
বিচ্ছেদের রাগদূত,
আর, এই বিচ্ছেদই হ'চ্ছে
বিনষ্টির মূল—
যা' অন্তরে গুমোট বেঁধে
ব্যতিক্রম-ব্যভিচারের উচ্ছল উদ্দীপনাকে
উস্‌কে তুলে
জীবনীয় অনুচলনকে পদাঘাত ক'রে থাকে,
ফলে, দেশ হয়
অশেষ দুঃখের শাতন-অন্ধকার—
অজ্ঞ বা দুষ্ট জ্ঞানের সহযাত্রী। ৩৭৭।

প্রীতি-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যকে
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত ক'রে
বাস্তবে লোকজীবনকে
শুভ-সন্দীপনায় উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
politics--এর আসল কৌশল বা কায়দা,
যা'র ফলে, বিকৃতি
কুৎসিত রূপ ধ'রে
সত্তাকে অশুভ-সন্দীপী ক'রে তুলতে পারে না,
বিচ্ছিন্নতার বিপাক সেখানে
উচ্ছল হ'য়ে
বিকৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সাত্বত সন্দীপনাকে ব্যাহত ক'রতে পারে না—
চরিত্রের বেতাল তাৎপর্য্যে
লোককে বিক্ষিপ্ত ক'রে। ৩৭৮।

Communist-ই হোক
আর যে-কোন mission-ই হোক,
ধর্ম্ম—
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
তা'র পরিচর্য্যা না ক'রে—
সক্রিয়ই হোক
আর, সুক্রিয়ই হোক—
তা'তে স্থিতি
সংবৃদ্ধ ক'রে ওঠানো যায় না—
প্রীতি-তর্পিত হৃদয়ে ;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
যা' বা যে ধ'রে রাখে,
যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে,
যা' সকলের সত্তাকে ধ'রে রাখে,
তা'র ব্যভিচার বিকৃতিই নিয়ে আসে। ৩৭৯ ।

দেশ মানেই আদেশ,
যে-আদেশ নিয়ে
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে উঠত,
নিজের সত্তা বিনায়িত ক'রে তুলত,
সেই ব্যাপক রঞ্জনাই হ'চ্ছে দেশ,
যা'তে প্রতিটি ব্যক্তি
শিষ্ট অনুচলনে তুষ্ট হ'য়ে
শ্রী ও গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার রাগদীপনী তাৎপর্য্যে
নিজদিগকে নিয়ন্ত্রণ ক'রত ;
সে-আদেশ
যেখানে যেমন ক্রিয়াশীল—
দেশও তেমনতর হ'য়ে উঠে' থাকে,
যে-দেশে তা' ছিল না—
অবিধির উপাসনা যেখানে হ'ত—
এমনতর কত দেশ
ছারেখারে চ'লে যেত,
এমন-কি, কতজনের স্মৃতিলেখা হ'তেও

তা' মুছে গেছে,
কারণ, তা' সাত্বত পরিদীপ্ত নয়,
পরিস্রুত সৎ-ঊর্জ্জনা হো'ক
কৃতি হো'ক
বা সত্তাপরিচর্য্যী ঊর্জ্জনাই হো'ক—
সেখানে তা' আসেনি,
নষ্ট হ'য়ে গেল তাই ;
আমি বলি, যদি পার—
বুকে সম্বেগ যদি থাকে—
বহু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পিতৃপিতামহের রক্ত
তোমাদের শিরায় যদি থাকে—
তবে সবাইকে সজাগ ক'রে তোল,
উদ্দাম ক'রে তোল,
কৃতিসঞ্জাত ক'রে তোল,
পারগতা ও শ্রমচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আবার তা'কে আহ্বান কর—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল উদ্দীপনায় ;
ইষ্টনিদেশবাহী এই শিষ্ট ঊর্জ্জনা
যখন থেকেই প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
স্পন্দিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে,—
কৃতিও তেমনি
বিভব বিস্তার ক'রে
উৎসর্জ্জী উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে,
অমরতার সঞ্জীবনী সন্দীপনা
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তা'র তূর্য্যধ্বনিকে
প্রত্যেকে উপলব্ধি ক'রবে,
আর, তা' দেখে চ'লতে জানবে সবাই—
মাঙ্গলিক স্বস্তিবাচনে হোম ক'রবে—
আত্মিক আবাহনায়
চেষ্টার তাপস-চলনে ;
তাই বলি,

ওঠ,
জাগো,
এখনই কর,
পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠ সবাই,
মহাশক্তি
মহান্ উদ্দীপনায়
প্রতিটি অন্তরে বিরাজ করুন—
সঞ্চারণার শুভ-আহুতি নিয়ে। ৩৮০।

কোন রাষ্ট্রকে
যদি বাঁধনমুক্ত ক'রে কাউকে দিতে চাও,—
তাহ'লে তা'র আদিম
অর্থাৎ যা'দের দ্বারা
যা'দের সহযোগিতায়
সে-রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছিল—
তা'দের দিও,
ঐ রাষ্ট্র
আক্রমণকারীকে দেবার সার্থকতা
তা'রা কিছুতেই উপলব্ধি ক'রতে পারবে না,
আবার, কা'কে দেবে—
তা' কিন্তু ঐ
আক্রমণকারী লোকের দ্বারা নির্ণীত হয় না;
যে নিবিষ্ট সার্থকতায়
তা'রা নিজেরা দাঁড়িয়েছিল,—
উপযুক্ততার ব্যতিক্রমদুষ্ট অনুনয়নে
তা'কে হারাতে হ'য়েছিল,—
তাই তা'রা
মানবতার শিষ্ট অধিষ্ঠিতিকে
উপলব্ধি ক'রতে পারেনি,
অন্যের স্বার্থলোলুপ
ক্রূর তৎপরতার হাত হ'তে বাঁচতে পারেনি,
হারানোর বেদনা

তা'দের অন্তঃকরণকে
পঙ্গুই ক'রে হয়তো তোলে বা তুলেছে ;
তোমার দরদী অনুক্রম ও পরিচর্য্যায়
যদি তা'দের উদ্ধার ক'রতে পার—
আশিস্-সন্দীপনী পরিচর্য্যায়
সহায়-সুন্দর অনুপ্রাণতা নিয়ে,
তোমার ব্যক্তিত্বে
সে-আশিস্ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—
প্রীতি-সন্দীপনী তাৎপর্য্যকে
অনুধ্যায়িনী তৎপরতায়
সস্ফূর্তির উদ্বেলনে উচ্ছল ক'রে তুলে' ;
পর্য্যায়ক্রমে যা'রা আক্রান্ত হ'য়ে
পরপদলেহী হ'য়ে আছে—
তা'দিগকে পরপ্রেমিক হ'তে দাও—
পরাক্রমের কুটিল তাৎপর্য্যকে এড়িয়ে
আর্য্য-উৎসর্জ্জনায়,
তোমার রক্ষণার আওতায় থেকেই
তা'রা যেন সম্বৃদ্ধ হ'তে পারে ;
দুনিয়ায়
বদ্ধ রাষ্ট্রপরিজন যা'রা
মুক্ত হবে—
তোমার ব্যক্ত-উদ্দীপনী তৎপরতায় ;
রাষ্ট্রের ভাগ চলে না,
ভাগ ক'রলেও—
তা' ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
পরাক্রমের পদলেহী হ'য়ে থাকে ;
নম্রদিগকে মুক্ত কর,
বিশিষ্টদিগকে সংস্থ কর,
প্রেমিকদিগকে উর্জ্জিত কর,
বাস্তবে যা'র যা'—
তা' উদ্ধার ক'রে তা'কেই দাও,
শিষ্ট প্রতিষ্ঠায় আসীন হ'য়ে
বৈধী-আশিসে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ—

প্রীতি-উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে,
ঈশনন্দনায় নর্ত্তনবিভোর হ'য়ে—
সাংস্কৃতিক সন্দীপনায় ;
নিজেদের ব্যক্তিত্বকে
সবাই উপভোগ ক'রবে। ৩৮৯ ।

কোন আক্রমণকারী অধিপতি—
যে-রাজ্য অধিকার ক'রে আছেন তাঁ'রা—
সেই আক্রমণসিদ্ধ অধিকার
যদি কাউকে দিতে চান—
তাঁদের অন্তঃস্থ বিহিত অনুকম্পার উৎসারণায়,
তা'-হ'লেই তা'দিগকেই দেওয়া সমীচীন হবে—
প্রথম রাষ্ট্রগঠনকারী যা'রা,
যা'দের দ্বারা
সে-অধিকার সংস্থাপিত হ'য়েছিল—
প্রাথমিক রাষ্ট্রগঠনের ভিতর-দিয়ে,
শুভ-সন্দীপী তাৎপর্য্যে,
ধারণ, পালন ও পোষণার শুভসঙ্গতি নিয়ে,
সেই দেশের সমীচীন সম্বর্দ্ধনশীল যা'রা
তা'দিগকেই
সে-অবদানকে
মানে, আধিপত্যের অবদানকে
নিজেদের তত্ত্বাবধানে
সমস্ত অসুবিধাগুলিকে শায়েস্তা ক'রে
উৎসর্গীকৃত ক'রে দেওয়াই হ'চ্ছে
শিষ্ট হৃদয়ের লক্ষণ ;
তা' বাদে
যে-কোন প্রকারের ব্যতিক্রমবিধ্বস্ত ক'রে
তাঁ'রা দিন না কেন,
তখনই বুঝে নিও—
তাঁদের অন্তঃকরণ
তখনও ব্যতিক্রমবিধ্বস্ত আছে,
সমীচীন শিষ্ট তাৎপর্য্যে
সহৃদয় অনুকম্পার দ্বারা

তাঁ'রা আবার সেই রাষ্ট্রসংগঠনকারীদের হাতে
তা'কে অর্পণ ক'রছেন না,
এক-কথায়,
রাষ্ট্রীয় সঙ্গতি
যা'দের দ্বারা সংগঠিত হ'য়েছিল—
সেই দেশীয় যা'রা
তা'দিগকে ফিরিয়ে না দিয়ে
অন্যকে বিভাজিত ক'রে দিলেন,—
হৃদয়-প্রসাদ সেখানে
ঈশ-উর্জ্জনায় সুসন্দীপ্ত নয়কো;
এটা কি ভাবা সমীচীন নয়কো—
এই অবদানকে হস্তান্তর ক'রে
প্রথম রাষ্ট্রসংগঠক যা'রা তা'দিগকে দেওয়া
তাঁ'রা যদি সমীচীন না বোঝেন
এবং তা'তে যদি আপ্রাণতা না থাকে,—
তা' ঐ দ্বৈতনীতিরই সাক্ষী?
সানুকম্পী শুভ-অবদান সেখানে
দয়ার্দ্র উৎসারণায়
স্রোতল হ'য়ে নেইকো,
অনুগ্রহ তা'দের
নিগ্রহকে স্খালিত ক'রে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠেনি,
তাই, তা'র দ্বারা বিহিতভাবে
সহ্য-সন্দীপনা নিয়ে
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনায়
বাধাবিঘ্নকে নিরোধ ক'রে
ঐ উৎসর্গ-উৎসর্জ্জনাকে
নিটোল ক'রতে চাননি;
সেই আদিম রাষ্ট্রগঠনকারী যা'রা
তা'দেরই বিসৃষ্ট সন্তান-সন্ততিরা
তা'দের তখনও এমন আপনার হ'য়ে ওঠেনি—
যা'তে তা'দের অনুকম্পা অচ্ছেদ্য হ'য়ে
তাঁ'দের শুভকামনায় সুসন্দীপ্ত থাকে;
বন্ধুর গিরিসঙ্কট তা'দের সম্মুখে তখনও। ৩৮২।

মূর্খ তা'রা—
যা'রা নিজের ব্যক্তিত্বকে
সংস্থ ক'রে তুলতে পারে না,
পরিবার-পরিজনকে
পরিবেশকে
দশ ও দেশের স্বস্তিস্বাচ্ছন্দ্যকে
সজাগ ক'রে রাখতে পারে না,
নিজের সত্তা,
পরিবারের সত্তা,
পরিবেশ-পরিজন, দশ ও দেশের সত্তাকে
অস্খলিত অটুট প্রস্তুতিতে
সজাগ ক'রে রাখতে পারে না,
যা'রা প্রয়োজনের আগে প্রস্তুতির কবাট
এমনতর ক'রে খুলে রাখতে পারে না—
যা'তে তা'রা অভঙ্গুর হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে নিয়ে
কৃতিবিনায়নী জীবনতপকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
নিজের দশের, দেশ ও পরিস্থিতির
যা'-কিছু আপদ্-বিপদ্‌কে
অনায়াসে নিরোধ ক'রে
নিবিড় তৎপরতায়
তা'কে ঊর্জ্জী-পরাক্রমে প্রবৃত্ত ক'রে
সুসম্বদ্ধ ও সুদীপ্ত ক'রে রাখতে পারে না,
আর, তা' না-ক'রেই যা'রা
নিজের বিভব-অর্জ্জনে
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চ'লতে থাকে—
প্রবৃত্তির নাচন-দোলনায় দুলে'
বেকুব বাউরার মত
স্খালন-তৎপরতায় নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলে'
সকলের পরিহাসের পাত্র হ'য়ে—
চারিত্রিক সম্বেদনায়
নিষ্ঠানিপুণ তাৎপর্য্যে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের ঊর্জ্জী-উদ্দীপনাকে
ব্যাহত ক'রে;

তা'রা মানুষ হ'তে পারে,—
স্বস্তিসম্বৃদ্ধ মনুষ্যত্ব
ধীমান্ তাৎপর্য্যে কি সেখানে বসবাস করে—
কৃতিসম্বেদনার আহব-অনুষ্ঠানে—
ঊর্জ্জী-তৎপরতায় ?

তাই বলি,
তুমি নিজে
তোমার পরিবার, দশ ও দেশের
দুর্ভেদ্য কবচ হ'য়ে দাঁড়াও—
যা' কাউকে
এতটুকুও স্খলিত ক'রে তুলতে না পারে ;
নিজে শাসিত হও,
সুশাসনে দেশকে শাসিত কর,
সুন্দর তাৎপর্য্যে তা'দের বিনায়িত কর,—
শুভসন্দীপী সুষ্ঠু অনুচলনে ;
তা'র পরে বিভব-বিভূতিকে
যত ইচ্ছা—
যেমন ক'রে পার বাড়িয়ে চল,
তোমার সাথে
সেগুলিও নিনড় হ'য়ে উঠবে ;
নচেৎ, সবই হবে
ভাবালুতার মতবাদ মাত্র,—
যা' সঙ্গতিহারা
সংহতিহারা
লাস্যবিহীন তাৎপর্য্যে
বাতুল সন্দীপনায় চ'লে
ব্যষ্টি, পরিবার, দশ ও দেশের
সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালাতে-জ্বালাতে যাবে ;
তাই বলি—
এখনও সাবধান!
জীবন-সংরক্ষণী যা'
জীবনীয় যা'
জীবনের বর্দ্ধনদীপনী যা'—
তা'ই কিন্তু তোমার পরম বিভব,

শিষ্ট সংরক্ষণে
বজ্রকঠোর প্রতিঘাতে
তা'র ব্যতিক্রম যা'-কিছু আসে—
তা'কে তাড়িয়ে দাও,
তুমি দাঁড়াও ;
নষ্ট পাওয়ায় প্রীতি রেখো না,
প্রীতি রাখ—
জীবনে, বর্দ্ধনে। ৩৮৩ ।

ঐতিহ্যহারা,
ব্যত্যয়ী-ব্যতিক্রান্ত,
ধর্ষিত-বৈশিষ্ট্য,
সৎ-সন্দীপী বীর্য্য ও পরাক্রমহীন
আজ এই ভারত,
যা'রা প্রেরিতদিগকে চেনে না,
জানে না,—
তা'রা কি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হৃদয় নিয়ে
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
প্রীতিসম্বন্ধ ক'রে
নীতিসম্বন্ধ ক'রে
বিধিসম্বন্ধ ক'রে
প্রতিটি জন্মকে
কর্ম্মধারাকে
দিব্য ক'রে তুলে দিতে পারে?
ঐ অমনতর নিষ্ঠা-আবেগ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
প্রীতি-পরিচর্য্যা ও অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
ঝঞ্ঝাঝঙ্কৃত উদাত্ত শাসনে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ভারতকে উচ্ছল ক'রে তুলবে—
এমনতর কি কেউ আছে?
ব্যতীপাতদুষ্ট
জাতিবর্ণ-আঘাতদুষ্ট

শুভ-সঙ্গীতহীন পরিণয়মর্দ্দিত ক'রে
জাতির সত্তাকে যা'রা
সর্ব্বনাশে অভিদীপ্ত ক'রে তুলছে,
তা'দের অভিদীপনাকে
অতিশায়নী তৎপরতায়
আরো-আরোতে
নির্ব্বাণমুখর ক'রে যা'রা তুলছে—
তা'দিগকে দমিত ক'রে
এই অভিশপ্ত জাতিকে
হাত ধ'রে তুলতে পারে
এমনতর কি কেউ আছে?
যা'রা নিজেরাই ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্যভিচারের, অভিচারের অভিনেতা,
যা'রা দেশকে ব্যর্থ ক'রে
তা'র স্বার্থসম্বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
বিলোল ব্যতিক্রমের শিকার ক'রে তুলে'
দৈন্যভরা
দুর্দ্দমনীয় দুষ্ক্রিয় অভিশাপে
ছারখার ক'রে দিয়ে
প্রাকৃতিক বিধিকে
অবৈধ আচারে দুষ্ক্রিয় ক'রে তুলে'
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রে তুলছে,
এই হতভাগাদের
তা' হ'তে উদ্ধার ক'রে তোলে
এমনতর কি কেউ আছে?
বিবাহ, জনন, কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পকে
উদাত্ত গৌরবে তুলে' ধ'রে
প্রীতি-উচ্ছলনায়
সব দেশকে পুণ্য ক'রে তুলে'
পবিত্র পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে
সমষ্টির শিষ্ট-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
উচ্ছল ক'রে তুলে'
সব যা'-কিছুকে

আরো হ'তে আরোতর উন্নতিতে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে যে—
নিজে শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
ভারতের
বিধি-বিনায়িত পুণ্য ঐতিহ্যবেদীতে
নিষ্ঠানন্দিত গুরু-উর্জ্জনায়
গৌরবদীপ্ত পরাক্রম নিয়ে
বিশ্বাসিত ব্যক্তিত্বের
দুর্ম্মদ বোধ ও বিবেক-বিজৃম্ভী ক্রমাগতিতে
উচ্ছল উৎসারণে কৃতি-সার্থক হ'য়ে
অনিবার্য্য পরাক্রম-প্রহরণায়
লোকছত্রপতি হ'য়ে দাঁড়াবে—
কৈ ?
এমনতর কি কেউ আছে ?
যেদিকে তাকাও—
বুকভরা নিরাশার
তমসাচ্ছন্ন প্রেতলীলা ছাড়া
আর কিছু দেখা যায় না তো!
যে-জাতিরই হো'ক,
যে-সম্প্রদায়েরই হো'ক,
যা'রই হো'ক—
যিনি প্রেরিতদিগকে
একই অভিধায়নায় পূজা ক'রে থাকেন,
কা'রো জীবনবৃদ্ধির
শাশ্বত ও সাত্বত নীতিকে ব্যাহত না ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন,
অসৎনিরোধী বিক্রমে
শত অন্যায়, শত অমর্য্যাদাকে পদদলিত ক'রে
মর্য্যাদাকে মর্য্যাদার আসনে সংস্থিত ক'রে
নিজে ধন্য হন,
এমনতর যদি কেউ থাকেন—
লোক-উদ্ধাতা সেখানে,

তিনিই আশীর্ব্বাদের হোমধূম-ধৃতি,
তিনি লোকচর্য্যী,
তিনিই তো ভজমান,
তাই, ভজমান যিনি
তিনিই তো মূর্ত্ত ভগবান ;
ঠিক জেনো—
ঈশ্বরও দুই নয়,
ধর্ম্মও দুই নয়,
দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে
যেখানে যেমন তা'র উপাসনা ক'রতে হয়,—
তাই-ই সাত্বত উপাসনা ;
আর, উপাসনাই হ'চ্ছে—
ঐ ঋতগতিতে নিজেকে আপ্লুত ক'রে তুলে'
নিজেকে
ঐ অনুক্রমণায়ই উদ্দাম ক'রে তোলা,
তাঁ'র সেবাচর্য্যাই
ভক্তি ও জ্ঞানের পরম উৎসর্জ্জনা,
আর, তা' যদি না হয়—
লাখ পূজাপার্ব্বণ, উপাসনায়ও কি কিছু হয় ?
মনে রেখো—
প্রতিটি প্রেরিত-পুরুষই
তাঁ'র পূর্ব্বতনের নব-কলেবর,
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ ধৃতি-উৎসর্জ্জনা,
তাই, তিনি
প্রতিপ্রত্যেকেরই দরদী বিভব,
প্রত্যেকের কাছে বিশেষ হ'য়েও
সবার কাছে নির্ব্বিশেষ,
সমষ্টি-সঙ্গতির
বিশেষ বিকাশ তিনিই । ৩৮৪ ।

ব্যক্তিগত ও সমবেত সন্দীপনায়
কৃতিদীপনী লোকরঞ্জন-তৎপর যিনি—
তিনিই তো প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ,
আর, তিনিই প্রাকৃতিক রাজা,

তিনিই তো সহজ মহাপুরুষ ;
আর, তাঁর সিংহাসন হ'চ্ছে
বোধদীপ্ত হৃদয়—
যা' শিষ্ট ও সৎ অনুবেদনা-রঞ্জিত,
আর, কৃতিই হ'চ্ছে তাঁর দীপ্ত আশীর্ব্বাদ। ৩৮৫ ।

প্রত্যেকটি মানুষকে
জীবন-ধারণ ক'রতে হ'লেই
যেমনতর, জীবনসম্বেগের সাথে-সাথে যদি
উপযুক্ত অসৎনিরোধী শক্তি না থাকে—
তাহ'লে যেমন তা'র জীবন
দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে,
বাঁচাই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে,
তেমনি রাজ্যশাসন ক'রতে গেলেও চাই—
উপযুক্ত সমর্থ মানুষ,
সমরোপকরণ,
এবং যোগ্য প্রস্তুতি,—
যা'র দ্বারা
অসতের আক্রমণ হ'তে
রাজ্যকে
অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
রক্ষা ক'রতে পারা যায়,—
তা' শত্রু যেমনতরই হো'ক না কেন—
অসৎ যেমনতরই হো'ক না কেন—
হেলায় যা'তে তা'দের
প্রতিরোধ ক'রতে পার,
শত্রুতাকে
নির্ম্মূল ক'রে ফেলতে পার ;
রাজ্যপালনের
প্রথম ও প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে—
যেমন ঐ উপযুক্ত মানুষ,
সমরোপকরণ,

ও যোগ্য প্রস্তুতি,
তেমনি, জীবনীয় অনুচলনের
উৎকর্ষ-সম্পাদনী কৃষ্টি—
যা' ঐতিহ্যের উপর সংগ্রথিত,
আর, যা'র উপর দাঁড়িয়ে
ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে
মানুষ
উচ্ছল উৎক্রমণায়
অবাধ কৃতি-চলনে চ'লতে পারে,
আর, তা'কে
বিশদভাবে সংন্যস্ত না ক'রে
যদি উন্নতির বহুবিধ পরিকল্পনাও ক'রে থাক—
সে-পরিকল্পনার স্থায়িত্ব কিন্তু
নিতান্তই সন্দেহজনক,
রাজ্য বা দেশকে
পরিপালন ক'রতে হ'লেই
যেমন প্রথম ও প্রধান হ'চ্ছে—
উচ্ছল কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষ,
তেমনতর শিল্পায়ন,
শিল্প দরকার,
কিন্তু শিল্পায়নের সঙ্গে-সঙ্গে
যদি প্রীতিচর্য্যা না থাকে—
তাহ'লে বোধচর্য্যা ক'মে যায়,
সাথে-সাথে চাই—
যেমন, শিক্ষায় সুপোক্ত হ'য়ে
সুসম্বৃদ্ধ অনুচলন,
সূক্ষ্ম গবেষণা,
প্রত্যেকটি জিনিসের
ভাল-মন্দ দেখে চলা,
ও সুপ্রজননের জন্য সুবৈধ বিবাহ,
তেমনি, ঐ নিজেদেরও
অন্যের আক্রমণ হ'তে
আত্মরক্ষা করার জন্য
যথেষ্ট পরিমাণে

উপযুক্ত মানুষ,
সমরোপকরণ,
ও যোগ্য প্রস্তুতির প্রয়োজন সাথে-সাথে,
তা'রপরে, এগুলিকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
তা'তে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
যেমন চাও—
আত্মোন্নতির জন্য
সাত্বত দৃষ্টি বজায় রেখে
ঐতিহ্যপালী আদর্শপরায়ণ লক্ষ্যে অটুট থেকে
তা'ই ক'রে চ'লো—
যা' ব্যক্তিমাত্রেরই
সম্বর্দ্ধনী কল্যাণ-উৎস,—
যা'তে লক্ষ্যও তোমার জীবনে
আপূরিত হ'য়ে ওঠে,
এ না হ'লে
ঘরেই বল আর বাইরেই বল
সমীচীন সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে
বর্দ্ধনার কৃষ্টি নিয়ে
তা'র পরিচর্য্যা ক'রে
আত্মোন্নতি
অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যষ্টির উন্নতি করা
সম্ভব হ'য়ে উঠবে কিনা সন্দেহ,
দুঃখ-দুর্দ্দশার ঝড়ঝাপটা এলে
তা' হ'তে আত্মরক্ষা করা
কঠিনই হ'য়ে উঠবে,
যা'ই কর, আর তা'ই কর—
অন্যের আহার্য্য হওয়া ছাড়া
আর কী উপায় থাকবে?
তাই ব'লে, আমার উদ্দেশ্য এই নয়—
তোমার পরিবেশ ও সাম্রাজ্যের
সকলকে তুমি শত্রু মনে ক'র চল,
বান্ধব-বন্ধনে
সবার সাথে চলাফেরা করাই শ্রেষ্ঠ,

যেমন অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে চলাফেরা ক'রবে—
তেমনি নিজের প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বৃদ্ধ ক'রে
জীবনীয় সম্বৃদ্ধির অনুশীলন নিয়ে
চলাই তো শ্রেষ্ঠ মনে করি,
শুধু প্রতিরোধ-ক্ষমতাই কেন,
বিস্তৃতি-বিভবকেও
বাড়িয়ে নিতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে;
যা'তে তুমি সবার সাথে
সংহত হ'য়ে চ'লতে পার,
এবং প্রত্যেকেই
তোমার সাথে চ'লতে পারে---
শিষ্ট-সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে ;
প্রতিরোধ-ক্ষমতা
প্রত্যেক জীবনেরই
জীবনীয় সম্বৃদ্ধির
এক পরম সম্পদ্,
তা'কে উপেক্ষা ক'রে সাধু হওয়া—
সে-সাধু হওয়ার অর্থ—
নিষ্পাদন-সৌকর্য্যশীল হওয়া নয়কো,
বরং একজাতীয়
যাযাবর-সম্প্রদায়ের মত
ভবঘুরে হ'য়ে চলা,
যা'র স্থায়িত্বে নিশ্চয়তা নেইকো—
নিষ্ঠার বড়াই করা কি তার পক্ষে
পাগলামি নয়কো ?
নিষ্ঠা মানেই
নিশ্চয়ভাবে থাকা
বা নিশ্চয়তা নিয়ে থাকা ;
তারপর, তাকিয়ে দেখ—
আর কী ক'রেছি আমরা আমাদের,
যেমন ধর—
বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা চালু হওয়া,
এই বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা
চালু হওয়ার পরিণাম কী হ'ল ?

এক-কথায়, প্রত্যেকটি পুরুষ
যা'তে সুসংস্থিত হ'য়ে থাকতে পারে
পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকতে পারে,
এবং ঐ সংস্থিতি নিয়ে
দুনিয়ার বুকে
কর্ম্মমুখর হ'য়ে থাকতে পারে,—
তা'দের সংস্কারমাফিক,
তা'দের ভাববৃত্তির অনুপ্রেরণা দিয়ে,
তা'দের নিজেদের সাত্বত ঐতিহ্যে
সত্তাকে আপূরিত ক'রে তোলবার আকৃতি নিয়ে,
তা'দের সেই সংস্থিত জীবনগতি নষ্ট হ'য়ে গেল,
তখন তা'রা
সব দিক্-দিয়েই
ব্যতিক্রমী-ভাবান্তরিত মনোভাবে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে লাগল,
নারীর সতীত্ব বিদায় নিল
চিরদিনের জন্য,
ভালবাসা শুধু
কামসন্দীপীই নয়কো,
স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা
শুধু কামেই পর্য্যবসিত হয় না,
যেমন সন্তান, পিতামাতা,
আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির প্রতি
মানুষের
অচ্ছেদ্য প্রীতি-অনুপ্রাণতা হ'য়ে থাকে,
এবং তা' ক্রমে-ক্রমে গজিয়ে ওঠে—
ঐ বিবাহের
ব্যত্যয়হীন প্রীতি-সঙ্গতির
ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে,—
ঐ ভালবাসা, ঐ শ্রদ্ধা
ভক্তির আপ্রাণ উন্মাদনা—
যা' অন্তঃকরণকে সুসংস্থ ক'রে
সুসন্দীপনায়
স্ত্রীপুরুষের সু-অভিনায়নাকে

সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
সেটার কর্ম্ম তো নিকেশ ক'রতেই ব'সেছি,
হয়তো এমন দিন আসতেই পারে,
কেউ জানবে না—
অমনতর কেউ তা'র মা আছে,
অমনতর কেউ তা'র স্ত্রী আছে,
কন্যা, ভগিনী ইত্যাদি আছে,
লোকসমাজে থেকে
সম্বৃদ্ধির দিকে সুচেতন হ'য়ে
সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে
সাঁতার কেটে চলাই
কঠিন হ'য়ে উঠবে,
কারণ, অন্তঃকরণে
একটা স্থির অভিনিবেশ
এমনতর হ'য়ে উঠবে—
তা'র আপনার ব'লে কেউ নেই,
আজকে যে স্ত্রী
কাল সে অন্যের স্ত্রী,
আজকে যে মা
কাল সে অন্যের মা,
আজকে যে-গৃহিণীকে অবলম্বন ক'রে
গৃহস্থালী
উচ্ছল উৎসারণায় চ'লেছে—
তা' চ'লতেই পারবে না,
সেগুলি হয়তো হবে তা'দের
স্বার্থলোলুপতার ক্রীড়নক-মাত্র,
হয়তো তা'র দ্বারা
জীবনের স্থায়িত্বের
সুসংস্থ দাঁড়াটাকে
ভেঙ্গেই দিতে বসা হ'য়েছে ;
আবার, তা' বাদে
বর্ণ মানেই হ'চ্ছে—
সহজাত আকৃতি, সংস্কার
অর্থাৎ ভাববৃত্তির সুসংস্থ সন্দীপনা,—

যা' জীবনের ভিতর-দিয়েই
মানুষ পেয়ে থাকে---
কেউ কম, কেউ বেশী,
তা'রই এক-এক গুচ্ছ নিয়ে হ'য়েছে
এক-একটা বর্ণ,
আর, যা'র ভিতর যেটা মুখর—
সে সেই বর্ণভুক্ত;
একটা মুখর থাকলেই
তা'কে অবলম্বন ক'রে
অন্য কিছু যে থাকতে পারবে না
তা' নয়,
সেই বিশিষ্টতার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে
অন্য সবগুলি
সুসংস্থ হ'য়ে চ'লতে পারে,
তা'হলে এক-কথায় দাঁড়াল—
জাতীয়তার দাঁড়া
সংস্কৃতি ও কৃষ্টির দাঁড়া
পরিবার-পরিজনের দাঁড়া
সবগুলিকে ভেঙ্গে
একটা বীভৎস ছিন্নভিন্নতার দিকে
পরিচালিত করা হ'চ্ছে :
জানি না—
জীবনবৃদ্ধির ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা
তা'রা বুদ্ধিজীবী—
না, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী!
আর, তা'দের বুদ্ধিজীবী ব'লে ভেবে নিয়ে
সেই পথ অবলম্বন করা কি
ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করা—
না, সম্বৃদ্ধির
শাশ্বত বাস্তবতাকেই গ্রহণ করা!
ছোট্ট সহজ কথায়
এই এতটুকু,
তা' ছাড়া আর যে কত আছে

তা'র তো ইয়ত্তাই নেই,
তা'র ফলে হবে কী?—
ঐ জাতীয় মেয়েরা
যে-কোন জাতীয়কে বিয়ে ক'রে
নিজেদের জাতীয় স্বার্থে
আত্মনিয়োগ ক'রবে—
ঐ দুর্ব্বিনীত কামপ্রভাবের প্ররোচনায় ;
এই সদৃশ ঘরে
তোমার বিবাহই শ্রেয়,—
অর্থাৎ সেইরকম বংশ
সেইরকম কৃষ্টি
তজ্জাতীয় বংশ, কৃষ্টি
বা কুলমর্য্যাদার
মিল আছে যা'র সাথে,
এমন-কি, আমি বলি—
অনুলোম-বিবাহ ক'রতে গেলেও
মানুষের ঐ কৌলিন্যগুলিকে
বিশেষভাবে বিচার ক'রে দেখে
ঐ বিবাহ করা কর্ত্তব্য কিনা—
তা' স্থির করা উচিত ;
যা'ই হো'ক,
তা' তো হ'লই না,
হ'ল উল্টো,—
যা'তে আমাদের ঐতিহ্য
আমাদের কৃষ্টি
আমাদের ব্যক্তিত্বের বর্দ্ধনা
জাতীয় জীবনচলনা
সব নিপাত যেয়ে
একটা জগাখিচুড়ীতে পরিণত হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,
এমন-কি, এখনও দেখ,—
তোমাদের পুরুষের ভিতর
তোমাদের মেয়েদের ভিতর
কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ,

আদবকায়দা, চলাফেরা ইত্যাদির
কোন বিশেষত্বকে গ্রাহ্য না ক'রে—
তা' জীবনীয়ই হো'ক
বা জীবনবিরোধীই হো'ক—
তা' কৃষ্টিতে প্রসারমণ্ডিত হো'ক
বা কৃষ্টিকে বিকৃত ক'রে তোলে
এমনতরই হো'ক—
তা'র বিচার
এখন থেকেই অনেক ক'মে গেছে ;
দেখ,
এটা কি তা'রই সাক্ষী দেয় না—
আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপ্রসূত ব্যক্তিত্ব
যা' সাত্বত সন্দীপনায় সংস্থ হ'য়ে
জীবন-চলনার ভিতর-দিয়ে
গবেষণী গুরুত্বের উদ্দীপনী আনন্দে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
তা'র কতখানি খাঁকতি ?
আমরা যা' বুঝি না,—
ঐ ভাববৃত্তি
এমনতরই বেকায়দায়
বেতরভাবে প্ররোচিত হ'য়ে উঠেছে—
যা'তে ঐ জীবনদাঁড়াকে
অকাতরে অগ্রাহ্য ক'রে
ব্যঙ্গ গর্ব্বে
নিজেরা জাহান্নমের পথে চ'লেছি,—
এ কি ভাল ?
বৈশিষ্ট্যও আছে,
বৈশিষ্ট্যের উৎসও আছে,
তাই, বর্ণও আছে,
জাতিও আছে,
এবং তদনুগ কৃষ্টিসেবাও আছে,
ঐ ঐতিহ্যের বেদীতে দাঁড়িয়ে
যদি তুমি ঐসব না কর—
পরপদলেহী কুক্কুরের মত

দ্বারে-দ্বারে তোমাকে ঘুরতেই হবে,
প্রভুর সেবা ক'রতে পারবে না,
কারণ, সে-গড়ন ভেঙ্গেছ
তোমার অন্তর থেকে,
অন্নবস্ত্রের লোভে
পয়সার লোভে
মিথ্যা-অভিমানের লোভে
আত্মবিক্রয় ক'রে
ঐ হীনবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া
তোমার উপায় আর কোথায় থাকবে?
তাহ'লেই দেখ,
তোমাদের ভিতর-থেকে
অর্থাৎ তোমাদের অন্তর থেকে
ঐ জীবন-সম্বেগ
এবং প্রতিরোধশক্তিকে
কতখানি খর্ব্ব এখনই ক'রেছ
এবং ক'রতে চ'লেছ,
যা'র ফলে—
যা'দের ওগুলি আছে
তা'দের সাথে কি তোমরা
পেরে উঠবে
কখনও—
কোন দিন?
সুচারু নৈতিক-সম্বৃদ্ধিসম্পন্ন
পবিত্র পরিবেশ—
যা'রা অশ্রেয়পন্থী
তা'দের ঐ শ্রেয়-কৃষ্টির প্রতি
লোলুপ ক'রে তোলে ক্রমশঃ—
তা'দের অন্তঃস্থ ভাববৃত্তিকে
ঐ রঙ্গে রঙ্গিল ক'রে তুলে',
যা'র ফলে—
ঐ অশ্রেয়পন্থী যা'রা
তা'রা সব সময় সচেষ্টই থাকে
ঐ ব্যতিক্রমকে দূরীভূত ক'রে

নিজেকে শ্রেয়সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে,
আর, তোমরা করছ কী?—
তা'র উল্টো,
অর্থাৎ সৎ যা'রা—
সদাচার, নৈতিক-সম্বৃদ্ধিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রাও
ঐ অধঃপাতের উপাসক হ'য়ে ওঠে যা'তে
তা'ই ক'রছ,
এই ভারত
অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রেছে,
বহু কৃষ্টির
বহু অত্যাচারীর
অত্যাচার সহ্য ক'রে
এখনও যে-ঐশ্বর্য্য নিয়ে বেঁচে আছে—
তা'রও সর্ব্বনাশ ক'রতে ব'সেছি আমরা,
কিন্তু তথাপি আছি,
সে আছি—
ঐ ঐতিহ্যের প্রতি
পাগলের মত একটা নেশা
এখনও বেঁচে আছে ব'লে,
ঐ সাত্বত সংস্কার—
যা' এখনও
ঐতিহ্য-ঐশ্বর্য্যের কথা—
মনে প'ড়েও পড়ে না,
স্বপনের মত কখনও জেগে ওঠে—
তা' কি টিকবে কখনও—
ঐ বহু সাংকর্য্যের
বিকৃত ব্যত্যয়ী পরিণামে
পরিণত হ'য়ে?
এমনি ক'রে
এই বর্ণসংকর, জাতিসংকর
ও কৃষ্টিসংকর-উৎসৃষ্ট এক-একটি জন—
তা'দের ভিতর ধরাই যাবে না—
কখন কী সংস্কার

বা ভাববৃত্তি উৎসৃষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই অনুপ্রেরণায়
কীই বা করে—
এক বিশাল বিকৃতি-সমন্বিত ব্যক্তিত্বে—
তা'র কি কোন ইয়ত্তা আছে?
আবার, এই সংস্কারই বল,
সহজাত প্রবৃত্তিই বল,
ভাববৃত্তিই বল,
এইগুলি যেমন নিখুঁত,
ওজ-চলনশীল,
সেগুলি শরীরটাকেও
তা'র সব বিশেষত্ব নিয়ে
তেমন তৎপরশীল ক'রে
গঠন ক'রে থাকে,
আবার, এই এমনতর গঠনের ফলেই
সুষ্ঠু বিবর্ত্তনের সম্ভাব্যতার
সংগঠন হ'য়ে থাকে এইভাবে;
তোমরা কি পারবে?
আর কি সেদিন আসবে—
প্রাচীন ঐতিহ্যকে
অপমানে অবদলিত না ক'রে
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে
সাত্বত বিনায়নী সম্বৃদ্ধিতে
তা'কে সুশোভিত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকে তোমরা
আদর্শনিষ্ঠ অনুনয়নী কৃতিতে
সুসম্বদ্ধ ও অনুশীলনশীল হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
বাস্তবভাবে অন্তরাসী হ'য়ে
জীবনসম্বেগী প্রতিরোধশক্তিকে বাড়িয়ে
বহু-সম্বেদনতপে একায়িত হ'য়ে—
এক-কথায়, বহু থেকেও এক হ'য়ে—
অচ্ছেদ্য বান্ধব-বন্ধনে
প্রবল প্রাচুর্য্যে

উৎকর্ষ-উচ্ছল হ'য়ে
ভরদুনিয়াটাকেও
ঐ উচ্ছলতায় সচ্ছল ক'রে তুলতে ?
সে-দিন যদি আসে,
সে-যুগ যদি আসে,
আর, তা' যদি স্রোতশীল বর্দ্ধনায়
তোমাদের অন্তঃকরণ প্লাবিত ক'রে চলে—
চিরদিন,
আর, তা' চিরদিনের জন্য,
চিরযুগের জন্য,—
এই মন্ত্রই
প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতরে
স্বর্গ হ'য়ে উঠবে—
তা'ও চিরদিনের জন্য,
তা' স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, কৃষ্টিতে
সম্বৃদ্ধির উচ্ছল আলোড়নায়
সব সকলকে
উচ্ছল ক'রে তুলে',
সাহসী আপ্যায়নায়
সমস্ত অশুভকে
সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে
সন্দীপনার প্রতুল সম্বেগে
একায়িত অন্তর-বন্ধন নিয়ে—
প্রত্যেকের অন্তঃস্থ শত্রুকে দমন ক'রে
দেবত্বের পূজা ও উৎসর্গে
সমীচীন অর্ঘ্য-নিবেদনে
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধিকে আবাহন ক'রে ;
তাই বলি—
বোঝ,
এখনও ভেবে দেখ,
যদি বাঁচতেই চাও,—
এই বাঁচাই যদি তোমার
জাতীয় ব্যক্তিত্ব মনে কর,—
ফিরে দাঁড়াও,

আর না হয়—
যা' ভাল হয়
তা'ই কর। ৩৮৬।

তোমরা
শাসন-সংস্থায় পদক্ষেপ ক'রবার সাথে-সাথেই
কী দায়িত্বের কর্ণধার হ'য়ে পদক্ষেপ ক'রছ—
বোধিদীপনা নিয়ে
কুশলকৌশলী সমীক্ষ অনুচর্য্যার সম্বেগ-সহ
তা' স্মৃতিপটে জাগরূক রাখতে যত্নবান্ হ'য়ো,
আর, শ্রেয়নিষ্ঠায় অচ্যুত থেকে
হৃদ্য বৈধী ব্যক্তিত্বে
অটুট হ'য়ে যা'তে থাকতে পার,—
তা'ই ক'রে চ'লো—
সমস্ত প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থ-সংহত ক'রে;
১। প্রথমেই নজর রেখো
বিবাহ ও সুজনন-সংস্কারের উপর,
শ্রেয়কুল-সংস্কৃতি-সম্ভূত কন্যা
যা'তে অশ্রেয়
বা অপকৃষ্ট-সংস্কৃতি-সম্পন্ন কুলে
অর্পিত না হয়—
তা'র সুব্যবস্থা ক'রো;
কন্যার কুল-সংস্কৃতি ও চারিত্রিক সঙ্গতি
যেন বর বা পুরুষের
কুল-সংস্কৃতি ও চরিত্রের অনুপোষণী হয়;
পণ বা যৌতুক-লালসার অপসারণে
লক্ষ্য রেখো,
পুরুষের সুকেন্দ্রিকতা
ও নারীর সতীত্বের উপর ভিত্তি ক'রে
তোমাদের গৃহ, সমাজ ও গণ যেন
উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলে;
প্রথমেই এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই—
সুজনন যদি না হয়,
যে-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জাতক

শ্রেয় জৈবী-সংস্থিতি পেয়ে
আয়ু, মেধা, বল,
সুসঙ্গত চরিত্র এবং গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে
কর্ম্মানুপ্রেরণায় যোগ্য হ'য়ে ওঠে,—
তা' যদি না ক'রতে পার,
রাষ্ট্র-সংহতি ও রাষ্ট্রসত্তার সম্বর্দ্ধনা
দিন-দিনই ঘোর তমসাবৃত
ও নিথর হ'য়ে উঠতে থাকবেই কি থাকবে ;
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবহেলা ক'রে
যে-বিজ্ঞানেরই অবতারণা কর না কেন,
তা' কখনও সহজ, সলীল, শুভসন্দীপী
হ'য়ে উঠতে পারবেই না,
অমনতর অবান্তর কল্পনাও
একটা মূঢ়তা মাত্র ;
তাই, শুধুমাত্র বর্ণাশ্রমের নীতিবিধিকে
দক্ষচক্ষুতে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে পারলেই
রাষ্ট্র-সংস্থা সৎ-সম্বদ্ধ হ'য়ে চ'লতে পারে,—
প্রাচীন-শাস্ত্রে এ-কথা বহুল কীর্ত্তিত হ'য়ে আছে,
তাই, রাষ্ট্র-সংস্থার প্রধান করণীয়ই হ'চ্ছে
বর্ণাশ্রমের ধারণ ও সংরক্ষণ।

২। কৃষি-ব্যাপারে
বীজ ও ভূমির সুসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রেখো,
যে-ভূমিতে যে-বীজের ফলন
পুষ্ট ও অধিক হ'য়ে ওঠে,
তা'র সুব্যবস্থা ক'রো,
কৃষি-সম্বন্ধীয় চলনসই তত্ত্বগুলিতে
মানুষ যা'তে শিক্ষা লাভ করে—
তা'র ব্যবস্থা
ও যথাসম্ভব তা'তে প্রেরণাসম্বদ্ধ ক'রে
কৃষি-ব্যাপারে
লোককে এমনতর ব্যাপৃত রাখ,—
যা'তে ক্রমশঃই
নানা জাতীয় ফসলের প্রাচুর্য্য ঘ'টে ওঠে,

আর, শাসন-সংস্থার সুব্যবস্থ পরিচালনে
পূর্ত্তবিভাগ, নদী-সংস্কার, সেচ
ও বনব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণে
তাদিগকে কৃষিকর্ম্মে
যথাসম্ভব সব দিক-দিয়ে সাহায্য ক'রো,
যা'তে খাদ্য-বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না-থেকে
দেশ স্বাবলম্বী তো হ'য়ে ওঠেই,
বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যবণ্টনে
অন্যের অভাবকেও দূরীভূত ক'রতে পারে।
৩। মানুষের সম্বেগকে
এমন উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
এবং পারদর্শিতা, বোধ ও শ্রমনিয়োজনে
দেশ ও বিদেশের প্রয়োজনে
শিল্পের উন্নতি ক'রতে পারে—
কুটীরশিল্পের সম্প্রসারণে
সবিশেষ লক্ষ্য রেখে—
যা'তে অধিকাংশ পরিবারই
শিল্প পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ জাতীয় সমস্ত ব্যাপারের জন্য
যে-যে উপকরণের প্রয়োজন
তা' বিহিত ত্বরিতভাবে সরবরাহ কর—
শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও শক্তি-সরবরাহকে
সহজ, সুগম ও ব্যাপক ক'রে তু'লে ;
সঙ্গে-সঙ্গে যানবাহন ও যোগাযোগের
বিহিত ব্যবস্থা কর,
যা'তে কেউ
জীবনচর্য্যার যোগ্যতর পরিচর্য্যায়
কোন দিক-দিয়ে কোনরকমে
ব্যাহত না হয় ;
বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে,—
শ্রমিকরা যা'তে ধনিকের উপচয়ী হয়,
এবং ধনিকরা যা'তে
শ্রমিকদের সত্তাপোষণী হয়,

আর, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে
শ্রমিকরা যা'তে স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে—
নিজের পরিবারকে শ্রমনিকেতন ক'রে
সম্পদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে।

৪। ব্যবসা-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ
এমনই শুভ, সহজ,
অনুচর্য্যাদীপক হওয়া উচিত,
যা'র ফলে বা যে-নিয়ন্ত্রণে
মানুষ এতটুকুও অভাব বোধ না করে,
বরং যোগ্যতা ও প্রাচুর্য্যে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
দেশে যা' জন্মে, তা'র সহজ পরিবেষণ
ও জীবন-চলনার পক্ষে যা' নিতান্তই প্রয়োজনীয়,
অথচ দেশে পাওয়া যায় না—
বিদেশ হ'তে এমনতর দ্রব্যাদির
শীঘ্র ও সহজ আমদানি
এমনতরভাবে
যা'তে মূল্য-বাহুল্যে
মানুষ পীড়িত না হ'য়ে ওঠে,
বা কেউ তা'র অভাবে সংকটাপন্ন হ'য়ে
জীবন না হারায়,—
অতীব তৎপরতা নিয়ে
তীক্ষ্ণ চক্ষুর দিব্য বিবেচনায়
তা'র সমাধান হওয়া একান্তই সমীচীন—
অবান্তর গণবিক্ষোভের অবসরই যা'তে না থাকে
এমনতরভাবে ;
কৃষি ও শিল্পের উপচয়ী উৎপাদন ও বণ্টন
এবং বাণিজ্য ও বৈদেশিক অর্থ-বিনিময়ের
লাভজনক সুপ্রসারই হ'চ্ছে
অর্থনীতির মূল ভিত্তি,
আবার, কৃষিই এ-সবের মেরুদণ্ড,
যা'দের কৃষি অব্যবস্থ—
অনটনও তা'দের অপরিহার্য্য,
তা'দের পরশোষী না হ'য়ে উপায়ই থাকে না।

৫। শিক্ষাকে একানুধ্যায়ী আদর্শে
অনুচর্য্যী ধর্ম্মের ভিত্তিতে
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী ক'রে তোল,
যা'তে কোন শিক্ষাই
অন্য যা'-কিছুর সাথে
সঙ্গতির তাল রেখে
সম্বুদ্ধ সম্বর্দ্ধনায়
বাস্তব যোগ্যতার উৎক্রমণে
উদ্গতি লাভ ক'রতে না-পেরে—
বৃথা ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না ওঠে ;
শ্রদ্ধোষিত অন্তরাসী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে শিক্ষানুবর্ত্তনায়
উচ্ছল চলনে চ'লতে পারে,—
তা'র জন্য যথাবিহিত পরিবেশ সৃষ্টি কর ;
শিক্ষকদিগকে ঐ অমনতর শিক্ষার
মূর্ত্তপ্রতীক হ'য়ে উঠতে হবে,
তাঁ'রা যদি সুকেন্দ্রিক, একানুধ্যায়ী
সশ্রদ্ধ না হ'য়ে ওঠেন—
অন্তরাসী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে—
ছাত্রেরাও সুসঙ্গত হ'য়ে উঠবে না তাঁ'তে,
অন্তরাসী হবে না,
যা'র ফলে, শিক্ষা
একটা শাতনী পটভূমিতে
আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে ;
শিক্ষার সাথে
বৈধানিক দক্ষতা ও শক্তি
এমনতর সূক্ষ্ম, সবেগ
ও কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠা চাই,
যা'র ফলে, মানুষ
কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লেই
মুহূর্ত্তে সেগুলি উপলব্ধি ক'রতে পারে,
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎকে
দেশকালপাত্র ও অবস্থার ভিতরেও
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সঙ্গতি নিয়ে

লহমায় বেছে নিতে পারে।

৬। গবেষণা-কেন্দ্রগুলিকে দেশের
দীপালী-বীক্ষণাগার ক'রে তুলতে হবে,
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী সমাচার
যা'তে সুদূরপ্রসারী পরীক্ষায়
সুনিশ্চয়ী তাৎপর্য্যে
সবার কাছে উপস্থিত হয়,
যা'র পরিপালনে তা'রা জীবন ও সম্বৃদ্ধিতে
আরো হ'তে আরোতর উদ্বর্দ্ধনায়
নিয়ত চলৎশীল থাকতে পারে—
আদর্শ ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে
নিটোলভাবে দাঁড়িয়ে—
তা'র ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

৭। তোমাদের স্বাস্থ্য-অভিযান যেন
গ্রামের কানায়-কানায় উপস্থিত হয়,
সদাচার ও স্বাস্থ্য-নীতিগুলিতে
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন পারদর্শী হ'য়ে ওঠে,
ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা ও বৈদ্যের
যেন এতটুকু অভাব না ঘটে,
তোমাদের গণজীবন
স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে
অযুত-আয়ু হ'য়ে
বীর্য্যবান যোগ্যতা নিয়ে
তা'দের অস্তিকে স্বস্তি-বিকিরণে
যেন বিকীর্ণ ক'রে তোলে,—
হৃদ্য হ'য়ে, তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে
মধুদীপনার রশ্মিজাল বিচ্ছুরণে
অস্তিত্বের সামগানে
সম্বৃদ্ধ ক'রতে পারে সবাইকে।

৮। শান্তিরক্ষক-বিভাগ ও সৈন্য-বিভাগ
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
আদর্শপ্রাণ ধর্ম্মানুগ ভিত্তিতে
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকের আশ্রয় হ'য়ে উঠতে পারে,

সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো,
ব্যতিক্রমে
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রো ;
নিরাপত্তা যেখানে সন্দেহের
নিরোধও সেখানে অব্যর্থভাবে প্রয়োজন—
ক্ষিপ্র তৎপরতায় ;
আর, শান্তিরক্ষক ও সৈন্য-বিভাগের
প্রতিপ্রত্যেকে যেন
একানুধ্যায়ী, ধর্ম্মপ্রদীপ্ত
সৌকর্য্য-সমন্বিত ঐ শাসন-সংস্থার
স্বভাব-যাজী হ'য়ে ওঠে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গতির তালে,
যা'র ফলে, প্রত্যেকটি মানুষ
উপলব্ধি ও উপভোগ ক'রতে পারে
ঐ শাসন-সংস্থা
তা'দের কাছে কতখানি শ্রেয় বা প্রিয়,
সবাই যেন একটা আসান ও আশা পায়,
শাস্তিকেও তা'রা যেন
স্বস্তি ব'লে আলিঙ্গন ক'রতে পারে।

৯। গুপ্তচর-বিভাগকে
এমনতর ক্ষিপ্র, দক্ষ, নিপুণ, বিশ্বস্ত ও তৎপর
ক'রে তুলতে হবে—
আপ্রাণ শ্রেয়ার্থ-অভিদীপনা-নিবদ্ধ ক'রে,
যেন তা'রা যা'ই করুক না কেন
শ্রেয়ার্থকে
কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে না পারে,
তা'দের জীবনমূল
যেন এতই ধর্ম্মভিত্তিতে প্রোথিত থাকে যে,
তা'কে উল্লঙ্ঘন করা তা'দের পক্ষে
দুর্ভাবনীয় ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তা'দের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা,
নাসিকা, ত্বক্ ইত্যাদিকে
এতই তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল বোধপ্রবণ ক'রে তুলতে হবে,—
যা'তে তা'রা স্বতঃই

বিচক্ষণ বোধ-তাৎপর্য্যশীল হ'য়ে ওঠে,
তা'দের উপস্থিতবুদ্ধি, বাক্য-বিন্যাস
এমনতর ক'রে তুলতে হবে—
যা'তে কোন বিষয়ে তা'দের বিবরণ
বাস্তবতারই বাক্-ছবি হ'য়ে ওঠে,
তা'দের ধারণাগুলিকে
এমনতর সুস্থ ধৃতি-প্রবণ ক'রে তুলতে হবে—
যা'তে বিবরণে
কোনমাত্র ব্যতিক্রম না হয়,
অযথা অপকৃষ্ট-ধারণাদুষ্ট হ'য়ে
বা বাস্তব বিষয়ের অসাক্ষাৎকারে
তা'দের প্রদত্ত কোন বিবরণের দ্বারা
কেউ যেন
অযথাভাবে আক্রান্ত বা বিমর্দ্দিত না হয়,
আবার, আলস্য বা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'দের ক্ষিপ্র নৈপুণ্য
এতটুকুও যেন বিকম্পিত না হ'য়ে ওঠে,
দুষ্ট পরিবেশ-বেষ্টিত হ'য়েও
তা'দের এমনতর
উপস্থিতবুদ্ধির তালিমসম্পন্ন হওয়া উচিত—
যা'তে তা'রা
যে-কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন,
সে-বূ্যহ ভেদ ক'রে ফিরে আসা
তা'দের পক্ষে হস্তামলকবৎ হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন
সাহস ও প্রত্যয়ে অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে,
দেবপ্রভ চরিত্র,
শাতন-ভেদী ইন্দ্রিয় ও বোধি-সমন্বিত যে যত,—
সেই তত শ্রেয়,
দক্ষ, পারদর্শী, কর্ম্মপটু হ'য়ে থাকে,
নিষ্ঠা, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও কর্ম্মপটু তীব্রবীর্য্যী বোধায়নী সন্ধিৎসাই হ'চ্ছে
তা'দের প্রিয় সম্পদ্ ;
গুপ্তচর-বিভাগ ছাড়া

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ-অভিধ্যায়িতার জন্য
উপযুক্ত সন্ধানী বিভাগেরও প্রয়োজন,
যা'রা দক্ষ, কর্ম্মপটু, সুসন্ধিৎসু
নিপুণ অভিধ্যায়িতা নিয়ে
ক্ষিপ্র তৎপরতার সহিত
রাষ্ট্রের সম্পদ্ ও আপদ্‌কে
সম্যক্‌ভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে
চতুর বৈধী-তৎপরতায়
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
আপদ্‌কে নিরাকরণ ক'রে
সম্পদ্‌কে সুবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে,
উক্ত বিভাগে সত্তাপোষণী ধর্ম্মানুগ সুনিষ্ঠ
একানুধ্যায়ী তাৎপর্য্যবান
পটু, শ্রমপ্রিয়, ধীমান কর্ম্মীর নিয়োগও
একান্ত প্রয়োজন।

১০। বিচারালয়ে বিচারক
ঐ সশ্রদ্ধ ধর্ম্মানুগ
একানুধ্যায়িতা নিয়ে
যেন এমনতর
বিচার ও সুশাসন-তৎপর হ'য়ে ওঠেন,—
যা'তে সব্যষ্টি প্রত্যেকটি গণগুচ্ছই
তাঁ'তে আস্থাসম্পন্ন, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হ'য়ে
শাসন-সংস্থায় আত্মনিয়োগ করে,
তা'র সৌকর্য্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিক স্বতঃ-সন্দীপনায়।

১১। কর্ম্মচারী-নিয়োগ-ব্যাপারে
প্রথমেই দেখা উচিত—
সসংস্কৃতি তা'র কুল ও বংশ,
দেখতে হবে
মাতৃকুলই হো'ক বা পিতৃকুলই হো'ক—
তা'তে কোনরকম অশ্রেয় বা অবৈধ
বিক্ষেপ আছে কিনা,
কারণ, তা' থাকলে,
সে যত বড়ই দক্ষ

ও বোধিবীর্য্যবান হো'ক না কেন,
অবিশ্বস্ত হওয়ার ঝোঁক তা'তে
কিছু-না-কিছু থাকবেই ;
আবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
যেন একমাত্র বিচার্য্য না হ'য়ে ওঠে,
বিশ্বস্ত, দক্ষ, বীর্য্যবান,
কর্ম্মঠ পারদর্শিতাকে ভিত্তি ক'রেই
নির্ব্বাচন-বিচার চালানো যুক্তিসঙ্গত,
তা'র সাথে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা থাকে—
সে তো ভালই,
তা' ছাড়া
স্বাস্থ্য, মনোবল, সাহস, বোধিদক্ষতা
অনুবর্ত্তিতা, উপস্থিতবুদ্ধি,
সুসঙ্গত ক্ষিপ্র চিন্তাসঙ্গতি,
সুসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা,
নির্ভুল ও ক্ষিপ্র সম্পাদনী
তৎপরতা ইত্যাদি দেখা
অতীব সমীচীন ;
এগুলি দেখতে হবে,—
যে যে-পদের প্রার্থী
তা'র উপযোগিতা-অনুপাতিক—
জৈবী-সঙ্গতিকে ভিত্তি ক'রে।
১২। স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক দপ্তরকে
এমনতরই সাবুদ ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে স্বরাষ্ট্র ও বিদেশের
সুসঙ্গত পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
কোথাও এতটুকু অবিবেকী অসামঞ্জস্য না থাকে,
তা'রা বান্ধবতায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকতায়,
রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে অব্যাহত রেখে,
সত্তাপোষণী ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও আদর্শানুগ রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যকে
অটুট রেখে,

সম্ভ্রমাত্মক অনুবেদনী আনতির সহিত ;
বৈদেশিক বান্ধবতা যেন অচ্ছেদ্য থাকে,
কোনপ্রকার কূটকৌশলই যেন
ঐ বান্ধবতাকে ছিন্ন ক'রতে না পারে,
তা'দিগকে এমনতর ক'রে তোল—
যা'তে তা'রা তোমার রাষ্ট্রীয় সত্তার সংরক্ষণ
ও তৎপরিপন্থী যা'-কিছুর নিরাকরণে
অপরিহার্য্যভাবে
সক্রিয় স্বতঃ-অনুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে।

১৩। আবার, ঐ আদর্শকে রূপায়িত ক'রতে
রাষ্ট্রদূতও তেমনতরভাবে
নিয়োগ ক'রো,
রাষ্ট্রসত্তায় স্বার্থবান, সদ্বংশজ, বিদ্বান,
সুসঙ্গত বোধিপরায়ণ,
উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিজ্ঞ, মিষ্টভাষী,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শে অচ্যুত সুনিষ্ঠ,
কৌটিল্য-অভিজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ,—
মোক্তা কথায়
এই জাতীয় জন্ম ও গুণবিশিষ্ট
শ্রেয়ার্থপরায়ণ লোকই কিন্তু
দৌত্যের উপযুক্ত পাত্র,
বিসদৃশ, বিশৃঙ্খল যা',
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সমন্বিত
রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে
ব্যাহত করে, খাটো করে,
বা নিন্দা করে যা',—
সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য-সমন্বিত
বাক্য, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে,—
এমনতর উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত-ধী-সমন্বিত
কূট-কৃতি পরিচর্য্যাসম্পন্ন ব্যক্তিই
দৌত্য-ব্যাপারে বাঞ্ছনীয়।

১৪। প্রচার-প্রাচুর্য্য এতই হওয়া উচিত—

যা'তে দেশের আদর্শ, দেশের কৃষ্টি,
দেশের বিবর্ত্তনী পদক্ষেপ,
অনুকম্পী চলন
বিদেশের প্রত্যেককেই
মুগ্ধ ও আন্দোলিত ক'রে তোলে—
উন্নয়ন-অনুশীলনী সম্বেগে,—
সবাই শ্রদ্ধাবন্ত হ'য়ে ওঠে
তোমার দেশের গণ ও ব্যষ্টিতে ;
ধর্ম্মের মূলসূত্র যা',
আদর্শ, কৃষ্টি এবং সত্তাপোষণী নীতি যেগুলি—
সে-সবগুলি বিহিতভাবে উদ্ভিন্ন ক'রে
সঞ্চারিত ক'রে, নিয়মন ক'রে
যা'তে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
তদ্ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে—
একত্বানুধাবনী তাৎপর্য্যে,
পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যপোষণী সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যায়,
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে,—
তা'র বিহিত ব্যবস্থা করা নিতান্তই সমীচীন,
আর, ঐ সমীচীনতার অবহেলা
যতই বেশী হ'য়ে ওঠে,
একানুধ্যায়ী সংহতি-স্বাতন্ত্র্য
পারস্পরিক সহযোগিতা
যোগ্যতা-অভিদীপ্ত বিবর্ত্তনী অনুপ্রাণনা
ক্রমশঃই অপলাপের দিকে
চ'লতে থাকে ততই,
তখন সত্তাতান্ত্রিকতার বদলে আসে—
প্রবৃত্তির ব্যভিচারী পরিক্রমা,
দুর্ব্বুদ্ধির উদগ্র লেলিহান সম্বেগ,
যা' নিজের সত্তাকেই আয়বাদ দিয়ে
পরিশোষণ ক'রে
তা'রই উপভোগ্য উপকরণ-সংগ্রহে
আগ্রহবিধুর হ'য়ে ওঠে,
এই হ'চ্ছে শাতনী সঞ্চলন,—
ব্যষ্টি, গণ ও রাষ্ট্রকে

সৰ্ব্বনাশে সমাধিগ্রস্ত করার
আত্মঘাতী আবেগ—
যা' গণবিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রে তোলে।

১৫। শাসন-সংস্থা নিজে
তা'র প্রতিটি কর্ম্মচারী-সহ
যথাসম্ভব একানুধ্যায়িতার সহিত
পরার্থপরতার সম্বেগ নিয়ে
কৃতি-অধ্যুষিত সন্দীপনায়
যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টিকে দেখা-শোনা করেন,
তা' ছাড়া, নিয়মিতভাবে নগর—
বিশেষতঃ পল্লী-পরিদর্শন,
লোকের সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগের তথ্য গ্রহণ,
তন্নিরাকরণী যোগ্যতা-সন্দীপী আলোচনা,
অযথা অবান্তর ব্যয়বাহুল্যের
সঙ্কোচ ও সুনিয়মন,
এবং বিশেষ বিষয়ে বিহিত স্থানে
আপূরণী সাহায্য-দানের
এমনতর ব্যবস্থা যেন করেন
যা'র ফলে
প্রতিপ্রত্যেকের বোধে
উপস্থাপিত হয় যে,—
শাসন-সংস্থা তা'র প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
তা'দের কাছে কতখানি আত্মীয়ভাবাপন্ন ;
এটা একটা অপরিহার্য্য করণীয়।

১৬। করধার্য্য এমনি ক'রে ক'রো,—
যা'তে মানুষের কর
তোমার শাসন-সংস্থার
সহায় হ'য়ে ওঠে,
সম্বৰ্দ্ধনার শক্তি হ'য়ে ওঠে,
তোমার কর যেন
মানুষের করকেই আলিঙ্গন করে,
আবার, মানুষের যোগ্যতা
ও আন্তরিক আগ্রহ
কর্ম্মদীপ্ত হ'য়ে

যেন এমনতর উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,—
এবং তোমাদের পালন-পরিচর্য্যায়
এমনতরই সম্বৃদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
যা'র ফলে, প্রতিটি গণের
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অবদানে
তোমাদের রাজকোষ
উচ্ছল চলনায় চ'লতে থাকে,
আর, তা'র ব্যবহারও যেন এমনতর হয়—
যা'তে ঐ কোষ অবাধভাবে
উপচয়ী চলনে চ'লতে পারে
এবং ব্যয়টাই যেন উপচয়ের কারণ হ'য়ে ওঠে ;
রাজকোষ যেখানে অপটু,
গণযোগ্যতাকে সম্বেগে প্রবৃদ্ধ ক'রে
উৎপাদন-হারকেই প্রবৃদ্ধ ক'রে তোল—
ক্রমচলনের ভিতর-দিয়ে,
আর, রাজকোষকে উচ্ছল ক'রে
তুলতে চেষ্টা কর—
সমবেত সানুকম্পী পরিচর্য্যায় ;
গণসত্তার নিরাপত্তার জন্য
আয়ের একদশমাংশ সংরক্ষিত ক'রে
অন্যায্য-ব্যয়-সঙ্কোচে
ন্যায্য-নিয়ন্ত্রণে
গণ-নিরাপত্তাকে অটুট ক'রে তোল,
আর, গণসত্তা-পোষণ ও প্রবর্দ্ধনের জন্য
যা' প্রয়োজন
তা' ঐ নয়-দশমাংশের ভিতর
নিষ্পন্ন ক'রতে চেষ্টা কর ;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উৎপাদন
তেমনতর প্রাচুর্য্যে উপস্থিত না হয়—
যা'র ফলে, নিরাপত্তার ব্যয়
ঐ উপচিত ভাণ্ডার থেকেই
সচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
ততদিন শ্রমপটুতাকে উপেক্ষা না ক'রে
উৎপাদনকে আরো-আরো

সম্বন্ধ ক'রে তুলো' ;
তা'তে তোমার রাষ্ট্রসত্তাও
পরাক্রমশীল হ'য়ে উঠবে ।
১৭। নিজের দেশের দুর্ব্বলতা যেগুলি আছে,
সেগুলির সংস্কারে
জাতিকে সবল ক'রে তুলতে হবে,
অনটনের অপনোদনে
দেশকে প্রাচুর্য্যে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে হবে,
অপটু যা'রা তা'দিগকে পটুত্বে
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলতে হ'বে,
যা'রা অপলাপের কোলে অবশায়িত
তা'দিগকে উদ্গতিশীল ক'রে তুলতে হবে,
সৎ-কে আরো-আরোতে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে—
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-পদক্ষেপী ক'রে
সুকেন্দ্রিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে ।
১৮। অবিশ্বস্ততা ও কৃতঘ্নতাকে
উপযুক্ত উপায়ে
নিরোধ ক'রবেই কি ক'রবে—
ক্ষিপ্র তৎপরতায়,
যা'র ফলে, মানুষের ঐ প্রবৃত্তি
বৃদ্ধিপর না হ'য়ে
ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হ'য়ে
অপলাপে নিঃশেষ হ'য়ে ওঠে,
যেখানে দেখবে
অসৎ যা', বিরোধী যা'
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-বিধ্বংসী যা'
নিয়তই ক্রূর ও সাংঘাতিকভাবে
তোমার সংস্থা ও সত্তার
অপঘাতী হ'য়ে চ'লেছে,—
সুদৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে
তা'কে অনতিবিলম্বেই নিরোধ ক'রতে
একটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
বিলম্বে তা'কে হয়তো আয়ত্তে আনা

সুকঠিনই হ'য়ে উঠতে পারে ;
সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের প্রতি
বিশেষ বিবেচনা
ও অনুধ্যায়ী বিচারণার সহিত
যেখানে যখন যেমনটি প্রয়োজন
সত্তাসম্বর্দ্ধনা ও অসৎ-নিরোধে
সেখানে তেমনতরই
যথাসম্ভব প্রস্বস্তির আবহাওয়া নিয়ে
তা' নিষ্পাদন ক'রতে
একটুও অবহেলা ক'রো না ;
সাম-দানে যদি সমস্যা সমাধান লাভ করে
তবে ভেদ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
ভেদেই যেখানে তা' নিরাকৃত হয়
সেখানে দণ্ড দিতে যেও না ;
কিন্তু দণ্ড যেখানে অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে
সেখানে দণ্ডকে ত্যাগ ক'রো না,
আবার, কোথাও প্রয়োজন হ'লে
যুগপৎ চতুঃ-পন্থাই অবলম্বন ক'রতে পার ;
ফলকথা, অবৈধ যা', অসৎ যা',
অন্যায় যা',
তা' যেন ভীত, ত্রস্ত শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে থাকে
তোমাদের শাসন-নিয়ন্ত্রণের ফলে ।
১৯ । সর্ব্বোপরি, তোমাদের শাসন-সংস্থা যেন
বৈশিষ্ট্যপোষণী লোকপালী সংস্থা
ও সুসঙ্গত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপোষণে
যত্নবান্ হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিজ্ঞ-মহানদের প্রতি
বিশেষ সম্ভ্রম ও অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,
আর, শাসন-সংস্থার পরিচালকবর্গ যেন
দেশের পূরয়মাণ ধর্ম্ম-প্রবক্তা যাঁ'রা
তৎসংশ্রয়ে উপস্থিত হ'য়ে
সশ্রদ্ধ আগ্রহে
উন্মুখ আপ্রাণতা নিয়ে
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে

তাঁদের দূরদর্শী উপদেশ ও অনুশাসন-গ্রহণ
ও তৎপ্রবর্ত্তনায় মনোযোগী হন,
এতে শাসন-সংস্থা স্বতঃই
অভ্যুদয়ী কল্যাণের পথে চ'লতে পারবে।
২০। এইতো গেল সেগুলি—
মোটা কথায় যা' আমার ইয়াদে আসে ;
তবে আরো মনে হয়,
শাসন-পরিষদ বা শাসন-সংস্থার বাহিরে
সব সময়ই এমনতর একজন প্রাজ্ঞ বহুদর্শী
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের অনুচর্য্যাপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
কেউ যদি থাকেন,
যিনি ঐ শাসন-সংস্থার
সমস্ত নিয়মন ও পরিচালনে
নিয়ত লক্ষ্য রেখে
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে
লোকের অভিধ্যায়ী প্রয়োজনগুলিকে
অবলোকন ক'রে থাকেন—
সম্যক্ তাৎপর্য্যে অভিগমনশীল হ'য়ে
সুসঙ্গত সূত্রকে অনুভব ক'রে—
শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে
আগ্রহদীপনার সহিত
বোধায়নী পরিচর্য্যায়
পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা
আলোচনায়
সমস্ত ব্যাপারগুলিকে অনুধাবন ক'রে
যখন যে-ব্যাপারে যেমন প্রয়োজন
তাঁর মত
ও কুশলকৌশলী নিয়মনের মন্ত্রণা নিয়ে—
তা' পূর্ত্তনীতি সম্বন্ধেই হো'ক
আর, কৌটিল্য-সম্বন্ধীয়ই হো'ক,
নিজদিগকে তদনুপাতিক
সংস্থ ক'রে চ'লতে পারলে
শাসন-সংস্থা

আরও সুষ্ঠু, সুকেন্দ্রিক
ও সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে—
অচ্যুত আদর্শাভিগমনে ;
কারণ, যা'রা দাবা খেলে,—
নিজেদের দুরাগ্রহ ঔৎসুক্য-বশতঃ
তা'দের বোধদর্শিতা
অনেকখানি অবসন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঐ কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য-পরায়ণ
বোধিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকের ইঙ্গিত
তখন সাফল্যের দিকেই নিয়ে যায়,
আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা-মাফিক
শাসন-সংস্থার বাহিরে
এমনতর একজন
মানুষের প্রয়োজন অপরিহার্য্য—
যদিও সব ক্ষেত্রে, সব সময়ে
এমনতর লোক পাওয়া দুষ্কর ;
আর, এমনতর লোক থাকুন আর নাই থাকুন—
শাসন-সংস্থার বাইরে
সব সময়
এমন শক্তিশালী নাগরিক সংস্থার প্রয়োজন,
যে-সংস্থা
নাগরিকদের ভিতর থেকে
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম-অনুশাসন-সম্বুদ্ধ
শ্রেয়-কুল-সম্ভূত
আদর্শপ্রাণ সর্ব্বসঙ্গত বোধসম্ভারসম্পন্ন
বেদ-বিজ্ঞানবিৎ,
কর্ম্মপ্রাজ্ঞ,
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়-নিষ্ঠ
সভ্য দ্বারা সুসংহিত হবে,
সুনিবদ্ধ হ'য়ে রইবে,—
যা'রা ধর্ম্মানুগ অস্তিবৃদ্ধির নিয়মনে
গণজীবনকে
যেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত

তা' তো করবেনই,
আরো, শাসন-সংস্থার
যে-কোন বিধি প্রণয়ন ক'রতে হ'লে
তাঁদের অনুমতি ছাড়া
তা' ঐ বিধান-সভায়
উত্থাপিত হ'তে পারবে না ;
পরিস্থিতি, দেশকালপাত্র ও প্রয়োজন-অনুপাতিক
এমনতর ব্যবস্থা যদি না হয়,
ধর্ম্ম-অনুচর্য্যা ও তদনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার অভিদীপনী অনুপ্রেরণায়
মানুষ অস্তিবৃদ্ধির পথে
আদর্শানুগ সুসম্বদ্ধ নিয়মনে
চ'লতেই পারবে না—
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বচ্ছন্দতাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে ;
আরো, তা' ছাড়া
ঐ শাসন-সংস্থার কর্ম্মচারীদের
বিকৃতি, ব্যভিচার, ব্যতিক্রম ইত্যাদিকে
সুনিয়মন ও সুশাসন-সম্বদ্ধ ক'রে
কুৎসিত আচরণকে সংযত করা
দুঃসাধ্যই হ'য়ে উঠবে,
তাই, তাঁদের অনুমোদন ও প্রস্তাবে
শাসন-সংস্থা স্বতঃ ও সর্ব্বতোভাবে
বাধ্য থাকবেই কি থাকবে ;
এর ব্যতিক্রমে
ব্যভিচার, বিড়ম্বনা
ও দুর্ম্মদ দুঃশীলতার উদ্ভব অতিনিশ্চয়,
নগর, মহকুমা, থানা ও বিশিষ্ট গ্রাম—
প্রত্যেক জায়গায়
এই বেসরকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠান
থাকা উচিত,
আর, কোন জায়গায়
পাঁচ হ'তে পনের জনের বেশী
সদস্য না থাকা ভাল,

ঐ প্রতিষ্ঠান তত্তৎ এলাকায়
শাসন-সংস্থার কার্য্যাবলীর প্রতি
তীক্ষ্ন নজর রেখে
তা'কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করায় সাহায্য ক'রবেন
এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সংস্থা
ও শাসন-সংস্থার ঊর্দ্ধতন স্তরে
স্থানীয় শাসনকার্য্য-সংক্রান্ত
নিয়মিত বিবরণ দাখিল করবেন—
গঠন ও সংশোধনমূলক নির্দ্দেশ-সহ,
এই সংস্থার সভ্যদের পক্ষে
শাসন-সংস্থার প্রসাদভুক্ হওয়া
ও কোন সংঘাত বা প্রলোভনে
নিজেদের
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সংহত ব্যক্তিত্বকে
বিপথ-প্রভাবান্বিত হ'তে দেওয়া
নিতান্তই অযোগ্যতা
ও অনুপযুক্ততার পরিচায়ক ;
আমার মনে হয়
শাসন-সংস্থার পশ্চাতে
যদি এমনতর কোন বল্গা না থাকে,—
অনুপযুক্তের আধিক্যে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংস্থা
বা বর্ণাশ্রমের বিভবের
ধূলিসাৎ হওয়া ছাড়া
কোন উপায় থাকবে না ;
ব্যবস্থা যা'ই কর না কেন,
তা' যদি জীবন ও বর্দ্ধনার
অনুপোষণী না হয়—
তদনুপাতিক যদি বিন্যাস না হয়—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা,
তা'তে জাতিও শক্তিহীন, সংহতিহীন,
আদর্শহীন, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিহীন হ'তে
বাধ্য হবেই কি হবে,

এই সমস্ত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
লোকযোগ্যতাকে
এমনতর ত্বরিত-দক্ষ ক'রে তুলবে,—
যা'তে তা'রা সর্ব্বতোভাবে
আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
তা' ছাড়া, কোন তন্ত্র, পদ্ধতি বা বন্দোবস্ত
সময়-সংঘাতে যদি ভেঙ্গেও যায়—
তাহ'লেও তৎক্ষণাৎই তা'রা
ত্বরিত-দক্ষতায়
সেগুলিকে এমনতর সহজভাবে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে,—
যা'র ফলে, ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা
তারা কোনপ্রকারে
নিষ্পেষিত বা বিপাকবিধ্বস্ত
হ'য়ে না ওঠে,
আর, কাউকে উঠতেও না দেয়,
আর, এইটাই হ'চ্ছে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে
বিধানের অনুশাসন-নিয়মনার বাস্তব অবদান ;
যতক্ষণ এমনতর না হ'চ্ছে,
বুঝে নিও—
তা'রা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠেনিকো তখনও ;
আবার, ব্যবস্থা নিখুঁত
ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'লেও
তা' যদি যথাযথভাবে পরিপালিত না হয়,—
তবে তা'ও
ঈপ্সিত ফলপ্রসব ক'রতে পারে কমই ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের গতি-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বাঁচাবাড়ার বিধায়নী ধাতা,
ঈশ্বরই ধৃতি,
তদনুশাসন-অনুশীলনী শিক্ষা
ও সার্থক-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতাই হ'চ্ছে
মানুষের বিভব। ৩৮৭।

ভর্গবিভূতি! সবিতা! সৌরি!

সুন্দরশ্রী! বিশ্বদৃক্! পালনধৃতি!

পরমপুরুষ। নমস্তে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৭১। দেশের সুবিনায়নায় রীতিনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব।
৩৭২। দেশের সর্ব্বনাশে বিকৃত বিবাহ।
৩৭৩। দেশের অবনতিতে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা।
৩৭৪। সমাজের সাধুদীপনায় বর্ণানুগ সমাজসংগতি।
৩৭৫। দুষ্টমনাদের শিষ্ট ক'রতে হ'লে।
৩৭৬। নিজের নিরাপত্তার জন্য অন্যকে সাহায্য ক'রো।
৩৭৭। বিচ্ছেদই বিনাষ্টির মূল।
৩৭৮। Politics (রাজনীতি)-এর আসল কৌশল।
৩৭৯। ধর্ম্মহীন mission (প্রচার) বিকৃতিই নিয়ে আসে।
৩৮০। আদেশীবিহীন দেশ তাৎপর্য্যহীন।
৩৮১। কোন রাষ্ট্রকে যদি বাঁধনমুক্ত ক'রে কাউকে দিতে চাও।
৩৮২। বিজিত-রাষ্ট্র হস্তান্তরে।
৩৮৩। মূর্খ রাজনীতিক।
৩৮৪। লোকউদ্ধাতা।
৩৮৫। স্বভাব-রাজা।
৩৮৬। রাজ্যশাসনের প্রধান উপকরণ।
৩৮৭। শাসনসংস্থা।

—:★:—

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — শ্লোক-সংখ্যা

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী **শ্লোক-সংখ্যা**

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী শ্লোক-সংখ্যা

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — **শ্লোক-সংখ্যা**

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী	শ্লোক-সংখ্যা
নেতার আসনই হ'চ্ছে	১০০
পরিবেশ ও পরিস্থিতির উর্জ্জনশীল সম্বর্দ্ধনা	১৫১
পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতিঘাতজনিত	৪২
পাপ যেখানে অসৎকে আবাহন করে	৩৩৩
পিতামাতা বা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-অভিভাবক	৮৮
পূরা ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে যদি নিজেকে	৩৬২
পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শ বা আচার্য্যে	১৩৯
পূরয়মাণ প্রেরিত যিনি, তদ্বেত্তা যিনি	১০১
পৃথিবীর কোন দেশ ও তার মানুষকে	৩৬০
প্রতিটি ব্যষ্টির সাত্বত প্রয়োজনকে	৩৫
প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন-ধারণ ক'রতে হ'লেই	৩৭১
প্রথম কথাই হ'লো—তুমি সর্ব্বতোভাবে	১৬৯
প্রথমেই যা'রা নিজ নিজ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে	১২২
প্রবৃত্তি-অভিভূতি ভোগলিপ্সাপ্রলুব্ধ হ'য়ে	২৭৫
প্রহরীদের হওয়া চাই	৩১৪
প্রীতি ও পরিচর্য্যাই প্রভাবকে	৯৫
প্রীতি-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যকে সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত	৩৭৮
বর্ণানুগ সমাজসংগতি যতদিন সুন্দর	৩৭৪
বাস্তব স্বাধীনতা তখন থেকেই আবির্ভূত হ'বে	১৩
বিকৃত বিবাহই হ'চ্ছে দেশের সর্ব্বনাশের	৩৭২
বিকৃতভাবে যদি কোথাও গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ	৩৪০
বিচার ক'রতে হ'লে বিবেচনার প্রয়োজন	২৮৯
বিচারকের আসনে যা'রা আসীন হ'য়ে আছে	৩১১
বিচার-বিনায়ক ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বৈধী আদেশ	২৯৭
বিচার মানে বিশেষরূপে চরণ	৩০৫
বিচার যেখানে কোতোয়ালীর ক্রীড়নক	২৮৪
বিদ্রোহকে সাম্যে আন	২৪৮
বিদ্রোহ যা' বিষাক্ত রূপ ধ'রতে পারে	২৪৯
বিধি যেখানে দুষ্প্রয়োগ-দুঃস্থ	২২৩
বিবাহ-বিধান ও যৌন-জীবনকে	৫৫
বিভিন্ন দেশে শাসনসংস্থা যাই থাক না কেন	৪৪
বিশ্বপ্রেমের খোস খেয়ালে মানুষের অস্তিবৃদ্ধির	১৩৭
বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার সুষ্ঠু-সমঞ্জসা	৩২০
বেতালকে তালমতালে সুমধুর উচ্ছল ঐকতানিক	২৫২
বৈধী সাত্বত সুযোগের পথ	২৫০
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির	১৭৬
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-নিরত	১৫৮
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম	৪৮

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — **শ্লোক-সংখ্যা**

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — শ্লোক-সংখ্যা

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — শ্লোক-সংখ্যা

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী শ্লোক-সংখ্যা

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী — শ্লোক-সংখ্যা

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

শব্দ শ্লোক-সংখ্যা শব্দার্থ

১। অগ্রযাজী—৩৩৪=অগ্রে থেকে যাজন করে যে।
২। অতিশায়নী—৩৭০=প্রবর্দ্ধনী।
৩। অধিষ্ঠিত—১৭=অধিষ্ঠান, আশ্রয়।
৪। অধ্যয়না—১১৯=ধারণপোষণ করার পথে চলা।
৫। অনুক্রিয়—২১৮=সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।
৬। অনুধাবিত—২৭৬=Prosecuted (মোকদ্দমায় দায়ের-করা)।
৭। অনুধায়না—২০৯=অনুধাবন ক'রে চলা।
৮। অনুধায়নী—১৩১=অনুসরণপূর্ব্বক চলে যা' [ধাবন=ধায়ন (ব্রজবুলি)]।
৯। অনুনয়ন—১৫=কোন-কিছুর দিকে নিয়ে চলা।
১০। অনুপ্রসরশীলতা—২১২=অভিমুখী গতি ও বিস্তারপ্রবণতা।
১১। অনুবন্ধনা—১০৬=মিলন, সংযোগ।
১২। অনুবেক্ষণী—৩২৮=সম্যক্-দর্শনযুক্ত।
১৩। অনুবেদনা—১৬৯=অনুসরণপূর্ব্বক লব্ধ জ্ঞান।
১৪। অনুবেদনী—১০৯=অনুসরণী-প্রজ্ঞাযুক্ত।
১৫। অনুভাবিতা—১১০=তদনুগ হওয়ার ভাব।
১৬। অনুরত—৩৪৩=অনুরাগযুক্ত।
১৭। অনুশ্রয়ী—৭৫=আশ্রয়যুক্ত।
১৮। অনুসৃতি—২১৫=অনুসরণ।
১৯। অন্তঃক্ষেপ—২৯০=Interpolation.
২০। অন্তরাসী—১৯৪=Interested [অন্তর=inter, আস্=
cf. esse (Latin)]।
২১। অপ-উৎসর্জ্জনা—৫০=অপকৃষ্টদিকে বৃদ্ধি।
২২। অপক্রমণিকা—১৭২=অপকৃষ্ট পথে চলা।
২৩। অপগর্ব্বী—১১৮=Boastful evil.
২৪। অপবর্ত্তন—৯০=অপকৃষ্ট গতি।
২৫। অপাহত—৭৯=অপকৃষ্টভাবে আহত।
২৬। অবশায়িত—৬৫=ঐ ঝোঁকসম্পন্ন।
২৭। অভিধায়না—৩৮৩=তদভিমুখী চলন।
২৮। অভিধায়নী—৪৮=তদভিমুখে চলৎশীল।
২৯। অভিধ্যায়িতা—৩৮৬=তদভিমুখী চিন্তাপ্রবণতা।
৩০। অভিনায়না—৩৮৪=কোন-কিছুর অভিমুখে চালনা।
৩১। অভিভাবিত—২১৫=উদ্দেশ্যানুগ-প্রভাবদীপ্ত।
৩২। অভিসারণা—১০৯=চলন।
৩৩। অভী-উচ্ছল—২৮৩=নির্ভীকতায় উচ্ছল।
৩৪। অমৃতাভ—১০৮=অমৃতের (অমরণতার) আভা-যুক্ত।
৩৫। অয়ন—১৯২=চলন।

শব্দ	শ্লোক-সংখ্যা	শব্দার্থ

৩৬। অস্মিতা—১৪৪='আমি আছি' এই ভাব, অস্তি-র চেতনা।
৩৭। আভিঘাতিক—৩০৯=অভিঘাতকারী।
৩৮। আয়ত্তি—২৭৯=আয়ত্তকরণ।
৩৯। আরতি-সম্মিত—৬৬=সম্যক অনুরাগের উদ্বোধন হয় এমনতর সঙ্গতিসম্পন্ন।
৪০। আরাধী—৩০৩=আরাধনাযুক্ত, সুষ্ঠু নিষ্পাদন-যুক্ত।
৪১। আস্ফুরিত—১২২=সম্যকভাবে প্রকাশিত।
৪২। আহব-হোম—৩৬৫=যুদ্ধের আহ্বান।
৪৩। আহূতি—*=আহ্বান। [সংস্কৃত হেব-ধাতুরই একটি রূপ হু]।
৪৪। ঈশ-ঊর্জ্জনা—৩৬৭=বীর্য্যদীপ্ত ঐশ্বরিক সম্বেগ।
৪৫। উচ্চল—২৫২=উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।
৪৬। উজ্জায়িনী—২১৯=জয়শীল।
৪৭। উৎক্রমণী—৩৩০=উন্নতি-অভিমুখে এগিয়ে চলে যা'।
৪৮। উৎসর্জ্জনী অনুচর্য্যা—২৪=যে অনুচর্য্যা বা সেবা বর্দ্ধনার পথে নিয়ে চলে।
৪৯। উদ্বর্ত্তনা—৫=বেড়ে-ওঠার পথে চলা।
৫০। উদ্‌বেদনী—১২৭=উন্নত জ্ঞান ও বোধ-উদ্দীপী।
৫১। উদ্বেলনী হিল্লোল—১৫২=যে-দোলন উদ্বেল ক'রে তোলে।
৫২। উদয়ন-গতি—১১২=উদয় অর্থাৎ বৃদ্ধি আনে যে-গতি।
৫৩। উদ্ধব-অনুস্পন্দন—৩৪৯=ঊর্দ্ধমুখী স্পন্দন।
৫৪। উন্মাদ-উদ্ধতি—২২২=উন্মাদের ঔদ্ধত্য।
৫৫। উপসন্ন—১৫৪=সন্নিকটস্থ।
৫৬। উপায়ন—৩৪২=উপায়, উপকরণ।
৫৭। ঊর্জ্জনা—৫০=বল ও প্রাণন-সম্বেগ।
৫৮। ঊর্জ্জিত—৩৮১=জীবনীশক্তি ও পরাক্রম-যুক্ত।
৫৯। ঊর্জ্জী—১৪২=শক্তিশালী, প্রাণবন্ত।
৬০। ঊহ্য-তাৎপর্য্য—৩৫০=বহন-তৎপরতা।
৬১। ঋক্‌-অনুদীপনা—১৭০=চলনের ছান্দিক প্রকাশ।
৬২। ঋক্‌-অনুপ্রেরণা—৩৬৪=পবিত্র প্রেরণাসঞ্চারী চলন।
৬৩। ঋক্‌-সত্তা—*=বিধিবিনায়িত ছন্দায়িত সত্তা।
৬৪। ঋতগতি—৩৮৩=সত্তাসম্বর্দ্ধনী গতি।
৬৫। একায়নী—১৬=ঐক্যবিধায়নী।
৬৬। এৎফাঁক—৩৩৪=কায়দা, কৌশল।
৬৭। এষণী—৪৯=পুনঃ-পুনঃ করণের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা-যুক্ত।
৬৮। কৌটিক বাঁক—২১০=কুটিল বাঁক।
৬৯। খরসান—১২০=শাণিত, দীপ্ত।
৭০। গোবর্দ্ধন—১৫২=পৃথিবী, গোজাতি, বেদ তথা জীবনীশক্তির বর্দ্ধন।
৭১। চতুর্ব্বর্ণ-বিরেখ—৩৬৪=চার রঙের বিহিত রেখা-যুক্ত।
৭২। চিকন-চর্য্যা—১২৬=সূক্ষ্ম সুচারু সেবা।
৭৩। চেতন-সমুত্থান—১৫=চৈতন্যের জাগরণ।
৭৪। ছান্দিক—৮৩=ছন্দ (তাল) আছে যা'তে।

শব্দ শ্লোক-সংখ্যা শব্দার্থ

৭৫। ছান্দোগ্য-অনুশীলনী—৩৬৫=প্রীতিকর ছন্দের অনুশীলন আছে যা'তে।
৭৬। জান্তব—৩০৮=জন্তু বা পশু-তুল্য।
৭৭। জিষ্ণু—২৫১=জয়শীল।
৭৮। জীবনকীর্ণ—১৮০=জীবন বিকীর্ণ করে যা'।
৭৯। জীবন-সঞ্জিত—৪৭=জীবনকে অধিকার ক'রে আছে যা'।
৮০। জৃম্ভী—২৫৭=প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে যা'।
৮১। তত্ত্বঋক্—১৭০=তৎ-ত্ব অর্থাৎ তাহাত্বের ঋক্ (তত্ত্বসূত্র)।
৮২। তপ-তর্পণা—৫৩=তপস্যার দ্বারা তৃপ্ত ক'রে তোলা।
৮৩। তর্পিতা—২৪০=তৃপ্ত ক'রে তোলা।
৮৪। তীর্থ-তৃপণা—৫৩=সমস্যা থেকে উত্তরণ লাভ-জনিত তৃপ্তি।
৮৫। দান্ত-দিগ্বলয়—*=সুবিধি-নিয়ন্ত্রিত বিস্তারমুখিনতা।
৮৬। দান্তি—২৫৬=দমন।
৮৭। দীপী-বর্ত্তনা—১৪২=দীপ্তিশীল চলন।
৮৮। ধীয়মান—২০৯=ধারণ-পোষণ করানো হয় যা'তে।
৮৯। ধুক্ষিত—৪৯=পীড়িত, ক্লিষ্ট।
৯০। ধৃতি-উৎসর্জ্জনা—১৫২=ধারণ-পোষণ ক'রে উন্নতির পথে তুলে ধরার চলন।
৯১। ধ্বান্ত—১৫১=গাঢ় অন্ধকার।
৯২। নিয়ন্তৃ-প্রতীক—১৯৫=নিয়ন্তার প্রতীক।
৯৩। নিয়ন্ত্রণা—৩০৯=নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলা।
৯৪। নিরয়ী—৬৯=নিরয় অর্থাৎ নরক-যুক্ত।
৯৫। নিরাকারীয়তা—২৯১=নিরাকরণকারী।
৯৬। পণ্ডী-বিচ্ছুরণা—২৯৬=পণ্ডকারী উৎক্ষেপণা।
৯৭। পরগর্ব্বী—১৪৯=নিজ বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে যে পরের গর্ব্বে গর্ব্ব বোধ করে।
৯৮। পর-ভৃতি-পূর্ণ—১০৯=শ্রেষ্ঠ ভরণপোষণরূপ ক্রিয়ায় পূর্ণ।
৯৯। পরস্পরতর্পী—১৪=একে যখন অন্যকে প্রীত ও তৃপ্ত ক'রে চলে।
১০০। পরিচালী—৩৫৫=পরিচালক-অর্থে।
১০১। পরিণয়নী—১৯৫=পরিণত ক'রে তোলে যা'।
১০২। পরিধৃতি—১৭৪=সর্ব্বতোভাবে ধারণপোষণ করা।
১০৩। পরিবেক্ষণী—৩২৯=সর্ব্বতোমুখী দর্শন আছে যা'র মধ্যে।
১০৪। পরিবেদনা—১৬৭=সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।
১০৫। পরিবেদনী—৩৭৪=সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান-যুক্ত।
১০৬। পরিভরণা—৩১০=পরিপোষণ।
১০৭। পরিভৃতি—২৬৯=পরিপোষণ।
১০৮। পরিরক্ষী—১৮৩=উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণকারী।
১০৯। পাবক-তাৎপর্য্যে—৯২=পবিত্রকারী তৎপরতায়।
১১০। পার্থ—৩৫০=অনুপূরণকারী।
১১১। পুরঃ-প্রতিনিধি—১৮৩=অগ্রগামী প্রতিনিধি।
১১২। পুরোধা—১৩৪=পুরোহিত, অগ্রে থেকে যিনি ধারণপোষণ করেন।
১১৩। পুরোধ্যাসী—১২৭=প্রেসিডেণ্ট্।

শব্দ শ্লোক-সংখ্যা শব্দার্থ

১১৪। পুষ্পল—৩৬৫=ফুলের মত।
১১৫। পূর্ত্তনীতি—১৫৪=পূরণপোষণের নীতি, Politics.
১১৬। প্রচোদয়ী—১৪২=অনুপ্রেরক।
১১৭। প্রণয়ন—১৩৮=প্রণয় বা প্রীতির দিকে নিয়ে চলে যা'।
১১৮। প্রতিক্রিয়—৩৫৩=প্রতিক্রিয়া থেকে জাত।
১১৯। প্রত্যুৎক্ষেপী—৩২২=সাড়ার প্রতিক্রিয়ায় উৎক্ষেপ হয় যা'তে।
১২০। প্রাবৃত্তিক—৩২=প্রবৃত্তিজাত।
১২১। প্রীণন-আকূতি—১৩৭=প্রীত করার আবেগ।
১২২। প্রীতি-স্তবনা—১৪১=প্রীতিযুক্ত স্তুতি।
১২৩। বন্দী—১৩৪=বন্দনাকারী, উপাসক।
১২৪। বহুসম্বেদন-তপ-৩৮৬=বহুকে সমীচীন ও ভালভাবে জানার অনুশীলন।
১২৫। বিকৃতি-অনুশায়ী—২৪=বিকৃতির দিকে ঝোঁকসম্পন্ন।
১২৬। বিচরণ—৫০=চলন, আচরণ।
১২৭। বিচারণা—৩০১=বিচার-ক্রিয়া।
১২৮। বিজৃম্ভণী—১৭৬=বিরাট হাঁ-করা, সর্ব্বগ্রাসী।
১২৯। বিদাহী—২৪১=বিশেষ-দহনকারী।
১৩০। বিধায়না—২০৩=বিহিত ধারণপোষণের পথ।
১৩১। বিনয়ন—২১৭=বিশেষ চালনাক্রিয়া।
১৩২। বিনায়ক—৪৬=বিহিত পথে নিয়ে চলে যা'।
১৩৩। বিনায়না—১৫৮=সামঞ্জস্য-বিধান।
১৩৪। বিবদ্ধ—৪৩=বিশেষভাবে আবদ্ধ।
১৩৫। বিবেচী—৩৩৬=বিবেচনা-সমন্বিত।
১৩৬। বিভব-জৃম্ভী—১৫৯=সম্পদের স্ফীতি-সম্পাদনী।
১৩৭। বিভাত—১৭০=বিশেষভাবে প্রকাশিত।
১৩৮। বিযোজনী-যোগ্যতা—১৫৯=বিয়োগ অর্থাৎ ধ্বংস-কারী যোগ্যতা।
১৩৯। বীক্ষণা—১৯০=দর্শন।
১৪০। বেতর—৩৮৪=বেকায়দা।
১৪১। বেধয়িতা—২৯১=বিদ্ধকারী।
১৪২। বৈকারিক—১৭৬=বিকার থেকে জাত।
১৪৩। বোধায়নী—১৪২=বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।
১৪৪। ব্যতীপাত—২৮৩=বিপর্য্যয়।
১৪৫। ব্যাজ-দীপনা—১৪১=বিকৃত সম্বেগ।
১৪৬। ব্যাহৃতি—১৩=বিস্তার।
১৪৭। ব্রাহ্মণ্য-অনুবেদনী—৩৬৪=বিস্তারের জ্ঞান-যুক্ত।
১৪৮। ভবৎ-সম্বেগী—১৭২=চলতি-চলনের সম্বেগ-সম্পন্ন।
১৪৯। ভাতি-প্রদীপনা—১৭০=দীপ্তির বিকাশ।
১৫০। ভাবানুকম্পিতা—২৩৬=Sentiment.
১৫১। ভাবানুবোধনা—২৪০=হ'য়ে ওঠার বোধ।
১৫২। ভীতিধুক্ষ—২৬৭=ভয়পীড়িত।

শব্দ	শ্লোক-সংখ্যা	শব্দার্থ

১৫৩। ভৌম-আচরণ—২১৩=মৌলিক আচরণ।
১৫৪। ভ্রান্তিজৃম্ভী—১৩৪=ভ্রান্তির পথে চলৎশীল।
১৫৫। মন্ত্রণ-বিচারক—৩০১=মন্ত্রণাদাতা বিচারক।
১৫৬। মিতি—১৭১=পরিমাপ, পরিমিত।
১৫৭। মূর্ত্তন-অভিব্যক্তি—১১৯=মূর্ত্তিলাভ করেছে যে অভিব্যক্তি।
১৫৮। মূর্ত্তনা—৩৫৯=বাস্তবায়িত প্রকাশ।
১৫৯। মেরুমানব—১১৪=আশ্রয়দণ্ডরূপী মানব।
১৬০। ম্রিয়ল—৩০২=মরণশীল, অবসাদগ্রস্ত।
১৬১। যন্তা—১৪১=নিয়ন্তা।
১৬২। যন্ত্রণ-নিয়মন—৪৫=যান্ত্রিক-ক্রিয়ার বিন্যাস।
১৬৩। যমন-প্রবোধনা—৩২৫=সংযমের বোধ বা জ্ঞান।
১৬৪। যাগ-আহ্বান—৩৫৮=যজনদীপ্ত আহ্বান।
১৬৫। যাগদীপী—১৪=যাগ অর্থাৎ যজনক্রিয়াকে (পূজা, দান, সংগীতকরণ) দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
১৬৬। যোগজৃম্ভী—১৩৮=যুক্ত হওয়ার আবেগকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
১৬৭। যোগাবেগ—১৫৯=যুক্ত হওয়ার আবেগ. Tendency to unification.
১৬৮। রাজ-অনুরঞ্জনা—১০৭=রঞ্জন অর্থাৎ তুষ্টিবিধানের ক্রিয়া।
১৬৯। লোকপাবনী—২৫৯=লোককে পবিত্র ক'রে তোলে যা'।
১৭০। লোকহিতী—১০০=লোকের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।
১৭১। লোকায়ত্ত শাসন—১০৯=বিহিত গণতান্ত্রিক শাসন।
১৭২। লোহদৃষ্ট—৩১১=রক্তদৃষ্ট। [লোহ=রক্ত]।
১৭৩। শাণ্ডিল্য-স্থণ্ডিল—*=শাণ্ডিলাঋষির পূত ভূমি।
১৭৪। শাতন-অভিদীপনা—২০২=ছেদশীল অভিদীপনা, বিনাশকারী সম্বেগ। শাতন=cf. Satan.
১৭৫। শাতনী—৬৯=ধ্বংসকারী, Satanic.
১৭৬। শান্তা—২৯১=শান্তিদাতা।
১৭৭। শাস্তা—১৮৪=শাস্তিদাতা।
১৭৮। শীলতা—৩০৮=সাধু আচরণ ও অভ্যাস।
১৭৯। সংযমন-সংস্থা—৩২৫=সংযত করার সংস্থা।
১৮০। সংরাগ-সম্বুদ্ধ—২১৭=সম্যক অনুরাগের দ্বারা উদ্দীপ্ত।
১৮১। সংহিত—৬২=সম্যকপ্রকারে বিধৃত, সম্মিলিত।
১৮২। সংহিতির সামবেদনা—১৫=সম্যক ধারণপোষণার ভিতর-দিয়ে যে সাম্যবোধ।
১৮৩। সচিৎ—১৩৬=চিৎ বা চেতনা-সমন্বিত।
১৮৪। সঞ্চারণী—১২২=সঞ্চারণকারী।
১৮৫। সদৃশ-সংযোজী—২২১=Compatible, সদৃশভাবে যুক্ত হ'য়েছে যা'।
১৮৬। সময়-সেবী—১৫৮=Opportunist, সুবিধা ও সময় ধ'রে যা'রা স্বার্থসিদ্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে।
১৮৭। সমীক্ষু—১৩৪=সম্যক দর্শন আছে যা'র।
১৮৮। সম্বৃদ্ধি—৬৪=সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধন।

শব্দ	শ্লোক-সংখ্যা	শব্দার্থ

১৮৯। সম্বেদনা—১২১=সম্যক জ্ঞান।
১৯০। সম্বেদনী—১১৭=সম্যক জ্ঞান-যুক্ত।
১৯১। সহজাত জৈব-সংস্থিতি—২৪৭=Born instinct.
১৯২। সাত্বত—৬৪=সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়, Existential.
১৯৩। সাবুদ—১৫২=Confirmed, সিদ্ধ।
১৯৪। সামধৃতি—২১৫=সমতাযুক্ত ধারণপোষণ, Balanced upholding.
১৯৫। সামসুন্দর—৭৮=সাম্যভাবের ভিতর-দিয়ে সুন্দর।
১৯৬। সাম্য-সঙ্গর্ভী—১৪২=সমত্ব (balance) আছে যা'র মধ্যে।
১৯৭। সুবীক্ষণা—১৬৯=সুষ্ঠু এবং সমীচীন দর্শন।
১৯৮। সুলোচনী—১৭০=সুষ্ঠু দর্শন-যুক্ত।
১৯৯। সুসংহিত—৩৮৭=সুষ্ঠু এবং সংহত-ভাবে বিধৃত।
২০০। সুসন্তর্পণা—৩০৯=সম্যকপ্রকারে তৃপ্তকরণ।
২০১। সুসম্বোধী—১২৯=শুভ ও সমীচীন বোধ-যুক্ত।
২০২। সুস্থি—১৩৯=সুস্থ থাকা, ভাল থাকা।
২০৩। সৌর্য্য-বিকিরণী—১৯৯=প্রেরণাসৃষ্টিকারী উদ্ভাবনী আবেগ বিকিরণ করে যা'।
২০৪। স্তম্ভনা—১৩৭=স্তব্ধ করা।
২০৫। স্তোতন—১৫২=স্তুতিকরণ।
২০৬। স্রোতোবেলিত—৬৪=স্রোতের মত নিরন্তর সক্রিয়ভাবে চলেছে যা'।
২০৭। স্বভাব-যাজী—৩৮৬=স্বভাবতঃই যাজনশীল।
২০৮। স্বাতন্ত্রিকতা—১০=বৈশিষ্ট্য।
২০৯। স্বানুধ্যায়ী—২৮৮=আত্ম-অনুধ্যান-তৎপর, আত্মবিশ্লেষণ-তৎপর।
২১০। হয়রান-পেরেসান—৩৩৫=হয়রান—জ্বালাতন, হতবুদ্ধি, পেরেসান—ক্লান্ত, নাকাল।
২১১। হিতী—২৭৫=হিত অর্থাৎ মঙ্গল-যুক্ত।
২১২। হোমধূম-ধৃতি—৩৮৪=যজ্ঞাগ্নি অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনী-অনুশীলন-সম্বেগের ধারক।
২১৩। হোমলাস্য—৭৫=আহুতির উদ্দীপ্ত উল্লাস।

[তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি বইয়ের প্রথমে আশীর্ব্বাণীতে ব্যবহৃত]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা যেমন গুরুভাববাহী, তেমনি অর্থবান। তৎকথিত শব্দগুলির গভীরে অবগাহন করলেই এ-উক্তির যাথার্থ্য বোধে ধরা পড়বে। সাধারণভাবে প্রচলিত নয় এমন অনেক শব্দ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাণীতে ব্যবহার করেছেন। অনেক শব্দ নতুন সৃষ্টিও করেছেন। শব্দগুলির অর্থ ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারলে বাণীর মূল ভাব ও তাৎপর্য্যও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সেইজন্য 'বিধান-বিনায়ক' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যতগুলি শব্দার্থ ছিল, পাঠকগণের বোঝার সুবিধার জন্য এই সংস্করণে তা' আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এই গ্রন্থের বিহিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও চর্চা সবাইকে সাত্বত বোধে সমুন্নীত করুক, এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার রাতুল চরণে।

নিবেদক—
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়